বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণম্

বা

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণম্

—::—

বাল্মীকি-মহর্ষি-প্রণীতম্

(উৎপত্তি প্রকরণম্)

৩য় খণ্ড

বেদান্তবাগীশোপাধ্যেন

শ্রীকালীবরদেবশর্ম্মণা

অনূদিতম্, পরিশোধিতম্, সম্পাদিতঞ্চ

বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণম্

বা

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণম্

—::—

বাল্মীকি-মহর্ষি-প্রণীতম্

(উৎপত্তি প্রকরণম্)

৩য় খণ্ড

বেদান্তবাগীশোপাখ্যেন

শ্রীকালীবরদেবশর্ম্মণা

অনূদিতম্, পরিশোধিতম্, সম্পাদিতঞ্চ

কলিকাতা রাজধান্যাং

১২১-বি, সংখ্যক সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটস্থিত ভবনে বেন্‌লী-মুদ্রণ-যন্ত্রে

শ্রীসুনীলচন্দ্র পালেন মুদ্রিতম্।

মূল্য : ছয় টাকা মাত্র।

প্রকাশকের নিবেদন

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত যোগ-বাশিষ্ঠ মহারামায়ণ উৎপত্তি প্রকরণের তৃতীয় বা শেষ খণ্ড প্রকাশিত হইল। কতিপয় সহৃদয় পাঠক ও পৃষ্ঠপোষক সুধীজনের অনুরোধে ছাপাখানার যথাসাধ্য চেষ্টার ফলে পূর্ব্ব অনুমিত সময়ের কিছু পূর্ব্বেই প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছে। আশা করি সহৃদয় পাঠকবর্গ এতদ্দ্বারা কিঞ্চিৎ আনন্দ পাইবেন। সুধীবর্গের আনন্দবর্দ্ধনই প্রকাশকের কাম্য এবং তাহাতেই তাহার পরম সন্তোষ।

ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

—০—

বশিষ্ঠ উবাচ।

কর্কটীকটুবৃত্তান্তং সর্ব্বমাকর্ণ্য বাসবঃ।
নারদং পরিপপ্রচ্ছ পুনর্জ্জাতকুতূহলঃ॥ ১ ॥

শক্র উবাচ।

সূচীবৃত্তপিশাচত্বং তপসোপার্জ্জ্য তৎ তয়া।
কর্কট্যা হিমমর্কট্যা কে ভুক্তা বিভবা মুনে॥ ২ ॥

নারদ উবাচ।

জীবসূচ্যাঃ পিশাচত্বং গতায়াঃ শক্র পেলবম্।
আসীৎ কাষ্ণার্য়সী সূচী তস্যাঃ সমবলং বনম্॥ ৩ ॥
তৎসমালম্বনং ত্যক্ত্বা ব্যোমবাতরথস্থয়া।
প্রাণমারুতমার্গেণ তয়া দেহপ্রবিষ্টয়া॥ ৪ ॥
সর্ব্বেষামান্ত্রতন্ত্রীণাং স্নায়ুমেদোবসাসৃজাম্।
রন্ধ্রেণ পক্ষিণেবান্তর্নিলীনং মলিনাত্মনাম্॥ ৫ ॥
যস্যাং নাড্যাং নভোবায়ুর্যাতি তত্তামুপেতয়া।
তত্র শূলং কৃতং স্থূলন্যগ্রোধাগ্র ইবোৎকটম্॥ ৬ ॥
তচ্ছরীরেন্দ্রিয়ৈস্তানি তথান্যানি বহূনি চ।
ভুক্তানি নরমাংসানি ভোজনান্যুচিতানি চ॥ ৭ ॥

সুপ্তং বিবলিতানল্প-মালয়া মুগ্ধবালয়া।
কান্তবক্ষঃস্থলস্যূত-সৃষ্টপত্রকপোলয়া ॥ ৮ ॥
বিদ্রুতং বীতশোকাসু বিহঙ্গ্যা বনবীথিষু।
কল্পদ্রুমৌঘপুষ্পাগ্র-দ্বিগুণাম্ভোজপংক্তিষু ॥ ৯ ॥
পাত আমোদমন্দারমকরন্দকণাসবঃ।
বনেম্বমরশৈলানামলিন্যামলিলীলয়া ॥ ১০ ॥
চর্ব্বিতানি শবাঙ্গানি গৃধ্র্যাগর্ত্তানি বৃদ্ধয়া।
খড়্গপৃষ্ঠ্যেব সংগ্রামে বীরাঙ্গানি জবেদ্ধয়া ॥ ১১ ॥
সর্ব্বাঙ্গকোশনাড়ীষু দিক্ষিবানিললেখয়া।
উড্ডীনমবডীনঞ্চ কাচৌঘব্যোমবীথিষু ॥ ১২ ॥
বিরাডাত্মহৃদি প্রাণবাতস্পন্দাঃ স্ফুরন্তি তু।
যথা তথা প্রস্ফুরিতং প্রতিদেহগৃহং তয়া ॥ ১৩ ॥
সর্ব্বপ্রাণিশরীরেষু ভান্তি চিচ্ছক্তয়স্তথা।
দীপপ্রভাভাসিতয়া গৃহিণ্যেব স্বসদ্মসু ॥ ১৪ ॥
বিহৃতং রুধিরেম্বন্তর্দ্রবশক্ত্যেব বারিষু।
অব্ধিম্বাবর্ত্তবৃত্ত্যেব জঠরেষু বিবল্গিতম্ ॥ ১৫ ॥
সুপ্তং মেদঃসু শুভ্রেষু স্বোপাঙ্গেম্বিব শৌরিণা।
স্বাদিতশ্চাঙ্গগন্ধোহন্তঃ পীতশক্ত্যামৃতং যথা ॥ ১৬ ॥
তরুগুল্মৌষধাদীনাং হৃদোজান্যনিলশ্রিয়া।
পরিভুক্তান্যশুক্লানি হিংসয়াধীকৃতানি চ ॥ ১৭ ॥

অথোজীবময়ী সূচী স্যামিতি স্থাবরেণ সা।
সম্পন্না তাপসী সূচী চেতনা পাবনী সিতা॥ ১৮॥
অদৃশ্যয়া তয়া চেহ মারুতোগ্রতুরঙ্গয়া।
অয়ঃ সূচ্যানিলতয়া বহন্ত্যা দিক্ষ্বরুদ্ধয়া॥ ১৯॥
পীতং ভুক্তং বিলসিতং দত্তং দাপিতমাহৃতম্।
নৰ্ত্তিতং গীতমুষিতমনন্তৈঃ প্রাণিদেহকৈঃ॥ ২০॥
অদৃশ্যয়া শরীরিণ্যা মনঃপবনদেহয়া॥
কৃতমাকাশরূপিণ্যা ন তদস্তি ন যৎ তয়া॥ ২১॥
মত্তয়া শক্তয়া স্বাদরসাচ্চলিতমেতয়া।
কালমালানমাশ্রিত্য করিণ্যেব বিবল্গিতম্॥ ২২॥
কল্লোলবহুলাধূতদেহদৃষ্টনদীস্থলম্।
বেগৈর্ব্বৈধুর্য্যকারীণ্যা মত্তয়া মকরায়িতম্॥ ২৩॥
অশক্তয়া নিগিরিতুং মেদোমাংসং তথা হৃদি।
নূনং রুদিতমর্থাঢ্যবৃদ্ধাতুরধিয়া যথা॥ ২৪॥
অজোষ্ট্রমৃগহস্ত্যশ্বসিংহব্যাঘ্রাদিনর্ত্তিতম্।
নর্ত্তক্যেব চিরং রঙ্গে বলয়াঙ্গদমঙ্গকে॥ ২৫॥
বহিরন্তশ্চ বায়ুনামেকত্বমনুজাতয়া।
গন্ধলেখিকয়েবান্তঃ স্থিতং দুর্ব্বলয়া তয়া॥ ২৬॥
মন্ত্রৌষধিতপোদানদেবপূজাদিভির্হৃতা।
বহির্গিরিনদীতুঙ্গতরঙ্গবদুপদ্রুতা॥ ২৭॥

দীপপ্রভেবাবিজ্ঞাতগতির্গত্যাশু লীয়তে।
অয়ঃ সূচ্যাং মাতরীব তত্র নির্ব্বৃত্তিমেতি সা॥ ২৮॥
স্ববাসনানুসারেণ সর্ব্ব আস্পদমীহতে।
সূচীত্বমেব রাক্ষস্যা সূচীত্বেনাস্পদীকৃতম্॥ ২৯॥
সর্ব্বা বিহৃত্যাপি দিশঃ স্বমেবাস্পদমাপদি।
জীবসূচী লোহসূচীমিবায়াতি জড়োজনঃ॥ ৩০॥
এবম্প্রয়তমানা সা বিহরন্তী দিশোদশ।
মানসীং তৃপ্তিমায়াতা ন শারীরীং কদাচন॥ ৩১॥
সতি ধর্ম্মিণি ধর্ম্মা হি সম্ভবন্তীহ নাসতি।
শরীরং বিদ্যতে যস্য তস্য তৎ কিল তৃপ্যতি॥ ৩২॥
অথ তৃপ্তস্য দেহস্য স্মরণাৎ প্রাক্তনস্য সা।
বভূব দুঃখিতস্বান্তা পূর্ণোদরসুখার্থিনী॥ ৩৩॥
ততঃ প্রাক্তনদেহাথ করিষ্যে বিপুলং তপঃ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য তপসে দেশং নির্ণীয় সাত্মনা॥ ৩৪॥
বিবেশাকাশগৃধ্রস্য হৃদয়ং তরুণস্য সা।
প্রাণমারুতমার্গেণ খং খগীব বিলেশয়া॥ ৩৫॥
গৃধ্রঃ স্বাময়সূচিত্বং কশ্চিদেতৎ সমাশ্রিতঃ।
নিতান্তপ্রেরিতঃ সূচ্যা কর্ত্তুং মন উপাদদে॥ ৩৬॥
সূচীমাদায় গৃধ্রোসৌ যযৌ তচ্চিন্তিতং গিরিম্।
অন্তঃসূচীপিশাচ্যন্তে নুন্নোদ্ধ ইব বায়ুনা॥ ৩৭॥

তত্রাজনে মহারণ্যে স্থাপয়ামাস তামসৌ।
সর্ব্বসঙ্কল্পরহিতে পদে যোগীব চেতনাম্॥ ৩৮॥
একেনৈবাশু সা তেন পাদপ্রান্তেন সুস্থিতা।
সম্প্রতিষ্ঠাপিতেবাদ্রির্মূর্দ্ধ্নি গৃধ্রেণ দেবতা॥ ৩৯॥
রজঃকণগৃহস্থাণুশিরস্যেকেন সাণুনা।
পাদেনাতিষ্ঠদুদ্গ্রীবং শিখীব গিরিমূর্দ্ধনি॥ ৪০॥
উত্থিতাং স্থাপিতাং সূচীং গৃধ্রেন জীবসূচিকা।
দৃষ্ট্বা বহির্ব্বিনির্গন্তুং খগদেহাৎ প্রচক্রমে॥ ৪১॥
খগদেহান্নির্জ্জগাম সূচী প্রোন্মুখচেতনা।
পবনাদ্‌গন্ধলেখেব ঘ্রাণবাতলবোন্মুখী॥ ৪২॥
জগাম গৃধ্রঃ স্বং দেশং ভারং ত্যক্ত্বেব ভারিকঃ।
নিবৃত্তব্যাধিরিব স বভূবান্তরনাকুলঃ॥ ৪৩॥
অতঃ সূচী তয়াধারস্তপসে পরিকল্পিতা।
দৃঢ়ঃ সুসদৃশোর্থানাং বিনিয়োগোহি রাজতে॥ ৪৪॥
ন হ্যমূর্ত্তস্য সিধ্যন্তি বিনাধারং কিল ক্রিয়াঃ।
ইত্যাধারৈকনিষ্ঠত্বমাশ্রিত্যাসৌ তপঃস্থিতা॥ ৪৫॥
জীবসূচী লোহসূচীং পিশাচী শিংশপামিব।
সর্ব্বতোবলয়ামাস বাত্যেবামোদলেখিকাম্॥ ৪৬॥
ততস্ততঃ প্রভৃত্যেষা সূচী দীর্ঘতপস্বিনী।
অরণ্যান্যাং স্থিতা শক্র তত্র বর্ষগণান্ বহূন্॥ ৪৭॥

তস্যা বরার্থং যত্নং ত্বং কুরু কর্ত্তব্যকোবিদ।
চিরেণ সন্তৃতং লোকমলং দগ্ধুং হি তত্তপঃ ॥ ৪৮ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি নারদতঃ শ্রুত্বা শক্রঃ সূচীনিরীক্ষণে।
মারুতং প্রেষয়ামাস দশদিগ্মণ্ডলান্যথ ॥ ৪৯ ॥

জগামাথ মরুৎসম্বিদাত্মনা তামবেক্ষিতুম্।
অথামুচ্য নভোমার্গং বিচচার ত্বরান্বিতঃ ॥ ৫০ ॥

সা তস্য সম্বিৎ ক্ষিপ্রার্দ্ধেনৈব সর্ব্বগতা সতী।
পরমার্চ্চিরিবাবিঘ্নং সহসৈব দদর্শ হ ॥ ৫১ ॥

ভূমেঃ সপ্তসমুদ্রান্তে নিবদ্ধাং বিপুলস্থলীম্।
লোকালোকাদ্রিরসনাং ততোমণিময়োপমম্ ॥ ৫২ ॥

স্বাদূদকাব্ধিবলয়ং সকোটরককুব্‌গণম্।
পুষ্করদ্বীপবলয়ং তদন্তর্গিরিমণ্ডলম্ ॥ ৫৩ ॥

মদিরাম্ভোধিবলয়ং তজ্জলেচরসংস্থিতম্।
গোমেদদ্বীপকটকং তন্মধ্যবিষয়ব্রজম্ ॥ ৫৪ ॥

ইক্ষুদকাব্ধিপরিখং শান্তং গিরিগণান্তরম্।
ক্রৌঞ্চদ্বীপোর্ব্বরাপীঠং শান্তং গতগিরিক্রমম্ ॥ ৫৫ ॥

ক্ষীরাব্ধিমুক্তাবলয়ং সমধ্যগতনায়কম্।
শ্বেতাখ্যদ্বীপবলয়ং সভূতপ্রবিভাগকম্ ॥ ৫৬ ॥

ততোঘৃতোদবলয়স্বান্তঃ স্থপূরমন্দিরম্ ।
কুশদ্বীপবৃতিব্যাপ্তং সমহাশৈলকোটরম্ ॥ ৫৭ ॥
দধ্যম্ভোরাশিরশনাসান্তাম্বরপুরোদরম্ ।
শাকদ্বীপোর্ব্বরাকারং সান্তস্থবিষয়ান্তরম্ ॥ ৫৮ ॥
ক্ষীরাম্ভোরাশিপরিধিং সান্তস্থবিষয়ান্তরম্ ।
জম্বুদ্বীপে মহামেরুং কুলপর্ব্বতসঙ্কুলম্ ॥ ৫৯ ॥
বাতস্কন্ধেভ্য এবাদৌ পতিতানিলবেদনা ।
ক্রমেণানেন পর্য্যন্তে তেনৈব প্রস্থতোঞ্জসা ॥ ৬০ ॥
বায়ুরালোকয়ন্নদ্ধা জম্বুদ্বীপং নিরীক্ষ্য চ ।
তৎ প্রাপ হিমবচ্ছৃঙ্গং যত্র সূচী তপস্বিনী ॥ ৬১ ॥
শৃঙ্গমূর্দ্ধ্নি মহত্যুগ্রে সারণ্যানীমবাপ তাম্ ।
দ্বিতীয়াকাশবিততাং বর্জ্জিতাং প্রাণিকর্ম্মভিঃ ॥ ৬২ ॥
অসঞ্জাততৃণব্যূহাং নিকটত্বাদ্বিবস্বতঃ ।
রজোময়ীমেব ততাং সংসাররচনামিব ॥ ৬৩ ॥
মৃগতৃষ্ণানদীসার্থ-পূরণীয়াব্ধিতাং গতাম্ ।
শক্রকোদণ্ডসঙ্কাশমৃগতৃষ্ণাসরিচ্ছতাম্ ॥ ৬৪ ॥
অমিতানন্তপর্য্যন্তাং লোকপালেক্ষিতৈরপি ।
কেবলং পবনস্পন্দপ্রবহদ্ধূলিকুণ্ডলাম্ ॥ ৬৫ ॥
সূর্য্যাংশুকুঙ্কুমালিপ্তাং লগ্নচন্দ্রাংশুচন্দনাম্ ।
বিলাসিনীমিব ব্যোম্নোবাতসূৎকারপায়িনীম্ ॥ ৬৬ ॥

সপ্তদ্বীপসমুদ্রমুদ্রণসমুচ্ছন্নৈকদেশাশ্রয়ং
ভূপীঠং পরিতোবিহৃত্য পবনোদীর্ঘাধ্বনা জর্জ্জরঃ।
তাং প্রাপ্যোগ্রগিরিস্থলীমলিবপুর্ব্ব্যোমাঙ্গলগ্নামিব
ব্যাপ্তানন্তদিগন্তপূরকবৃহদ্দেহোবিশশ্রাম সঃ ॥৬৭॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে কর্কট্যুপাখ্যানে সূচীতপোবর্ণনং নাম
ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

---*---

বশিষ্ঠ উবাচ।

তস্য তত্রোর্দ্ধশৃঙ্গস্য তস্যাম্ভুবি মহাবনৌ।
দদর্শ মধ্যমাং সূচীং প্রোত্থিতাং সশিখামিব ॥ ১ ॥
একপাদং তপস্যন্তীং শুষ্যন্তীং শির উষ্মণা।
সততানশনাং শুষ্কপিণ্ডীভূতোদরত্বচম্ ॥২ ॥
সকৃদ্বিকসিতাস্যেন গৃহীত্বেবাতপানিলান্।
পশ্চাত্ত্যজন্তীং হৃদয়ে মে ন মান্তীত্যনারতম্ ॥ ৩ ॥
শুষ্কাং চণ্ডাংশুকিরণৈর্জর্জ্জরাং বনবায়ুভিঃ।
অচলন্তীং নিজাৎ স্থানাৎ স্নাপিতামিন্দুরশ্মিভিঃ ॥৪॥
পূর্ব্বং রজোণুনৈকেন সন্বিষ্টচ্ছন্নমস্তকাম্।
কৃতার্থত্বং কথয়তীং দদতান্যস্য নাস্পদম্ ॥ ৫ ॥
অরণ্যান্যেব দত্ত্বার্থং চিরং জাতশিখামিব।
মূর্দ্ধ্যবস্থাপিতপ্রাণ জটাজূটবলীমিব ॥ ৬ ॥
তাম্প্রেক্ষ্য পবনঃ সূচীং বিস্ময়াকুলচেতনঃ।
প্রণম্যালোক্য সুচিরং ভীত ভীত ইবাগতঃ ॥ ৭ ॥
মহাতপস্বিনী সূচী কিমর্থং তপ্যতে তপঃ।
নেতি প্রষ্টুং শশাকাসৌ তত্তেজোরাশিনির্জ্জিতঃ ॥৮॥

ভগবত্যা মহাসূচ্যা অহো চিত্রং মহাতপঃ।
ইত্যেব কেবলং ধ্যায়ন্ মারুতোগগনং যযৌ ॥ ৯ ॥
সমুল্লঙ্ঘ্যাভ্রমার্গন্তু বাতস্কন্ধানতীত্য চ।
সিদ্ধবৃন্দানধঃ কৃত্বা সূর্য্যমার্গমুপেত্য চ ॥ ১০ ॥
ঊর্দ্ধমেত্য বিমানেভ্যঃ প্রাপ শক্রপুরান্তরে।
সূচীদর্শনপুণ্যং ত-মালিলিঙ্গ পুরন্দরঃ ॥ ১১ ॥
পৃষ্টশ্চ কথয়ামাস দৃষ্টং সর্ব্বং ময়েত্যসৌ।
সহ দেবনিকায়ায় শক্রায় স্থানবাসিনা ॥ ১২ ॥

বায়ুরুবাচ।

জম্বূদ্বীপেস্তি শৈলেন্দ্রো হিমবান্নাম সূন্নতঃ।
যামাতা যস্য ভগবান্ সাক্ষাচ্ছশিকলাধরঃ ॥ ১৩ ॥
তস্যোত্তরে মহাশৃঙ্গ-পৃষ্ঠে পরমরূপিণী।
স্থিতা তপস্বিনী সূচী তপশ্চরতি দারুণম্ ॥ ১৪ ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন বাতাদ্যশনশান্তয়ে।
যয়া স্বোদরসৌষির্য্যং পিণ্ডীকৃত্বা নিবারিতম্ ॥ ১৫ ॥
শান্তসঙ্কোচসূক্ষ্মার্থং বিকাস্যাস্যং রজোণুনা।
তয়াদ্য স্থগিতং শীতবাতাশননিবৃত্তয়ে ॥ ১৬ ॥
তস্যাস্তীব্রেণ তপসা তুহিনাকরমুৎসৃজন্।
অগ্ন্যাকারময়োগৃহ্নন্ দেব দুঃসেব্যতাং গতঃ ॥ ১৭ ॥

তদুত্তিষ্ঠাশু গচ্ছামঃ সর্ব্ব এব পিতামহম্।
তদ্বরার্থমনর্থায় বিদ্ধি তৎ সুমহত্তপঃ॥ ১৮॥
ইতি বাতেরিতঃ শক্রঃ সহ দেবগণেন সঃ।
জগাম ব্রহ্মণোলোকং প্রার্থয়ামাস তং বিভুম্॥১৯॥
সূচ্যা বরমহং দাতুং গচ্ছামি হিমবচ্ছিরঃ।
ব্রহ্মণেতি প্রতিজ্ঞাতে শক্রঃ স্বর্গমুপাযযৌ॥ ২০॥
এতাবতাথ কালেন সা বভূবাতিপাবনী।
সূচী নিজতপস্তাপতাপিতামরমন্দিরা॥ ২১॥
মুখরন্ধ্রস্থিতার্কাংশুদৃশা স্বচ্ছায়য়ৈব সা।
বিকাসিন্যা বিবর্ত্তিস্থা চোদিতান্তমবেক্ষিতা॥ ২২॥
কৌশেয়রূপয়া সূচ্যা মেরুঃ স্থৈর্য্যেণ নির্জ্জিতঃ।
মজ্জনং নৈতি বুদ্ধৈবং মুক্তমাদ্যন্তয়োর্দ্দিনে॥ ২৩॥
মধ্যাহ্নে তাপভীত্যেব বিশন্ত্যা মারুতান্তরম্।
অন্যদা গৌরবাৎ দৃষ্ট্বা দূরতঃ প্রেক্ষমাণয়া॥ ২৪॥
সা তামবেক্ষতে ক্ষারাৎ তাপাদঙ্গে নিমজ্জতি।
সঙ্কটে বিস্মরত্যেব জনোগৌরবসৎক্রিয়াম্॥ ২৫॥
ছায়াসূচী তাপসূচী যশ্চাত্মা সতৃতীয়য়া।
ত্রিকোণং তপসা পূতং বারাণস্যা সমং কৃতম্॥ ২৬॥
গতাস্তেন ত্রিকোণেন ত্রিবর্ণপরিখাবতা।
বায়বঃ পাংশবো যেপি তে পরাং মুক্তিমাগতাঃ॥২৭॥

বিদিতপরমকারণাদ্য জাতা
স্বয়মনুচেতনসম্বিদং বিচার্য্য ।
স্বমননকলনানুসার এক
স্ত্বিহ হি গুরুঃ পরমোন রাঘবান্যঃ ॥ ২৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে কর্কট্যুপাখ্যানে সূচীতপঃপরিপাকবর্ণনং নাম চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৪ ॥

—–০—–

পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অথ বর্ষসহস্রেণ তাং পিতামহ আযযৌ।
বরং পুত্রি গৃহাণেতি ব্যাজহার নভস্তলাৎ॥ ১॥
সচী কর্ম্মেন্দ্রিয়াভাবাজ্জীবমাত্রকলাবতী।
ন কিঞ্চিদ্ব্যাজহারাস্মৈ চিন্তয়ামাস কেবলম্॥ ২॥
পূর্ণাস্মি গতসন্দেহা কিং বরেণ করোম্যহম্।
শাম্যামি পরিনির্ব্বামি সুখমাসে চ কেবলম্॥ ৩॥
জ্ঞাতং জ্ঞাতব্যমখিলং শান্তা সন্দেহজালিকা।
স্ববিবেকোবিকসিতঃ কিমন্যেন প্রয়োজনম্॥ ৪॥
যথাস্থিতেয়মস্মীহ সন্তিষ্ঠেয়ং তথৈব হি।
সত্যাসত্যকলামেব ত্যক্ত্বা কিমিতরেণ মে॥ ৫॥
এতাবন্তমহং কালমবিবেকেন যোজিতা।
স্বসঙ্কল্পসমুত্থেন বেতালেনেব বালিকা॥ ৬॥
ইদানীমুপশান্তোসৌ স্ববিচারণয়া স্বয়ম্।
ঈপ্সিতানীপ্সিতৈরর্থঃ কোভবেৎ কলিতৈর্ম্মম॥ ৭॥
ইতি নিশ্চয়যুক্তাং তাং সূচীং কর্ম্মেন্দ্রিয়োজ্ঝিতাম্।
তুষ্ণীং স্থিতাং স নিয়তিঃ স পশ্যন্ ভগবান্ স্থিতঃ॥৮॥

ব্রহ্মা পুনরুবাচেদং বীতরাগাং প্রসন্নধীঃ।
বরং পুত্রি গৃহাণ ত্বং কিঞ্চিৎ কালঞ্চ ভূতলে ॥ ৯ ॥
ভোগান্ ভুক্ত্বা ততঃ পশ্চাৎ গমিষ্যসি পরং পদম্।
অব্যাবৃত্তিরূপায়া নিয়তেরেষ নিশ্চয়ঃ ॥ ১০ ॥
তপসানেন সঙ্কল্পঃ সফলোস্তু তবোত্তমে।
পীনা ভব পুনঃ শৈলে হিমকাননরাক্ষসী ॥ ১১ ॥
যয়া পূর্ব্বং বিযুক্তাসি তন্বা জলদরূপয়া।
বীজান্তর্ব্বৃক্ষতা পুত্রি বৃহদ্বৃক্ষতয়া যথা ॥ ১২ ॥
যোগমেষ্যসি ভূয়শ্চ তন্বান্তর্ব্বীজরূপিণী।
তয়ৈব রসসেকেন লতয়েবাঙ্কুরস্থিতিঃ ॥ ১৩ ॥
বাধাং বিদিতবেদ্যত্বাৎ ন চ লোকে করিষ্যসি।
অন্তঃশুদ্ধাস্পন্দবতী শারদীবাভ্রমণ্ডলী ॥ ১৪ ॥
অশ্রান্তধ্যাননিরতা কদাচিল্লীলয়া যদি।
ভবিষ্যসি বহীরূপা সর্ব্বাত্মধ্যানরূপিণী ॥ ১৫ ॥
ব্যবহারাত্মকধ্যানধারণাধাররূপিণী।
বাতস্বভাববদ্দেহপরিস্পন্দাৎ বিলাসিনী ॥ ১৬ ॥
তদা বিরোধিনী পুত্রি স্বকর্ম্মস্পন্দরোধিনী।
ন্যায়েন ক্ষুন্নিবৃত্ত্যর্থং ভূতবাধাং করিষ্যসি ॥ ১৭ ॥
ভবিষ্যসি ন্যায়বৃত্তির্লোকে ত্বন্যায়বাধিকা।
জীবন্মুক্ততয়া দেহে স্ববিবেকৈকপালিকা ॥ ১৮ ॥

ইত্যুক্ত্বা গগনতলাজ্জগাম দেবঃ
সূচী সা ভবতু মমেতি কিং বিরোধঃ।
রাগোবাক্জবচনার্থবারণেস্মিন্
ইত্যন্তঃ স্বতনুময়ী মনাক্ বভূব ॥ ১৯ ॥

প্রাদেশঃ প্রথমমভূত্ততোপি হস্তো
ব্যামশ্চাপ্যথ বিটপস্ততোভ্রমালা।
সোদ্যৎস্বাবয়বলতা বভৌ নিমেষাৎ
সঙ্কল্পদ্রুমকণিকাঙ্কুরক্রমেণ ॥ ২০ ॥

তদ্গাত্রাণ্যবিকলশক্তিমন্তি দেহাৎ
উদ্ভূতান্যথ করণেন্দ্রিয়াণি সম্যক্।
সঙ্কল্পদ্রুমবনপুষ্পবৎ সমন্তাণ
দ্বীজৌঘান্যলমভবংস্তিরোহিতানি ॥ ২১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে কর্কট্যুপাখ্যানে স্থচ্যুপাখ্যানে স্থচীশরীরলাভোনাম পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৫ ॥

———

ষট্ সপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অথাভবদসৌ সূচী কর্কটী রাক্ষসী পুনঃ।
সূক্ষ্মেব স্থৌল্যমায়াতা মেঘলেখেব বার্ষিকী॥ ১॥
নিজমাকাশমাসাদ্য কিঞ্চিৎ প্রমুদিতা সতী।
বৃহদ্রাক্ষসভাবং তদ্বোধাৎ কঞ্চুকবজ্জহৌ॥ ২॥
তত্রৈব ধ্যায়তী তস্থৌ বদ্ধপদ্মাসনস্থিতিঃ।
ব্যালম্ব্য সম্বিদং শুদ্ধাং সংস্থিতা গিরিকূটবৎ॥ ৩॥
অথ সা মাসষট্কেন ধ্যানাদ্বোধমুপাগতা।
মহাজলদনাদেন প্রাবৃষীব শিখণ্ডিনী॥ ৪॥
প্রবুদ্ধা সা বহির্ব্বৃত্তির্ব্বভূব ক্ষুৎপরায়ণা।
যাবদ্দেহং স্বভাবোস্থ দেহস্থ ন নিবর্ত্ততে॥ ৫॥
অথ সা কিং গ্রস ইতি চিন্তয়ামাস চিন্তয়া।
ভোক্তব্যঃ পরজীবশ্চ ন্যায়েন ন বিনা ময়া॥ ৬॥
যদার্য্যগর্হিতং যদ্বাহন্যায়েন ন সমর্জ্জিতম্।
তস্মাৎ গ্রাসাৎ বরং মন্যে মরণং দেহিনামিদম্॥ ৭॥
যদি দেহং ত্যজামীদং তন্ন্যায়োপার্জ্জিতং বিনা।
ন কিঞ্চিদস্তি নির্ন্যায়ং ভুক্তোর্থোহি গরায়তে॥ ৮॥

যত্র লোকক্রমপ্রাপ্তং তেন ভুক্তেন কিং ভবেৎ।
ন জীবিতেন নোম্মৃত্যা কিঞ্চিৎ কারণমস্তি মে ॥ ৯ ॥
মনোমাত্রমহং হ্যাসং দেহাদিভ্রমভূষণম্।
তচ্ছান্তং স্বাববোধেন দেহাদেহদৃশৌ কুতঃ ॥ ১০ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবং স্থিতা মৌনবতী শুশ্রাব গগনাদ্গিরম্।
রক্ষঃস্বরূপসন্ত্যাগতুষ্টেনোক্তাং নভস্বতা ॥ ১১ ॥
গচ্ছ কর্কটি মূঢ়াংস্ত্বং জ্ঞানেনাশ্বববোধয়।
মূঢ়োত্তারণমেবেহ স্বভাবোমহতামিতি ॥ ১২ ॥
বোধ্যমানোভবত্যাপি যো ন বোধমুপৈষ্যতি।
স্বনাশায়ৈব জাতোসৌ ন্যায্যোগ্রাসোভবেৎ তব ॥১৩॥
শ্রুত্বেত্যনুগৃহীতাস্মি ত্বয়েত্যুক্তবতী শনৈঃ।
উত্তস্থৌ শৈলশিখরাৎ ক্রমাদবরুরোহ চ ॥ ১৪ ॥
অধিত্যকামতীত্যাশু গত্বা চোপত্যকাতটান্।
বিবেশ শৈলপাদস্থং কিরাতজনমণ্ডলম্ ॥ ১৫ ॥
বহ্বন্নপশুলোকৌঘদ্রব্যশষ্পৌষধামিষম্।
অনন্তমূলপানান্নমৃগকীটখগাদিকম্ ॥ ১৬ ॥

২৮

প্রচলিতবলিতাঞ্জনাচলাভা
হিমগিরিপাদনিবেশিতং সুদেশম্।
তদনুগতবতী নিশাচরী সা
নিশি সুঘনান্ধতমিস্রমার্গভূমৌ ॥ ১৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে কর্কট্যুপাখ্যানে অন্যায়বাধিকো নাম ষটসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৬॥

———

সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ

এতস্মিন্নন্তরে তত্র কিরাতজনমণ্ডলে।
হস্তহার্য্যতমঃপিণ্ডা বভূবাসিতযামিনী ॥ ১ ॥
নীলমেঘপটচ্ছন্না নিরিন্দুগগনান্তরা।
তমালবনসম্পিণ্ডা মাংসলোড্ডীনকজ্জলা ॥ ২ ॥
লতাঘনতয়া গ্রামকোটরৈকান্ধ্যমন্থরা।
গৃহচত্বরসম্বাধে নগরে নবযৌবনা ॥ ৩ ॥
চত্বরেষু তমঃপিণ্ডী প্রজিহ্মীকৃতদীপিকা।
কুঞ্চিতচ্ছিদ্রনিষ্ক্রান্তা দীপিকারোচিরাজিতা ॥ ৪ ॥
স্ববয়স্যেব কর্কট্যাঃ পরিনৃত্যৎপিশাচিকা।
মত্তবেতালকঙ্কালকাষ্ঠমৌনমিবাস্থিতা ॥ ৫ ॥
সুষুপ্তমৃগভূতৌঘঘননীহারহারিণী।
মন্দমন্দমরুৎস্পর্শলসৎপ্রালেয়সীকরা ॥ ৬ ॥
সরঃসু বিবটদ্বারি কাকভেকতরঙ্গিকা।
অন্তঃপুরেষু রমণরণন্নারীনরাননা ॥ ৭ ॥
জঙ্গলেষু জগজ্জ্বালাজটালজ্বলনোজ্জ্বলা।
কেদারেষম্বুসংসেকপৃষ্ঠপাকমিলচ্ছলা ॥ ৮ ॥

নভস্থলেক্ষিতস্পান্দ-প্রবিবিক্তর্ক্ষচক্রিকা।
বনেষু বিসরদ্বাত-পতৎপুষ্পফলদ্রুমা ॥ ৯ ॥
শ্বভ্রেষু কৌশিকস্যান্তর্ব্বায়সব্যাহতারবা।
তস্করাক্রান্তপর্য্যন্তগ্রাম্যাক্রন্দনকর্কশা ॥ ১০ ॥
বিপিনে বিপিনা মৌনা নগরে সুপ্তনাগরা।
বনেষু বিসরদ্বাতা নীড়েষ্বস্পন্দপক্ষিকা ॥ ১১ ॥
গুহাসু সুপ্তসিংহাঢ্যা কুঞ্জেষু স্বপদেণকা।
খে সাবশ্যায়নিকরা বিপিনে মৌনচারিণী ॥ ১২ ॥
কজ্জলাম্ভোদমধ্যাভা কাচশৈলোদরোপমা।
পঙ্কপিণ্ডান্তরঘনা খড়্গচ্ছেদ্যান্ধমাংসলা ॥ ১৩ ॥
প্রলয়ানিলবিক্ষুব্ধকজ্জলাচলচঞ্চলা।
একার্ণবমহাপঙ্কপর্ব্বতোদরমেদুরা ॥ ১৪ ॥
অঙ্গারকোটরঘনা সৌষুপ্তপদসুন্দরী।
অজ্ঞাননিদ্রা নিবিড়া ভৃঙ্গপৃষ্ঠচ্ছদচ্ছবিঃ ॥ ১৫ ॥
তস্যাং রজন্যাং ভীমায়াং কিরাতজনমণ্ডলে।
মন্ত্রিণা সহ ভূপালস্তস্মিন্নবসরে তদা ॥ ১৬ ॥
নির্জ্জগাম সুধীরাত্মা নগরাৎ সুপ্তনাগরাৎ।
অটবীং বিক্রমোনাম বিষমাং বীরচর্য্যয়া ॥ ১৭ ।
অটব্যাং কর্কটী সা তৌ চরন্তৌ রাজমন্ত্রিণৌ।
অপশ্যদ্ধৃতধৈর্য্যাস্ত্রৌ বেতালালোকনোন্মুখৌ ॥ ১৮ ॥

অথ সা চিন্তয়ামাস লব্ধোভক্ষ্যোহ্যহো ময়া।
মূঢ়াবেতাবনাত্মজ্ঞৌ ভারো দেহঃ কিলানয়োঃ ॥১৯॥
ইহামুত্র চ নাশায় মূঢ়োদুঃখায় জীবতি।
যত্নাৎ বিনাশনীয়োসৌ নানর্থঃ পরিপাল্যতে ॥ ২০ ॥
অপশ্যতঃ স্বমাত্মানং মৃতির্মূঢ়স্য জীবিতম্।
মরণেনোদয়োস্যাস্তি পাপাসম্পত্তিহেতুতঃ ॥ ২১ ॥
আদিসর্গে চ নিয়মঃ কৃতঃ পঙ্কজজন্মনা।
হিংস্রাণাং ভোজনায়াস্তু মূঢ়াত্মা নাত্মবানিতি ॥২২॥
তস্মাদিমৌ ময়ৈবাদ্য ভোক্তব্যৌ ভোজ্যতাং গতৌ।
অভব্য এব নির্দ্দোষং প্রাপ্তমর্থমুপেক্ষতে ॥ ২৩ ॥
কদাচিত্তাবিমৌ স্যাতাং গুণযুক্তৌ মহাশয়ৌ।
তাদৃগুনরবিনাশোহি স্বভাবান্মে ন রোচতে ॥ ২৪ ॥
তদেতৌ সম্পরীক্ষেহং যদি তাদৃগ্‌গুণান্বিতৌ।
তদ্ভক্ষং ন করষ্যেতৌ ন হিংস্যাং গুণিনঃ ক্কচিৎ ॥২৫
অকৃত্রিমং সুখং কীর্ত্তিমায়ুশ্চৈবাভিবাঞ্ছতা।
সর্ব্বাভিমতদানেন পূজনীয়া গুণান্বিতাঃ ॥ ২৬ ॥
অপি নঙ্ক্ষ্যামি দেহেন নৈব ভোক্ষ্যে গুণান্বিতম্।
সুখয়ন্তি হি চেতাংসি জীবিতাদপি সাধবঃ ॥ ২৭ ॥
অপি জীবিতদানেন গুণিনং পরিপালয়েৎ।
গুণবৎসঙ্গমৌষধ্যা মৃত্যুরপ্যেতি মিত্রতাম্ ॥ ২৮ ॥

যত্রাহমপি রক্ষামি রাক্ষসী গুণশালিনম্।
তত্রান্যঃ কো ন কুর্য্যাত্তং হৃদি হারমিবামলম্॥ ২৯॥
উদারগুণযুক্তা যে বিহরন্তীহ দেহিনঃ।
ধরাতলেন্দবঃ সঙ্গাৎ ভৃশং শীতলয়ন্তি তে॥ ৩০॥
মৃতিগু´ণিতিরস্কারো জীবিতং গুণিসংশ্রয়ঃ।
ফলং স্বর্গাপবর্গাদি জীবিতাদ্ভুরিসংশ্রিতাৎ॥ ৩১॥
তস্মাদিমৌ পরীক্ষেহহং কয়াচিৎ প্রশ্নলীলয়া।
কিংমাত্রজ্ঞানকাবেতা বিতি তামরসেক্ষণৌ॥ ৩২॥

আদৌ বিচার্য্য সগুণাগুণলেশযুক্তিং
পশ্চাৎ স্বতোধিকতরঞ্চ গুণৈর্যদি স্যাৎ।
কুর্য্যাৎ ততঃ সমুপপত্তিবশেন দণ্ডং
দণ্ড্যস্য যুক্তিসদৃশং ঘনসম্ভবে ন॥ ৩৩॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মাকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে কর্কট্যুপাখ্যানে রাক্ষসীবিচারো নাম সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭৭॥

———

অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।

—০—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

অথ সা রাক্ষসী রক্ষঃ-কুলকাননমঞ্জরী ।
তমস্যেবাভ্রলেখেব গম্ভীরং বিননাদ হ ॥ ১ ॥
নাদান্তে সমুবাচেদং হুঙ্কারাপরুষং বচঃ ।
গর্জ্জিতানন্তরং জাত-করকাশনিশব্দবৎ ॥ ২ ॥
ভো ভো ঘোরাটবীব্যোমপদবীশশিভাস্করৌ ।
মহামায়াতমঃপীঠশিলাকোটরকীটকৌ ॥ ৩ ॥
কৌ ভবন্তৌ মহাবুদ্ধী দুর্ব্বুদ্ধী বা সমাগতৌ ।
মদ্‌গ্রাসপদমাপন্নৌ ক্ষণাৎ মরণকোচিতৌ ॥ ৪ ॥

রাজোবাচ ।

ভো ভো ভূতক কিং স্থাস্ত্বং ক্ক তিষ্ঠসি চ দেহকম্ ।
দর্শয়াস্যাস্তব গিরঃ কো বিভেত্যলিনীধ্বনেঃ ॥ ৫ ॥
সিংহবৎ সর্ব্ববেগেন পতন্ত্যর্থে কিলার্থিনঃ ।
ত্যজ সংরম্ভমারম্ভং স্বসামর্থ্যং প্রদর্শয় ॥ ৬ ॥
কিং প্রার্থয়সি মে ব্রূহি দদামি তব সুব্রত ।
কিং বা সংরম্ভশব্দাভ্যাং ভীষয়াস্মান্ বিভেষি কিম্ ॥ ৭ ॥

ক্ষিপ্রমাকারশব্দাভ্যাং মায়য়া সন্মুখীভব।
ন কিঞ্চিদ্দীর্ঘসূত্রাণাং সিদ্ধ্যত্যাত্মক্ষয়াদৃতে ॥ ৮ ॥
রাজ্ঞেত্যুক্তে রম্যমুক্তমিতি সঞ্চিন্ত্য সা তয়োঃ।
প্রকাশায়াপ্যধৈর্য্যায় ননাদ চ জহাস চ ॥ ৯ ॥
ততোদদৃশতুস্তাং তৌ শব্দপূরিতদিগ্‌গণাম্।
সাট্টহাসপ্রভাপিণ্ডপূরপ্রকটিতাকৃতিম্ ॥ ১০ ॥
কল্পাভ্রাশনিকাষেণ ঘৃষ্টামদ্রিতটীমিব।
স্বনেত্রবিদ্যুদ্বলয়বলাকোজ্জ্বলিতাম্বরাম্ ॥ ১১ ॥
তিমিরৈকার্ণবৌর্ব্বাগ্নি-জ্বালাবিবলনামিব।
গর্জ্জদ্ঘনঘটাটোপপীবরাসিতকন্ধরাম্ ॥ ১২ ॥
রণদ্দশনসংরম্ভহাহাহতনিশাচরাম্।
রোদসীকজ্জলস্তম্ভাং লীলয়োল্লসিতাং পুনঃ ॥ ১৩ ॥
ঊর্দ্ধকেশীং শিরালাঙ্গীং কপিলাক্ষীং তমোময়ীম্।
যক্ষরক্ষঃপিশাচানামপ্যনর্থভয়প্রদাম্ ॥ ১৪ ॥
দেহরন্ধ্রবিশচ্ছ্বাসবাতভীঙ্কারভীষণাম্।
মুষলোলূখলালাতহলশূর্পকশেখরাম্ ॥ ১৫ ॥
স্ফুরন্তীমিব কল্পান্তে বৈদূর্য্যশিখরস্থলীম্।
হাসঘট্টিতবিশ্বেশাং কালরাত্রিমিবোদিতাম্ ॥ ১৬ ॥
শরদ্ব্যোমাটবীং সাভ্রাং কৃতদেহামিবাগতাম্।
শরীরিণীং মহাভ্রাঢ্যাং যামিনীমিব মাংসলাম্ ॥ ১৭ ॥

শরীরসন্নিবেশেন পঙ্কপীঠমিবোত্থিতাম্।
তন্বুং চন্দ্রার্কযুদ্ধায় তমসেব সমাশ্রিতাম্ ॥ ১৮ ॥
ইন্দ্রনীলমহাশুভ্রলম্বাভ্রযুগলোপমৌ।
উলূখলাদিহারৌঘৌ দধানামসিতৌ স্তনৌ ॥ ১৯ ॥
লগ্নামঙ্গারকাষ্ঠেন সমানাঞ্চ মহাতনুম্।
দ্রুমাভাস্পান্দসশির লসদ্ভূজলতাতনুম্ ॥ ২০ ॥
তামবেক্ষ্য মহাবীরৌ তথৈবাক্ষুভিতৌ স্থিতৌ।
ন তদস্তি বিমোহায় যদ্বিবিক্তস্য চেতসঃ ॥ ২১ ॥

মন্ত্রী উবাচ।

মহারাক্ষসি সংরম্ভো মহাত্মা কিময়ং তব।
লঘবোহ্যথবা কার্য্যে লঘাবপ্যতিসম্ভ্রমাঃ ॥ ২২ ॥
ত্যজ সংরম্ভমারম্ভো নায়ং তব বিরাজতে।
বিষয়ে হি প্রবর্ত্তন্তে ধীমন্তঃ স্বার্থসাধকাঃ ॥ ২৩ ॥
ত্বাদৃশানাং সহস্রাণি মশকানামিবাবলে।
অস্মাকং ধীরতাবাত্যা ব্যূঢ়ানি তৃণপর্ণবৎ ॥ ২৪ ॥
সংরম্ভদ্বারমুৎসৃজ্য সমতা স্বচ্ছয়া ধিয়া।
যুক্ত্যা চ ব্যবহারিণ্যা স্বার্থঃ প্রাজ্ঞেন সাধ্যতে ॥ ২৫॥
স্বেনৈব ব্যবহারেণ কার্য্যং সিধ্যতু বা ন বা।
মহানিয়তিরিত্যেব ভ্রমস্যাবসরোহি কঃ ॥ ২৬ ॥
কথয়াভিমতং কিং তে কিমর্থয়সি চার্থিনী।
অর্থী স্বপ্নেপি নাস্মাকমপ্রাপ্তার্থঃ পুরোগতঃ ॥ ২৭ ॥

ইত্যুক্তা সা তদা তেন চিন্তয়ামাস রাক্ষসী।
অহোনু বিমলাচারং সত্বং পুরুষসিংহয়োঃ॥ ২৮ ॥
ন সামান্যাবিমৌ মন্যে বিচিত্রেয়ং চমৎকৃতিঃ।
বচোবক্তে ক্ষণেনৈব বদত্যন্তর্ব্বিনিশ্চয়ম্॥ ২৯ ॥
বচোবক্তে ক্ষণদ্বারৈর্ধীমতামাশয়া মিথঃ।
একীভবন্তি সরিতাং পয়াংসি বলনৈরিব॥ ৩০ ॥
আভ্যাং প্রায়ঃপরিজ্ঞাতো মম ভাবোনয়োর্ম্ময়া।
ন বিনাশ্যৌ ময়া চেমৌ স্বয়মেবাবিনাশিনৌ॥ ৩১ ॥
মন্যে ভবেতামাত্মজ্ঞৌ নাত্মজ্ঞানাদৃতে মতিঃ।
প্রমৃষ্টসদসদ্ভাবাৎ ভবত্যস্তভয়া মৃতৌ॥ ৩২ ॥
তদেতৌ পরিপৃচ্ছামি কিঞ্চিৎ সন্দেহমুত্থিতম্।
প্রাজ্ঞং প্রাপ্য ন পৃচ্ছন্তি যে কেচিৎ তে নরাধমাঃ॥৩৩
ইতি সংচিন্ত্য পৃচ্ছায়ৈ তন্বানাবসরং ততঃ।
অকালকল্পাভ্ররবং হাসং সংযম্য সাব্রবীৎ॥ ৩৪ ॥
কৌ ভবন্তৌ নরৌ ধীরৌ কথ্যতামিতি মেনঘৌ।
জায়তে দর্শনাদেব মৈত্রীবিশদচেতসাম্॥ ৩৫ ॥

মন্ত্রী উবাচ।

অয়ং রাজা কিরাতানামস্যাহং মন্ত্রিতাং গতঃ।
উদ্যতৌ রাত্রিচর্য্যেণ ত্বাদৃগ্‌জনবিনিগ্রহে॥ ৩৬ ॥
রাজ্ঞোরাত্রিন্দিবং ধর্ম্মো দুষ্টভূতবিনিগ্রহঃ।

স্বধর্ম্মত্যাগিনো যে তু তে বিনাশানলেন্ধনম্ ॥ ৩৭ ॥

রাক্ষস্যুবাচ।

রাজংস্ত্বমসি দুর্ম্মন্ত্রী দুর্ম্মন্ত্রী ন নৃপোভবেৎ।
সদ্রূপশ্চ ভবেন্মন্ত্রী রাজা সন্মন্ত্রিণা ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥
রাজা চাদৌ বিবেকেন যোজনীয়ঃ সুমন্ত্রিণা।
তেনার্য্যতামুপায়াতি যথা রাজা তথা প্রজাঃ ॥ ৩৯ ॥
সমস্তগুণজালানামধ্যাত্মজ্ঞানমুত্তমম্।
তদ্বিদ্রাজা ভবেদ্রাজা তদ্বিন্মন্ত্রী চ মন্ত্রবিৎ ॥ ৪০ ॥
প্রভুত্বং সমদৃষ্টিত্বং তচ্চ স্যাৎ রাজবিদ্যয়া।
তামেব যো ন জানাতি নাসৌ মন্ত্রী ন সোধিপঃ ॥৪১॥
ভবন্তৌ তদ্বিদৌ সাধূ যদি তচ্ছ্রেয় আপ্নুথঃ।
নোচেদনর্থদৌ স্বস্যাঃ প্রকৃতেরদ্যাহং যুবাম্ ॥ ৪২ ॥
একোপায়েন মৎপার্শ্বাদ্বালকাবুত্তরিষ্যথঃ।
মৎপ্রশ্নপঞ্জরং সারং চেদ্বিচারয়থো ধিয়া ॥ ৪৩ ॥

প্রশ্নানিমান্ কথয় পার্থিব বা চ মন্ত্রিন্
তত্রার্থিনী ভৃশমহং পরিপূরয়ার্থ্যম্।
অঙ্গীকৃতার্থমদদৎ ক ইবাস্তি লোকে
দোষেণ সংক্ষয়করেণ ন যুজ্যতে যঃ ॥ ৪৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে কর্কট্যুপাখ্যানে রাক্ষসীপ্রশ্নবর্ণনং নাম অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥৭৮ ॥

একোনাশীতিতমঃ সর্গঃ।

—০—

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা রাক্ষসী প্রশ্নান্ সা বক্তুমুপচক্রমে।
উচ্যতামিতি রাজ্ঞোক্তে তানিমান্ শৃণু রাঘব ॥১॥

রাক্ষস্যুবাচ।

একস্যানেকসংখ্যস্য কস্যাণোরম্বুধেরিব।
অন্তর্ব্রহ্মাণ্ডলক্ষাণি লীয়ন্তে বুদ্বুদা ইব ॥ ২ ॥
কিমাকাশমনাকাশং ন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদেব কিম্।
কোহমেবাসি সম্পন্নঃ কোভবানপ্যহং স্থিতঃ ॥ ৩ ॥
গচ্ছন্ন গচ্ছতি চ কঃ কোঽতিষ্ঠন্নপি তিষ্ঠতি।
কশ্চেতনোপি পাষাণঃ কশ্চিদ্ব্যোম্নি বিচিত্রকৃৎ ॥৪॥
বহ্নিতামজহচ্চৈব কশ্চ বহ্নিরদাহকঃ।
অবহ্নের্জ্জায়তে বহ্নিঃ কস্মাদ্রাজন্নিরন্তরম্ ॥ ৫ ॥
অচন্দ্রার্কাগ্নিতারোপি কোঽবিনাশঃ প্রকাশকঃ।
অনেত্রলভ্যাৎ কস্মাচ্চ প্রকাশঃ সম্প্রবর্ত্ততে ॥ ৬ ॥
লতাগুল্মাঙ্কুরাদীনাং জাত্যন্ধানাং তথৈব চ।
অন্যেষামপ্যনক্ষাণামালোকঃ ক ইবোত্তমঃ॥ ৭ ॥
জনকঃ কোম্বরাদীনাং সত্তায়াঃ কঃ স্বভাবদঃ।

কোজগদ্রত্নকোশঃ স্যাৎ কস্য কোশোমণের্জ্জগৎ ।।৮।।
কোণুস্তমঃ প্রকাশঃ স্যাৎ কোণুরস্তি চ নাস্তি চ।
কোণুর্দূরেপ্যদূরে চ কোণুরেব মহাগিরিঃ ।। ৯ ।।
নিমেষ এব কঃ কল্পঃ কঃ কল্পোপি নিমেষকঃ।
কিং প্রত্যক্ষমসদ্রূপং কিং চেতনমচেতনম্ ।। ১০ ।।
কশ্চ বায়ূরবায়ূশ্চ কঃ শব্দোঽশব্দ এব কঃ।
কঃ সর্ব্বং ন চ কিঞ্চিচ্চ কোঽহং নাহঞ্চ কিং ভবেৎ ॥১১॥
কিং প্রযত্নশতপ্রাপ্যং লব্ধ্বাপি বহুজন্মনি।
লব্ধং ন কিঞ্চিদ্ভবতি কিন্তু সর্ব্বং ন লভ্যতে ॥ ১২ ॥
স্বস্থেন জীবিতেনোচ্চৈঃ কেনাত্মৈবাপহারিতঃ।
কেনাণুনান্তঃক্রিয়তে মেরুস্ত্রিভুবনং তৃণম্ ॥ ১৩ ॥
কেনাপ্যণুকমাত্রেণ পূরিতা শতযোজনী।
কোণুরেব ভবন্মাতি ন যোজনশতেষ্বপি ॥ ১৪ ॥
কেনালোকনমাত্রেণ জগদ্বালঃ প্রনাট্যতে।
কস্যাণোরুদরে সন্তি কিলাবনিভৃতাং ঘটাঃ ॥ ১৫ ॥
অণুত্বমজহৎ কোণুর্ম্মেরোঃ স্থূলতরাকৃতিঃ।
বালাগ্রশতভাগাত্মা কোণুরুচ্চৈঃ শিলোচ্চয়ঃ ॥ ১৬ ॥
কোণুঃ প্রকাশতমসাং দীপঃ প্রকটনপ্রদঃ।
কস্যাণোরুদরে সন্তি সমগ্রানুভবাণবঃ ॥ ১৭ ॥
কোণুরত্যন্তনিঃস্বাদুরপি সংস্বদতেনিশম্।
কেন সন্ত্যজতা সর্ব্বমণুনা সর্ব্বমাশ্রিতম্ ॥ ১৮ ॥

কেনাত্মাচ্ছাদনাশক্তেনাণুনাচ্ছাদিতং জগৎ।
জগল্লয়েন কস্যাণোঃ সদ্ভূতমপি জীবতি ॥ ১৯ ॥
অজাতাবয়বঃ কোণুঃ সহস্রকরলোচনঃ।
কোনিমেষোমহাকল্পঃ কল্পকোটিশতানি চ ॥ ২০ ॥
অণৌ জগন্তি তিষ্ঠন্তি কস্মিন্ বীজ ইব দ্রুমঃ।
বীজানি নিষ্কলান্তানি স্ফুটান্যনুদিতান্যপি ॥ ২১ ॥
কল্পঃ কস্য নিমেষস্য বীজস্যেবান্তরস্থিতঃ।
কঃ প্রয়োজনকর্ত্তৃত্বমপ্যনাশ্রিত্য কারকঃ ॥ ২২ ॥
দৃশ্যসম্পত্তয়ে দ্রষ্টা স্বাত্মানং দৃশ্যতাং নয়ন্।
দৃশ্যং পশ্যন্ স্বমাত্মানং কো হি পশ্যত্যনেত্রবান্ ॥২৩॥
অন্তর্গলিতদৃশ্যঞ্চ ক আত্মানমখণ্ডিতম্।
দৃশ্যাসম্পত্তয়ে পশ্যন্ পুরোদৃশ্যং ন পশ্যতি ॥ ২৪ ॥
আত্মানং দর্শনং দৃশ্যং কোভাসয়তি দৃশ্যবৎ।
কটকাদীনি হেম্নেব বিকীর্ণং কেন চ ত্রয়ম্ ॥ ২৫ ॥
কস্মান্ন কিঞ্চিচ্চ পৃথগূর্ম্ম্যাদীব মহাম্ভসঃ।
কস্যেচ্ছয়া পৃথক চাস্তি বীচিতেব মহাম্ভসঃ ॥ ২৬ ॥
দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নাদেকস্মাদসতঃ সতঃ।
দ্বৈতমপ্যপৃথক কস্মাৎ দ্রবতেব মহাম্ভসঃ ॥ ২৭ ॥
আত্মানং দর্শনং দৃশ্যং সদসচ্চ জগত্রয়ম্।
কোন্তর্ব্বীজমিবান্তঃস্থং স্থিতঃ কৃত্বা ত্রিকালগঃ ॥ ২৮ ॥

ভূতং ভবদ্ভবিষ্যচ্চ জগদ্বৃন্দং বৃহদ্ভ,মম্‌ ।
নিত্যং সমস্য কস্যান্তর্ব্বীজস্যান্তরিব দ্রুমঃ ॥ ২৯ ॥
বীজং দ্রুমতয়েবাশু দ্রুমোবীজতয়েব চ ।
স্বমেকমজহদ্রূপমুদেত্যনুদিতোপি কঃ ॥ ৩০ ॥
বিসতন্তুর্ম্মহামেরুর্ভো রাজন্ যদপেক্ষয়া ।
তস্য কস্যোদরে সন্তি মেরুমন্দরকোটয়ঃ ॥ ৩১ ॥
কেনেদমাততমনেকচিদেব বিশ্বং
কিং সার এবমতিবল্লসি হংসি পাসি ।
কিং দর্শনেন ন ভবস্যথবা সদেব
নূনং ভবস্থ মলদৃগ্বদনঃ স্বশান্ত্যৈ ॥ ৩২ ॥
এষোসৌ প্রগলতু সংশয়োমমোচ্চৈ-
শ্চিত্তশ্রীমুখমিহিকামলানুলেপঃ ।
যস্যাগ্রে ন গলতি সংশয়ঃ সমূলো
নৈবাসৌ ক্বচিদপি পণ্ডিতোক্তিমেতি ॥ ৩৩ ॥
এবং মে যদি ন বিনেষ্যথঃ ক্রমোক্তং
সংশান্তং লঘুতরসংশয়ং সুবুদ্ধী ।
তদ্রক্ষোজঠরহুতাশনেন্ধনত্বং
নির্ব্বিঘ্নং ঝটিতি গমিষ্যথঃ ক্ষণেন ॥ ৩৪ ॥
পশ্চাত্তাং জনপদমণ্ডলীং সমন্তাৎ
ভাবৎকীমুরুজঠরা ক্ষণাৎ গ্রসেহম্ ।

এবং তে ভবতু সুরাজতেতি মন্যে
মূর্খাণামতিরস এব সংক্ষয়ায় ॥ ৩৫ ॥
ইত্যুক্ত্বা বিপুলগভীরমেঘনাদ-
প্রোল্লাসপ্রকটগিরা নিশাচরী সা।
তূষ্ণীমপ্যতিবিকটাকৃতিস্তদাসীৎ
শুদ্ধান্তঃশরদমলাভ্রমণ্ডলীব ॥ ৩৬ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে কর্কট্যুপাখ্যানে রাক্ষসীপ্রশ্নোনাম একোনাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৯ ॥

———

অশীতিতমঃ সর্গঃ।

—০—

বশিষ্ঠ উবাচ।

মহানিশি মহারণ্যে মহারাক্ষসকন্যয়া।
ইতি প্রোক্তে মহাপ্রশ্নে মহামন্ত্রী গিরং দদৌ ॥ ১ ॥

মন্ত্রী উবাচ।

শৃণু তোয়দসঙ্কাশে প্রশ্নমেতং ভিনদ্মি তে।
অনুক্রমাত্মকং মত্তং গজেন্দ্রমিব কেসরী ॥ ২ ॥
ভবত্যা পরমাত্মৈষ কথিতঃ কমলেক্ষণে।
অনয়ৈব বচোভঙ্গ্যা প্রশ্নবিদ্বোধযোগ্যয়া ॥ ৩ ॥
অনাখ্যত্বাদগম্যত্বান্মনঃষষ্ঠেন্দ্রিয়স্থিতেঃ।
চিন্মাত্রমেবমাত্মাণুরাকাশাদপি সূক্ষ্মকঃ ॥ ৪ ॥
চিদণোঃ পরমস্যান্তঃ সদিবাসদিবাপি বা।
বীজেন্তদ্রু মসত্তেব স্ফূরতীদং জগৎ স্থিতম্ ॥ ৫ ॥
সৎ কিঞ্চিদনুভূতিত্বাৎ সর্ব্বাত্মকতয়া স্বতঃ।
তদাত্মকতয়া পূর্ব্বং ভাবাঃ সত্তাং কিলাগতাঃ ॥ ৬ ॥
আকাশং বাহ্যশূন্যত্বাদনাকাশন্তু চিত্ত্বতঃ।
অতিন্দ্রিয়ত্বান্নো কিঞ্চিৎ স এবাণুরনন্তকঃ ॥ ৭ ॥

২৯

সর্ব্বাত্মকত্বাদ্ভুঙ্ক্তে চ তেন কিঞ্চিন্ন কিঞ্চন।
চিদণোঃ প্রতিভাসা স্যাদেকস্যানেকতোদিতা ॥
অসত্যেব যথা হেম্নঃ কটকাদি তথাপরে ॥ ৮ ॥

এষোণুঃ পরমাকাশঃ সূক্ষ্মত্বাদপ্যলক্ষিতঃ।
মনঃষষ্ঠেন্দ্রিয়াতীতঃ স্থিতঃ সর্ব্বাত্মকোপি সন্ ॥ ৯ ॥
সর্ব্বাত্মকত্বান্নৈবাসৌ শূন্যোভবতি কর্হিচিৎ।
যদস্তি ন তদস্তীতি বক্তা মন্তা ইতি স্মৃতঃ ॥ ১০ ॥

কয়া চিদপি যুক্ত্যেহ সতোসত্ত্বং ন যুজ্যতে।
সর্ব্বাত্মা স্বাত্মগুপ্তেন কর্পূরেণেব দৃশ্যতে ॥ ১১ ॥
চিন্মাত্রাণুঃ স এবেহ সর্ব্বং কিঞ্চিন্মনঃস্থিতম্।
ন কিঞ্চিদিন্দ্রিয়াতীতরূপত্বাদমলঃ স্থিতঃ ॥ ১২ ॥

স এব চৈকোনেকশ্চ সর্ব্বসত্বাত্মবেদনাৎ।
স এবেদং জগদ্ধত্তে জগৎকোশস্তথৈব হি ॥ ১৩ ॥
ইমাশ্চিত্তমহাম্ভোধৌ ত্রিজগল্লববীচয়ঃ।
প্রজ্ঞাস্তস্মিন্ কচন্ত্যপ্সু দ্রবত্বাচ্চক্রতা ইব ॥ ১৪ ॥
চিত্তেন্দ্রিয়াদ্যলভ্যত্বাৎ সোণুঃ শূন্যস্বরূপবৎ।
স্বসম্বেদনলভ্যত্বাদশূন্যং ব্যোমরূপ্যপি ॥ ১৫ ॥

সোহং ভবানেব ভবান্ সম্পান্নোহদ্বৈতবেদনাৎ।
স ভবান্ন ভবেন্নাহং জাতোবোধবৃহদ্বপুঃ ॥ ১৬ ॥

ত্বন্তাহন্তাত্মকং সর্ব্বং বিনির্গীর্য্যাববোধতঃ।
ন ত্বং নাহং ন সর্ব্বঞ্চ সর্ব্বং বা ভবতি স্বয়ম্॥ ১৭॥
গচ্ছন্ন গচ্ছত্যেষোণূর্যোজনৌঘগতোপি সন্।
সন্বিত্ত্যা যোজনৌঘত্বং তস্যাণোরন্তরে স্থিতম্॥১৮॥
ন গচ্ছত্যেষ যাতোপি সম্প্রাপ্তোপি চ নাগতঃ।
স্বসত্তাকাশকোশান্তর্ব্বাসিত্বাদ্দেশকালয়োঃ॥ ১৯॥
গম্যং যস্য শরীরস্থং ক্ব কিলাসৌ প্রয়াতি হি।
কুচকোটরগঃ পুত্রঃ কিং মাত্রান্যত্র বীক্ষ্যতে॥ ২০॥
গম্যোযস্য মহাদেশোযাবৎ সম্ভবমক্ষয়ঃ।
অন্তঃস্থঃ সর্ব্বকর্ত্তুর্হি স কথং ক্বেব গচ্ছতি॥ ২১॥
যথা দেশান্তরপ্রাপ্তে কুম্ভে বক্ত্রসমুদ্রিতে।
তদাকাশস্য গমনাগমনে ন তথাত্মনঃ॥ ২২॥
চিত্ততা স্থাণুতা স্বান্তর্যদাস্তোনুভবাত্মিকে।
চেতনস্য জড়স্যেব তদাসৌ দ্বয়মেব চ॥ ২৩॥
যদা চেতনপাষাণসত্ত্বৈকাত্মৈকচিদ্বপুঃ।
তদাচেতন এবাসৌ পাষাণ ইব রাক্ষসি॥ ২৪॥
পরমব্যোম্ন্যনাদ্যন্তে চিন্মাত্রপরমাত্মনা।
বিচিত্রং ত্রিজগচ্চিত্রং তেনেদমকৃতং কৃতম্॥ ২৫॥
তৎসন্বিত্ত্যা বহ্নিসত্তা তেনাত্যক্তানলাকৃতিঃ।
সর্ব্বগোপ্যদহত্যেব স জগদ্দব্যপাবকঃ॥ ২৬॥

প্রজ্বলদ্ভাস্বরাকারান্নির্ম্মলাদ্দগগনাদপি।
প্রজ্বলচ্চেতনৈকাত্মা তস্মাদগ্নিঃ স জায়তে ॥ ২৭ ॥
সম্বেদনাদযদর্কাদিপ্রকাশস্থ প্রকাশকঃ।
ন নশ্যত্যাত্মভারূপো মহাকল্পাম্বুদৈরপি ॥ ২৮ ।
অনেত্রলভ্যোনুভব-রূপোহৃদ্দগৃহদীপকঃ।
সর্ব্বসত্তাপ্রদোনন্তঃ প্রকাশঃ পরমঃ স্মৃতঃ ॥ ২৯ ॥
প্রবর্ত্ততেস্মাদালোকো মনঃষষ্ঠেন্দ্রিয়াতিগাৎ।
যেনান্তরাপি বস্তূনাং দৃষ্টা দৃশ্যচমৎকৃতিঃ ॥ ৩০ ॥
লতাগুল্মাঙ্কুরাদীনামনক্ষাণাঞ্চ পোষকঃ।
উৎসেধবেদনাকারঃ প্রকাশোনুভবাত্মকঃ ॥ ৩১ ॥
কালাকাশক্রিয়াসত্তা জগত্তত্রাস্তি বেদনে।
স্বামী কর্ত্তা পিতা ভোক্তা আত্মত্বাচ্চ ন কিঞ্চন ॥ ৩২॥
অণুত্বমজহৎ সোণুর্জ্জগদ্রত্নসমুদ্গকঃ।
মাতৃমানপ্রমেয়াত্মজগন্নাস্তীতি কেবলে ॥ ৩৩ ॥
স এব সর্ব্বজগতি সর্ব্বত্র কচতি স্ফুটম্।
যদা জগৎসমুদ্গোস্মিংস্তদাসৌ পরমোমণিঃ ॥ ৩৪ ॥
দুর্ব্বোধত্বাৎ তমঃ সোণুশ্চিন্মাত্রত্বাৎ প্রকাশদৃক্।
সোস্তি সম্বিত্তিরূপত্বাদক্ষাতীতস্তথা ন সন্ ॥ ৩৫ ॥
দূরে সোনক্ষলভ্যত্বাচ্চিদ্রূপত্বান্ন দূরগঃ।
সর্ব্বসম্বেদনাচ্ছেলো হ্যসাবেবাণুরেব সন্ ॥ ৩৬ ॥

তৎসম্বেদনমাত্রং যত্তদিদং ভাসতে জগৎ।
ন সত্যমস্তি শৈলাদি তেনার্ণাবেব মেরুতা॥ ৩৭॥
নিমেষপ্রতিভাসোহি নিমেষ ইতি কথ্যতে।
কল্পেতি প্রতিভাসোহি কল্পশব্দেন কথ্যতে॥ ৩৮॥
কল্পক্রিয়াবিলাসোহি নিমেষঃ প্রতিভাসতে।
বহুযোজনকোটিস্থং মনস্যেব মহাপুরম্॥ ৩৯॥
নিমেষজঠরে কল্পসম্ভবঃ সমুদেতি হি।
মহানগরনির্ম্মাণং মুকুরেন্তরিবামলে॥ ৪০॥
নিমেষকল্পশৈলাদি-পূরযোজনকোটয়ঃ।
যত্রার্ণাবেব বিদ্যন্তে তত্র দ্বৈতৈক্যতে কুতঃ॥ ৪১॥
কৃতবান্ প্রাগিদমহমিতি বুদ্ধাবুদেতি হি।
ক্ষণাৎ সত্যমসত্যঞ্চ দৃষ্টান্তঃ স্বপ্নবিভ্রমঃ॥ ৪২॥
দুঃখে কালঃ সুদীর্ঘোহি সুখে লঘুতরঃ সদা।
রাত্রির্দ্বাদশবর্ষাণি হরিশ্চন্দ্রস্য চোদিতা॥ ৪৩॥
নিশ্চয়োয উদেত্যন্তঃ সত্যাত্মা সত্য এব চ।
হেম্নীব কটকাদিত্বং স এব চিতি রাজতে॥ ৪৪॥
ন নিমেষোস্তি নোকল্পোনাদূরং ন চ দূরতা।
চিদণুপ্রতিভৈবৈবং স্থিতান্যান্যান্যবস্তুবৎ॥ ৪৫॥
প্রকাশতমসোর্দূরাদূরয়োঃ ক্ষণকল্পয়োঃ।
একচিদ্দেহয়োরেব ন ভেদোস্তি মনাগপি॥৪৬॥

প্রত্যক্ষমক্ষসারত্বাদপ্রত্যক্ষং ততোতিগম্ ।
দৃশ্যত্বেনৈষ বোদেতি চেতা দ্রষ্টৈব সদ্বপুঃ ॥ ৪৭ ॥

যাবৎ কটকসম্বিত্তিস্তাবন্নাস্তীব হেমতা ।
যাবচ্চ দৃশ্যতাপত্তিস্তাবন্নাস্তীব সাকলা ॥ ৪৮ ॥

কটকত্বেঽকৃতেঽদৃষ্টে সুবর্ণত্বমিবাততম্ ।
কেবলং নির্ম্মলং শুদ্ধং ব্রহ্মৈব পরিদৃশ্যতে ॥ ৪৯ ॥

সর্ব্বত্বাদেব সদ্রূপোদুর্লক্ষ্যত্বাদসদ্বপুঃ ।
চেতনশ্চেতনাত্মত্বাচ্চেত্যাসম্ভবতস্ত্বচিৎ ॥ ৫০ ॥

চিচ্চমৎকারমাত্রাত্মন্যস্মিংশ্চিৎপ্রতিভাত্মনি ।
জগত্যনিলবৃক্ষাভে চিচ্চেত্যকলনে কুতঃ ॥ ৫১ ॥

যথা তাপস্য পীনস্য ভাসনং মৃগতিষ্ণিকা ।
এবং পীবরমদ্বৈতং তথা চিদ্ভাসনং জগৎ ॥ ৫২ ॥

অর্কাংশুভিঃ সূক্ষ্মতর-নির্ম্মাণং যদনাময়ম্ ।
অস্তিতানাস্তিতে তত্র কল্পাদেরিব কৈব ধীঃ ॥ ৫৩ ॥

মায়য়াংশুকণাঙ্কে খে যথা কচতি কাঞ্চনম্ ।
তথা জগদিদং ভাতি চিচ্চেত্যকলনে কুতঃ ॥ ৫৪ ॥

স্বপ্নগন্ধর্ব্বসঙ্কল্প-নগরে কুড্যবেদনম্ ।
ন সন্নাসৎ যথা তদ্বৎ বিদ্ধি দীর্ঘভ্রমং জগৎ ॥ ৫৫ ॥

তথাচৈবম্বিধন্যায়-ভাবনাভ্যাসনির্ম্মলাৎ ।
চিদাকাশে ন নির্যাতি যথাভূতার্থদর্শিনঃ ॥ ৫৬ ॥

ন কুড্যাকাশয়োর্ভেদো দৃশ্যসম্বেদনাদৃতে।
আব্রহ্মজীবকলনাদ্ যদ্রূঢ়ং রূঢ়মেব চ ॥ ৫৭ ॥
প্রতিভাসাচ্চিদাকাশে সত্বশূন্যং ভবন্তি তাঃ।
প্রকচন্তি হ্যনির্ভাব্যাঃ প্রভাপিণ্ড ইব প্রভাঃ ॥ ৫৮ ॥
পৃথক্কামতিভাসস্য স্বচমৎকারযোগতঃ।
সর্ব্বাত্মিকা হি প্রতিভা পরা বৃক্ষাত্মবীজবৎ ॥ ৫৯ ॥
বীজমন্তঃস্থবৃক্ষত্বং নানানানা যথৈকদৃক্।
তথাঽসংখ্যজগৎ ব্রহ্ম শান্তমাকাশকোশবৎ ॥ ৬০ ॥
বীজস্যান্তঃস্থবৃক্ষত্বং ব্যোমাদ্বৈতা স্থিতির্যথা।
ব্রহ্মণোন্তঃস্থজগতঃ সাক্ষিত্বাচ্চিৎস্থিতিস্তথা ॥ ৬১ ॥

শান্তং সমস্তমজমেকমনাদিমধ্যং
নেহাস্তি কাচন কলাকলনা কথঞ্চিৎ
নির্দ্বন্দ্বশান্তমতিরেকমনেকমচ্ছ-
মাভাসরূপমজমেকবিকাসমাস্তে ॥ ৬২ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে কর্কট্যুপাখ্যানে প্রশ্নভেদনং নাম অশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮০ ॥

একাশীতিতমঃ সর্গঃ।

—*—

রাক্ষস্যুবাচ।

অহোনু পরমার্থোক্তিঃ পাবনী তব মন্ত্রিণঃ।
রাজা রাজীবপত্রাক্ষ ইদানীমেষ ভাষতাম্ ॥ ১ ॥

রাজোবাচ।

জাগতপ্রত্যয়াভাবো যস্যাহুঃ প্রত্যয়ং পরম্।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসশ্চেতসা যৎ পরিগ্রহঃ ॥ ২ ॥
যৎসঙ্কোচবিকাসাভ্যাং জগৎপ্রলয়সৃষ্টয়ঃ।
নিষ্ঠা বেদান্তবাক্যানামথ বাচামগোচরঃ ॥ ৩ ॥
কোটিদ্বয়ান্তরালস্থং মধ্যে কোটিদ্বয়ীময়ম্।
যস্য চিত্তময়ী লীলা জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ৪ ॥
যস্য বিশ্বাত্মকত্বেপি খণ্ড্যতে নৈকপিণ্ডতা।
সন্মাত্রং তৎ ত্বয়া ভদ্রে কথ্যতে ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥ ৫ ॥
এযোণুর্ব্বেদনাদ্বায়ুঃ স্বভ্রান্তির্দৃগদৃশ্যত।
অতোন কিঞ্চিদ্বায়্বাদি কেবলং শুদ্ধচেতনম্ ॥ ৬ ॥
শব্দসম্বেদনাচ্ছব্দঃ শব্দস্য ভ্রান্তিদর্শনম্।
ততোত্র শব্দশব্দার্থদৃষ্টের্দূরতরং গতঃ ॥ ৭ ॥

সোঽণুঃ সর্ব্বং ন কিঞ্চিচ্চ সোঽহং নাহং স এব চ।
সর্ব্বশক্ত্যাত্মনোঽস্যৈব প্রতিভৈকাত্র কারণম্ ॥ ৮ ॥
আত্মা যত্নশতপ্রাপ্যো লব্ধেঽস্মিন্ ন চ কিঞ্চন।
লব্ধং ভবতি তচ্চৈতৎ পরমং বা ন কিঞ্চন ॥ ৯ ॥
তাবর্জ্জন্মবসন্তেষু সংসৃতিব্রততিশ্চিরম্।
বিকসত্যুদিতোযাবৎ ন বোধো মূলকাষকৃৎ ॥ ১০ ॥
অণুনানেন রূপত্বং দৃশ্যতামিব গচ্ছতা।
তাপেনাম্বুধিরেবেদং স্বস্থৈনৈবাপহারিতম্ ॥ ১১ ॥
অনেন সম্বিদণুনা মেরুস্ত্রিভুবনং তৃণম্।
বমিত্বা বহিরন্তঃস্থং মায়াত্মকমবেক্ষ্যতে ॥ ১২ ॥
চিদণোরন্তরে যদযদস্তি তদ্দৃশ্যতে বহিঃ।
সঙ্কল্পেষ্টালিঙ্গনাদি দৃষ্টান্তোত্র হি রাগিণঃ ॥ ১৩ ॥
আদিসর্গে সর্ব্বশক্তিশ্চিদযথৈবোদিতাত্মনা
তথাশু পশ্যত্যখিলং সঙ্কল্পে পর্ব্বতঃ স্বতঃ ॥ ১৪ ॥
অভিজাতস্য যস্যান্তর্যৎ যথা প্রতিভাসতে।
তৎ তথা পশ্যতীবাসৌ দৃষ্টান্তোত্র শিশোর্ম্মনঃ ॥১৫॥
পরমাণুতয়ৈবাপি চিন্মাত্রেণাণুনামুনা।
পরিসূক্ষ্মতমেনৈব বিশ্বগ্বিশ্বং প্রপূরিতম্ ॥ ১৬ ॥
অণুরেব ন মাত্যেষ যোজনানাং শতেষ্বপি।
সর্ব্বগত্বাদনাদিত্বাদরূপত্বাদনাকৃতিঃ ॥ ১৭ ॥

যথা ধূর্ত্তেন খিঙ্গেন পুংসা বালঃ প্রতার্য্যতে।
স্বভ্রূবিকারনয়ন-নিরীক্ষণবিচেষ্টিতৈঃ ॥ ১৮ ॥
চিদালোকেন শুদ্ধেন সপর্ব্বততৃণং জগৎ।
নাট্যতেবিরতং তদ্বৎ বিবৃত্ত্যাভিনয়ং সদা ॥ ১৯ ॥
তেনৈবানন্তরূপত্বাদণুনা বাসসা যথা।
সম্বিদা তদ্ভবদ্বাহ্যে কৃত্বা মের্ব্বাদিবেষ্টিতম্ ॥ ২০ ॥
দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্ন-রূপত্বাৎ মেরুতোবৃহৎ।
বালাগ্রশতভাগাত্মাপ্যেষ সূক্ষ্মঃ পরোণুকঃ ॥ ২১ ॥
শুদ্ধসম্বেদনাকাশ-রূপস্য পরমাণুনা।
শোভতে ন হি সাম্যোক্তির্ম্মেরুসর্ষপয়োরিব ॥ ২২ ॥
মায়াকলাপিনাণু ত্বং নির্ম্মায় পরমাত্মনি।
হেম্নীব কটকত্বেন নানাত্র সমতা ভবেৎ ॥ ২৩ ॥
প্রকটোনেন দীপেন প্রকাশোনুভবাত্মনা।
স্বসত্তানাশপূর্ব্বোহি বিনানেন ভবেত্ততঃ ॥ ২৪ ॥
যদি সূর্য্যাদিকং সর্ব্বং জগদেকং জড়ং ভবেৎ।
ততঃ কিমাত্মকং রূপং প্রকাশঃ স্যাৎ ক্বাথ কিম্ ॥ ২৫ ॥
শুদ্ধসম্মাত্রচিত্ত্বং যৎ স্বতঃ স্বাত্মনি সংস্থিতং।
তদেতদণুনা তেজোদৃষ্টং বহিরবস্থিতম্ ॥ ২৬ ॥
তেজাংস্যর্কেন্দুবহ্নীনাং ন ভিন্নানি তমোঘনাৎ।
এতাবানেব ভেদোস্তি যদ্বর্ণে শৌক্ল্যকৃষ্ণতে ॥ ২৭ ॥

যাদৃক্ কজ্জলনীহারে মেঘনীহারয়োর্ভবেৎ।
তাদৃক্ প্রকাশতমসোর্ভেদোনেতি তয়োঃস্থিতিঃ ॥২৮॥
জড়য়োরূপলম্ভায় চিদাদিত্যঃ কিলৈতয়োঃ।
যদা তপতি তেনৈতে লব্ধসত্ত্বৈকতাং গতে ॥ ২৯ ॥
তপত্যেকশ্চিদাদিত্যো রাত্রিন্দিবমতন্দ্রিতঃ।
অন্তর্ব্বহিঃশিলাদ্যন্তরপ্যনস্তময়োদয়ঃ ॥ ৩০ ॥
ত্রিলোকী ভাতি তেনেয়ং জীবস্য প্রথিতাত্মনঃ।
নানোপলম্ভভাণ্ডাঢ্যা কুটীকঠিনকোটরা ॥ ৩১ ॥
তমস্ত্বং তমসোদেহমবিনাশয়তামুনা।
তপ্যতে ভাসয়া ভাসা সর্ব্বমাভাস্যতে তমঃ ॥ ৩২ ।
পদ্মোৎপলে যথার্কেণ তপতা প্রকটীকৃতে।
প্রকাশতমসোঃ সত্ত্বে চিতৈবং প্রকটীকৃতে ॥ ৩৩ ॥
অর্কঃ কুর্ব্বন্নহোরাত্রে দর্শয়ত্যাকৃতিং যথা।
চিতিঃ সদসতীকৃত্বা দর্শয়ত্যাকৃতিং তথা ॥ ৩৪ ॥
চিদণোরন্তরে সন্তি সমগ্রানুভবাণবঃ।
যথা মধুরসস্যান্তঃপুষ্পপত্রফলশ্রিয়ঃ ॥ ৩৫ ॥
উদ্যন্তি চিদণোরেতে সমগ্রানুভবাণবঃ।
মধুমাসরসাচ্চিত্রা ইব খণ্ডপরম্পরাঃ ॥ ৩৬ ॥
পরমাত্মাণুরত্যন্তনিঃস্বাদুঃ সূক্ষ্মতাবশাৎ।
সমগ্রস্বাদুসত্ত্বৈকজনকঃ স্বদতে স্বয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

যোযোনাম রসঃ কশ্চিৎ সমস্তোপ্যপ্স্ববস্থিতঃ।
প্রতিবিম্বমিবাদর্শে তং বিনা নাস্ত্যসৌ স্বতঃ ॥ ৩৮ ॥
ত্যজতা সংস্থিতং সর্ব্বং চিন্মাত্রপরমাণুনা।
ত্যক্তং জগদসম্বিত্ত্যা সম্বিত্ত্যা সর্ব্বমাশ্রিতম্ ॥ ৩৯ ॥
অশক্তয়া স্বাত্মগুপ্তৌ সর্ব্বমাচ্ছাদিতং জগৎ।
চিতাণুতামেব পরাং সম্প্রসার্য্য বিতানবৎ ॥ ৪০ ॥
আত্মগুপ্তৌ ন শক্নোতি পরমাত্মাম্বরাকৃতিঃ।
মনাগপি ক্ষণমপি গজোদূর্ব্বাবনে যথা ॥ ৪১ ॥
তথাপ্যাক্রান্তবান্ বিশ্বং জ্ঞাতোগোপায়তি ক্ষণাৎ।
জগদ্ধানাকণং বাল ইবাহো ঘনমায়িতা ॥ ৪২ ॥
চিন্মাত্রানুনয়েনেদং জগৎ সন্নপি জীবতি।
বসন্তরসবোধেন বিচিত্রেব বনাবলী ॥ ৪৩ ॥
চিত্তসত্ত্বেবমখিলং স্বতোজগদিবোদিতম্।
মধুমাসরসোল্লাসাচ্চিত্রোহি বনখণ্ডকঃ ॥ ৪৪ ॥
সত্যং চিন্ময়মেবেদং জগদিত্যেব বিদ্ধ্যলম্।
বসন্তরসমেব ত্বং বিদ্ধি পল্লবগুল্মকম্ ॥ ৪৫ ॥
সর্ব্বাবয়বিসারত্বাৎ সহস্রকরলোচনঃ।
পরমাণুরসাবেব নিত্যানবয়বোদয়ঃ ॥ ৪৬ ॥
নিমেষাংশাববোধো হি চিদণোঃ প্রতিভাসতে।
মতঃ কল্পসহস্রৌঘঃ স্বপ্নে বার্দ্ধকবাল্যবৎ ॥ ৪৭ ॥

ততঃ সোপি নিমেষোণুঃ কল্পকোটিশতান্যলম্ ।
সর্ব্বসত্তাবিলাসেন প্রতিভৈকা বিজৃম্ভতে ॥ ৪৮ ॥
অভুক্তবত্যেব যথা ভুক্তবানহমিত্যলম্ ।
জায়তে প্রত্যয়স্তদ্বন্নিমেষে কল্পনিশ্চয়ঃ ॥ ৪৯ ॥
অভুক্ত্বা ভুক্তবানস্মীত্যেবং প্রত্যয়শালিনঃ ।
দৃশ্যন্তে বাসনাবিষ্টাঃ স্বপ্নে স্বমরণং যথা ॥ ৫০ ॥
জগন্তি পরিতিষ্ঠন্তি পরমাণৌ চিদাত্মনি ।
প্রতিভাসাঃ প্রবর্ত্তন্তে তত এব হি জাগতাঃ ॥ ৫১ ॥
যদস্তি যত্র তত্তস্মাৎ সমুদেতি তদেব তৎ ।
আকারিণী বিকারাদি দৃষ্টং ন গগনেঽমলে ॥ ৫২ ॥
চিতি ভূতানি ভূতানি বর্ত্তমানানি সম্প্রতি ।
ভবিষ্যন্তি চ ভূতানি সন্তি বীজে দ্রুমা ইব ॥ ৫৩ ॥
নিমেষকল্পাবেতেন তুষেণান্ন কণাবিব ।
বলিতা বিব চেত্যাভ্যামণুঃ স্বাত্মাঙ্গকং শ্রিতঃ ॥ ৫৪ ॥
উদাসীনবদাসীনোন সংস্পৃষ্টোমনাগপি ।
এষ ভোক্তৃত্বকর্তৃত্বৈঃ স্বাত্মা সর্ব্বজগত্যপি ॥৫৫॥
জগৎসত্তোদিতেয়ং হি শুদ্ধচিৎপরমাণুতঃ ।
পরমাণোশ্চ ভোক্তৃত্বকর্তৃত্বে কেবলং স্থিতে ॥ ৫৬ ॥
জগন্ন কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে সর্ব্বদৈব ন কেনচিৎ ।
বিলীয়তে চ নোকিঞ্চিৎ মানুষ্যাদ্দৃশ্যখণ্ডনম্ ॥ ৫৭ ॥

সর্ব্বং সমসমাভাসমিদমাকাশকোশকম্ ।
জগত্ত্রয়োপশব্দঞ্চ বিদ্ধ্যনাদ্যং নিশাচরি ॥ ৫৮ ॥
চিদণুর্দৃশ্যসিদ্ধ্যর্থমান্তরীং চিচ্চমৎকৃতিম্ ।
বহীরূপতয়া ধত্তে স্বাত্মন্যপরিসংস্থিতাম্ । ৫৯ ॥
এতদ্বহিষ্ঠমন্তঃস্থমস্তিশব্দেন বস্তুনি ।
উপদেশায় সত্ত্বানাং চিদ্রূপত্বাজ্জগত্রয়ে ॥ ৬০ ॥
দ্রষ্টাঽদৃষ্টপদং গচ্ছন্ নাত্মানং সম্প্রপশ্যতি ।
নেত্রদৃশ্যাভিপাতীব সদেবাসদিব স্থিতম্ ॥ ৬১ ॥
ন চ গচ্ছতি দৃশ্যত্বং দ্রষ্টা হ্যসদবাস্তবম্ ।
আত্মন্যেব নয়ৎ কিঞ্চিৎ তত্তামেতি কথং পরঃ ॥ ৬২ ॥
দৃগেব লোচনে সা চ বাসনান্তং নিজং বপুঃ ।
বহীরূপতয়া দৃশ্যং কৃত্বা দ্রষ্টৃতয়োদিতা ॥ ৬৩ ॥
ন বিনা দ্রষ্টৃতামস্তি দৃশ্যসত্তা কথঞ্চন ।
পিতৃতেব বিনা পুত্রং দ্বিতেবৈক্যপদং বিনা ॥ ৬৪ ॥
দ্রষ্টৈব দৃশ্যতামেতি ন দ্রষ্টৃত্বং বিনাস্তি তৎ ।
বিনা পিত্রেব তনয়ো বিনা ভোক্ত্রেব ভোগ্যতা ॥৬৫॥
দ্রষ্টুর্দৃশ্যবিনির্ম্মাণে চিত্ত্বাদস্ত্যেব শক্ততা ।
কনকস্যাবদাতস্য কটকাদিকৃতাবিব ॥ ৬৬ ॥
দৃশ্যস্য দ্রষ্টৃনির্ম্মাণে জড়ত্বান্নাস্তি শক্ততা ।
কটকস্য তু হৈমস্য যথা কনকনির্ম্মিতৌ ॥ ৬৭ ॥

চেতনাদৃশ্যনির্ম্মাণং চিৎ করোত্যসদেব সৎ।
অকারণং মোহহেতুং হৈমেব কটকভ্রমম্ ॥ ৬৮ ॥
কটকত্বাবভাসে হি যথা হেম্নোন হেমতা।
সত্যেব প্রকচত্যেবং দ্রষ্টৃদৃশ্যস্থিতৌ বপুঃ ॥ ৬৯ ॥
দ্রষ্টা দৃশ্যতয়া তিষ্ঠন্ দ্রষ্টৃতামুপজীবতি।
সত্যাং কটকসম্বিত্তৌ হেমকাঞ্চনতামিব ॥ ৭০ ॥
একস্মিন্ প্রতিভাসে হি ন সত্তা দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ।
পুংপ্রত্যয়প্রকচনে ক্ব পশুপ্রত্যয়োদয়ঃ ॥ ৭১ ॥
দৃশ্যং পশ্যন্ স্বমাত্মানং ন দ্রষ্টা সম্প্রপশ্যতি।
দ্রষ্টুর্হি দৃশ্যতাপত্তৌ সত্তাঽসত্ত্বেব তিষ্ঠতি ॥ ৭২ ॥
বোধাদ্গলিতদৃশ্যস্য দ্রষ্টুঃ সত্ত্বেব ভাসতে।
অবুদ্ধে কটকে স্বস্য হেম্নোঽকটকতা যথা ॥ ৭৩ ॥
দৃশ্যে সত্যস্তি বৈ দ্রষ্টা দৃশ্যং দ্রষ্টরি ভাসতে।
দ্বয়েন চ বিনা নৈকং নৈকমপ্যস্তি চানয়োঃ ॥ ৭৪ ॥
সর্ব্বং যথাবৎ বিজ্ঞায় শুদ্ধসম্বিন্ময়াত্মনা।
বাচামবিষয়ং স্বচ্ছং কিঞ্চিদেবাবশিষ্যতে ॥ ৭৫ ॥
আত্মানং দর্শনং দৃশ্যং দীপেনেবাবভাসিতম্।
কৃতঞ্চ সর্ব্বমেতেন চিন্মাত্রপরমাণুনা ॥ ৭৬ ॥
মাতৃমানপ্রমেয়াখ্যং বুধোনিগিরতি ত্রয়ম্।
হেমেব কটকাদিত্ব-মসন্ময়মুপস্থিতম্ ॥ ৭৭ ॥

যথা ন জলভূম্যাদেঃ পৃথক্ কিঞ্চিন্নমনাগপি।
তথৈতস্মাৎ স্বভাবাণোর্ন কিঞ্চিৎ পৃথগস্তি হি ॥৭৮॥
সর্ব্বগানুভবাত্মত্বাৎ সর্ব্বানুভবরূপতঃ।
একত্বানুভবন্যায়ে রূঢ়ে সর্ব্বৈকতাস্ত হি ॥ ৭৯ ॥
অস্ত্যেচ্ছয়া পৃথগ্ভ্রাস্তি বীচিতেব মহাম্ভসঃ।
ইচ্ছানুরূপসম্পত্তের্ভাবিতার্থৈকতা কিল ॥ ৮০ ॥
দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নঃ পরমাত্মাস্তি কেবলঃ।
সর্ব্বাত্মত্বাৎ স সর্ব্বাত্মা সর্ব্বানুভবতঃ স্বতঃ ॥ ৮১ ॥
সন্নেষ চেতনাত্মত্বাদ্দর্শনানববোধতঃ।
দ্বৈতৈক্যে নাত্র বিদ্যেতে সর্ব্বরূপে মহাত্মনি ॥৮২॥
যদি কশ্চিদ্দ্বিতীয়ঃ স্যাৎ তদৈকস্যৈকতা ভবেৎ।
দ্বৈতৈক্যয়োর্ম্মিথঃ সিদ্ধিরাতপচ্ছায়য়োরিব ॥ ৮৩ ॥
যত্র নাস্তি দ্বিতীয়োহি তত্রৈকস্যৈকতা কথম্।
একতায়ামসিদ্ধায়াং দ্বয়মেব ন বিদ্যতে ॥ ৮৪ ॥
এবং স্থিতে তু যস্তিষ্ঠংস্তত্তাদৃক্ তদিবাস্তি হি।
তস্মান্ন ব্যতিরিক্তং তদ্রূপং দ্রব ইবাম্ভসঃ ॥ ৮৫ ॥
নানারম্ভবিভাসঞ্চ সাম্যেনাক্ষুব্ধরূপিণঃ।
বীজস্যান্তস্তরুরিব ব্রহ্মণোন্তঃ স্থিতং জগৎ ॥ ৮৬ ॥
দ্বৈতমপ্যপৃথক্ তস্মাদ্ধেম্নঃ কটকতা যথা।
সম্যগ্ বুদ্ধাববোধোহি দ্বৈতং তচ্চ ন সন্ময়ম্ ॥ ৮৭ ॥

যথা দ্রবত্বং পয়সঃ স্পন্দনং মাতরিশ্বনঃ।
ব্যোম্নঃ শূন্যত্বমেবং হি ন পৃথগ্দ্বৈতমীশ্বরাৎ ॥ ৮৮ ॥
দ্বৈতদ্বৈতোপলম্ভোহি দুঃখায়ৈব ক্রিয়াত্মনে।
নিপুণোনুপলম্ভোমস্ত্বেতয়োস্তৎ পরং বিদুঃ ॥ ৮৯ ॥
মাতৃমানপ্রমেয়াদি দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যতা।
এতাবজ্জগদেতচ্চ পরমাণৌ চিতি স্থিতম্ ॥ ৯০ ॥
অয়ং জগদণুর্নিত্যমেতেনাণুসুমেরুণা।
স্পন্দদং পবনেনেব স্বাঙ্গ এব কৃতাকৃতঃ ॥ ৯১ ॥
অহোনু ভীমা মায়েয়মথবা মায়িনাং পরা।
পরমাণ্বন্তরে বাস্তি যত্ত্রৈলোক্যপরম্পরা ॥ ৯২ ॥
অথাসম্ভবমায়িমেবৈতৎ সর্ব্বদা স্থিতম্।
চিন্মাত্রপরমাণুত্বমাত্রমেব জগৎস্থিতিঃ ॥ ৯৩ ॥
অন্তর্গতজগজ্জালোপ্যেষোণুঃ সাম্যমত্যজন্।
স্থিতোন্তঃস্থবৃহদ্বৃক্ষং বীজং ভাণ্ডোদরে যথা ॥ ৯৪ ॥
বীজেন্তর্ব্বৃক্ষবিস্তারঃ স্থিতঃ সফলপল্লবঃ।
পরয়া দৃশ্যতে দৃষ্ট্যা জগচ্চ চিদণূদরে ॥ ৯৫ ॥
সশাখাফলপুষ্পং স্ব-মজহদ্বীজকোটরে।
যথা তরুঃ স্থিতস্তদ্বৎ বিকাসি চিদণোর্জ্জগৎ ॥ ৯৬ ॥
সংস্থিতং দ্বৈতমদ্বৈতং বীজকোশ ইব দ্রুমঃ।
জগচ্চিৎপরমাণ্বন্তর্যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৯৭ ॥

ন দ্বৈতং নৈব চাদ্বৈতং ন চ বীজং ন চাঙ্কুরঃ।
ন স্থূলং ন চ বা সূক্ষ্মং নাজাতং জাতমেব চ ॥ ৯৮ ॥
ন চাস্তি ন চ নাস্তীদং ন সৌম্যং ক্ষুভিতং ন চ।
ত্রিজগচ্চিদণোরন্তঃ খবায়্বপি ন কিঞ্চন ॥ ৯৯ ॥
ন জগন্নাজগচ্চাস্তি বিদ্যতে চিৎ পরা শুভা।
সর্ব্বাত্মিকা যদা যত্র সা যথোদেতি তৎ তথা ॥১০০॥
উদেত্যনুদিতোপ্যেষ স্বয়ং বেদনজৃম্ভিতঃ।
পরমাত্মাণুরেকাত্মা সমগ্রাত্মতয়ৈব খে ॥ ১০১ ॥
দ্রুমোভূমৌ স্ববীজত্বমিবোদেত্যনুদেত্যপি।
পরং তত্ত্বং জগদ্ভঙ্গ্যা জগত্তাং স্বোদয়েন চ ॥ ১০২ ॥
দ্রুমোবীজতয়ৈবাশু ন সন্ত্যক্তসমস্থিতিঃ।
তিষ্ঠত্যপগতস্পন্দস্ত্যাগাত্ত্যাগপরোণু কঃ ॥ ১০৩ ॥
বিসতন্তুর্ম্মহামেরুঃ পরমাণোরপেক্ষয়া।
দৃশ্যং কিল বিশেত্তন্তুরদৃশ্যাক্ষা পরাণুতা ॥ ১০৪ ॥
বিসতন্তুর্ম্মহামেরুঃ পরমাণোঃ কিলাত্মনঃ।
তস্যৈব তদ্ঘনাঃ স্বান্তঃস্থিতা মের্ব্বাদিকোটয়ঃ ॥১০৫॥

একেন তেন মহতা পরমাণুনা চ
ব্যাপ্তং ততং বিরচিতং জনিতং কৃতঞ্চ।
দৃশ্যং প্রপঞ্চরচিতং নভসেব বিশ্বং
শূন্যত্বমচ্ছমভিতঃ পরিলব্ধমেব ॥১০৬॥

দ্বৈতেন স্পন্দবতরং স্বমনুজ্ঝিতেন
রূপং সুষুপ্তসদৃশেন যথাববোধাৎ।
ঐক্যং গতং স্থিতিগমাগমমুক্তমেব-
মিত্থং স্থিতং তনু জগৎ পরমার্থপিণ্ডঃ ॥১০৭॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে কর্কট্যুপাখ্যানে পরমার্থপিণ্ডীকরণং নাম

একাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮১ ॥

———

দ্ব্যশীতিতমঃ সর্গঃ ।

—০—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

ইতি রাজমুখাচ্ছ্রুত্বা কর্কটী বনমর্কটী ।
অববুদ্ধপদান্তং স্বং জহৌ মৎসরচাপলম্ ॥ ১ ॥
অন্তঃশীতলতামেত্য বিশ্রান্তিমপতাপতাম্ ।
প্রাপ্তা প্রাবৃণ্ময়ূরীব সজ্যোৎস্নেব কুমুদ্বতী ॥ ২ ॥
তথা রাজগিরা তস্যা আনন্দ উদভূদ্ভৃশম্ ।
গর্ভেন্তঃ খে বলাকায়া রবেণেব পয়োমুচঃ ॥ ৩ ॥

রাক্ষস্যুবাচ ।

অহোবত পবিত্রেয়ং ভবতোর্ভাতি শেমুষী ।
অনস্তমিতসারেণ প্রবোধার্কেন ভাসিতা ॥ ৪ ॥
শীতা সমরসা শুদ্ধা জ্যোৎস্নেব শশিমণ্ডলাৎ ।
বিবেককণিকাং শ্রুত্বা ভবতোহৃদয়াদিয়ম্ ॥ ৫ ॥
বিবেকিনোজগৎপূজ্যাঃ সেব্যা মন্যে ভবাদৃশাঃ ।
সৎসঙ্গাৎ সবিকাসাস্মি চন্দ্রেণেব কুমুদ্বতী ॥ ৬ ॥
সৌরভং কুসুমাসঙ্গাদেব সৎসঙ্গমাচ্ছুভম্ ।
বর্ত্ততে হ্যর্কসম্পর্কাদ্বিকাসোম্বুরুহামিব ॥ ৭ ॥

মহতামেব সম্পর্কাৎ পুনর্দ্দুঃখং ন বাধতে।
কোহি দীপশিখাহস্তস্তমসা পরিভূয়তে ॥ ৮ ॥

যয়েমৌ জঙ্গলপ্রাপ্তৌ ভবন্তৌ ভূমিভাস্করৌ।
পূজনীয়াবতঃ শীঘ্রমীহিতং কথ্যতাং শুভম্ ॥ ৯ ॥

রাজোবাচ।

অস্মিন্ জনপদে রক্ষঃকুলকাননমঞ্জরি।
জনস্য বাধতেত্যন্তং সদা হৃদয়শূলনম্ ॥ ১০ ॥

যতঃ সর্ব্বৈব জনতা তপ্তা দৃঢ়বিষূচিকা।
মণ্ডলে নন্থু তেনাহং নির্গতোরাত্রিচর্য্যয়া ॥ ১১ ॥

শূলাদি হৃদয়ে নৃণাং ন শাম্যতি যদৌষধৈঃ।
ততোহং ত্বদ্বিধপ্রোক্তমন্ত্রার্থেন বিনির্গতঃ॥ ১২ ॥

ত্বাদৃশস্য চ লোকস্য মুগ্ধলোকাভিঘাতিনঃ।
নিগ্রহার্থং প্রবৃত্তির্ম্মে সা চ সম্পত্তিমেত্যলম্ ॥ ১৩ ॥

এতাবদেব চ শুভে ত্বয়াঙ্গীক্রিয়তাং বচঃ।
ভূয়োভবত্যা প্রাণা হি হিংসনীয়া ন কস্যচিৎ ॥১৪॥

রাক্ষস্যুবাচ।

বাঢ়মেবং করোম্যদ্য প্রভৃত্যবিতথঃ প্রভো।
সত্যমেব ন কিঞ্চিদ্ধি হিংসনীয়ং ময়াধুনা ॥ ১৫ ॥

রাজোবাচ।

যদ্যেবং ফুল্লপদ্মাক্ষি পরদেহৈকভোজনে।
কিং স্যাচ্ছরীরবৃত্ত্যে তে স্থিতায়া মৎসমীহিতে ॥১৬॥

রাক্ষস্যুবাচ।

ষড্ভির্ম্মাসৈর্গিরৌ রাজন্ প্রবুদ্ধায়াঃ সমাধিতঃ।
জাতা ভোজনসঙ্কল্পাদ্ভোজনেচ্ছেয়মদ্য মে ॥ ১৭ ॥
ইদানীং শিখরং গত্বা তদেব ধ্যাননিশ্চলা।
যাবদিচ্ছং সুখেনাসে সজীবা শালভঞ্জিকা ॥ ১৮ ॥
আমৃতীং ধারণাং বদ্ধা ধারয়ামি শরীরকম্।
যথেচ্ছমর্থ কালেন ত্যক্ষ্যামীতি মতির্ম্মম ॥ ১৯ ॥
আশরীরপরিত্যাগমিদানীং ন ময়া নৃপ।
হিংসনীয়াঃ পরপ্রাণাস্তেনেদং মদ্বচঃ শৃণু ॥ ২০ ॥
হিমবান্নাম শৈলোস্তি শরচ্চন্দ্রাংশুনির্ম্মলঃ।
য উত্তরাশাহৃদয়ে স্পৃষ্টপূর্ব্বাপরার্ণবঃ ॥ ২১ ॥
তত্রাহং নিবসাম্যগ্রে হেমশৃঙ্গদরীগৃহে।
আয়সী মেঘলেখেব কর্কটীনাম রাক্ষসী ॥২২॥
তপসোপার্জ্জিতোব্রহ্মা জনতামারণেচ্ছয়া।
বিষূচিকা প্রাণহরা স্যাং সূচ্যাত্মেতি ভো ময়া ॥২৩॥
তস্মাৎ সম্প্রাপ্তবরয়া বহূন্ বর্ষগণান্ ময়া।
ভুক্তা বিষুচিকাত্বেন জনতা জীববাধনৈঃ ॥ ২৪ ॥

ত্বয়া ন গুণিনোহিংস্যা ইতি মে ব্রহ্মণা ততঃ।
নিয়মার্থং মহামন্ত্রস্তদায়ত্তাস্মি সংস্থিতা ॥ ২৫ ॥
সোয়ং প্রগৃহ্যতাং তেন সর্ব্বং হৃদয়শূলনম্।
শমমেষ্যতি লোকেস্মাৎ কা কথা মৎকৃতে ভ্রমে ॥২৬॥
বিতৈতেবাস্মি হিংসায়াং যৎ পুরা হিংসিতং ময়া।
জনস্য হৃদয়ং তেন নাড্যোবৈধুর্য্যমাগতাঃ ॥ ২৭ ॥
হিংসিত্বা রক্তমাংসানি সংত্যক্তা যে মহাজনাঃ।
তেভ্যোবিধুরনাড়ীভ্যো যে জাতাস্তেপি তাদৃশাঃ ॥২৮॥
রাজন্ বিষূচিকামন্ত্রঃ সোয়ং সম্পন্ন এব তে।
ন হি সত্ত্ববতামস্তি দুঃসাধ্যমিহ কিঞ্চন ॥ ২৯ ॥
অতোদুর্নাড়িকোশেষু শূলানাং পরিশান্তয়ে।
মন্ত্রোযো ব্রহ্মণা প্রোক্তো রাজন্ শীঘ্রং গৃহাণ তম্॥৩০॥
আগচ্ছ নিকটং নদ্যা গচ্ছামস্তত্র ভূমিপ।
স্বাচান্তাভ্যাং সংযতাভ্যাং ভবদ্ভ্যাং স্বমতা দদে ॥৩১॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি তস্যাং তদা রাত্র্যাং রাক্ষসীমন্ত্রীভূভৃতঃ।
জগ্মুস্তে সরিতস্তীরং মিথঃ সংজাতসৌহৃদাঃ ॥ ৩২ ॥
অন্বয়ব্যতিরেকেণ রাক্ষস্যাঃ সৌহৃদং তদা।
জ্ঞাত্বা স্থিতৌ তৌ স্বাচান্তাবুভাবন্তেনিবাসিনৌ ॥৩৩॥

তয়া ব্রহ্মোপদিষ্টোসৌ ততস্তাভ্যাং যথাক্রমম্ ।
স্নেহাৎ বিষূচিকামন্ত্রঃ প্রদত্তোজপসিদ্ধিদঃ ॥ ৩৪ ॥
ততঃ সঞ্জাতসৌহার্দ্দৌ তৌ বিসৃজ্য নিশাচরী ।
যদা গন্তুং প্রবৃত্তাসৌ তদা রাজাব্রবীৎ বচঃ ॥ ৩৫ ॥

রাজোবাচ ।

গুরুস্ত্বং নৌ মহাদেহে বয়স্যা চ সুনির্ব্বৃতা ।
নিমন্ত্রয়াবহে যত্নাদ্গৃহাসায় তব সুন্দরি ॥ ৩৬ ॥
ন চাস্মৎপ্রণয়ং প্রীতা বিতথীকর্ত্তুমর্হসি ।
সৌহার্দ্দং সুজনানাং হি দর্শনাদেব বর্দ্ধতে ॥ ৩৭ ॥
লঘু সৌভাগ্যসংযুক্তং কৃত্বাকারং মনোরমম্ ।
আগচ্ছাস্মদ্গৃহং ভদ্রে তত্র তিষ্ঠ যথাসুখম্ ॥ ৩৮ ॥

রাক্ষস্যুবাচ ।

মুগ্ধস্ত্রীরূপধারিণ্যৈ দাতুং শক্তোসি ভোজনম্ ।
সন্তর্পয়সি মাং কেন রাক্ষসাকারধারিণীম্ ॥ ৩৯ ॥
রক্ষোন্নমেব সন্তুষ্ট্যৈ ন সামান্যজনাশনম্ ।
পূর্ব্বসিদ্ধস্বভাবোয়মাদেহং ন নিবর্ত্ততে ॥ ৪০ ॥

রাজোবাচ ।

হেমস্রগদামবলিতা দিনানি কতিচিদ্গৃহে ।
মম স্ত্রীরূপিণী তিষ্ঠ যাবদিচ্ছমনিন্দিতে ॥ ৪১ ॥

ততোহুঙ্কৃতিনশ্চৌরান্ বধ্যাঙ্শ্চ্তসহস্রশঃ।
মণ্ডলেভ্যঃ সমানীয় দদে তুভ্যং সুভোজনম্ ॥ ৪২ ॥

কান্তারূপং পরিত্যজ্য গৃহীত্বা রাক্ষসং বপুঃ।
আদায় বধ্যাঙ্শ্চ্তশঃ পুরুষাংস্তান্ সুসঞ্চিতান্ ॥ ৪৩ ॥

নয়স্ব হিমবচ্ছৃঙ্গং তত্র ভুংক্ষ্ব যথাসুখম্।
মহাশনানামেকান্তে ভোজনং হি সুখায়তে ॥ ৪৪ ॥

তৃপ্তা নিদ্রাং মনাক্ কৃত্বা ভব ভূয়ঃ সমাধিভাক্।
সমাধিবিরতা ভূয়োপ্যাগত্য পুনরন্যদা ॥ ৪৫ ॥

নেয্যস্যন্যান্ বধ্যজনান্ হিংসা নৈষাঞ্চ ধর্ম্মতঃ।
স্বধর্ম্মেণ চ হিংসৈব মহাকরুণয়া সমা ॥ ৪৬ ॥

ত্বং সমেষ্যসি চাবশ্যং মাং সমাধিবিরাগিণী।
অসতামপি সংরূঢ়ং সৌহার্দ্দং ন নিবর্ত্ততে ॥ ৪৭ ॥

রাক্ষস্যুবাচ।

যুক্তমুক্তং ত্বয়া রাজন্ করোম্যেবমহং সখে।
সৌহার্দ্দেন প্রবৃত্তস্য কোবাক্যং নাভিনন্দতি ॥ ৪৮ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা রাক্ষসী তত্র সম্পন্না সুবিলাসিনী।
হারকেয়ূরকটকপট্টস্রগ্দামধারিণী ॥ ৪৯ ॥

রাজন্নাগচ্ছ গচ্ছাম ইত্যুক্ত্বা ভূপমন্ত্রিণৌ।
অগ্রে গন্তুং প্রবৃত্তৌ তৌ রাত্রাবনুসসার সা॥ ৫০ ॥
অথ তে পার্থিবগৃহং প্রাপ্য তাং রজনীং মিথঃ।
কথয়ৈকগৃহে রম্যে ক্ষপয়ামাসুরাদৃতাঃ ॥ ৫১ ॥
প্রভাতেন্তঃপুরে তস্থৌ পুরন্ধ্রীজনলীলয়া।
রাক্ষসী মন্ত্রিরাজানৌ স্বব্যাপারৌ বভূবতুঃ ॥ ৫৩ ॥
ততোদিবসষট্কেন সঞ্চিতানি মহীভৃতা।
নৃপঃ পরপুরেভ্যোপি স্বমণ্ডলগণাত্তথা ॥ ৫৩ ॥
ত্রীণি বধ্যসহস্রাণি তানি তস্যৈ তদা দদৌ।
সা বভূব নিশাকালে সৈবোগ্রা কৃষ্ণরাক্ষসী ॥ ৫৪ ॥
তানি বধ্যসহস্রাণি জগ্রাহ ভুজমণ্ডলে।
ধারানিকরজালানি মেঘমালেব কোটরে ॥ ৫৫ ॥
যযৌ রাজানমাপৃচ্ছ্য তদেব হিমবচ্ছিরঃ।
দরিদ্রা লব্ধহেমেব গ্রহেষূগ্রশরীরিণী ॥ ৫৬ ॥
তত্র তৃপ্তা ভৃশং ভুক্ত্বা সুখং সুপ্ত্বা দিনত্রয়ম্।
আসীৎ প্রবোধস্তস্বস্থা সা সমাধিমতিঃ পুনঃ ॥ ৫৭ ॥
পঞ্চভির্ব্বা চতুর্ভির্ব্বা বর্ষৈঃ সা সম্প্রবুধ্যতে ॥
তত্ততোমণ্ডলং যাতি তেন রাজসভাজনে ॥ ৫৮ ॥
তত্র বিশ্রব্ধগর্ভাভিঃ কথাভিঃ কঞ্চিদেব সা।
স্থিত্বা কালং গৃহীত্বা তান্ বধ্যান্ স্বাস্পদমেত্যথ ॥৫৯॥

জীবন্মুক্ততয়ৈবমেব বিপিনে সাদ্যাপি রক্ষোঙ্গনা
তস্মিন্নেব গিরৌ স্থিতা বিচলিতধ্যানৈকতানাশয়া।
তস্মিন্ রাজনি শান্তিমাগতবতি ত্যক্তৈষণেনাত্মনা
তদ্রাষ্ট্রাধিপসৌহৃদৈঃ স্বকবলানাস্বাদয়ন্তী চিরম্ ॥৬০॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে কর্কট্যুপাখ্যানে রাক্ষসীসৌহার্দ্দং নাম দ্ব্যশীতিতমঃ সর্গঃ ॥৮২॥

———

ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

কিরাতমণ্ডলে তস্মিন্ যে ভবন্তি মহীভৃতঃ।
তৈস্তৈঃ সহ পরা মৈত্রী তস্যাঃ সমভিজায়তে ॥ ১ ॥

সর্ব্বাংস্তত্র মহোৎপাতান্ পিশাচাদিভয়ান্যপি।
রোগাংশ্চ যোগসংসিদ্ধা নিবারয়তি রাক্ষসী ॥ ২ ॥

বহুবর্ষগণৈর্নৈষা ধ্যানাদ্বিরতিমাগতা।
তত্রাগত্য সমস্তাংস্তান্ বধ্যান্ জন্তূন্ সুসঙ্কিতান্ ॥ ৩॥

অদ্যাপি তত্র যে বধ্যাস্তে তদর্থং মহীভুজা।
নীয়ন্তে মিত্রসন্মানে কে হি নাধ্যবসায়িনঃ ॥ ৪ ॥

তস্যাং ধ্যাননিষণ্ণায়াং কিরাতজনমণ্ডলে।
অনায়ান্ত্যাং চিরং কালং জনৈর্দ্দোষপ্রশান্তয়ে ॥ ৫ ॥

সা দেবী কন্দরা নাম্নী মঙ্গলেতরনামিকা।
সম্প্রতিষ্ঠাপিতা মূর্ত্ত্যা পুরে গগনকোটরে ॥ ৬ ॥

ততঃ প্রভৃতি তত্রত্যো যোযোভবতি ভূমিপঃ।
স কন্দরাং ভগবতীং প্রতিষ্ঠাপয়তি স্বয়ম্ ॥ ৭ ॥

যঃ কন্দরাপ্রতিষ্ঠাঞ্চ ন করোতি নৃপাধমঃ।
তস্যোপতাপনিচয়াঃ প্রজা নিঘ্নন্তি যত্নতঃ ॥ ৮ ॥
তৎ পূজনাদবাপ্নোতি জনস্তন্নিখিলং ফলম্।
স্ববাসনাবশোচ্ছূনমনর্থং যাত্যপূজনাৎ ॥ ৯ ॥
বধ্যলোকোপহারেণ সা দেবী পরিপূজ্যতে।
প্রতিমা সা স্থিতাদ্যাপি চিত্রস্থা ফলদায়িনী ॥ ১০ ॥

সকলকোমলমঙ্গলকারিণী
কবলিতাখিলবধ্যমহাজনা।
জয়তি সাত্র কিরাতজনাস্পদে
পরমবোধবতী চিরদেবতা ॥ ১১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে কর্কট্যুপাখ্যানে কন্দরাপূজনং নাম
ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ ॥৮৩ ॥

—০—

চতুরশীতিতমঃ সর্গঃ।

—০—

বশিষ্ঠ উবাচ।

এতত্তে কথিতং সর্ব্বং ময়াখ্যানমনিন্দিতম্।
কর্কট্যা হিমরাক্ষস্যা যথাবদনুপূর্ব্বশঃ॥ ১॥

রাম উবাচ।

হিমবদ্গহ্বরে প্রোথা সা কথং কৃষ্ণরাক্ষসী।
বভূব কর্কটী নাম্না যথাবৎ বদ মে প্রভো॥ ২॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

কুলানি সন্ত্যনেকানি রাক্ষসানাং স্বভাবতঃ।
তানি শুক্লানি কৃষ্ণানি হরিতান্যুজ্জলানি চ॥ ৩॥
কর্কটপ্রাণিসাদৃশ্যাৎ কর্কটোনাম রাক্ষসঃ।
বভূব তজ্জা সা কৃষ্ণা কর্কটী কর্কটাকৃতিঃ॥ ৪॥
কর্কটীপ্রশ্নসংস্মৃত্যা ময়ৈষা কথিতা তব।
অধ্যাত্মোক্তিপ্রসঙ্গেন বিশ্বরূপনিরূপনে॥ ৫॥
সম্পন্নমেবমেকস্মাদসম্পন্নমিব স্ফুটম্।
ইদং জগদনাদ্যন্তাৎ পদাৎ পরমকারণাৎ॥ ৬॥

প্লাবিন্যোবীচয়ো বারিণ্যন্যানন্যাঃ স্থিতা যথা।
বর্ত্তমানা অপি পরে সৃষ্টয়ঃ সংস্থিতাস্তথা ॥ ৭ ॥
অজ্বলন্নেব কাষ্ঠেষু বহ্নিরর্থক্রিয়াং যথা।
করোতি মর্কটাদীনাং শীতাপহরণাদিকম্ ॥ ৮ ॥
সমং সৌম্যত্বমজহদেব নিত্যোদয়স্থিতি।
তথা ব্রহ্ম করোতীদং নানাকর্ত্তেব সজ্জগৎ ॥ ৯ ॥
অপ্যনাগত এবায়মেবং সর্গ উপাগতঃ।
ভোঃ শালভঞ্জিকাসন্বিদ্ দারুণ্যেব মুধোদিতা ॥১০॥
বীজে যথাঽনন্যদপি ফলাদ্যন্যদিবোদিতম্।
চিতৌ তথাঽনন্যদপি চেত্যমন্যদিবোদিতম্ ॥ ১১ ॥
অচ্ছেদাদেকসত্তায়া ন ভেদঃ ফলবীজয়োঃ।
চিচ্চেত্যয়োশ্চ বায়ূর্ম্ম্যোরিব বস্তুনি কশ্চন ॥ ১২ ॥
অবিচারাৎ কুতোভেদোনৈতয়োরুপপদ্যতে।
যতঃ কুতশ্চিদুদিতঃ স বিচারেণ নশ্যতি ॥ ১৩ ॥
ভ্রান্তিরেষা যথায়াতা তথা যাতু রঘূদ্বহ।
জ্ঞাস্যসে তৎ প্রবুদ্ধস্ত্বমেনাং কেবলমুৎসৃজ ॥ ১৪ ॥
ভ্রান্তিগ্রন্থৌ বিক্রুটিতে মদুক্তিশ্রবণাত্ততঃ।
জ্ঞানশব্দার্থভেদানাং বস্তু জ্ঞাস্যস্যলং স্বয়ম্ ॥ ১৪ ॥
চিত্তাদিয়মনর্থশ্রীস্তচ্চ সা চেতরা চ তে।
মদুক্তিশ্রবণাদেব শান্তিমেষ্যত্যসংশয়ম্ ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মণঃ সর্ব্বমুৎপন্নং সর্ব্বং ব্রহ্মৈবমেতি চ।
মদ্গীর্ভিঃ সম্প্রবুদ্ধঃ সন্ জ্ঞাস্যস্যলমনিন্দিতম্ ॥ ১৭ ॥

রাম উবাচ।

তস্মাদিয়মিতি ব্রহ্মন্ ব্যতিরেকার্থপঞ্চমী।
নন্বু কিং বিদ্ধি দেবেশাদভিন্নং সর্ব্বমিত্যপি ॥ ১৮ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

উপদেশায় শাস্ত্রেষু জাতঃ শব্দোথ বার্থজঃ।
প্রতিযোগিব্যবচ্ছেদসংখ্যালক্ষণপক্ষবান্ ॥ ১৯ ॥
ভেদো দৃশ্যত এবায়ং ব্যবহারান্ন বাস্তবঃ।
বেতালোবালকস্যেব কার্য্যার্থং পরিকল্পিতঃ ॥ ২০ ॥
দ্বৈতৈক্যমপি নো যস্যাং তথা ভূতার্থসংস্থিতৌ।
অস্থি তস্যামীদৃশঃ স্যাৎ কুতঃ সঙ্কল্পবিপ্লবঃ ॥ ২১ ॥
কার্য্যকারণভাবোহি তথা স্বস্বামিলক্ষণম্।
হেতুশ্চ হেতুমাংশ্চৈবাবয়বাবয়বিক্রমঃ ॥ ২২ ॥
ব্যতিরেকাব্যতিরেকৌ পরিণামাদিবিভ্রমঃ।
তথা ভাববিলাসাদি বিদ্যাবিদ্যে সুখাসুখে ॥ ২৩ ॥
এবমাদিময়ী মিথ্যাসঙ্কল্পকলনা মিতা।
অজ্ঞানামববোধার্থং ন তু ভেদোস্তি বস্তুনি ॥ ২৪ ॥
অবিবোধাদয়ং বাদো জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে।
জ্ঞাতে সংশান্তকলনং মৌনমেবাবশিষ্যতে ॥ ২৫ ॥

সর্ব্বমেকমনাত্মমবিভাগমখণ্ডিতম্।
ইতি জ্ঞাস্যসি সিদ্ধান্তং কালে বোধমুপাগতঃ ॥ ২৬ ॥
বিবদন্তে হ্যসম্বুদ্ধাঃ স্ববিকল্পবিজৃম্ভিতৈঃ।
উপদেশাদয়ং বাদো জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে ॥২৭॥
বাচ্যবাচকসম্বোধো বিনা দ্বৈতং ন সিদ্ধ্যতি।
ন চ দ্বৈতং সম্ভবতি মৌনং বাপাদয়ত্যলম্ ॥ ২৮ ॥
মহাবাক্যার্থনিষ্ঠাং তাং বুদ্ধিং কৃত্বা রঘূদ্বহ।
বচোভেদমনাদৃত্য যদিদং বচ্মি তে শৃণু ॥ ২৯ ॥
যতঃ কুতশ্চিত্তুচ্ছায়ং গন্ধর্ব্বপুরবন্মনঃ।
ভ্রান্তিমাত্রং তনোতীদং জগদাখ্যং স্বজৃম্ভণম্ ॥ ৩০ ॥
যথা চেতস্তনোতীমাং জগন্মায়াং তথানঘ।
শৃণু ত্বং কথয়ামীদং দৃষ্টান্তং দৃষ্টিবেদনম্ ॥ ৩১ ॥
যং শ্রুত্বা সর্ব্বমেবেদং ভ্রান্তিমাত্রমিতি স্বয়ম্।
রাম নিশ্চয়বান্ ভূত্বা দূরে ত্যক্ষ্যসি বাসনাম্ ॥৩২॥
মনোমননির্ম্মাণমাত্রমেব জগত্রয়ম্।
সর্ব্বমুৎসৃজ্য শান্তাত্মা সাত্মন্যেব নিবৎস্যসি ॥ ৩৩ ॥
মদ্বাক্যার্থবিধানস্থো মনোব্যাধিচিকিৎসনে।
বিবেকৌষধলেশেন প্রযত্নঞ্চ করিষ্যসি ॥ ৩৪ ॥
এবং স্থিতে জগদ্রূপং চিত্তমেবেহ জৃম্ভতে।
ন বিদ্যতে শরীরাদি সিকতান্তরতৈলবৎ ॥ ৩৫ ॥

চিত্তমেব হি সংসারোরাগাদিক্লেশদূষিতম্ ।
তদেব তৈর্ব্বিনির্ম্মুক্তং ভবান্ত ইতি কথ্যতে ॥ ৩৬ ॥
চিত্তং সাধ্যং পালনীয়ং বিচার্য্যং কার্য্যমার্য্যবৎ ।
আহার্য্যং ব্যবহার্য্যঞ্চ সঞ্চার্য্যং ধার্য্যমাদরাৎ ॥ ৩৭॥
সর্ব্বমভ্যন্তরে চিত্তং বিভর্ত্তি ত্রিজগন্নভঃ ।
অহমাপূরমিব তৎ যথাকালং বিজৃম্ভতে ॥ ৩৮ ॥
যোয়ং চিত্তস্থ চিদ্ভাগঃ সৈষা সর্ব্বার্থবীজতা ।
যশ্চাস্থ জড়ভাগশ্চ তজ্জগৎ সোঙ্গ সম্ভ্রমঃ ॥ ৩৯ ॥
অবিদ্যমানমেবেদমাদিসর্গে ধরাদিকম্ ।
নিরাকৃতিরজঃ স্বপ্নং পশ্যতীব ন পশ্যতি ॥ ৪০ ॥
সর্গাদিদীর্ঘসম্বিত্ত্যা শৈলাদিজড়সম্বিদা ।
সূক্ষ্মং সূক্ষ্মবিদা চেতি দেহং শূন্যং নং বাস্তবম্ ॥৪১॥
সর্ব্বগেনাত্মনা ব্যাপ্তং স্বচেত্যাত্মবপুর্ম্মনঃ ।
আততং সৌম্যবিমলং বারীব রবিতেজসা ॥ ৪২ ॥
চিত্তবালোজগদযক্ষং মিথ্যা পশ্যত্যবোধতঃ ।
বোধিতোসৌ পরং রূপং স্বং পশ্যতি নিরাময়ম্ ॥৪৩॥
যথাত্মা দৃশ্যতামেতি দ্বিত্বৈক্যভ্রমদায়িনীম্ ।
শৃণু তত্তে প্রবক্ষ্যামি বক্ষ্যমাণকথাগমৈঃ ॥ ৪৪ ॥

যৎ কথ্যতে হি হৃদয়ঙ্গময়োপমান-
যুক্ত্যা গিরা মধুরযুক্তপদার্থয়া চ ।

শ্রোতুস্তদঙ্গ হৃদয়ং পরিতোবিসারি
ব্যাপ্নোতি তৈলমিব বারিণি বার্য্য শঙ্কাম্ ॥ ৪৫ ॥
ত্যক্তোপমানমমনোজ্ঞপদং দুরাপং
ক্ষুব্ধং ধরাবিধুরিতং বিনিগীর্ণবর্ণম্ ।
শ্রোতুর্ন যাতি হৃদয়ং প্রবিনাশমেতি
বাক্যং কিলাজ্যমিব ভস্মনি হূয়মানম্ ॥ ৪৬ ॥
আখ্যানকানি ভুবি যানি কথাশ্চ যা যা
যদ্যৎ প্রমেয়মুচিতং পরিপেলবং বা ।
দৃষ্টান্তদৃষ্টিকথনেন তদেতি সাধো
প্রাকাশ্যমাশু ভুবনং সিতরশ্মিনেব ॥ ৪৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে মনোঙ্কুরোৎপত্তিকথনং নাম

চতুরশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৪ ॥

———

পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

পুরা মে ব্রহ্মণা প্রোক্তং সর্ব্বং তৎকথয়ানঘ।
যদিদং তৎ প্রবক্ষ্যামি ত্বয়ি পৃচ্ছতি রাঘব ॥ ১ ॥
পুরা ময়া হি ভগবান্ পৃষ্টঃ কমলসম্ভবঃ।
ইমে কথমুপায়ান্তি ব্রহ্মন্ সর্গগণা ইতি ॥ ২ ॥
তত্নুপাশ্রুত্য ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
ঐন্দবাখ্যানসহিতং মামুবাচ বৃহদ্বচঃ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

সর্ব্বং হি মন এবেদমিত্থং স্ফূরতি ভূতিমৎ।
জলং জলাশয়স্ফারৈর্ব্বিচিত্রৈশ্চক্রকৈরিব ॥ ৪ ॥
দিনাদৌ সম্প্রবুদ্ধস্য সংসারং স্রষ্টুমিচ্ছতঃ।
পুরাকল্পে হি কস্মিংশ্চিচ্ছৃণু কিং বৃত্তমঙ্গ মে ॥ ৫ ॥
কদাচিদখিলং সর্গং সংহৃত্য দিবসক্ষয়ে।
এক এবাহমেকাগ্রঃ স্বস্থস্তামনয়ং নিশাম্ ॥ ৬ ॥
নিশান্তে সম্প্রবুদ্ধাত্মা সন্ধ্যাং কৃত্বা যথাবিধি।
প্রজাঃ স্রষ্টুং দৃশৌ স্ফারে ব্যোম্নি যোজিতবানহম্ ॥৭॥

যাবৎ পশ্যামি গগনং ন তমোভির্ন তেজসা।
ব্যাপ্তমত্যন্তবিততং শূন্যমন্তবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৮ ॥
সর্গং সঙ্কল্পয়ামীতি মতিং নিশ্চিত্য তন্ময়া।
সমবেক্ষিতুমারব্ধং শুদ্ধং সূক্ষ্মেণ চেতসা ॥ ৯ ॥
অথাহং দৃষ্টবাংস্তত্র মনসা বিততেম্বরে।
পৃথক্ স্থিতান্ মহারম্ভান্ সর্গান্ স্থিতিনিরর্গলান্ ॥১০॥
তেষু মৎপ্রতিবিম্বাভাঃ পদ্মকোশনিবাসিনঃ।
রাজহংসান্ সমারূঢ়াঃ সংস্থিতা দশ পদ্মজাঃ ॥ ১১ ॥
পৃথক্ স্থিতেষু সর্গেষু তেষূদ্যদ্ভূতপঙ্‌ক্তিষু।
জলজালেষু শুদ্ধেষু জগৎসু জলদায়িষু ॥ ১২ ॥
প্রবহন্তি মহানদ্যঃ প্রধ্বনন্তি যথাব্ধয়ঃ।
প্রতপন্ত্যুষ্ণা রুচয়ঃ প্রস্ফুরন্ত্যম্বরেনিলাঃ ॥ ১৩ ॥
দিবি ক্রীড়ন্তি বিবুধা ভুবি ক্রীড়ন্তি মানবাঃ।
দানবা ভোগিনশ্চৈব পাতালেষু চ সংস্থিতাঃ ॥ ১৪ ॥
কালচক্রপরিপ্রোতা যদ্ভাবাঃ সকলর্ত্তবঃ।
যথাকালং ফলাপূর্ণা ভূষয়ন্ত্যভিতোমহীম্ ॥ ১৫ ॥
প্রৌঢ়্যং শুভাশুভাচারস্মৃতয়ঃ ককুভং প্রতি।
নরকস্বর্গফলদাঃ সর্ব্বত্র সমুপাগতাঃ ॥ ১৬ ॥
ভোগমোক্ষফলার্থিন্যঃ সমস্তা ভূতজাতয়ঃ।
স্বমীহিতং যথাকালং প্রযতন্তে যথাক্রমম্ ॥ ১৭ ॥

সপ্ত লোকাস্তথা দ্বীপাঃ সমুদ্রা গিরয়স্তথা।
অপ্যেষ্যমাণাঃ কল্পান্তং স্ফুরন্ত্যরুতরারবম্ ॥ ১৮ ॥
ক্বচিৎ হ্রাসিত্বমায়াতং ক্বচিৎ স্থিরতরং স্থিতম্।
স্থিতং সর্ব্বত্র কুঞ্জেষু তমস্তেজোলবাদৃতম্ ॥ ১৯ ॥
নভোনীলোৎপলস্যান্তর্ভ্রমদভ্রমধুব্রতম্।
প্রস্ফূরত্তারকাজালকেসরাপূর্ণতাং গতম্ ॥ ২০ ॥
কল্পান্তঘননীহারোমেরুকুঞ্জেষু সংস্থিতঃ।
শাল্মলেরমলং তূলমষ্ঠিলাকোটরেষ্বিব ॥ ২১ ॥
লোকালোকাদ্রিরসনা রণদর্ণবঘুঙ্ঘুমা।
তমঃখণ্ডেন্দ্রনীলাভা নিজরত্নবিরাজিতা ॥ ২২ ॥
ধানাধরস্থধাভূতরবকাকলিঘুঙ্ঘুমা।
সংস্থিতা ভুবনাভোগে স্বান্তঃপুর ইবাঙ্গনা ॥ ২৩ ॥
গৌরাঙ্গপঙ্ক্তির্ম্মধ্যস্থা রজনীরাজিরঞ্জিতা।
পদ্মোৎপলস্রজ ইব লক্ষ্যতে বৎসরশ্রিয়ঃ ॥ ২৪ ॥
বহুগর্ত্তবিভাগস্থভূতালোকাঃ পৃথক্ পৃথক্।
জাতারুণা বিলোক্যন্তে দাড়িমানীব কান্তিকাঃ ॥২৫॥
ত্রিপ্রবাহা ত্রিপথগা কৃতোর্দ্ধাধোগমাগমা।
জগদ্‌যজ্ঞোপবীতাভা স্ফূরতীন্দুকলামলা ॥ ২৬ ॥
ইতশ্চেতশ্চ গচ্ছন্তি শীর্য্যন্তে প্রোদ্ভবন্তি চ।
দিগ্‌লতাসু তড়িৎপুষ্পা বাতার্ত্তা মেঘপল্লবাঃ ॥ ২৭ ॥

গন্ধর্ব্বনগরোদ্যানলতাবিতানমালিনী।
সমুদ্রভূমিনভসাং পদবী প্রবিরাজতে ॥ ২৮ ॥

লোকান্তরেষু সঙ্ঘেন দেবাসুরনরোরগাঃ।
উডুম্বরেষু মশকা ইব ঘুজ্মুমিতাঃ স্থিতাঃ ॥ ২৯ ॥

যুগকল্পক্ষণলবকলাকাষ্ঠাকলঙ্কিতঃ।
কালোবহত্যকলিতসর্ব্বনাশপ্রতীক্ষকঃ ॥ ৩০ ॥

এবমালোক্য শুদ্ধেন পরেণ স্বেন চেতসা।
ভৃশং বিস্ময়মাপন্নঃ কিমেতৎ কথমিত্যলম্ ॥ ৩১ ॥

কথং মাংসময়েনাক্ষ্ণা যন্ন পশ্যামি কিঞ্চন।
তন্মায়াজালমতুলং পশ্যামি মনসান্তরে ॥ ৩২ ॥

অথালোক্য চিরং কালং মনসৈবাহমন্বরাৎ।
অর্কং তস্মাৎ জগজ্জালাদেকমানীয় পৃষ্টবান্ ॥ ৩৩ ॥

আগচ্ছ দেবদেবেশ ভো ভাস্কর মহাদ্যুতে।
স্বাগতং তেস্ত্বিতি প্রোক্তো ময়াসৌ কথিতোপ্যথ ॥৩৪॥

কস্ত্বং কথমিদং জাতং জগদেব জগন্তি চ।
যদি জানাসি ভগবংস্তদেতৎ কথয়ানঘ ॥ ৩৫ ॥

ইত্যুক্তোমাং সমালোক্য সম্পরিজ্ঞাতবানথ।
নমস্কৃত্বাভ্যুবাচেদমনিন্দ্যপদয়া গিরা ॥ ৩৬ ॥

ভানুরুবাচ।

অস্য দৃশ্যপ্রপঞ্চস্য নিত্যং কারণতামসি।
গতঃ কস্মান্ ন জানীষে কিং মামীশ্বর পৃচ্ছসি ॥৩৭॥
অথ মদ্বাক্যসন্দর্ভে লীলা চেৎ তব সর্ব্বগ।
অচিন্তিতাং মদুৎপত্তিং তচ্ছৃণুষ্ব বদাম্যহম্ ॥৩৮॥

সদসদিতিকলাভিরাততং যৎ
সদসদবোধবিমোহদায়িনীভিঃ।
অবিরতবচনাভিরীশ্বরাত্মন্
প্রবিলসতীহ মনোমহন্মহাত্মন্ ॥ ৩৯ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে ঐন্দবোপাখ্যানোপক্রমে ব্রহ্মাদিত্যসমাগমোনাম পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥৮৫ ॥

———

ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ।

---*---

ভানুরুবাচ।

কল্পনাম্নি মহাদেব হ্যস্তনে দিবসে তব।
তলে কৈলাসশৈলস্য জম্বুদ্বীপৈককোণকে ॥ ১ ॥
স্বুবর্ণজটনাম্না যস্ত্বৎপুত্রৈর্জ্জনিতপ্রজৈঃ।
মণ্ডলং কল্পিতং শ্রীমদনল্পসুখসুন্দরম্ ॥ ২ ॥
তত্রাভূদতিধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণোব্রহ্মবিত্তমঃ।
ইন্দুনামাতিশান্তাত্মা কশ্যপস্য কুলোদ্ভবঃ ॥ ৩ ॥
তস্মিংস্তদা নিবসতো নিত্যং স্বজনমণ্ডলে।
তস্য প্রাণসমা ভার্য্যা কাচিৎ তস্যাং মহাত্মনঃ ॥ ৪ ॥
ন বভূবাত্মজস্তস্য মরুভূমৌ তৃণং যথা।
ন ব্যরাজত সা ভার্য্যা তস্য নিষ্ফলপুষ্পিতা ॥ ৫ ॥
ঋজ্বী গৌরী সুশুদ্ধাপি শূন্যা শরলতা যথা।
তৌ ততোদম্পতী খিন্নৌ পুত্রার্থং তপসে গিরেঃ ॥৬॥
কৈলাসস্যাংশমারূঢ়ৌ রূঢ়াবিব নবদ্রুমৌ।
ভূতৈরনাবৃতে শূন্যে তস্মিন্ কৈলাসকুঞ্জকে ॥ ৭ ॥

তেপতুস্তৌ তপোঘোরং জলাহারৌ তরুস্থিতী।
একং পানীয়চুলকং পীত্বা দিবসপর্য্যয়ে ॥ ৮ ॥
নিস্পন্দমুত্থিতৌ বার্ক্ষীং বৃত্তিমাশ্রিত্য সংস্থিতৌ।
তস্থতুস্তৌ তদা তত্র তাবৎ কালং তরুব্রতৌ ॥ ৯ ॥
যাবৎ ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ যুগে দ্বে এব তে গতে।
ততস্তুষ্টোঽভবদ্দেবস্তয়োঃ শশিকলাধরঃ ॥ ১০ ॥
দিনাতপাতাপিতয়োরিন্দুং কুমুদয়োরিব।
আজগাম তমুদ্দেশং যত্র তৌ বিপ্রদম্পতী ॥ ১১ ॥
সলতাপাদপং দেশং পুষ্পাকর ইবেশ্বরঃ।
দম্পতী তৌ বৃষারূঢ়ং সোমং সোমার্দ্ধশেখরম্ ॥ ১২॥
ফুল্লাননৌ দদৃশতুঃ কুমুদে শশিনং যথা।
তৌ তং প্রণেমতুর্দ্দেবং তুষারামলমীশ্বরম্ ॥ ১৩ ॥
দ্যাবাপৃথিব্যাবুদিতং পরিপূর্ণমিবোড়ুপম্।
তর্জ্জয়ন্ পবনাধূতনববৃক্ষাননস্বরম্ ॥ ১৪ ॥
মৃদূদ্দামস্মিতস্পন্দি প্রোবাচাথ বচঃ শিবঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

বরং বিপ্র গৃহাণাশু তুষ্টোঽস্মি তব বাঞ্ছিতম্ ॥ ১৫ ॥
মধুমাসরসাক্রান্তবৃক্ষবন্মুদিতোভব।

বিপ্র উবাচ।

ভগবন্ দেবদেবেশ দশ পুত্রা মহাধিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

ভব্যা ভবন্তু মে ভূয়ঃ শোকোযেন ন বাধতে।

ভানুরুবাচ।

অথৈবমস্ত্বিতি প্রোচ্য জগামান্তর্দ্ধিমীশ্বরঃ॥ ১৭॥
ব্যোম্নি বারিনিধির্হ্রদং কৃত্বেবোর্ম্মি মহাবপুঃ।
ততস্তৌ দম্পতী তুষ্টৌ শিবলব্ধবরৌ গৃহম্॥ ১৮॥
গতৌ গীর্ব্বাণসদৃশৌ খমিবোমামহেশ্বরৌ।
তত্রাসৌ ব্রাহ্মণী গেহে বভূবোদারগর্ভিণী॥ ১৯॥
বভৌ পূর্ণোদরা শ্যামা মেঘলেখেব বারিণা।
কালেথ সুষুবে পুত্রান্ প্রতিপচ্চন্দ্রকোমলান্॥ ২০॥
দশ বালাংস্ততোমুগ্ধান্ বসুধেব নবাঙ্কুরান্।
কৃতব্রাহ্মণসংস্কারা বৃদ্ধিমীয়ুর্ম্মহৌজসঃ॥ ২১॥
স্বল্পেনৈব হি কালেন প্রাবৃষেব নবাম্বুদাঃ।
তে সপ্তবর্ষবয়সো বভূবুর্জ্জাতবাঙ্ময়াঃ॥ ২২॥
বিরেজুস্তেজসা তত্র নভসীবামলা গ্রহাঃ।
অথ কালেন মহতা তেষাং তৌ পিতরৌ তদা॥২৩॥
সংজগ্মতুস্তনুং ত্যক্ত্বা স্বাং গতিং গতিকোবিদৌ।
মাতাপিতৃভ্যাং রহিতা দশ তে ব্রাহ্মণাস্ততঃ॥২৪॥
যযুঃ কৈলাসশিখরং গৃহং সন্ত্যজ্য খেদিনঃ।
তত্র সঞ্চিন্তয়ামাসুরুদ্বিগ্নাস্তে বিবান্ধবাঃ॥ ২৫॥

কিং স্যাদিহ পরং শ্রেয় ঊচুশ্চেদং পরস্পরম্।
কিমিহ স্যাৎ সমুচিতং ভ্রাতরঃ কিমদুঃখদম্ ॥ ২৬ ॥
কিং মহত্ত্বং কিমৈশ্বর্য্যং কিং মহা বিভবং শুভম্।
কিং তদেতজ্জনৈশ্বর্য্যং সামন্তোহি মহেশ্বরঃ ॥ ২৭ ॥
সামন্তসম্পৎ কিং নাম রাজানোহি মহেশ্বরাঃ।
কা নাম সম্পদ্ভূপানাং সম্রাড়িহ মহেশ্বর ॥ ২৮ ॥
কিং নাম তন্মহেন্দ্রত্বং যন্মুহূর্ত্তং প্রজাপতেঃ।
বিনশ্যতি ন যৎ কল্পে কিং স্যাত্তদিহ শোভনম্ ॥২৯॥
ভাষমাণেষ্বথৈতেষু জ্যেষ্ঠোভ্রাতা মহামতিঃ।
গম্ভীরবাগুবাচেদং মৃগযূথান্ মৃগোযথা ॥ ৩০ ॥
ঐশ্বর্য্যাণাং হি সর্ব্বেষামাকল্পং ন বিনাশি যৎ।
রোচতে ভ্রাতরস্তন্মে ব্রহ্মত্বমিহ নেতরৎ ॥ ৩১ ॥
এতদুক্তং তদখিলা দ্বিজপুত্রাস্ত উত্তমাঃ।
বচোভিরৈন্দবাস্তত্র সাধু সাধ্বিত্যপূজয়ন্ ॥ ৩২ ॥
ঊচুশ্চেদং কথং তাত সর্ব্বদুঃখোপমার্জ্জনম্।
পদ্মাসনং জগৎপূজ্যং বিরঞ্চিত্বমবাপ্নুমঃ ॥ ৩৩
ভ্রাত্রা তেন পুনঃ প্রোক্তা ভ্রাতরোভুরিতেজসঃ।
মদুক্তং সর্ব্ব এবেমে ভবন্তঃ পালয়ন্তু বৈ ॥ ৩৪ ॥
পদ্মাসনগতোভাস্বান্ ব্রহ্মাহমিতি তেজসা।
সৃজামি সংহরামীতি ধ্যানমস্তু চিরায় বঃ ॥ ৩৫ ॥

অগ্রজেনেতি কথিতে বাঢ়ং কৃত্বা ত উত্তমাঃ।
ধ্যানাধীনধিয়স্তস্থুঃ সহৈব জ্যায়সা রসাৎ ॥ ৩৬ ॥
লিপিকর্ম্মার্পিতাকারা ধ্যানাসক্তধিয়শ্চ তে।
অন্তঃস্থেনৈব মনসা চিন্তয়ামাসুরাদৃতাঃ ॥ ৩৭ ॥
অথ উৎফুল্লকমলকোশবক্ত্রোন্নতাসনঃ।
ব্রহ্মাহং জগতাং স্রষ্টা কর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ॥৩৮॥
যজ্ঞক্রিয়াক্রমবতঃ সাঙ্গোপাঙ্গা মহর্ষয়ঃ।
সরস্বত্যাথ গায়ত্র্যা যুক্তা বেদা নরা ইমে ॥ ৩৯ ॥
লোকপালপরাক্রান্তঃ সঞ্চরৎ সিদ্ধমণ্ডলঃ।
অয়মুদ্দামসৌভাগ্যঃ স্বর্গঃ স্বরবিভূষিতঃ ॥ ৪০ ॥
পর্ব্বতদ্বীপজলধিকাননৈঃ সমলঙ্কৃতম্।
ইদং ভূমণ্ডলঞ্চৈব ত্রিলোকীকর্ণকুণ্ডলম্ ॥ ৪১ ॥
এতৎ পাতালকুহরং দৈত্যদানবভোজিতম্।
অমৃতস্ত্রীগণাকীর্ণং গৃহং গগনকোটরম্ ॥ ৪২ ॥
অয়মিন্দ্রোমহাবাহুঃ প্রজালঙ্কৃতদোত্তমঃ।
ত্রৈলোক্যনগরীমেকঃ পাতি পাবনযজ্ঞভুক্ ॥ ৪৩ ॥
দীপ্রজালবরত্রাভিরবষ্টভ্যাথ দিগ্গণম্।
ক্রমেণ প্রপন্তত্যেতে ভানবোভূরিভানবঃ ॥ ৪৪ ॥
লোকপালা ইমে লোকং রক্ষন্তি শুদ্ধবৃত্তয়ঃ।
মর্য্যাদাভিরতুচ্ছাভির্গোপালা গোগণং যথা ॥ ৪৫ ॥

উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি প্রস্ফুরন্তি পতন্তি চ।
তরঙ্গা ইব তোয়ানামিমাঃ প্রতিদিনং প্রজাঃ ॥ ৪৬ ॥
সৃজামীমমহং সর্গং সংহরামি তথাদৃতঃ।
অয়মাত্মনি তিষ্ঠামি শাম্যামি ভুবনেশ্বরঃ ॥ ৪৭ ॥
অয়ং সম্বৎসরোযাত ইদং পরিণতং যুগম্।
সৃষ্টেরয়মসৌ কালঃ স্বয়ং সংহরণস্য চ ॥ ৫৮ ॥
অয়মেব গতঃ কল্পো ব্রাহ্মী রাত্রিরিয়ং ততা।
অয়মাত্মনি তিষ্ঠামি পূর্ণাত্মা পরমেশ্বরঃ ॥ ৪৯ ॥
ইতি ভাবিতয়া বুদ্ধ্যা তে দ্বিজা অথ ঐন্দবাঃ ॥
দশাদ্রিবৃত্তয়স্তস্থুঃ সমুৎকীর্ণা ইবোপলাৎ ॥ ৫০ ॥

অধিগতকমলাসনক্রমাস্তে
পরিগলিতেতরতুচ্ছবৃত্তিজালাঃ।
সততমতিতরাঙ্কুশাসনস্থা-
শ্চিরমিতি পঙ্কজকল্পনে বিরেজুঃ ॥ ৫১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে ঐন্দবোপাখ্যানে ঐন্দবসমাধানং নাম
ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৬ ॥

—০—

সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ।

—০—

ভানুরুবাচ।

পিতামহক্রমে তস্মিংস্ততস্তে বহুভাবনাৎ।
কর্ম্মভিস্তৈঃ সমাক্রান্তমনস্কাস্তস্থুরাদৃতাঃ ॥ ১ ॥

যাবত্তে দেহকাস্তেষাং তাপেন পবনৈস্তথা।
কালেন শোষমভ্যেত্য গলিতাঃ শীর্ণপর্ণবৎ ॥ ২ ॥

জক্ষুস্তান্ দেহকাংস্তত্র ক্রব্যাদা বনবাসিনঃ।
ইতশ্চেতশ্চ লুঠিতান্ সুফলানীব মর্কটাঃ ॥ ৩ ॥

অথ তে হ্যস্তবাহ্যার্থা ব্রহ্মত্বে কৃতভাবনাঃ।
তস্থুশ্চতুর্যুগস্যান্তে যাবৎ কল্পঃ ক্ষয়ং গতঃ ॥ ৪ ॥

ক্ষীয়মাণে ততঃ কল্পে তপত্যাদিত্যসঞ্চয়ে।
পুষ্করাবর্ত্তকেষুচ্চৈর্ব্বর্ষৎস্তু কঠিনারবম্ ॥ ৫ ॥

বহৎস্থু কল্পবাতেষু স্থিত একমহার্ণবে।
ক্ষীণেষু ভূতবৃন্দেষু তে তথৈব ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৬ ॥

ততোরাত্রিক্রমপরে সর্ব্বাং সংহৃত্য তাং স্থিতিম্।
স্থিতে ত্বয্যাত্মনি বিভো তে তথৈব ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৭ ॥

অদ্য প্রবুদ্ধে ভবতি স্রষ্টূমিচ্ছতি সংস্থিতিম্ ।
সুখেনৈব ক্রমেণোচ্চৈস্তে তথৈব ব্যবস্থিতাঃ॥ ৮ ॥
তথৈতে ভগবন্ ব্রহ্মন্ ব্রহ্মাণোব্রাহ্মণা দশ ।
ত এতে দশ সংসারা মনোব্যোমনি সংস্থিতাঃ ॥ ৯ ॥
তেষামেকতমস্যাহময়মাকাশমন্দিরে ।
ভানুর্ভুবি বিভো কালকলাকর্ম্মণি যোজিতঃ ॥ ১০ ॥
এষ তে কথিতঃ সর্গোদিশানামব্জসম্ভব ।
ব্রহ্মণাং সম্ভবোব্যোম্নি যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ১১ ॥

বিবিধকল্পনয়া বলিতাম্বরং
যদিদমুত্তমজাগতমুত্থিতম্ ।
করণজালকমাহিতমোহনং
তদখিলং নিজচেতসি বিভ্রমঃ ॥ ১২ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে ঐন্দবোপাখ্যানে দশজগদ্বর্ণনং নাম সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥৮৭॥

———

অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ।

—০—

ব্রহ্মোবাচ।

ব্রহ্মাণো ব্রাহ্মণা ভানুরিত্যুক্ত্বা ব্রহ্মণোমম।
ব্রহ্মন্ ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠ তুষ্ণীমেব বভূব সঃ ॥ ১ ॥
তত উক্তং ময়া তস্য চিরং সঞ্চিন্ত্য চেতসা।
ভানো ভানো বদাশু ত্বং কিমন্যৎ সংসৃজাম্যহম্ ॥২॥
এতানি দশ বিদ্যন্তে কিল যত্র জগন্তি বৈ।
তত্রান্যোমম সর্গেণ কোর্থঃ কথয় ভাস্কর ॥ ৩ ॥
ইত্যুক্তোথ ময়া ভানুঃ সঞ্চিত্য সুচিরং ধিয়া।
ইদমত্র বচোযুক্তমুবাচ স মহামুনে ॥ ৪ ॥

ভানুরুবাচ।

নিরীহস্য নিরিচ্ছস্য কোর্থঃ সর্গেণ তে প্রভো।
বিনোদমাত্রমেবেদং সৃষ্টিস্তব জগৎপতে ॥ ৫ ॥
নিষ্কামাদেব ভবতঃ সর্গঃ সম্পদ্যতে প্রভো।
অর্কাদিব জলাদিত্যপ্রতিবিম্বমিবাধিয়ঃ ॥ ৬ ॥
শরীরসন্নিবেশস্য ত্যাগে রাগে চ তে যদা।
নিষ্কামোভগবন্ ভাবো নাভিবাঞ্ছতি নোজ্ঝতি ॥৭॥

সৃজসীদং তথা দেব বিনোদায়ৈব ভূতপ।
পুনঃ সংহৃত্য সংহৃত্য দিনং দিনপতির্যথা ॥ ৮ ॥
তব নিত্যমসংসক্তং বিনোদায়ৈব কেবলম্।
ইদং কর্ত্তব্যমেবেতি জগৎ ন তূদ্যমেচ্ছয়া ॥ ৯ ॥
সৃষ্টিঞ্চেৎ ন করোষি ত্বং মহেশ পরমাত্মনঃ।
নিত্যকর্ম্মপরিত্যাগাৎ কিমপূর্ব্বমবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥
যথাপ্রাপ্তং হি কর্ত্তব্যমসক্তেন সদা সতা।
মুকুরেণাকলঙ্কেন প্রতিবিম্বক্রিয়া যথা ॥ ১১ ॥
যথৈব কর্ম্মকরণে কামনা নাস্তি ধীমতাম্।
তথৈব কর্ম্মসন্ত্যাগে কামনা নাস্তি ধীমতাম্ ॥ ১২ ॥
অতঃ সুষুপ্তোপময়া ধিয়া নিষ্কাময়া তয়া।
সুষুপ্তবুদ্ধসময়া কুরু কার্য্যং যথাগতম্ ॥ ১৩ ॥
সর্গৈরথেন্দুপুত্রাণাং তোষমেষি জগৎপ্রভো।
তদেতে তোষয়িষ্যন্তি তং ত্বাং সর্গাৎ সুরেশ্বর ॥ ১৪ ॥
চিত্তনেত্রৈর্ভবানেতান্ সর্গানন্যস্য নো দৃশা।
অবশ্যং চক্ষুষা সর্গং সৃষ্টমিত্যেব বেত্তি কঃ ॥ ১৫ ॥
যেনৈব মনসা সর্গো নির্ম্মিতঃ পরমেশ্বর।
স এব মাংসনেত্রেণ তং পশ্যতি হি নেতরঃ ॥ ১৬ ॥
ন চৈতান্ দশ সংসারান্ দশ নীরজসম্ভবান্।
কশ্চিন্নাশয়িতুং শক্তশ্চিত্তদার্ঢ্যাচ্চিরস্থিতান্ ॥ ১৭ ॥

কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈর্যৎ ক্রিয়তে তদ্রোদ্ধুং কিল যুজ্যতে।
ন মনোনিশ্চয়কৃতং কশ্চিদ্রোধয়িতুং ক্ষমঃ ॥ ১৮ ॥
যো বদ্ধপদতাং যাতো জন্তোর্ম্মনসি নিশ্চয়ঃ।
স তেনৈব বিনা ব্রহ্মন্নান্যেন বিনিবার্য্যতে ॥ ১৯ ॥
বহুকালং যদভ্যস্তং মনসা দৃঢ়নিশ্চয়ম্।
শাপেনাপি ন তস্যাস্তি ক্ষয়োনষ্টেপি দেহকে ॥ ২০ ॥

যদ্বদ্ধপীঠমভিতোমনসি প্ররূঢ়ং
তদ্রূপমেব পুরুষোভবতীহ নান্যৎ।
তদ্বোধনাদিতরমত্র কিলাভ্যুপায়ং
শৈলৌঘসেকমিব নিষ্ফলমেব মন্যে ॥ ২১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে ঐন্দবোপাখ্যানে ঐন্দবনিশ্চয়কথনং নাম

অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥৮৮॥

ঐন্দবোপাখ্যানং সম্পূর্ণম্।

———

একোননবতিতমঃ সর্গঃ।

——০——

ভানুরুবাচ।

মনোহি জগতাং কর্ত্তৃ মনোহি পুরুষঃ পরঃ।
মনঃকৃতং কৃতং লোকে ন শরীরকৃতং কৃতম্॥ ১॥
সামান্যব্রাহ্মণা ভূত্বা মনোভাবনয়া কিল।
ঐন্দবা ব্রহ্মতাং যাতা মনসঃ পশ্য শক্ততাম্॥২॥
মনসা ভাব্যমানোহি দেহতাং যাতি দেহকঃ।
দেহভাবনয়াহযুক্তো দেহধর্ম্মৈর্ন বাধ্যতে॥ ৩॥
বাহ্যদৃষ্টির্হি নিয়তং সুখদুঃখাদি বিন্দতি।
নান্তর্ম্মুখতয়া যোগি-দেহে বেত্তি প্রিয়াপ্রিয়ে॥ ৪॥
মনঃকারণকং তস্মাজ্জগদ্বিবিধবিভ্রমম্।
ইন্দ্রস্যাহল্যয়া সার্দ্ধং বৃত্তান্তোত্র নিদর্শনম্॥ ৫॥

ব্রহ্মোবাচ।

কাহল্যা ভগবন্ ভানো কোবাত্রেন্দ্রস্তমোনুদ।
যয়োরুদন্তশ্রবণে পাবনী স্মৃষ্টিরেতি হি॥ ৬॥

ভানুরুবাচ।

শ্রূয়তে হি পুরা দেব মাগধেষু মহীপতিঃ।
ইন্দ্রদ্যুম্ন ইতিখ্যাত ইন্দ্রদ্যুম্ন ইবাপরঃ ॥ ৭ ॥
তস্যেন্দুবিম্বপ্রতিমা ভার্য্যা কমললোচনা।
অহল্যানাম তত্রাসীচ্ছশাঙ্কস্যেব রোহিণী ॥ ৮ ॥
তস্মিন্নেব পুরে ষিঙ্গঃ ষিঙ্গপ্রকরশেখরঃ।
ইন্দ্রনামাপরঃ কশ্চিদ্ধীমান্ বিপ্রকুমারকঃ ॥ ৯ ॥
অহল্যা পূর্ব্বমিন্দ্রস্য বভূবেষ্টেত্যহল্যয়া।
শ্রুতং রাজমহিষ্যাথ কথাপ্রস্তাবতঃ ক্বচিৎ ॥ ১০ ॥
আকর্ণ্যৈবমহল্যা সা বভূবেন্দ্রানুরাগিণী।
অহল্যাং মাং স নো কস্মাৎ
সঙ্কোভ্যেতীত্যথোৎসুকা ॥ ১১ ॥
মৃণালভারকদলী পল্লবাস্তরণেষু সা।
অতপ্যত ভৃশং বালা লতা লূনা বনেষ্বিব ॥ ১২ ॥
খেদমাপ সমগ্রাসু তাসু ভূপবিভূতিষু।
মৎসী নিদাঘতপ্তাসু পরিলোলা স্থলীষ্বিব ॥ ১৩ ॥
অয়মিন্দ্রোয়মিন্দ্রশ্চেত্যেবং জাতপ্রলাপয়া।
লজ্জাপি হি তয়া ত্যক্তা বৈবশ্যমনুযাতয়া ॥ ১৪ ॥
ইত্যার্ত্তয়া ঘনস্নেহমথ তস্য বয়স্যয়া।
উক্তং তয়া প্রিয়েবিঘ্নমিন্দ্রমভ্যানয়াম্যহম্ ॥ ১৫ ॥

ইষ্টং তবানয়ামীতি শ্রুত্বা বিকসিতেক্ষণা।
পপাত পাদয়োঃ সখ্যা নলিন্যা নলিনী যথা॥ ১৬ ॥
ততঃ প্রয়াতে দিবসে সমায়াতে নিশাগমে।
সা বয়স্যা তমিন্দ্রাখ্যং যযৌ দ্বিজকুমারকম্ ॥ ১৭ ॥
বোধয়িত্বা যথাযুক্তং সা তমিন্দ্রমথাঙ্গনা।
অহল্যানিকটং রাত্র্যামানয়ামাস সত্বরম্ ॥ ১৮ ॥
ততঃ সা তেন ষিঙ্গেন সহেন্দ্রেণ রতিং যযৌ।
কস্মিংশ্চিৎ সদনে গুপ্তে বহুমাল্যবিলেপনা ॥১৯॥
হারাঙ্গদমনোজ্ঞেন তরুণী তেন সা তদা।
রতেনাবর্জ্জিতা বল্লী রসেন মধুনা যথা ॥ ২০ ॥
ততস্তদনুরক্তা সা পশ্যন্তী তন্ময়ং জগৎ।
ন সমস্তগুণাকীর্ণম্ভর্ত্তারং বহ্বমন্যত ॥ ২১ ॥
কেনচিত্ত্বথ কালেন তস্যা ইন্দ্রানুরাগিতা।
সা জ্ঞাতা রাজসিংহেন তন্মুখব্যোমচন্দ্রিকা ॥ ২২ ॥
ইন্দ্রং ধ্যায়তি সা যাবৎ তাবত্তস্যা বিরাজতে।
মুখং পূর্ণেন চন্দ্রেণ প্রবুদ্ধমিব কৈরবম্ ॥ ২৩ ॥
ইন্দ্রোঽপি চ তদা সক্তসমস্তকরণাকুলঃ।
ন তিষ্ঠতি ক্ষণমহো তয়া বিরহিতঃ ক্বচিৎ ॥ ২৪ ॥
অথাতিসুঘনস্নেহনিরাবরণচেষ্টয়োঃ।
তয়োরনয়বৃত্তান্তো রাজ্ঞাকর্ণি কটুব্যথঃ ॥ ২৫ ॥

এবমন্যোন্যমাসক্তং ভাবমালক্ষ্য ভূপতিঃ।
চকার বহুভির্দ্দণ্ডৈঃ স দ্বয়োরথ শাসনম্ ॥ ২৬ ॥
তাবুভাবপি সন্ত্যক্তৌ হেমন্তে সলিলাশয়ে।
তুষ্টৌ জহসতুস্তত্র ন খেদং সমুপাগতৌ ॥ ২৭ ॥
অপৃচ্ছত ততোরাজা খিন্নৌ স্থো ন তু দুর্ম্মতী।
তাবূচতুর্ম্মহীপালং জলাশয়সমুদ্ধৃতৌ ॥ ২৮ ॥
সংস্মৃত্যাবামিহান্যোন্যমুখকান্তিমনিন্দিতাম্।
আত্মানং ন বিজানীবো রূঢ়ভাবং পরস্পরম্ ॥ ২৯ ॥
শাসনেষু চ যৎ সঙ্গো নিঃশঙ্কস্তেন হর্ষিতৌ।
মুহ্যাবো ন মহীপাল স্বাঙ্গৈরপি বিকর্ত্তিতৈঃ ॥ ৩০ ॥
ততোভ্রাষ্ট্রে পরিক্ষিপ্তাবখিন্নাবেবমেব তৌ।
ঊচতুর্ম্মুদিতাত্মানাবন্যোন্যস্মৃতিহর্ষিতৌ ॥ ৩১ ॥
গ্রথিতৌ গজপাদেষু ন খিন্নাবেব সংস্থিতৌ।
এবমেবোচতুর্ভূপমন্যোন্যস্মৃতিহর্ষিতৌ ॥ ৩২ ॥
কশাহতাবখিন্নৌ তা-বেবমেব কিলোচতুঃ।
অন্যস্মাচ্ছাসনাদ্রাজ্ঞা কল্পিতাচ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ৩৩ ॥
উদ্ধৃতাবূচতুঃ পৃষ্টৌ তমেবার্থং পুনঃপুনঃ।
উবাচেন্দ্রোমহীপালং জগন্মে দয়িতাময়ম্ ॥ ৩৪ ॥
ন শাতনানি দুঃখানি বাধন্তে কিঞ্চিদেব মে।
অস্যাশ্চৈব জগৎ রাজন্ সর্ব্বং মন্ময়মেব চ ॥ ৩৫ ॥

তেনান্যশাসাদ্দুঃখং কিঞ্চিদেব ন বিদ্যতে।
মনোমাত্রমহং রাজন্ মনোহি পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৬ ॥
প্রপঞ্চমাত্রমেবায়ং দেহোদৃশ্যত এব হি।
সমকালপ্রযুক্তেন সহসা দত্তরাশিনা ॥ ৩৭ ॥
বীরং মনোভেদয়িতুং মনাগপি ন শক্যতে।
কা নাম তা মহারাজ কীদৃশ্যঃ কস্য শক্তয়ঃ ॥ ৩৮ ॥
যাভির্ম্মনাংসি ভিদ্যন্তে দৃষ্টনিশ্চয়বন্ত্যপি।
বৃদ্ধিমায়াতু বা দেহো যাতু বা বিশরারুতাম্ ॥ ৩৯ ॥
ভাবিতার্থাভিপতিতং মনস্তিষ্ঠতি পূর্ব্ববৎ।
ইষ্টেঽর্থে চিরমাবিষ্টং দধানং তৎ স্থিতং মনঃ ॥৪০॥
ভাবাভাবাঃ শরীরস্থা নৃপ শক্তা ন বাধিতুম্।
ভাবিতং তীব্রবেগেন মনসা যন্মহীপতে ॥ ৪১ ॥
তদেব পশ্যত্যচলং ন শরীরবিচেষ্টিতম্।
ন কাশ্চন ক্রিয়া রাজন্ বরশাপাদিকা অপি ॥৪২॥
তীব্রবেগেন সম্পন্নং শক্তাশ্চালয়িতুং মনঃ।
তীব্রবেগেন সংযুক্তং পুরুষা হ্যভিবাঞ্ছিতাৎ ॥ ৪৩ ॥
মনশ্চালয়িতুং শক্তা ন মহাদ্রিং মৃগা ইব।
মমেয়মসিতাপাঙ্গী মনঃকোশে প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৪৪ ॥
দেবাগারে মহোৎসেধে দেবী ভগবতী যথা।
ন দুঃখমনুগচ্ছামি প্রিয়য়া জীবরক্ষয়া ॥ ৪৫ ॥

গিরিগ্রীষ্মদশাদাহং লগ্নয়েবাব্দমালয়া।
যত্র যত্র যথা রাজংস্তিষ্ঠাম্যভিপতামি বা॥ ৪৬॥

তত্রেষ্টসঙ্গমাদন্যৎ কিঞ্চিন্নানুভবাম্যহম্।
অহল্যা দয়িতা নাম্না মনসেন্দ্রাভিধং মনঃ॥ ৪৭॥

সংসক্তমিদমায়াতি ন স্বভাবাদৃতে পরম্।
এককার্য্যনিবিষ্টং হি মনোধীরস্য ভূপতে॥ ৪৮॥

ন চাল্যতে মেরুরিব বরশাপবলৈরপি।
দেহোহি বরশাপাভ্যামন্যত্বমিব গচ্ছতি।
নন্বু ধারং মনোরাজন্ বিজিগীষুতয়া স্থিতম্॥ ৪৯॥

এতানি চাত্র মনসাং ন চ কারণানি
রাজন্ শরীরশকলানি বৃথোত্থিতানি।
চেতোহি কারণমমীষু শরীরকেষু
বারীব সর্ব্ববনখণ্ডলতা রসেষু॥ ৫০॥

আদ্যং শরীরমিহ বিদ্ধি মনোমহাত্মন্
সঙ্কল্পিতোজগতি তেন শরীরসঞ্জ্ঞঃ।
আদ্যং শরীরমধিতিষ্ঠতি যত্র যত্ত-
দ্দৃশং ফলতি নেতরদস্য পুংসঃ॥ ৫১॥

মুখ্যাঙ্কুরং সুভগ বিদ্ধি মনোহিপুংসো
দেহাস্ততঃ প্রবিসৃতাস্তরুপল্লবাভাঃ।

নষ্টেঙ্কুরে পুনরুদেতি ন পল্লবশ্রী
নৈবাঙ্কুরঃ ক্ষয়মুপৈতি দলক্ষয়েষু ॥ ৫২ ॥
দেহে ক্ষতে বিবিধদেহগণং করোতি।
স্বপ্নাবনাবিব নবং নবমাশু চেতঃ।
চিত্তে ক্ষতে তু ন করোতি হি কিঞ্চিদেব।
দেহস্ততঃ সমনুপালয় চিত্তরত্নম্ ॥ ৫৩ ॥
দিশি দিশি হরিণাক্ষীমেব পশ্যামি রাজন্
প্রিয়যুবতিমনস্বান্নিত্যমানন্দিতোস্মি।
তব পুরপ্রকৃতীনাং যৎফলং দুঃখদায়ি
ক্ষণমথ সুচিরং তৎ তন্ন পশ্যামি কিঞ্চিৎ ॥ ৫৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে ইন্দ্রাহল্যাখ্যানে কৃত্রিমৈন্দ্রবাক্যং নামৈকোন একোনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৯ ॥

———

নবতিতমঃ সর্গঃ ।

—০—

ভানুরুবাচ ।

অথেন্দ্রেণৈবমুক্তোসৌ রাজা রাজীবলোচনঃ ।
মুনিং ভরতনামানং পার্শ্বসংস্থমুবাচ হ ॥ ১ ॥

রাজোবাচ ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ পশ্যামি সুহুরাত্মনঃ ।
ভৃশমস্য মুখে স্ফারং ধার্ষ্ট্যং মন্দারহারিণঃ ॥ ২ ॥

পাপানুরূপমস্যাশু শাপং দেহি মহামুনে ।
যদবধ্যবধাৎ পাপং বধ্যত্যাগাৎ তদেব হি ॥ ৩॥

ইত্যুক্তোরাজসিংহেন ভবতোমুনিসত্তমঃ ।
যথাবৎ প্রবিচার্য্যাশু পাপং তস্য দুরাত্মনঃ ॥ ৪ ॥

সহানয়া দুষ্কৃতিন্যা ভর্ত্তৃদ্রোহাভিভূতয়া ।
বিনাশং ব্রজ দুর্ব্বদ্ধে ইতি শাপং বিসৃষ্টবান্ ॥ ৫ ॥

ততস্তৌ রাজভরতৌ প্রত্যূচতুরিদং বচঃ ।
সুহুর্ম্মতী যুবাং যাভ্যাং ক্ষপিতং দুশ্চরং তপঃ ॥৬॥

অনেন শাপদানেন কিঞ্চিদ্ভবতি নাবয়োঃ ।
দেহে নষ্টে ন নৌ কিঞ্চিন্নশ্যতি স্বান্তরূপয়োঃ ॥৭॥

স্বান্তং হি ন হি কেনাপি শক্যতে নাশিতুং ক্বচিৎ ।
সূক্ষ্মত্বাচ্চিন্ময়ত্বাচ্চ দুর্লক্ষ্যত্বাচ্চ বিদ্ধি নৌ ॥ ৮॥

ভানুরুবাচ ।

সুঘনস্নেহসম্বদ্ধমনস্কাবেব শাপতঃ ।
পতিতৌ ভূতলে বৃক্ষ-বিচ্যুতাবিব পল্লবৌ ॥ ৯ ॥

অথ ব্যসনসংসক্তৌ মৃগযোনিমুপাগতৌ ।
ততোদ্বাবপি সংসক্তৌ ভূয়োজাতৌ বিহঙ্গমৌ ॥১০॥

অথাস্মাকং বিভো সর্গে মিথস্‌সম্বদ্ধভাবনৌ ।
তপঃপরৌ মহাপুণ্যৌ জাতৌ ব্রাহ্মণদম্পতী ॥১১॥

ভারতোপি তয়োঃ শাপঃ স সমর্থোবভূব হ ।
শরীরমাত্রাক্রমণে ন মনোনিগ্রহে প্রভো ॥ ১২ ॥

তাবদ্যাপি হি তেনৈব
মোহসংস্কারহেতুনা ।
যত্র যত্র প্রজায়েতে
ভবতস্তত্র দম্পতী ॥ ১৩ ॥

অকৃত্রিমপ্রেমরসানুবিদ্ধং
স্নেহং তয়োস্তং প্রতি বীক্ষ্য কান্তম্।
বৃক্ষা অপি প্রেমরসানুবিদ্ধাঃ
শৃঙ্গারচেষ্টাকুলিতা ভবন্তি ॥ ১৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে কৃত্রিমেন্দ্রাহল্যানুরাগোনাম নবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯০ ॥

———

একনবতিতমঃ সর্গঃ।

——ঃঃ——

ভানুরুবাচ।

তেনৈতদ্বচ্মি ভগবন্ যথাকালং মনোমুনে।
অনিগ্রাহ্যমভেদ্যঞ্চ শাপৈরপি দুরাসদৈঃ॥ ১॥
ঐন্দবানামতঃ সৃষ্টিক্রমাণাং প্রবিনাশনম্।
যুজ্যতে ন চ তদ্ব্রহ্মান্ যুক্তমেতন্মহাত্মনঃ॥ ২॥
কিং তদস্তি জগত্যস্মিন্ বিবিধেষু জগৎসু চ।
তবাপি নাথনাথস্য যদ্দৈন্যায় মহাত্মনঃ॥ ৩॥
মনোহি জগতাং কর্ত্তৃ মনোহি পুরুষঃ স্মৃতঃ।
যন্মনোনিশ্চয়কৃতং তদ্দ্রব্যৌষধিদণ্ডনৈঃ॥ ৪॥
হন্তুং ন শক্যতে জন্তোঃ প্রতিবিম্বং মণেরিব।
তস্মাদেতেত্র তিষ্ঠন্তু ভাস্বরৈঃ সর্গসম্ভ্রমৈঃ॥ ৫॥
ত্বং সৃষ্টৈরিহ প্রজাস্তিষ্ঠ বুদ্ধ্যাকাশোহ্যনন্তকঃ।
চিত্তাকাশশ্চিদাকাশ আকাশশ্চ তৃতীয়কঃ॥ ৬॥
অনন্তাস্ত্রয় এবৈতে চিদাকাশপ্রকাশিতাঃ।
একং দ্বৌ ত্রীন্ বহূন্ বাপি কুরু সর্গান্ জগৎপতে॥ ৭

স্বেচ্ছয়াত্মনি তিষ্ঠ ত্বং কিং গৃহীতং তবৈন্দবৈঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

অথৈন্দবজগজ্জালে ভানুনৈবমুদাহৃতে ॥৮॥

ময়া সঞ্চিন্ত্য সুচিরমিদমুক্তং মহামুনে।

যুক্তমুক্তং ত্বয়া ভানো বিততং হি কিলাম্বরম্ ॥৯॥

মনশ্চ রিততং বাপি চিদাকাশশ্চ বিস্তৃতঃ।

তদযথাভিমতং সর্গং নিত্যকর্ম্ম করোম্যহম্ ॥১০॥

কল্পয়ামি বহূন্যাশু ভূতজালানি ভাস্কর।

তত্ত্বমেবাশু ভগবন্ প্রথমোমে মনুর্ভব ॥১১॥

কুরু সর্গং যথাকামং ময়া সমভিচোদিতঃ।

অথৈতৎ স মহাতেজা মম বাক্যং প্রভাকরঃ ॥১২॥

অঙ্গীকৃত্য দ্বিধাত্মানং চকার তপতাম্বর।

একেন প্রাক্তনেনাস্মিন্ বপুষা সূর্য্যতাং গতঃ ॥১৩॥

ব্যোমাধ্বগতয়া সর্গে ততান্ দিবসাবলিম্।

মন্মনুত্বং দ্বিতীয়েন কৃত্বা স্ববপুষা ক্ষণাৎ ॥১৪॥

সসর্জ্জ সকলাং সৃষ্টিং তাং তামভিমতাং মম ॥১৫

এতত্তে কথিতং সর্ব্বং বশিষ্ঠ মনসোমুনে।

স্বরূপং সর্ব্বকৃত্ত্বঞ্চ শক্তত্বঞ্চ মহাত্মনঃ॥ ১৬ ॥

প্রতিভাসমুপায়াতি যদযদস্ত হি চেতসঃ।

তত্তৎ প্রকটতামেতি স্থৈর্য্যং সফলতামপি ॥ ১৭ ॥

সামান্যব্রাহ্মণা ভূত্বা প্রতিভাসবশাৎ কিল ।
ঐন্দবা ব্রহ্মতাং যাতা মনসঃ পশ্য শক্ততাম্ ॥১৮॥
যথা চৈন্দবজীবাস্তে চিত্তত্বাদ্ব্রহ্মতাং গতাঃ ।
বয়ং তথৈব চিদ্ভাবাচ্চিত্তত্বাৎ ব্রহ্মতাং গতাঃ ॥ ১৯ ॥
চিত্তং হি প্রতিভাসাত্ম যচ্চ তৎ প্রতিভাসনম্ ।
তদিদং ভাতি দেহাদিস্বান্তং নান্যাস্তি দেহদৃক্ ॥২০॥
চিত্তমাত্মচমৎকারং তচ্চ তৎ কুরুতে স্বতঃ ।
যথাবৎ সম্ভবং স্বাত্মন্যেবান্তর্ম্মরিচাদিবৎ ॥ ২১ ॥
তদেতচ্চিত্তবদ্ভাতমাতিবাহিকনামকম্ ।
তদেবোদাহরন্ত্যেবং দেহনাম্না ঘনভ্রমম্ ॥ ২২ ॥
কথ্যতে জীবনাম্নৈতচ্চিত্তং প্রতনুবাসনম্ ।
শান্তদেহচমৎকারং জীবং বিদ্ধি ক্রমাৎ পরম্ ॥ ২৩ ॥
নাহং ন চান্যদস্তীহ চিত্রং চিত্তমিদং স্থিতম্ ।
বশিষ্ঠৈন্দবসম্বিদ্বদসৎ সত্তামিবাগতম্ ॥ ২৪ ॥
যদৈন্দবমনোব্রহ্মা তথৈবায়মহং স্থিতঃ ।
তৎকৃতঞ্চাহমেবেদং সঙ্কল্পাত্মৈব ভাসতে ॥ ২৫ ॥
কশ্চিচ্চিত্তবিলাসোয়ং ব্রহ্মাহমিহ সংস্থিতঃ ।
স্বভাব এব দেহাদি বিদ্ধি শূন্যতরাত্মথাৎ ॥ ২৬ ॥
শুদ্ধচিৎপরমার্থৈকরূপিণীত্যেব ভাবনাৎ ।
জীবোভূয়োমনোভূত্বা বেত্তীত্থং দেহতাং মুধা ॥ ২৭ ॥

সর্ব্বমৈন্দবসংসারবদিদং ভাতি চিদ্বপুঃ।
সম্পন্নসম্প্রবোধাত্মা স্বপ্নোদীর্ঘঃ স্বশক্তিজঃ॥ ২৮॥

দ্বিচন্দ্রবিভ্রমাকারং তন্মাত্রাভাসপূর্ব্বকম্।
ঐন্দবাম্বরবদ্রূঢ়ং চিত্তাদেবাখিলং ভবেৎ॥ ২৯॥

ন সন্নাসদহংরূপং সত্তাসত্ত্বে তদেব চ।
উপলম্ভেন সদ্রূপমসত্যং তদ্বিরোধতঃ॥ ৩০॥

জড়াজড়ং মনোবিদ্ধি সঙ্কল্পাত্মবৃহদ্বপুঃ।
অজড়ং ব্রহ্মরূপত্বাৎ জড়ং দৃশ্যাত্মতাবশাৎ॥ ৩১॥

দৃশ্যানুভবসত্যাত্মসদ্ভাবে বিলাসি তৎ।
কটকত্বং যথা হেম্নি তথা ব্রহ্মণি সংস্থিতম্॥ ৩২॥

সর্ব্বত্বাৎ ব্রহ্মণঃ সর্ব্বং জড়ং চিন্ময়মেব চ।
অস্মদাদিশিলান্তাত্ম ন জড়ং ন চ চেতনম্॥ ৩৩॥

দার্ব্বাদীনামচিত্ত্বেন নোপলম্ভস্য সম্ভবঃ।
উপলম্ভোহি সদৃশসম্বন্ধাদেব জায়তে॥ ৩৪॥

উপলব্ধেঽজড়ং বিদ্ধি তেনেদং সর্ব্বমেব হি।
উপলম্ভোহি সদৃশ-সম্বন্ধাৎ স্যাৎ সমাত্মনোঃ॥ ৩৫॥

জড়চেতনভাবাদিশব্দার্থশ্রীর্ন বিদ্যতে।
অনির্দ্দেশ্যপদে পত্র-লতাদীব মহামরৌ॥ ৩৬॥

চিত্তোযচ্চেত্যকলনং তন্মনস্ত্বমুদাহৃতম্ ।
চিদ্ভাগোত্রাজড়োভাগো জাড্যমত্র হি চেত্যতা ॥৩৭॥

চিদ্ভাগোত্রাববোধাংশো জড়ং চেত্যং হি দৃশ্যতে ।
ইতি জীবোজগদ্ভ্রান্তিং পশ্যন্ গচ্ছতি লোলতাম্ ॥৩৮॥

চিত্তস্থ এব ভাবোসৌ শুদ্ধ এব দ্বিধাকৃতঃ ।
অতঃ সর্ব্বং জগৎ সৈব দ্বৈতলব্ধঞ্চ সৈব তৎ ॥ ৩৯ ॥

স্বমেবান্যতয়া দৃষ্ট্বা চিতির্দৃশ্যতয়া বপুঃ ।
নির্ভাগাপ্যেকভাগাভং ভ্রমতীব ভ্রমাতুরা ॥ ৪০ ॥

ন ভ্রান্তিরস্তি ভ্রমভাঙ্গ্না নৈবেতীহ নিশ্চয়ঃ ।
পরিপূর্ণার্ণবপ্রখ্যা বেত্তীত্থং সংস্থিতা চিতিঃ ॥ ৪১ ॥

সর্ব্বং স্যাজ্জাড্যমপ্যস্যাশ্চিতেশ্চিত্ত্বঞ্চ বেৎসি তৎ ।
চিদ্ভাগোংশোববোধস্য ত্বহন্তা জড়তোদয়ঃ ॥ ৪২ ॥

অহন্তাদিপরে তত্ত্বে মনাগপি ন বিদ্যতে ।
ঊর্ম্ম্যাদীব পৃথক্তোয়ে সম্বিৎসারং হি তদ্যতঃ ॥ ৪৩ ॥

অহংপ্রত্যয়সংদৃশ্যং চেত্যং বিদ্ধি সমুত্থিতম্ ।
মৃগতৃষ্ণাবিম্ববান্তঃস্থং নূনং বিদ্যত এব নো ॥ ৪৪ ॥

অহন্তাপদমন্তাত্মপদং বিদ্ধি নিরাময়ম্ ।
বিদং বিদুরহন্তাদি শৈত্যমেব যথা হিমম্ ॥ ৪৫ ॥

চিতৈব চেত্যতে জাড্যং স্বপ্নে স্বমরণোপমম্।
সর্ব্বাত্মত্বাৎ সর্ব্বশক্তীঃ কুর্ব্বতী নৈতি সাম্যতাম্ ॥৪৬॥
মনঃ পদার্থাদিতয়া সর্ব্বরূপং বিজৃম্ভতে।
নানাত্মা চিত্তদেহোয়মাকাশবিশদাকৃতিঃ ॥ ৪৭ ॥
দেহাদিদেহপ্রতিভা-রূপাত্ম্যং ত্যজতা সতা।
বিচার্য্যং প্রতিভাসাত্ম-চিত্তং চিত্তেন বৈ স্বয়ম্ ॥ ৪৮ ॥
চিত্ততাম্রে শোধিতে হি পরমার্থসুবর্ণতাম্।
গতেহকৃত্রিম আনন্দঃ কিং দেহোপলখণ্ডকৈঃ ॥৪৯॥
যদ্বিদ্যতে শোধ্যতে তৎ বোধঃ কে চ খপাদপাঃ।
দেহাদ্যবিদ্যা সত্যা চেৎ যুক্ত এতাং প্রতিগ্রহঃ ॥ ৫০ ॥
অসত্যবিনিবিষ্টানাং দেহবাচিতয়া ত্বিহ।
যে নামোপদিশন্ত্যজ্ঞাঃ কিং চিত্তে পুরুষৈড়কাঃ ॥৫১॥
যথৈতদ্ভাবয়েৎ স্বান্তং তথৈব ভবতি ক্ষণাৎ।
দৃষ্টান্তোত্রেন্দবাহল্যা কৃত্রিমেন্দ্রাদিনিশ্চয়াঃ ॥৫২॥

যদ্যদ্যথা স্ফুরতি সুপ্রতিভাত্মচিত্তং
তত্তত্তথা ভবতি দেহতয়োদিতাত্ম।
দেহোয়মস্তি ন ন চাহমিতি স্বরূপং
বিজ্ঞানমেকমবগম্য নিরিচ্ছমাস্ব ॥ ৫৩॥
দেহোয়মেষ চ কিলায়মিতি স্বভাবাৎ
দেহোয়মেতদখিলং তত এতি নাশম্।

যক্ষাদিকল্পনবশাদ্ভয়মেতি বালো
নির্যক্ষদেহগত এব কয়াপি যুক্ত্যা ॥ ৫৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে জাবাবতরণক্রমোপদেশোনাম
একনবতিতমঃ সর্গঃ ॥৯১॥

—০—

দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ।

—০—

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্যুক্তবান্ স ভগবান্ ময়া কমলসম্ভবঃ।
রঘূদ্বহ পুনঃ পৃষ্টোবাক্যমাক্ষিপ্য ভূতপঃ ॥ ১ ॥
ত্বয়ৈব ভগবন্ প্রোক্তাঃ শাপমন্ত্রাদিশক্তয়ঃ।
অমোঘা ইতি তা এব কথং মোঘাঃ কৃতাঃ পুনঃ ॥ ২ ॥
শাপেন মন্ত্রবীর্য্যেণ মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণ্যপি।
সর্ব্বাণ্যেব বিমূঢ়ানি দৃষ্টানি কিল জন্তুষু ॥ ৩ ॥
যথৈতৌ পবনস্পন্দৌ যথা স্নেহতিলৌ যথা।
অভিন্নৌ তদ্বদেবৈতৌ মনোদেহৌ স এব তৎ ॥৪॥
অথ নাস্তীহ বা দেহঃ কেবলং চেতসৈব সঃ।
মুধানুভূয়তে স্বপ্ন-মৃগতৃষ্ণাদ্বিচন্দ্রবৎ ॥ ৫ ॥
একনাশে দ্বয়োরেব নাশোত্রাভ্যুপপদ্যতে।
অবশ্যং ভবিতুং মনোনাশে দেহপরিক্ষয়ঃ ॥ ৬ ॥
মনঃ শাপাদিভির্দ্দোষৈঃ কথং নাক্রম্যতে প্রভো।
কথমাক্রম্যতে বাপি ব্রূহি মে পরমেশ্বর ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ন তদস্তি জগৎকোশে শুভকর্ম্মানুপাতিনা।
যৎ পৌরুষেণ শুদ্ধেন ন সমাসাদ্যতে জনৈঃ ॥ ৮ ॥

আ ব্রহ্মস্থাবরান্তঞ্চ সর্ব্বদা সর্ব্বজাতয়ঃ।
সর্ব্ব এব জগত্যস্মিন্ দ্বিশরীরাঃ শরীরিণঃ ॥৯ ॥

একং মনঃশরীরন্তু ক্ষিপ্রকারি সদাচলম্।
অকিঞ্চিৎকরমন্যত্তু শরীরং মাংসনির্ম্মিতম্ ॥ ১০ ॥

তত্র মাংসময়ঃ কায়ঃ সর্ব্বস্যৈব চ সঙ্গতঃ।
সর্ব্বৈরাক্রম্যতে শাপৈস্তথা বিদ্যাদিসঞ্চয়ৈঃ ॥ ১১॥

মূকপ্রায়োহ্যশক্তোসৌ দীনঃ ক্ষণবিনশ্বরঃ।
পদ্মপত্রাম্বুচপলো দৈবাদিবিবশস্থিতিঃ ॥ ১২ ॥

মনোনাম দ্বিতীয়োয়ং কায়ঃ কায়বতামিহ।
স আয়ত্তোপি নায়ত্তো ভূতানাং ভুবনত্রয়ে ॥ ১৩ ॥

পৌরুষং স্বমবষ্টভ্য ধৈর্য্যমালম্ব্য শাশ্বতম্।
যদি তিষ্টত্যগম্যোসৌ দুঃখানাং তদনিন্দিতঃ ॥ ১৪ ॥

যথা যথাসৌ যততে মনোদেহোহি দেহিনাম্।
তথা তথাসৌ ভবতি স্বনিশ্চয়ফলৈকভাক্ ॥ ১৫ ॥

সফলোমাংসদেহস্য ন কশ্চিৎ পৌরুষক্রমঃ।
মনোদেহস্য সফলং সর্ব্বমেব স্বচেষ্টিতম্ ॥ ১৬ ॥

পবিত্রমনুসন্ধানং চেতঃ স্মরতি সর্ব্বদা।
নিষ্ফলাস্তত্র শাপাদ্যাঃ শিলায়ামিব সায়কাঃ॥ ১৭॥
পতত্বম্ভসি বহ্নৌ বা কর্দ্দমে বা শরীরকম্।
মনোযদনুসন্ধত্তে তদেবাপ্নোতি তৎক্ষণাৎ॥ ১৮॥
পুরুষাতিশয়ঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বভাবোপমর্দ্দনে॥
দদাত্যবিঘ্নেন ফলং মনোহি মনসোমুনে॥ ১৯॥
পৌরুষেণ বলেনান্তশ্চিত্তং কৃত্বা প্রিয়াময়ম্।
কৃত্রিমেন্দ্রেণ দুঃখার্ত্তির্ন দৃষ্টা সা মনাগপি॥ ২০॥
পৌরুষেণ মনঃ কৃত্বা নীরাগং বিগতজ্বরম্।
মাণ্ডব্যেন জিতাঃ ক্লেশাঃ শূলপ্রান্তেপি তিষ্ঠতা॥ ২১॥
অন্ধকূপস্থিতেনাপি মানসৈর্যজ্ঞসঞ্চয়ৈঃ।
ঋষিণা দীর্ঘতমসা সম্প্রাপ্তং বৈবুধং পদম্॥ ২২॥
ইন্দুপুত্রৈর্নরৈরেব পুরুষাধ্যবসায়তঃ।
ধ্যানেন ব্রহ্মতা প্রাপ্তা সা ময়াপি ন খণ্ড্যতে॥ ২৩॥
অন্যেপি সাবধানা যে ধীরাঃ সুরমহর্ষয়ঃ।
চিত্তাৎ স্বমনুসন্ধানং ন ত্যজন্তি মনাগপি॥ ২৪॥
আধয়োব্যাধয়শ্চৈব শাপাঃ পাপদৃশস্তথা।
ন খণ্ডয়ন্তি তচ্চিত্তং পদ্মঘাতাঃ শিলামিব॥ ২৫॥
যে চাপি খণ্ডিতাঃ কেচিচ্ছাপাদ্যৈরাধিসায়কৈঃ।
স্ববিবেকাক্ষমন্তেষাং মনোমন্যে বিপৌরুষম্॥ ২৬॥

ন কদাচন সংসারে সাবধানমনা মনাক্।
স্বপ্নেপি কশ্চিদ্দৃশ্যে বা দোষজালৈঃ খিলীকৃতঃ ॥২৭॥
মনসৈব মনস্তস্মাৎ পৌরুষেণ পুমানিহ।
স্বকমেব স্বকেনৈব যোজয়েৎ পাবনে পথি ॥ ২৮ ॥
প্রতিভাতং যদেবাস্য যথাভূতং ভবত্যলম্।
ক্ষণাদেব মনঃ পীনং বালবেতালবন্মুনে ॥ ২৯ ॥
প্রতিভাসস্যানুপদং প্রাক্তনীং স্থিতিমুজ্ঝতি ॥
কুলালকর্ম্মানুপদং ঘটোমৃৎপিণ্ডতামিব ॥ ৩০ ॥
প্রতিভাসার্থতামেতি ক্ষণাদেব মনোমুনে।
স্পন্দমাত্রাত্মকং বারি যথা তুঙ্গতরঙ্গতাম্ ॥ ৩১ ॥
অনুসন্ধানমাত্রেণ সূর্য্যবিম্বেপি যামিনীম্।
মনঃ পশ্যত্যশুদ্ধাক্ষশ্চন্দ্রবিম্বে দ্বিতামিব ॥ ৩২ ॥
যৎ পশ্যতি তদেবাশু ফলীভূতমিদং মনঃ।
সহ হর্ষবিষাদাভ্যাং ভুংক্তে তস্মাত্তদেব তৎ ॥ ৩৩ ॥
প্রতিভানুপদং চেতশ্চন্দ্রেপ্যগ্নিশিখাশতম্।
দৃষ্ট্বা দাহমবাপ্নোতি দগ্ধঞ্চ পরিতপ্যতে ॥ ৩৪ ॥
প্রতিভানুপদং চেতঃ ক্ষারেপি হি রসায়নম্।
দৃষ্ট্বা পীত্বা পরাং তৃপ্তিং যাতি বল্গতি নৃত্যতি ॥৩৫॥
প্রতিভানুপদং চেতোব্যোমন্যপি মহাবনম্।
দৃষ্ট্বা লুনাতি লূত্বা চ পুনরারোপয়ত্যলম্ ॥ ৩৬ ॥

ইত্থং যদেব পরিকল্পয়তীন্দ্রজালং
ক্ষিপ্রং তদেব পরিপশ্যতি তাত চেতঃ ।
নাসজ্জগন্ন চ সদিত্যবগম্য নূনং
লূনাং দৃশং বিবিধভেদবতীং জহীহি ॥৩৭॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে মনোমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ ॥৯২॥

———

ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ ।

—*—

বশিষ্ঠউবাচ ।

ইতি মে ভগবতা পূর্ব্বমুক্তং তদেতদদ্য তুভ্যং কথিতম্॥১॥

তস্মাদনাখ্যানাদ্ব্রহ্মণঃ সর্ব্বতঃ সর্ব্বমনাখ্যানমুৎপদ্যতে ।
স্বয়মেব তদ্ঘনতাং প্রাপ্য মনঃ সম্পদ্যতে ॥ ২ ॥

তন্মনস্তন্মাত্রকল্পনপূর্ব্বকসন্নিবেশং ভবতি ততস্তৈজসঃ
পুরুষঃ সম্পদ্যতে সোয়ং ব্রহ্মেত্যাত্মনি নাম কৃতবান্ ॥৩॥

তেন রাম যোয়ং পরমেষ্ঠি তন্মনস্ত ত্বং বিদ্ধি ॥ ৪ ॥

স মনস্তত্ত্বাকারোভগবান্ ব্রহ্মা সঙ্কল্পময়ত্বাৎ
যদেব সঙ্কল্পয়তি তদেব পশ্যতি ॥ ৫ ॥

ততস্তেনেয়মবিদ্যাপরিকল্পিতা
অনাত্মন্যাত্মাভিমানময়ীতি

তেন ব্রহ্মণা গিরিতৃণজলধিময়মিদং
ক্রমেণ জগৎ পরিকল্পিতম্ ॥ ৬ ॥

ইত্থং ক্রমেণ ব্রহ্মতত্ত্বাদিয়মাগতা
সৃষ্টিরন্যত এবাগতেয়মিতি লক্ষ্যতে ॥ ৭ ॥

তস্মাৎ সর্ব্বপদার্থানাং ত্রৈলোক্যোদরবর্ত্তিনাম্।
উৎপত্তির্ব্রহ্মণো রাম তরঙ্গাণামিবার্ণবাৎ ॥ ৮ ॥

য এবমনুৎপন্নে জগতি যা ব্রহ্মণশ্চিন্মনোরূপিণী।
সাহঙ্কারে পরিকল্প্য ব্রহ্ম ব্রহ্মতামেতি ॥ ৯ ॥

যাস্ত্বন্যাশ্চিচ্ছক্তয়ঃ সর্ব্বশক্তেরভিন্না এব কল্প্যন্তে ॥১০
জগতি স্ফারতাং নীতে
পিতামহরূপেণ মনসঃ সমুল্লসন্তি ॥ ১১ ॥

এতে সহস্রশোপি পরিবর্ত্তমানজীবা উচ্যন্তে ॥ ১২ ॥

তেভ্যুত্থিতা এব চিন্নভসোনভসি
তন্মাত্রৈরাবলিতা গগন-
পবনান্তর্ব্বর্ত্তিনশ্চতুর্দ্দশবিধা
যে ভূতজাতমধ্যতয়াভ্যাসে তিষ্ঠন্তি
তস্যা এব প্রাণশক্তিদ্বারেণ প্রবিশ্য
শরীরং স্থাবরং জঙ্গমং বাপি জীবতাং গচ্ছন্তি ॥ ১৩ ॥

তদনু যোনিতোজগতি জায়ন্তে
তদনু কাকতালীয়যোগেনোৎপন্নবাসনা-
প্রবাহানুরূপকর্ম্মফলভাগিনোভবন্তি ॥ ১৪ ॥

ততঃ কর্ম্মরজ্জুভির্ব্বাসনাবলিতাভির্ব্বদ্ধশরীরা
ভ্রমন্তঃ প্রোৎপতন্তি নিপতন্তি চ ॥ ১৫ ॥

ইচ্ছৈবৈতা ভূতজাতয়ঃ ॥ ১৬ ॥

কাশ্চিজ্জনসহস্রান্তাঃ পতন্তি বনপর্ণবৎ ।

কর্ম্মবাত্যাপরিভ্রান্তা লুঠন্তি গিরিকুক্ষিষু ॥ ১৭ ॥

অপ্রমেয়ভবাঃ কাশ্চিচ্চিৎসত্তাজ্ঞানমোহিতাঃ ।

চিরজাতা ভবন্তীহ বহুকল্পশতান্যপি ॥ ১৮ ॥

কাশ্চিৎ কতিপয়াতীতা মনোরমভবান্তরাঃ ।

বিহরন্তি জগত্যস্মিন্ শুভকর্ম্মপরায়ণাঃ ॥ ১৯ ॥

কাশ্চিদ্বিজ্ঞাতবিজ্ঞানাঃ পরমেব পদং গতাঃ ।

বাতোদ্ভূতাঃ পয়োমধ্যং সামুদ্রা ইব বিন্দবঃ ॥ ২০ ॥

উৎপত্তিঃ সর্ব্বজীবানামিতীহ ব্রহ্মণঃ পদাৎ ।

আবির্ভাবতিরোভাবভঙ্গুরা ভবভাবিনী ॥ ২১ ॥

বাসনাবিষবৈষম্যবৈধুর্য্যজ্বরধারিণী ।

অনন্তসঙ্কটানর্থকার্য্যসৎকারকারিণী ॥ ২২ ॥

নানাদিগ্দেশকালান্তশৈলকন্দরচারিণী ।

রচিতোত্তমবৈচিত্র্যবিহিতা সম্ভ্রমা সতী ॥ ২৩ ॥

এষা জগজ্জাঙ্গলজীর্ণবল্লী

সম্যক্ সমালোককুঠারকৃত্তা ।

বল্লীব বিক্ষুব্ধমনঃশরীরা

ভূয়োন সংরোহতি রামভদ্র ॥ ২৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে উৎপত্তিদর্শনং নাম
ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৩ ॥

———

চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠউবাচ।

উত্তমাধমমধ্যানাং পদার্থানামিতস্ততঃ।
উৎপত্তীনাং বিভাগোয়ং শৃণু বক্ষ্যামি রাঘব ॥ ১ ॥
ইদং প্রথমতোৎপন্নোযোস্মিন্নেব হি জন্মনি।
ইদং প্রথমতা নাম্নী শুভাভ্যাসমুদ্ভবা ॥ ২ ॥
শুভলোকাশ্রয়া সা চ শুভকার্য্যানুবন্ধিনী।
সা চেদ্বিচিত্রসংসারবাসনাব্যবহারিণী ॥ ৩ ॥
ভবৈঃ কতিপয়ৈর্ম্মোক্ষমিত্যুক্তা গুণপীবরী।
তাদৃক্ফলপ্রদানৈককার্য্যা কার্য্যানুমানদা ॥ ৪ ॥
তেন রাম সসত্বেতি প্রোচ্যতে সা কৃতাত্মভিঃ।
অথ চেচ্চিত্রসংসারবাসনাব্যবহারিণী ॥ ৫ ॥
অত্যন্তকলুষা জন্মসহস্রৈর্জ্ঞানভাগিনী।
তাদৃক্ফলপ্রদানৈকধর্ম্মা ধর্ম্মানুমানদা ॥ ৬ ॥
অসাবধমসত্ত্বেতি তেন সাধুভিরুচ্যতে।
সৈব সংখ্যাতিগানন্তজন্মবৃন্দাদনন্তরম্ ॥ ৭ ॥
সন্দিগ্ধমোক্ষা যদি তৎ প্রোচ্যতেত্যন্ততামসী।
অনদ্যতনজন্মা তু জাতিস্তাদৃশকারিণী ॥ ৮ ॥

যোৎপত্তির্ম্মধ্যমা পুংসোরাম দ্বিত্রিভবান্তরা।
তাদৃক্কার্য্যা তু সা লোকে রাজসী রাজসত্তম ॥ ৯ ॥
অবিপ্রকৃষ্টজন্মাপি সোচ্যতে কৃতবুদ্ধিভিঃ।
সা হি তন্মৃতিমাত্রেণ মোক্ষযোগ্যা মুমুক্ষুভিঃ ॥১০॥
তাদৃক্কার্য্যানুমানেন প্রোক্তা রাজসসাত্ত্বিকী।
সৈব চেদিতরৈরল্পৈর্জ্জন্মভির্ম্মোক্ষভাগিনী ॥ ১১ ॥
তত্তাদৃশী হি সা তজ্জ্ঞৈঃ প্রোক্তা রাজসরাজসী।
সৈব জন্মশতৈর্ম্মোক্ষভাগিনী চেচ্চিরৈষিণী ॥ ১২ ॥
তদুক্তা তাদৃগারম্ভা সম্ভীরাজসতামসী।
সৈব সন্দিগ্ধমোক্ষা চেৎ সহস্রৈরপি জন্মনাম্ ॥ ১৩॥
তদুক্তা তাদৃশারম্ভা রাজসাত্যন্ততামসী।
মুক্তজন্মসহস্রা তু যোৎপত্তির্ব্রহ্মণোনৃণাম্ ॥ ১৪ ॥
চিরমোক্ষা হি কথিতা তামসী সা মহর্ষিভিঃ।
তজ্জন্মনৈব মোক্ষস্য ভাগিনী চেত্তদুচ্যতে ॥ ১৫ ॥
তজ্জ্ঞৈস্তামসসত্ত্বেতি তাদৃশারম্ভশালিনী।
ভবৈঃ কতিপয়ৈর্ম্মোক্ষভাগিনী চেত্তদুচ্যতে ॥ ১৬ ॥
তমোরাজসরূপেতি তাদৃশৈর্গুণবৃংহিতৈঃ।
পূর্ব্বজন্মসহস্রাঢ্যা পুরোজন্মশতৈরপি ॥ ১৭ ॥
মোক্ষাযোগ্যা ততঃ প্রোক্তা তজ্জ্ঞৈস্তামসতামসী।
পূর্ব্বন্তু জন্মলক্ষাঢ্যা জন্মলক্ষৈঃ পুরোপি চেৎ ॥ ১৮ ॥

সন্দিগ্ধমোক্ষা তদসৌ প্রোচ্যতেত্যন্ততামসী ।
সর্ব্বা এতা সমায়ান্তি ব্রহ্মণোভূতজাতয়ঃ ॥ ১৯ ॥
কিঞ্চিৎ প্রচলিতাভোগাৎ পয়োরাশেরিবোর্ম্ময়ঃ ।
সর্ব্বা এব বিনিষ্ক্রান্তা ব্রহ্মণোজীবরাশয়ঃ ॥ ২০ ॥
স্বতেজঃস্পন্দিতাভোগাদ্দীপাদিব মরীচয়ঃ ।
সর্ব্বা এব সমুৎপন্না ব্রহ্মণোভূতপংক্তয়ঃ ॥ ২১ ॥
স্বমরীচিবলোদ্ভূতা জ্বলিতাগ্নেঃ কণা ইব ।
সর্ব্বা এবোত্থিতাস্তস্মাৎ ব্রহ্মণোজীবরাশয়ঃ ॥ ২২ ॥
মন্দারমঞ্জরীরূপাশ্চন্দ্রবিম্বাদিবাংশবঃ ।
সর্ব্বা এব সমুৎপন্না ব্রহ্মণোদৃশ্যদৃষ্টয়ঃ ॥ ২৩ ॥
যথা বিটপিনশ্চিত্রাস্তদ্রূপা বিটপশ্রিয়ঃ ।
সর্ব্বা এব সমুৎপন্না ব্রহ্মণোজীবপংক্তয় ॥ ২৪ ॥
কটকাঙ্গদকেয়ূরযুক্তয়ঃ কনকাদিব ।
সর্ব্বা এবোত্থিতা রাম ব্রহ্মণোজীবরাশয়ঃ ॥ ২৫ ॥
নির্ঝরাদমলোদ্যোতাৎ পয়সামিব বিন্দবঃ ।
অজস্যৈবাখিলা রাম ভূতসন্ততিকল্পনাঃ ॥ ২৬ ॥
আকাশস্য ঘটস্থালীরন্ধ্রাকাশাদয়ো যথা ।
সর্ব্বা এবোত্থিতা লোক-কলনা ব্রহ্মণঃ পদাৎ ॥২৭॥
শীকরাবর্ত্তলহরীবিন্দবঃ পয়সোযথা ।
সর্ব্বা এবোত্থিতা রাম ব্রহ্মণোদৃশ্যদৃষ্টয়ঃ ॥ ২৮ ॥

মৃগতৃষ্ণাতরঙ্গিণ্যো যথা ভাস্করতেজসঃ।
সর্ব্বা দৃশ্যদৃশোদ্রষ্টু র্ব্ব্যতিরিক্তা ন রূপতঃ॥ ২৯॥
শীতরশ্মেরিব জ্যোৎস্না স্বালোক ইব তেজসঃ।
এবমেতা হি ভূতানাং জাতয়োবিবিধাশ্চ যাঃ॥ ৩০॥
যস্মাদেব সমায়ান্তি তস্মিন্নেব বিশন্তি চ।
কাশ্চিজ্জন্মসহস্রান্তে জাতয়শ্চিরকালিকাঃ।
কাশ্চিৎ কতিপয়াতীতজন্মরূপা ব্যবস্থিতাঃ॥ ৩১॥
ইত্থং জগৎসু বিবিধেষু বিচিত্ররূপাঃ
তস্যেচ্ছয়া ভগবতোব্যবহারবত্যঃ।
আয়ান্তি যান্তি নিপতন্তি তথোৎপতন্তি
রূপশ্রিয়ঃ কণঘটা ইব পাবকোত্থাঃ॥ ৩২॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে ব্রহ্মণঃ সর্ব্বমুৎপদ্যত ইতি কথনং নাম চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ॥৯৪॥

———

পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ।

——ঃঃ——

বশিষ্ঠ উবাচ।

অভিন্নৌ কর্ম্মকর্ত্তারে সমমেব পরাৎ পদাৎ।
স্বয়ং প্রকটতাং যাতৌ পুষ্পামোদৌ তরোরিব ॥ ১ ॥
সর্ব্বসঙ্কল্পনামুক্তে জীবা ব্রহ্মণি নির্ম্মলে।
স্ফুরন্তি বিততে ব্যোম্নি নীলিমেবাজ্ঞচক্ষুষঃ ॥ ২ ॥
অপ্রবুদ্ধজনাচারোযত্র রাঘব দৃশ্যতে।
তত্র ব্রহ্মণ উৎপন্না জীবা ইত্যুক্তয়ঃ স্থিতাঃ ॥ ৩ ॥
সম্প্রবুদ্ধজনাচারে বক্তুমেতন্ন শোভনম্।
তদ্ব্রহ্মণ ইদং জাতং ন জাতং চেতি রাঘব ॥ ৪ ॥
কাচিৎ বা কলনা যাবৎ ন নীতা রাঘব প্রথাম্।
উপদেশ্যোপদেশশ্রীস্তাবল্লোকে ন শোভতে ॥ ৫ ॥
অতোভেদদৃশাদীনামঙ্গীকৃত্যোপদিশ্যতে।
ব্রহ্মেদমেতে জীবা বৈ বেতি বাচাময়ং ক্রমঃ ॥ ৬ ॥
ইতি দৃষ্টোনিরাসঙ্গাৎ ব্রহ্মণোজায়তে জগৎ।
তজ্জং তদেব তদ্ধেতুগতং দুরববোধতঃ ॥ ৭ ॥

মেরুমন্দরসঙ্কাশা বহবোজীবরাশয়ঃ।
উৎপত্যোৎপত্য সংলীনাস্তস্মিন্নেব পরে পদে ॥ ৮ ॥

অথানন্তাঃ স্ফুরন্ত্যেতে জায়মানাঃ সহস্রশঃ।
নানাঃ ককুব্নিকুঞ্জেষু পাদপেষ্বিব পল্লবাঃ ॥ ৯ ॥

জীবৌঘাশ্চোদ্ভবিষ্যন্তি মধাবিব নবাঙ্কুরাঃ।
তত্রৈব লয়মেষ্যন্তি গ্রীষ্মে মধুরসা ইব ॥ ১০ ॥

তিষ্ঠন্ত্যজস্রং কালেষু ত এবান্যে চ ভূরিশঃ।
জায়ন্তে চ প্রলীয়ন্তে পরস্মিন্ জীবরাশয়ঃ ॥ ১১ ॥

পুষ্পামোদাবিবাভিন্নৌ পুমান্ কর্ম্ম চ রাঘব।
পরমেশাৎ সমায়াতে তত্রৈব বিশতঃ শনৈঃ ॥ ১২ ॥

দৃষ্টমেতে জগত্যস্মিন্ দৈত্যোরগনরামরাঃ।
উদ্ভবন্ত্যভবাভাবৈঃ প্রস্ফুরন্তি পুনঃপুনঃ ॥ ১৩ ॥

হেতুর্ব্বিহরণে তেষামাত্মবিস্মরণাদৃতে।
ন কশ্চিল্লক্ষ্যতে সাধো জন্মান্তরফলপ্রদঃ ॥ ১৪ ॥

রাম উবাচ।

অবিসম্বাদিনার্থে যৎ যৎ প্রামাণিকদৃষ্টিভিঃ।
বীতরাগৈর্ব্বিনির্ণীতং তচ্ছাস্ত্রমিতি কথ্যতে ॥ ১৫ ॥

মহাসত্ত্বগুণোপেতা যে ধীরাঃ সমদৃষ্টয়ঃ।
অনির্দ্দেশ্যকলোপেতাঃ সাধবস্ত উদাহৃতাঃ ॥ ১৬ ॥

দ্বয়ং হি দৃষ্টির্ব্বালানাং সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ।
সাধুবৃত্তং তথা শাস্ত্রং সর্ব্বদৈবানুবর্ত্ততে ॥ ১৭ ॥
সাধুসংব্যবহারার্থং শাস্ত্রং যো নানুবর্ত্ততে ।
বহিঃ কুর্ব্বন্তি তং সর্ব্বে স চ দুঃখে নিমজ্জতি ॥১৮॥
ইহ লোকে চ বেদে চ শ্রুতিরিত্থং সদা প্রভো ।
যথা কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ পর্য্যায়েণেহ সঙ্গতৌ ॥ ১৯ ॥
কর্ম্মণা ক্রিয়তে কর্ত্তা কর্ত্রা কর্ম্ম প্রণীয়তে ।
বীজাঙ্কুরাদিবন্ন্যায়ো লোকবেদোক্ত এব সঃ ॥ ২০ ॥
কর্ম্মণোজায়তে জন্তুর্ব্বীজাদিব নবাঙ্কুরঃ ।
জন্তোঃ প্রজায়তে কর্ম্ম পুনর্ব্বীজমিবাঙ্কুরাৎ ॥ ২১ ॥
যথা বাসনয়া জন্তুর্নীয়তে ভবপিঞ্জরে ।
তদ্বাসনানুরূপেণ ফলং সমনুভূয়তে ॥ ২২ ॥
এবং স্থিতে কথং নাম জন্মবীজেন কর্ম্মণা ।
বিনোৎপত্তিস্ত্বয়া প্রোক্তা ভূতানাং ব্রহ্মণঃ পদাৎ ॥২৩॥
পক্ষেণানেন ভগবন্ ভবতা জন্মকর্ম্মণোঃ ।
তিরস্কৃতা জগজ্জাতা সা বিনা ভাবিতৈতয়োঃ ॥ ২৪ ॥
ব্রহ্মণ্যকারণে ব্রহ্মন্ ব্রহ্মাদিষু ফলেষু চ ।
কর্ম্মণাং ফলমস্তীতি দ্বয়ং লোকে প্রমার্জ্জিতম্ ॥২৫॥
সঞ্জাতে সঙ্করে লোকে কর্ম্মস্বফলদায়িষু ।
মাৎস্যন্যায়ে বিলসতি নাশ এবাবশিষ্যতে ॥ ২৬ ॥

কিং তৎ কৃতং ভবত্যেব ভগবন্ ব্রূহি তত্ত্বতঃ।
এনং মে সংশয়ং স্ফারং ছিন্ধি বেদ্যবিদাম্বর ॥২৭॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

সাধু রাঘব পৃষ্টোস্মি ত্বয়া প্রশ্নমিমং শুভম্।
শৃণু বক্ষ্যামি তে যেন ভৃশং জ্ঞানোদয়োভবেৎ ॥ ২৮॥
মানসোয়ং সমুন্মেষঃ কলাকলনরূপতঃ।
এতত্তৎ কর্ম্মণাং বীজং ফলমস্যৈব বিদ্যতে ॥ ২৯ ॥
যদৈব হি মনস্তত্ত্বমুত্থিতং ব্রহ্মণঃ পদাৎ।
তদৈব কর্ম্ম জন্তূনাং জীবোদেহতয়া স্থিতঃ ॥ ৩০ ॥
কুসুমাশয়য়োর্ভেদো ন যথাভিন্নয়োরিহ।
তথৈব কর্ম্মমনসোর্ভেদোনাস্ত্যবিভিন্নয়োঃ ॥ ৩১ ॥
ক্রিয়াস্পন্দোজগত্যস্মিন্ কর্ম্মেতি কথিতোবুধৈঃ।
পূর্ব্বং তস্য মনোদেহং কর্ম্মাতশ্চিত্তমেব হি ॥ ৩২ ॥
ন স শৈলোন তদ্ব্যোম নসোব্ধিশ্চ ন বিষ্টপম্।
অস্তি যত্র ফলং নাস্তি কৃতানামাত্মকর্ম্মণাম্ ॥ ৩৩ ॥
ঐহিকং প্রাক্তনং বাপি কর্ম্ম যদ্রচিতং স্ফুরৎ।
পৌরুষোসৌ পরোযত্নো ন কদাচন নিষ্ফলঃ ॥ ৩৪ ॥
কৃষ্ণতাসংক্ষয়ে যদ্বৎ ক্ষীয়তে কজ্জলং স্বয়ম্।
স্পন্দাত্মকর্ম্মবিগমে তদ্বৎ প্রক্ষীয়তে মনঃ ॥ ৩৫ ॥

কর্ম্মনাশে মনোনাশোমনোনাশোহ্যকর্ম্মতা।
মুক্তস্যৈষ ভবত্যেব নামুক্তস্য কদাচন ॥ ৩৬ ॥
বহ্ন্যৌষ্ণ্যয়োরিব সদা শ্লিষ্টয়োশ্চিত্তকর্ম্মণোঃ।
দ্বয়োরেকতরাভাবে দ্বয়মেব বিলীয়তে ॥ ৩৭ ॥

চিত্তং সদাস্পন্দবিলাসমেত্য
স্পন্দৈকরূপং ননু কর্ম্ম বিদ্ধি।
কর্ম্মা৷র্থচিত্তং কিল ধর্ম্ম কর্ম্ম
পদং গতে রাম পরস্পরেণ ॥ ৩৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে কর্ম্মপুরুষয়োরৈক্যপ্রতিপাদনং নাম পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৫ ॥

ষণ্ণবতিতমঃ সর্গঃ।

—०—

বশিষ্ঠ উবাচ।

মনোহি ভাবনামাত্রং ভাবনা স্পন্দধর্ম্মিণী।
ক্রিয়া তদ্ভাবিতা রূপং ফলং সর্ব্বোনুধাবতি ॥ ১ ॥

রাম উবাচ।

বিস্তরেণ মম ব্রহ্মন্ জড়স্থাপ্যজড়াকৃতেঃ।
রূপমারূঢ়সঙ্কল্পং মনসোবক্তুমর্হসি ॥ ২ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

অনন্তস্থাত্মতত্ত্বস্থ সর্ব্বশক্তের্ম্মহাত্মনঃ।
সঙ্কল্পশক্তিরচিতং যদ্রূপং তন্মনোবিদুঃ ॥ ৩ ॥

ভাবঃ সদসতোর্ম্মধ্যে নৃণাং চলতি যশ্চলঃ।
কলনোন্মুখতাং যাতস্তদ্রূপং মনসোবিদুঃ ॥ ৪ ॥

নাহং বেদাবভাসাত্মা কুর্ব্বাণোস্মীতি নিশ্চয়ঃ।
তস্মাদেকান্তকলনস্তদ্রূপং মনসোবিদুঃ ॥ ৫ ॥

কল্পনাত্মিকয়া কর্ম্ম-শক্ত্যা বিরহিতং মনঃ।
ন সম্ভবতি লোকেস্মিন্ গুণহীনোগুণা যথা ॥ ৬ ॥

যথা বহ্ন্যৌষ্ণ্যয়োঃ সত্তা ন সম্ভবতি ভিন্নয়োঃ।
তথৈব কর্ম্মমনসোস্তথাত্মমনসোরপি ॥ ৭ ॥

স্বেনৈব চিত্তরূপেণ কর্ম্মণা ফলধর্ম্মিণা।
সঙ্কল্পৈকশরীরেণ নানাবিস্তরশালিনা ॥ ৮ ॥

ইদং ততমনেকাত্ম-মনাময়মকারণম্।
বিশ্বং বিগতবিন্যাসং বাসনাকল্পনাকুলম্ ॥ ৯ ॥

যা যেন বাসনা যত্র সতেবারোপিতা যথা।
সা তেন ফলতস্তত্র তদেব প্রাপ্যতে তথা ॥ ১০ ॥

কর্ম্মবীজং মনঃস্পন্দঃ কথ্যতেথানুভূয়তে।
ক্রিয়াস্তু বিবিধাস্তস্য শাখাশ্চিত্রফলাস্তরোঃ ॥ ১১ ॥

মনোযদনুসন্ধত্তে তৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ।
সর্ব্বাঃ সম্পাদয়ন্ত্যেতাস্তস্মাৎ কর্ম্ম মনঃ স্মৃতম্ ॥১২॥

মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং কর্ম্মাথ কল্পনা।
সংসৃতির্ব্বাসনাবিদ্যা প্রযত্নঃ স্মৃতিরেব চ ॥ ১৩ ॥

ইন্দ্রিয়ং প্রকৃতির্ম্মায়া ক্রিয়া চেতীতরা অপি।
চিত্রাঃ শব্দোক্তয়োব্রহ্মন্ সংসারভ্রমহেতবঃ ॥ ১৪ ॥

কাকতালীয়যোগেন ত্যক্তস্ফারদৃগাকৃতেঃ।
চিতেশ্চত্যানুপাতিন্যাঃ কৃতাঃ পর্য্যায়বৃত্তয়ঃ ॥ ১৫ ॥

রাম উবাচ।

পরায়াঃ সম্বিদোব্রহ্মন্নেতাঃ পর্য্যায়বৃত্তয়ঃ।
কল্প্যমানবিচিত্রার্থাঃ কথং রূঢ়িমুপাগতাঃ ॥ ১৬ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

গতেব সকলঙ্কত্বং কদাচিৎ কল্পনাত্মকম্।
উন্মেষরূপিণী নানা তদৈব হি মনঃ স্থিতা ॥ ১৭ ॥

ভাবনামনুসন্ধানং যদা নিশ্চিত্য সংস্থিতা।
তদৈষা প্রোচ্যতে বুদ্ধিরিয়ত্তাগ্রহণক্ষমা ॥ ১৮ ॥

যদা মিথ্যাভিমানেন সত্তাং কল্পয়তি স্বয়ম্।
অহঙ্কারাভিমানেন প্রোচ্যতে ভববন্ধনী ॥ ১৯ ॥

ইদং ত্যক্তেদমায়াতি বালবৎ পেলবা যদা।
বিচারং সম্পরিত্যজ্য তদা সা চিত্তমুচ্যতে ॥ ২০ ॥

যদা স্পন্দৈকধর্ম্মত্বাৎ কর্ত্তুর্যা শূন্যশংসিনী।
আধাবতি স্পন্দফলং তদা কর্ম্মেত্যুদাহৃতা ॥ ২১ ॥

কাকতালীয়যোগেন ত্যক্তৈকঘননিশ্চয়ম্।
যদেহিতং কল্পয়তি ভাবং তেদেহ কল্পনা ॥ ২২ ॥

পূর্ব্বদৃষ্টমদৃষ্টং বা প্রাগ্দৃষ্টমিতি নিশ্চয়ৈঃ।
যদৈবেহাং বিধত্তেন্তস্তদা স্মৃতিরুদাহৃতা ॥ ২৩ ॥

যদাপদার্থশক্তীনাং সম্ভূক্তানামিবাম্বরে।
বসত্যস্তমিতান্যেহা বাসনেতি তদোচ্যতে॥ ২৪॥
অস্ত্যাত্মতত্ত্বং বিমলং দ্বিতীয়া দৃষ্টিরঙ্কিতা।
জাতা হ্যবিদ্যমানৈব তদা বিদ্যেতি কথ্যতে॥ ২৫॥
স্ফুরত্যাত্মবিনাশায় বিস্মারয়তি তৎপদম্।
মিথ্যাবিকল্পজালেন তন্মলং পরিকল্প্যতে॥ ২৬॥
শ্রুত্বা স্পৃষ্ট্বা চ দৃষ্টা চ ভুক্ত্বা ঘ্রাত্বা বিমৃশ্য চ।
ইন্দ্রমানন্দয়ত্যেষা তেনেন্দ্রিয়মিতি স্মৃতম্॥ ২৭॥
সর্ব্বস্য দৃশ্যজালস্য পরমাত্মন্যলক্ষিতে।
প্রকৃতত্বেন ভাবানাং লোকে প্রকৃতিরুচ্যতে॥ ২৮॥
সদসত্তাং নয়ত্যাশু সত্তাং বা সত্ত্বমঞ্জসা।
সত্তাসত্তাবিকল্পোয়ং তেন মায়েতি কথ্যতে॥ ২৯॥
দর্শনশ্রবণস্পর্শরসনঘ্রাণকর্ম্মভিঃ।
ক্রিয়েতি কথ্যতে লোকে কার্য্যকারণতাং গতা॥৩০॥
চিতেশ্চেত্যানুপাতিন্যা গতায়াঃ সকলঙ্কতাম্।
প্রস্ফুরদ্রূপধর্ম্মিণ্যা এতাঃ পর্য্যায়বৃত্তয়ঃ॥৩১॥
চিত্ততামুপযাতায়া গতায়াঃ প্রকৃতং পদম্।
স্বৈরেব সঙ্কল্পশতৈর্ভৃশং রূঢ়িমুপাগতাঃ॥ ৩২॥
চেতনীয়কলঙ্কাঙ্কাৎ জাড্যজালানুপাতিনী।
সংখ্যাবিভাগকলনা স্বৈবৈকল্পাকুলেব চিৎ॥ ৩৩॥

জীব ইত্যুচ্যতে লোকে মন ইত্যপি কথ্যতে।
চিত্তমিত্যুচ্যতে সৈব বুদ্ধিরিত্যুচ্যতে তথা॥ ৩৪॥
নানাসঙ্কল্পকলিলং পর্য্যায়নিচয়ং বুধাঃ।
বদন্ত্যস্যাঃ কলঙ্কিন্যাশ্চ্যুতায়াঃ পরমাত্মনঃ॥ ৩৫॥

রাম উবাচ।

মনঃ কিং স্যাৎ জড়ং ব্রহ্মংস্তথা বাপি চ চেতনম্।
ইত্যেকোমম তত্ত্বজ্ঞ নিশ্চয়োন্তর্ন জায়তে॥ ৩৬॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

মনোহি ন জড়ং রাম নাপি চেতনতাং গতম্।
ম্লানাঽজড়া তদা দৃষ্টির্ম্মন ইত্যেব কথ্যতে॥ ৩৭॥
মধ্যে সদসতোরূপং প্রতিভূতং যদাবিলম্।
জগতঃ কারণং নাম তদেতচ্চিত্তমুচ্যতে॥ ৩৮॥
শাশ্বতৈনৈকরূপেণ নিশ্চয়েন বিনা স্থিতিঃ।
যেন সা চিত্তমিত্যুক্তা তস্মাজ্জাতমিদং জগৎ॥ ৩৯॥
জড়াজড়দৃশোর্ম্মধ্যে দোলারূপং স্বকল্পনম্।
যশ্চিতোম্লানরূপিণ্যাস্তদেতন্মন উচ্যতে॥ ৪০॥
চিন্নিঃস্পন্দোহি মলিনঃ কলঙ্কবিকলান্তরম্।
মন ইত্যুচ্যতে রাম ন জড়ং ন চ চিন্ময়ম্॥ ৪১॥
তস্যেমানি বিচিত্রাণি নামানি কলিতান্যলম্।
অহঙ্কারমনোবুদ্ধিজীবাদ্যানীতরাণ্যপি॥ ৪২॥

যথা গচ্ছতি শৈলূষোরূপাণ্যলং তথৈব হি।
মনোনামান্যনেকানি ধত্তে কর্ম্মান্তরং ব্রজৎ ॥ ৪৩ ॥
চিত্রাধিকারবশতোবিচিত্রাবিকৃতাভিধাঃ।
যথা যাতি নরঃ কর্ম্ম-বশাৎ যাতি তথা মনঃ ॥ ৪৪ ॥
যা এতাঃ কথিতাঃ সংজ্ঞা ময়া রাঘব চেতসঃ।
এতা এবান্যথা প্রোক্তা বাদিভিঃ কল্পনাশতৈঃ ॥৪৫॥
স্বভাবাভিমতাং বুদ্ধিমারোপ্য মনসা কৃতাঃ।
মনোবুদ্ধিন্দ্রিয়াদীনাং বিচিত্রা নামরীতয়ঃ ॥ ৪৬ ॥
মনোহি জড়মন্যস্য ভিন্নমন্যস্য জীবতঃ।
তথাহঙ্কৃতিরন্যস্য বুদ্ধিরন্যস্য বাদিনঃ ॥ ৪৭ ॥
অহঙ্কারমনোবুদ্ধিদৃষ্টয়ঃ সৃষ্টিকল্পনাঃ।
একরূপতয়া প্রোক্তা যা ময়া রঘুনন্দন ॥ ৪৮ ॥
নৈয়ায়িকৈরিতরথা তাদৃশৈঃ পরিকল্পিতাঃ।
অন্যথা কল্পিতাঃ সাঙ্খ্যৈশ্চার্ব্বাকৈরপি চান্যথা ॥ ৪৯॥
জৈমিনীয়ৈশ্চার্হতৈশ্চ বৌদ্ধৈর্ব্বৈশেষিকৈস্তথা।
অন্যৈরপি বিচিত্রৈস্তৈঃ পাঞ্চরাত্রাদিভিস্তথা ॥ ৫০ ॥
সর্ব্বৈরেব চ গন্তব্যং তৈঃ পদং পারমার্থিকম্।
বিচিত্রং দেশকালোত্থৈঃ পুরমেকমিবাধ্বগৈঃ ॥ ৫১ ॥
অজ্ঞানাৎ পরমার্থস্য বিপরিতাববোধতঃ।
কেবলং বিবদন্ত্যেতে বিকল্পৈরারুরুক্ষবঃ ॥ ৫২ ॥

স্বমার্গমভিশংসন্তি বাদিনশ্চিত্রয়া দৃশা।
বিচিত্রদেশকালোত্থা মার্গং স্বং পথিকা ইব ॥ ৫৩ ॥
তৈর্ম্মিথ্যা রাঘব প্রোক্তাঃ কর্ম্মমানসচেতসাম্।
স্ববিকল্পার্পিতৈরর্থৈঃ স্বাঃ স্বা বৈচিত্র্যযুক্তয়ঃ ॥ ৫৪ ॥
যথৈব পুরুষঃ স্নানদানাদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
কুর্ব্বংস্তৎকর্ত্তৃবৈচিত্র্যমেতি তদ্বদিদং মনঃ ॥ ৫৫ ॥
বিচিত্রকার্য্যবশতোনামভেদেন কর্ত্তৃতা।
মনঃ সম্প্রোচ্যতে জীববাসনাকর্ম্মনামভিঃ ॥ ৫৬ ॥
চিত্তমেবেদমখিলং সর্ব্বেণৈবানুভূয়তে।
অচিত্তোহি নরোলোকং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥ ৫৭ ॥
শ্রুত্বা স্পৃষ্ট্বা চ দৃষ্ট্বা চ ভুক্ত্বা ঘ্রাত্বা শুভাশুভম্।
অন্তর্হর্ষং বিষাদঞ্চ সমনস্কোহি বিন্দতি ॥ ৫৮ ॥
আলোক ইব রূপাণামর্থানাং কারণং মনঃ।
বধ্যতে বদ্ধচিত্তোহি মুক্তচিত্তোহি মুচ্যতে ॥ ৫৯ ॥
তজ্জড়ানাং পরং বিদ্ধি জড়ং যেনোচ্যতে মনঃ।
ন চাবগচ্ছতি জড়ং মনোযস্ত হি চেতনম্ ॥ ৬০ ॥
ন চেতনং ন চ জড়ং যদিদং প্রোত্থিতং মনঃ।
বিচিত্রসুখদুঃখেহং জগদভ্যুদিতং তদা ॥ ৬১ ।
একরূপে হি মনসি সংসারঃ প্রবিলীয়তে।
উপাবিলং কারণং তৈর্ভ্রান্ত্যা জগদুপস্থিতম্ ॥ ৬২॥

অজড়ং হি মনোরাম সংসারস্য ন কারণম্।
জড়ঞ্চোপলধর্ম্মাপি সংসারস্য ন কারণম্ ॥ ৬৩ ॥
ন চেতনং ন চ জড়ং তস্মাজ্জগতি রাঘব।
মনঃ কারণমর্থানাং রূপাণামিব ভাসনম্ ॥ ৬৪ ॥
চিত্তাদৃতেন্যৎ যদ্যস্তি তদচিত্তস্য কিং জগৎ।
সর্ব্বস্য ভূতজাতস্য সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ৬৫ ॥
নানাকর্ম্মবশাবেশান্মনোনানাভিধেয়তাম্।
একং বিচিত্রতামেতি কালোনানা যথর্ত্তুভিঃ ॥ ৬৬ ॥
যদি নামামনস্কারমহঙ্কারেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
ক্ষোভয়ন্তি শরীরং তৎ সন্তু জীবাদয়ঃ পরে ॥ ৬৭ ॥
দর্শনেষু তু যে প্রোক্তা ভেদা মনসি তর্কতঃ।
ক্বচিৎ ক্বচিদ্বাদকরৈরপবাদকরৈঃ কিল ॥ ৬৮ ॥
তে হি রাম ন বুধ্যন্তে বিশিষ্যন্তে ন চ ক্বচিৎ।
সর্ব্বা হি শক্তয়োদেবে বিদ্যন্তে সর্ব্বগা যতঃ ॥ ৬৯ ॥
যদৈব খলু শুদ্ধায়া মনাগপি হি সম্বিদঃ।
জড়েব শক্তিরুদিতা তদা বৈচিত্র্য মাগতম্ ॥ ৭০ ॥
ঊর্ণনাভাৎ যথা তন্তুর্জ্জায়তে চেতনাজ্জড়ঃ।
নিত্যপ্রবুদ্ধাৎ পুরুষাৎ ব্রহ্মণঃ প্রকৃতিস্তথা ॥ ৭১ ॥
অবিদ্যাবশতশ্চিত্তভাবনাঃ স্থিতিমাগতাঃ।
চিতিপর্য্যায়শব্দা হি ভিন্নাস্তেনেহ বাদিনাম্ ॥ ৭২ ॥

জীবোমনশ্চ নন্বু বুদ্ধিরহঙ্কৃতিশ্চে

ত্যেবং প্রথামুপগতেয়মনির্ম্মলা চিৎ।

সৈযোচ্যতে জগতি চেতনচিত্তজীব

সংজ্ঞাগণেন কিল নাস্তি বিবাদ এষঃ ॥ ৭৩ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে মনঃসজ্ঞাবিচারোনাম ষণ্ণবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৬ ॥

সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ।

—০—

রাম উবাচ

ব্রহ্মন্ মনস এবেদমন্তশ্চাড়ম্বরং স্থতম্।
যতস্তদেব কর্ম্মেতি বাক্যার্থাদুপলভ্যতে ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

দৃঢ়ভাবোপরক্তেন মনসৈবোররীকৃতম্।
মরুচণ্ডাতপেনেব ভাস্বরাবরণং পুনঃ ॥ ২ ॥
ব্রহ্মাত্মনি জগত্যস্মিন্ মন একাকৃতিং গতম্।
ক্বচিন্নরতয়ারূঢ়ং ক্বচিৎ সুরতয়োত্থিতম্ ॥ ৩ ॥
ক্বচিদ্দৈত্যতয়োল্লাসি ক্বচিদযক্ষতয়োদিতম্।
ক্বচিদ্গন্ধর্ব্বতাং প্রাপ্তং ক্বচিৎ কিন্নররূপি চ ॥ ৪ ॥
নানাচারনভোভাগপুরপত্তনরূপয়া।
মন্যে বিততয়াকৃত্যা মন এব বিজৃম্ভতে ॥ ৫ ॥
এবং স্থিতে শরীরৌঘস্তৃণকাষ্ঠলতোপমঃ।
তদ্বিচারণয়া কোর্থোবিচার্য্যং মন এব নঃ ॥ ৬ ॥
তেনেদং সর্ব্বমাভোগি জগদিত্যাকুলং ততম্।
মন্যে তদ্ব্যতিরেকেণ পরমাত্মৈব শিষ্যতে ॥ ৭ ॥

আত্মা সর্ব্বপদাতীতঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্বসংশ্রয়ঃ।
তৎপ্রসাদেন সংসারে মনোধাবতি বল্গতি ॥ ৮ ॥
মনোমন্যে মনঃ কর্ম্ম তচ্ছরীরেষু কারণম্।
জায়তে ম্রিয়তে তদ্ধি নাত্মনীদৃগ্বিধা গুণাঃ ॥ ৯ ॥
মন এব বিচারেণ মন্যে বিলয়মেষ্যতি।
মনোবিলয়মাত্রেণ ততঃ শ্রেয়োভবিষ্যতি ॥ ১০ ॥
মনোনাম্নি পরিক্ষীণে কর্ম্মণ্যাহিতসম্ভ্রমে।
মুক্ত ইত্যুচ্যতে জন্তুঃ পুনর্নাম ন জায়তে ॥ ১১ ॥

রাম উবাচ।

ভগবন্ ভবতা প্রোক্তা জাতয়স্ত্রিবিধা নৃণাম্।
প্রথমং কারণং তাসাং মনঃ সদসদাত্মকম্ ॥ ১২ ॥
তৎ কথং শুদ্ধচিন্নাম্নস্তত্ত্বাদ্বৃদ্ধিবিবর্জ্জিতাৎ।
উত্থিতং স্ফারতাং যাতং জগচ্চিত্রকরং মনঃ ॥ ১৩ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

আকাশা হি ত্রয়োরাম বিদ্যন্তে বিততান্তরাঃ।
চিত্তাকাশশ্চিদাকাশো ভূতাকাশস্তৃতীয়কঃ ॥ ১৪ ॥
এতে হি সর্ব্বসামান্যাঃ সর্ব্বত্রৈব ব্যবস্থিতাঃ।
শুদ্ধচিত্তত্ত্বশক্ত্যা তু লব্ধসত্তাত্মতাং গতাঃ ॥ ১৫ ॥
সবাহ্যাভ্যন্তরস্থো যঃ সত্তাসত্তাববোধকঃ।
ব্যাপী সমস্তভূতানাং চিদাকাশঃ স উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

সর্ব্বভূতহিতঃ শ্রেষ্ঠো যঃ কালকলনাত্মকঃ।
যেনেদমাততং সর্ব্বং চিত্তাকাশঃ স উচ্যতে ॥ ১৭ ॥
দশদিঙ্মণ্ডলাভোগৈরব্যুচ্ছিন্নবপুর্হি যঃ।
ভূতাত্মাসৌ য আকাশঃ পবনাব্দাদিসংশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥
আকাশচিত্তাকাশৌ দ্বৌ চিদাকাশবলোদ্ভবৌ।
চিৎ কারণং হি সর্ব্বস্য কার্য্যৌঘস্য দিনং যথা ॥ ১৯ ॥
জড়োঽস্মি ন জড়োঽস্মীতি নিশ্চয়োমলিনশ্চিতঃ।
যস্তদেব মনোবিদ্ধি তেনাকাশাদি ভাব্যতে ॥ ২০ ॥
অপ্রবুদ্ধাত্মবিষয়-মাকাশত্রয়কল্পনম্।
কল্প্যতে উপদেশার্থং প্রবুদ্ধবিষয়ং ন তু ॥ ২১ ॥
একমেব পরং ব্রহ্ম সর্ব্বং সর্ব্বাবপূরকম্।
প্রবুদ্ধবিষয়ং নিত্যং কলাকলনবর্জ্জিতম্ ॥ ২২ ॥
দ্বৈতাদ্বৈতসমুদ্ভেদৈর্ব্বাক্যসন্দর্ভগর্ভিতৈঃ।
উপদেশ্যত এবাজ্ঞো ন প্রবুদ্ধঃ কথঞ্চন ॥ ২৩ ॥
যাবদ্রামাপ্রবুদ্ধস্ত্ব-মাকাশত্রয়কল্পনা।
তাবদেবাববোধার্থং ময়া ত্বমুপদিশ্যসে ॥ ২৪ ॥
আকাশচিত্তাকাশাদ্যাশ্চিদাকাশকলঙ্কিতাৎ।
প্রসূতা দাবদহনাৎ যথা মরুমরীচয়ঃ ॥ ২৫ ॥
চিনোতি মলিনং রূপং চিত্ততাং সমুপাগতম্।
ত্রিজগন্তীন্দ্রজালানি রচয়ত্যাকুলাত্মকম্ ॥ ২৬ ॥

চিত্তত্বমস্য মলিনস্য চিদাত্মকস্য
তত্ত্বস্য দৃশ্যত ইদং ননু বোধহীনৈঃ।
শুক্তৌ যথা রজততা ন তু বোধবদ্ভি-
র্মৌর্খ্যেণ বন্ধ ইহ বোধবলেন মোক্ষঃ ॥ ২৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে চিদাকাশমাহাত্ম্যং নাম

সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ ॥৯৭॥

———

অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ।

---*---

বশিষ্ঠ উবাচ।

যতঃ কুতশ্চিদুৎপন্নং চিত্তং যৎকিঞ্চিদেব হি।
নিত্যমাত্মবিমোক্ষায় যোজয়েদযত্নতোনঘ ॥ ১ ॥
সংযোজিতং পরে চিত্তং শুদ্ধং নির্ব্বাসনং ভবেৎ।
ততস্তু কল্পনাশূন্যমাত্মতাং যাতি রাঘব ॥ ২ ॥
চিত্তায়ত্তমিদং সর্ব্বং জগৎ স্থিরচরাত্মকম্।
চিত্তাধীনাবতোরাম বন্ধমোক্ষাবপি স্ফুটম্ ॥ ৩ ॥
অত্রার্থে কথ্যমানং মে চিত্তাখ্যানমনুত্তমম্।
ব্রহ্মণা যৎ পুরা প্রোক্তং শৃণু রামাতিযত্নতঃ ॥ ৪ ॥
অস্তি রামাটবী স্ফারা শূন্যা শান্তাতিভীষণা।
যোজনানাং শতং যস্যাং লক্ষ্যতে কণমাত্রকম্ ॥ ৫ ॥
তস্যামেকো হি পুরুষঃ সহস্রকরলোচনঃ।
পর্য্যাকুলমতির্ভীমঃ সংস্থিতোবিততাকৃতিঃ ॥ ৬ ॥
স সহস্রেণ বাহূনামাদায় পরিঘান্ বহূন্।
প্রহরত্যাত্মনঃ পৃষ্টে স্বাত্মনৈব পলায়তে ॥ ৭ ॥
দৃঢ়প্রহারৈঃ প্রহরন্ স্বয়মেবাত্মনাত্মনি।
প্রবিদ্রবতি ভীতাত্মা স যোজনশতান্যপি ॥ ৮ ॥

ক্রন্দন্ পলায়মানোসৌ গত্বা দূরমিতস্ততঃ।
শ্রমবান্ বিবশাকারো বিশীর্ণচরণাঙ্গকঃ ॥ ৯ ॥
পতিতোবশ এবাশু মহত্যন্ধোন্ধকূপকে।
কৃষ্ণরাত্রিতমোভীমে নভোগম্ভীরকোটরে ॥ ১০ ॥
ততঃ কালেন বহুনা সোন্ধকূপাৎ সমুত্থিতঃ।
পুনঃ প্রহারৈঃ প্রহরন্ বিদ্রবত্যাত্মনাত্মনঃ ॥ ১১ ॥
পুনর্দ্দূরতরং গত্বা করঞ্জবনগুল্মকম্।
প্রবিষ্টঃ কণ্টকব্যাপ্তং শলভঃ পাবকং যথা ॥ ১২ ॥
তস্মাৎ করঞ্জগহনাদ্বিনিঃসৃত্য ক্ষণাদিব।
পুনঃ প্রহারৈঃ প্রহরন্ বিদ্রবত্যাত্মনাত্মনঃ ॥ ১৩ ॥
পুনর্দ্দূরতরং গত্বা শশাঙ্ককরশীতলম্।
কদলীকাননং কান্তং সম্প্রবিষ্টোহসন্নিব ॥ ১৪ ॥
কদলীখণ্ডকাৎ তস্মাৎ বিনিঃসৃত্য ক্ষণাৎ পুনঃ।
স্বয়ং প্রহারৈঃ প্রহরন্ বিদ্রবত্যাত্মনাত্মনি ॥ ১৫ ॥
পুনর্দ্দূরতরং গত্বা তমেবান্ধোন্ধকূপকম্।
স সম্প্রবিষ্টস্ত্বরয়া বিশীর্ণাবয়বাকৃতিঃ ॥ ১৬ ॥
অন্ধকূপাৎ সমুত্থায় প্রবিষ্টঃ কদলীবনম্।
কদলীকাননাচ্ছ্বভ্রং করঞ্জবনগুল্মকম্ ॥ ১৭ ॥
করঞ্জকাননাৎ কূপং কূপাদ্রম্ভাবনান্তরম্।
প্রবিশন্ প্রহরংশ্চৈব স্বয়মাত্মনি সংস্থিতঃ ॥ ১৮ ॥

এবংরূপনিজাচারঃ সোৰলোক্য চিরং ময়া ।
অবষ্টভ্য বলাদেব মুহূর্ত্তং রোধিতঃ পথি ॥ ১৯ ॥
পৃষ্টঃ স কস্ত্বং কিমিদং কেনার্থেন করোষি বা ।
কিং নামাঽভিমতং তেত্র কিং মুধা পরিমুহ্যসি ॥ ২০ ॥
ইতি পৃষ্টেন কথিতং তেন মে রঘুনন্দন ।
নাহং কশ্চিন্ন চৈবেদং মুনে কিঞ্চিৎ করোম্যহম্ ॥২১॥
ত্বয়াহমবভগ্নোস্মি ত্বং মে শত্রুরহো বত ।
ত্বয়া দৃষ্টোস্মি নষ্টোস্মি দুঃখায় চ সুখায় চ ॥ ২২ ॥
ইত্যুক্ত্বা বিক্লবান্যঙ্গান্যালোক্য স্বান্যতুষ্টিমান্ ।
রুরোদাতিরবং দীনো মেঘোবর্ষন্নিবাটবীম্ ॥ ২৩ ॥
ক্ষণমাত্রেণ তত্রাসাবুপসংহৃত্য রোদনম্ ।
স্বান্যঙ্গানি সমালোক্য জহাস চ ননাদ চ ॥ ২৪ ॥
অথাট্টহাসপর্য্যন্তে স পুমান্ পুরতোমম ।
ক্রমেণ তানি তত্যাজ স্বান্যঙ্গানি সমন্ততঃ ॥ ২৫ ॥
প্রথমং পতিতং তস্য শিরঃ পরমদারুণম্ ।
ততস্তে বাহবঃ পশ্চাৎ বক্ষস্তদনু চোদরম্ ॥ ২৬ ॥
অথ ক্ষণেন স পুমাংস্তান্যঙ্গানি যথাক্রমম্ ।
সন্ত্যজ্য নিয়তেঃ শক্ত্যা ক্বাপি গন্তুমুপস্থিতঃ ॥ ২৭ ॥
দৃষ্টবানহমেকান্তে পুনরন্যং তথা নরম্ ।
সোপি প্রহারাৎ পরিতঃ প্রযচ্ছন্ স্বয়মাত্মনি ॥২৮॥

বাহুভিঃ পীবরাকারৈঃ স্বয়মেব পলায়তে।
কূপে পততি কূপাত্তু সমুত্থায়াভিধাবতি ॥ ২৯ ॥
পুনঃ পততি কুণ্ডেন্তঃ পুনরার্ত্তঃ পলায়তে ॥
পুনঃ প্রবিশতি শ্বভ্রং ক্ষণং শিশিরকাননম্ ॥ ৩০ ॥
কষ্টে পুনঃ পুনস্তুষ্টঃ পুনঃ প্রহরতি স্বয়ম্।
এবম্প্রায়নিজাচারশ্চিরমালোক্য সস্ময়ম্ ॥ ৩১ ॥
স ময়া সমবষ্টভ্য পরিপৃষ্টস্তথৈব হি।
তেনৈবাসৌ ক্রমেণাদ্য রুদিত্বা সম্প্রহস্য চ ॥ ৩২ ॥
অঙ্গৈর্ব্বিশীর্ণতামেত্য যথাবলমলক্ষ্যতাম্।
বিচার্য্য নিয়তেঃ শক্তিং ততোগন্তুমুপস্থিতঃ ॥ ৩৩ ॥
দৃষ্টবানহমেকান্তে পুনরন্যং তথা নরম্।
প্রহরংস্তদ্বদেবাসৌ স্বয়মেব পলায়তে ॥ ৩৪ ॥
পলায়মানঃ পতিতোমহত্যন্ধেন্ধকূপকে।
তত্রাহং সুচিরং কালমবসং তৎপ্রতীক্ষকঃ ॥ ৩৫ ॥
যাবৎ স সুচিরেণাপি কূপান্নাভ্যুদিতঃ শঠঃ।
অথাহমুত্থিতোগন্তুং দৃষ্টবান্ পুরুষং পুনঃ ॥ ৩৬ ॥
তাদৃশং তাদৃশাকারং প্রপতন্তং তথৈব চ ॥
অবষ্টভ্য তথৈবাশু তস্য প্রোক্তং পুনর্ম্ময়া ॥ ৩৭ ॥
তথৈবোৎপলপত্রাক্ষ নাসৌ তদববুদ্ধবান্।
কেবলং মামসৌ মূঢ়ো নৈব জানাসি কিঞ্চন ॥ ৩৮ ॥

আঃ পাপ দুর্দ্ধিজেত্যুক্ত্বা স্বব্যাপারপরোযযৌ।
অথ তস্মিন্ মহারণ্যে তথা বিহরতা ময়া ॥ ৩৯ ॥
বহবস্তাদৃশা দৃষ্টাঃ পুরুষা দোষকারিণঃ।
মৎপৃষ্টাঃ কেচিদায়ান্তি স্বপ্নসন্ত্রমবচ্ছমম্ ॥ ৪০ ॥
মদুক্তং নাভিনন্দন্তি কেচিচ্ছবতনুং যথা।
বিনিপত্যান্ধকূপেভ্যঃ কেচিৎ তৎপ্রোত্থিতাঃ পুনঃ ॥৪১॥
কদলীখণ্ডকাৎ কেচিচ্চিরেণাপি ন নির্গতাঃ।
কেচিদন্তর্হিতাঃ স্ফারে করঞ্জবনগুল্মকে ॥ ৪২ ॥
ন ক্বচিৎ স্থিতিমায়ান্তি কেচিদ্ধর্ম্মপরায়ণাঃ।
এবন্বিধা সা বিততা রঘূদ্বহ মহাটবী ॥ ৪৩ ॥
অদ্যাপি বিদ্যতে যস্যামিত্থং তে পুরুষাঃ স্থিতাঃ।
সা চ দৃষ্টা ত্বয়া রাম ত্বয়েহ ব্যবহারিণী।
বাল্যাত্তু বুদ্ধিতত্ত্বস্য ন তাং স্মরসি রাঘব ॥ ৪৪ ॥

সা ভীষণা বিবিধকণ্টকসংকটাঙ্গী
ঘোরাটবী ঘনতমোগহনাপি লোকে ॥
আগত্য নির্ব্বৃতিমলব্ধপরাববোধৈ
রাসেব্যতে কুসুমগুল্মকবাটিকেব ॥ ৪৫ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে চিত্তোপাখ্যানং নাম
অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ ॥৯৮॥

—০—

একোনশততমঃ সর্গঃ ।

—০—

রাম উবাচ।

কাসৌ মহাটবী ব্রহ্মন্ কদা দৃষ্টা কথং ময়া ।
কে চ তে পুরুষাস্তত্র কিং তৎ কর্ত্তুং কৃতোদ্যমাঃ॥১॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

রঘুনাথ মহাবাহো শৃণু বক্ষ্যামি তেখিলম্ ।
ন সা মহাটবী রাম দূরে নৈব চ তে নরাঃ ॥ ২ ॥
যেয়ং সংসারপদবী গম্ভীরা পারকোটরা ।
তাং তাং শূন্যাং বিকারাঢ্যাং বিদ্ধি রাম মহাটবীম্ ॥৩॥
বিচারালোকলভ্যেয়ং যদেকেনৈব বস্তুনা ।
পূর্ণা নান্যেন সংযুক্তা কেবলেব তদৈব সা ॥ ৪ ॥
তত্র যে তে মহাকারাঃ পুরুষাঃ প্রভ্রমন্তি হি ।
মনাংসি তানি বিদ্ধি ত্বং দুঃখে নিপতিতান্যলম্ ॥৫॥
দ্রষ্টা যোয়মহং তেষাং স বিবেকোমহামতে।
বিবেকেন ময়া তানি দৃষ্টান্যন্যেন নানঘ ॥৬॥
ময়া তান্যেব বোধ্যন্তে বিবেকেন মনাংসি হি।
সততং সুপ্রকাশেন কমলানীব ভানুনা ৭ ॥

মৎপ্রবোধং সমাসাদ্য মৎপ্রসাদান্মহামতে।
মনাংসি কানি চিত্তানি গতান্যুপশমাৎ পরম্ ॥৮॥
কানিচিন্নাভিনন্দন্তি মাং বিবেকং বিমোহতঃ।
মত্তিরস্কারবশতঃ কূপেষ্বেব পতন্ত্যধঃ ॥ ৯॥
যে তেন্ধকূপা গহনা নরকাস্তে রঘূদ্বহ।
কদলীকাননং যানি সম্প্রবিষ্টানি তানি তু ॥ ১০ ॥
স্বর্গৈকরসিকানি ত্বং মনাংসি জ্ঞাতুমর্হসি।
প্রবিষ্টান্যন্ধকূপান্তনির্গতানি ন যানি তু ॥ ১১ ॥
মহাপাতকযুক্তানি তানি চিত্তানি রাঘব।
কদলীকাননস্থানি নির্গতানি ন যানি তু ॥ ১২ ॥
পুণ্যসম্ভারযুক্তানি তানি চিত্তানি রাঘব।
করঞ্জবনজাতানি নির্গতানি ন যানি তু ॥ ১৩
তানি মানুষ্যজাতানি চিত্তানি রঘুনন্দন।
কানিচিৎ সম্প্রবুদ্ধানি তত্র মুক্তানি বন্ধনাৎ ॥ ১৪ ॥
কানিচিৎ বহুরূপাণি যোনের্যোনিং বিশন্তি হি।
মনাংসি তানি তিষ্ঠন্তি নিপতন্ত্যুৎপতন্তি চ ॥১৫॥
যত্তৎ করঞ্জগহনং তৎ কলত্ররসং বিদুঃ।
দুঃখকণ্টকসম্বাধং মানুষ্যং বিবিধৈষণম্ ॥১৬॥
করঞ্জগহনং যানি প্রবিষ্টানি মনাংসি তু।
মানুষ্যে তানি জাতানি তত্রৈব রসিকানি চ ॥ ১৭॥

কদলীকাননং যৎ তৎ শশাঙ্ককরশীতলম্।
তন্মনোহ্লাদনকরং স্বর্গং বিদ্ধি রঘূদ্বহ ॥ ১৮ ॥
কানিচিৎ পুণ্যভূতেন তপসা ধারণাত্মনা।
ধারয়ন্তি শরীরাণি সংস্থিতান্যুদিতান্যপি ॥ ১৯ ॥
যৈরহং পুম্ভিরবুধৈর্ব্বুদ্ধিচিত্তিতিরস্কৃতঃ।
তৈর্ম্মনোভিরনাত্মজ্ঞৈঃ স্ববিবেকস্তিরস্কৃতঃ ॥ ২০ ॥
ত্বয়া দৃষ্টোবিনষ্টোঽস্মি ত্বং মে শত্রুরিতি রুতম্।
যদুক্তং তদ্ধি চিত্তেন গলতা পরিদেবিতম্ ॥ ২১ ॥
রুদিতং যন্মহাক্রন্দং পুংসা বহ্বাশু রাঘব।
তদ্ভোগজালং ত্যজতা মনসা রোদনং কৃতম্ ॥ ২২ ॥
অর্দ্ধপ্রাপ্তবিবেকস্য ন প্রাপ্তস্যামলং পদম্।
চেতসস্ত্যজতোভোগাৎ পরিতাপোভৃশং ভবেৎ ॥২৩॥
রুদতাঙ্গানি দৃষ্টানি কারুণ্যেনাববোধিনা।
কষ্টমেতানি সন্ত্যজ্য কিং প্রয়ামীতি চেতসা ॥ ২৪ ॥
অর্দ্ধপ্রাপ্তবিবেকস্য ন প্রাপ্তস্যামলং পদম্।
চেতসস্ত্যজতোঙ্গানি পরিতাপোহি বর্দ্ধতে ॥ ২৫ ॥
হসিতং তু যদানন্দি পুংসামদববোধতঃ।
পরিপ্রাপ্তবিবেকেন তত্তুষ্টং রাম চেতসা ॥ ২৬ ॥
পরিপ্রাপ্তবিবেকস্য ত্যক্তসংসারসংস্থিতেঃ
চেতসস্ত্যজতোরূপমানন্দোহি বিবর্দ্ধতে ॥ ২৭ ॥

হসতাঙ্গানি দৃষ্টানি পুংসা যান্যুপহাসতঃ।
তানি দৃষ্টানি মনসা বিপ্রলম্ভপদানি হ॥ ২৮॥
মিথ্যাবিকল্পরচিতৈর্ব্বিপ্রলব্ধমহোচিরম্।
ইত্যঙ্গান্যুপহাসেন দৃষ্টানি স্বানি চেতসা॥ ২৯॥
মনঃ প্রাপ্তবিবেকং হি বিশ্রান্তং বিততে পদে।
প্রাক্তনাদীনতাধারং হসন্ পশ্যতি দূরতঃ॥ ৩০॥
যদসৌ সমবষ্টভ্য ময়া পৃষ্টঃ প্রযত্নতঃ।
তদ্বিবেকোবলাচ্চিত্তমাদত্ত ইতি দর্শিতম্॥ ৩১॥
যদঙ্গানি বিশীর্ণানি গতান্যন্তর্দ্ধিমগ্রতঃ।
তচ্চিত্তেন বিনার্থাশা শাম্যতীতি প্রদর্শিতম্॥ ৩২॥
সহস্রনেত্রহস্তত্বং যৎ পুংসঃ পরিবর্ণিতম্।
তদনন্তাকৃতিত্বং হি চেতসঃ পরিদর্শিতম্॥ ৩৩॥
যদাত্মনি প্রহারৌঘৈঃ পুমান্ প্রহরতি স্বয়ম্।
তত্তৎকুকল্পনাঘাতৈঃ প্রহরত্যাত্মনোমনঃ॥ ৩৪॥
পলায়তে যৎ পুরুষঃ স্বাত্মনঃ প্রহরন্ স্বয়ম্।
স্ববাসনাপ্রহারেভ্যস্তন্মনঃ প্রপলায়তে॥ ৩৫॥
স্বয়ং প্রহর তিস্বান্তং স্বয়মেব স্বয়েচ্ছয়া।
পলায়তে স্বয়ং চৈব পশ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিতম্॥ ৩৬॥
স্ববাসনোপতপ্তানি সর্ব্বাণ্যেব মনাংসি হি।
স্বয়মেব পলায়ন্তে গন্তুং যুক্তানি তৎ পদম্॥ ৩৭॥

যদিদং বিততং দুঃখং তত্তনোতি স্বয়ং মনঃ।
স্বয়মেবাতিখিন্নস্তু পুনস্তস্মাৎ পলায়তে॥ ৩৮॥
সঙ্কল্পবাসনাজালৈঃ স্বয়মায়াতিবন্ধনম্।
মনোলালাময়ৈর্জ্জালৈঃ কোশকারক্রিমির্যথা॥ ৩৯॥
যথানর্থমবাপ্নোতি তথা ক্রীড়তি চঞ্চলম্।
ভাবিদুঃখমপশ্যৎ স্বং দুর্লীলাভিরিবার্ভকঃ॥ ৪০॥
অপশ্যৎ কাষ্ঠরন্ধ্রস্থবৃষণাক্রমণং যথা।
কীলোৎপাটী কপির্দুঃখমেতীদং হি তথা মনঃ॥ ৪১॥
চিরপালনয়া চৈব চিরভাবনয়া তথা।
অভ্যাসাত্তুচ্ছতামেত্য ন ভূয়ঃ পরিশোচতি॥ ৪২॥
মনঃ প্রমাদাদ্বর্দ্ধন্তে দুঃখানি গিরিকূটবৎ।
তদ্বশাদেব নশ্যন্তি সূর্য্যস্যাগ্রে হিমং যথা॥ ৪৩॥
যাবজ্জীবমনিন্দ্যয়া চ রমতে শাস্ত্রার্থসঞ্জাতয়া
তুল্যং বাসনয়া মনোহি মুনিবন্মৌনেন রাগাদিষু।
পশ্চাৎ পাবনপাবনং পদমজং তৎ প্রাপ্য তচ্ছীতলং
তৎসংস্থেন ন শোচ্যতে পুনরলং
পুংসা মহাপৎস্বপি॥ ৪৪॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে চিত্তোপাখ্যানং নামৈ-
কোনশততমঃ সর্গঃ॥৯৯॥

চিত্তোপাখ্যানং সম্পূর্ণম্

———

শততমঃ সর্গঃ।

—০—

বশিষ্ঠ উবাচ।

চিত্তমেতদুপায়াতং ব্রহ্মণঃ পরমাৎ পদাৎ।
অতন্ময়ং তন্ময়ঞ্চ তরঙ্গঃ সাগরাদিব॥ ১॥
প্রবুদ্ধানাং মনোরাম ব্রহ্মৈবেহ হি নেতরৎ।
জলসামান্যবুদ্ধীনামব্ধের্নান্যস্তরঙ্গকঃ॥ ২।
মনোরামাপ্রবুদ্ধানাং সংসারভ্রমকারণম্।
অপশ্যতোম্বুসামান্যমন্যতাম্বুতরঙ্গয়োঃ॥ ৩॥
অপ্রবুদ্ধদৃশাং পক্ষে তৎ প্রবোধায় কেবলম্।
বাচ্যবাচকসম্বন্ধকৃতোভেদঃ প্রকল্প্যতে॥ ৪॥
সর্ব্বশক্তিপরং ব্রহ্ম নিত্যমাপূর্ণমব্যয়ম্।
ন তদস্তি ন তস্মিন্ যৎ বিদ্যতে বিততাত্মনি॥৫॥
সর্ব্বশক্তির্হি ভগবান্ যৈব তস্মৈ হি রোচতে।
শক্তিস্তামেব বিততাং প্রকাশয়তি সর্ব্বগঃ॥ ৬॥
চিচ্ছক্তির্ব্রহ্মণোরাম শরীরেষ্বভিদৃশ্যতে।
স্পন্দশক্তিশ্চ বাতেষু জড়শক্তিস্তথোপলে॥ ৭॥
দ্রবশক্তিস্তথাম্ভঃসু তেজঃশক্তিস্তথানলে।
শূন্যশক্তিস্তথাকাশে ভাবশক্তির্ভবস্থিতৌ॥ ৮॥

ব্রহ্মণঃ সর্ব্বশক্তির্হি দৃশ্যতে দশদিগ্‌গতা।
নাশশক্তির্ব্বিনাশেষু শোকশক্তিশ্চ শোকিষু॥ ৯॥
আনন্দশক্তির্ম্মুদিতে বীর্য্যশক্তিস্তথা ভটে।
সর্গেষু সর্গশক্তিশ্চ কল্পান্তে সর্ব্বশক্তিতা॥ ১০॥
ফলপুষ্পলতাপত্রশাখাবিটপমূলবান্
বৃক্ষবীজে যথা বৃক্ষস্তথেদং ব্রহ্মণি স্থিতম্॥ ১১॥
প্রতিভাসবশাদেব মধ্যস্থং চিত্তজাড্যয়োঃ।
জীবেতরাভিধং চিত্তমন্তর্ব্রহ্মণি দৃশ্যতে॥ ১২॥
নানাতরুলতাগুল্ম জালপল্লবশালয়ঃ।
নির্ব্বিকল্পকচিন্মাত্রং নানানির্জ্জাতকল্পনা॥ ১৩॥
ব্রহ্মৈবেদমহং তৎ ত্বং জগৎ পশ্যাত্ম রাঘব।
স আত্মা সর্ব্বগোনাম নিত্যোদিতমহাবপুঃ॥ ১৪॥
যন্মনাঙ্মননীং শক্তিং ধত্তে তন্মন উচ্যতে।
পিচ্ছভ্রান্তির্যথাব্যোম্নি পয়স্যাবর্ত্তধীর্যথা॥ ১৫॥
প্রতিভাসকলামাত্রং মনোজীবস্তথাত্মনি।
যদেতন্মনসোরূপমুদিতং মননাত্মকম্॥ ১৬॥
ব্রাহ্মী শক্তিরসৌ তস্মাৎ ব্রহ্মৈব তদরিন্দম।
ইদং তদহমিত্যেব বিভাগঃ প্রতিভাসজঃ॥ ১৭॥
মনসোব্রহ্মণোন্তর্চ্চ মোহে পরমকারণম্।
যদযচ্চৈতন্মনস্যেব কিঞ্চিৎ সদসদাত্মকম্॥ ১৮॥

ব্যাশব্দিতং সর্ব্বশক্তেস্তাং শক্তিং ব্রহ্মতাং বিদুঃ।
মনঃ সত্তাত্মকং নাম যথৈতন্মনসি স্থিতম্ ॥ ১৯ ॥
যথর্ত্তোঃ শক্তয়স্তদ্বজ্জীবেহা ব্রহ্মণি স্থিতাঃ।
ব্যাপ্তসর্ব্বর্ত্তুকুসুমা ক্ষ্মাদেশবিধিভেদতঃ ॥ ২০ ॥
যথা দধাতি পুষ্পাণি তথা চিত্তানি লোককৃৎ।
ক্বচিৎ ক্বচিৎ কদাচিদ্ধি তস্মাদায়ান্তি শক্তয়ঃ ॥ ২১ ॥
দেশকালাদিবৈচিত্র্যাৎ ক্ষ্মাতলাদিব শালয়ঃ।
ন জাতং প্রতিভাসেন তেনৈবান্যেন পশ্যতি ॥ ২২ ॥
প্রতিযোগিব্যবচ্ছেদসংখ্যারূপাদয়শ্চ যে।
মনঃশব্দৈঃ প্রকল্প্যন্তে ব্রহ্মজান্ ব্রহ্ম বিদ্ধি তান্ ॥২৩॥
যথা যথাস্য মনসঃ প্রতিভাসঃ প্রবর্ত্ততে।
তথা তথৈব ভবতি দৃষ্টান্তোত্র কিলৈন্দবাঃ ॥ ২৪ ॥
স্বয়মক্ষুব্ধবিমলে যথা স্পন্দোমহাম্ভসি।
সংসারকারণং জীবস্তথায়ং পরমাত্মনি ॥ ২৫ ॥
জ্ঞস্য সর্ব্বশ্চিতং রাম ব্রহ্মৈবাবর্ত্ততে সদা।
কল্লোলোর্ম্মিতরঙ্গৌঘৈরব্ধের্জ্জলমিবাত্মনি ॥ ২৬ ॥
দ্বিতীয়া নাস্তি সর্ব্বৈকা নামরূপক্রিয়াত্মিকা।
পরে নানাতরঙ্গেঽব্ধৌ কল্পনেব জলেতরা ॥ ২৭ ॥
জায়তে নশ্যতি তথা যদিদং যাতি তিষ্ঠতি।
তদিদং ব্রহ্মণি ব্রহ্ম ব্রহ্মণা চ বিবর্ত্ততে ॥ ২৮ ॥

স্বাত্মন্যেবাতপস্তীব্রো মৃগতৃষ্ণিকয়া যথা।
বিচিত্রেণ বিচিত্রোপি প্রস্ফূরত্যাত্মনা তথা ॥ ২৯ ॥
করণং কর্ম্ম কর্ত্তা চ জননং মরণং স্থিতিঃ।
সর্ব্বং ব্রহ্মৈব ন হ্যস্তি তদ্বিনা কল্পনেতরা ॥ ৩০ ॥
ন লোভোস্তি ন মোহোস্তি ন তৃষ্ণাস্তি ন রঞ্জনা।
ক আত্মন্যাত্মনোলোভস্তৃষ্ণা মোহোর্থ বা কুতঃ ॥৩১॥
আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বমাত্মৈব কলনাক্রমঃ।
হেমাঙ্গদতয়েবায়মাত্মোদেতি মনস্তয়া ॥ ৩২ ॥
অবুদ্ধং যৎ পরং ধাম তচ্চিত্তং জীব উচ্যতে।
অপরিজ্ঞাত এবাশু বন্ধুরায়াত্যবন্ধুতাম্ ॥ ৩৩ ॥
চিন্ময়েনাত্মনাজ্ঞেন স্বসঙ্কল্পনয়া স্বয়ম্।
শূন্যতা গগনেনেব জীবতা প্রকটীকৃতা ॥ ৩৪ ॥
আত্মৈবানাত্মবদিহ জীবোজগতি রাজতে।
দ্বীন্দুত্বমিব দুর্দ্দৃষ্টেঃ সচ্চাসচ্চ সমুত্থিতম্ ॥ ৩৫ ॥
মোহার্থশব্দার্থদৃশোরেতয়োবত্যসম্ভবাৎ।
সত্যত্বাদাত্মনশ্চৈব ক্বাত্মা বদ্ধঃ ক্ব মুচ্যতে ॥ ৩৬ ॥
নিত্যাসম্ভববন্ধস্য বদ্ধোস্মীতি কুকল্পনা।
যস্য কাল্পনিকস্তস্য মোক্ষোমিথ্যা ন তত্ত্বতঃ ॥ ৩৭ ॥

রাম উবাচ।

মনোয়ং নিশ্চয়ং যাতি তত্তদ্ভবতি নান্যথা।
তেন কাল্পনিকোনাস্তি বন্ধঃ কথমিহ প্রভো ॥ ৩৮ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

মিথ্যাকাল্পনিকীবেয়ং মূর্খাণাং বন্ধকল্পনা।
মিথ্যৈবাভ্যুদিতা তেষামিতরা মোক্ষকল্পনা ॥ ৩৯ ॥
এবমজ্ঞানকাদেব বন্ধমোক্ষদৃশোঽস্মৃতেঃ।
বস্তুতস্তু ন বন্ধোঽস্তি ন মোক্ষোঽস্তি মহামতে ॥ ৪০ ॥
কল্পনায়া অবস্তুত্বং সম্প্রবুদ্ধমতিং প্রতি।
রজ্জ্বহেরিব হে প্রাজ্ঞ তত্ত্ববুদ্ধমতিং প্রতি ॥ ৪১ ॥
বন্ধমোক্ষাদিসংমোহো ন প্রাজ্ঞস্যাস্তি কশ্চন।
সংমোহবন্ধমোক্ষাদি হ্যজ্ঞস্যৈবাস্তি রাঘব ॥ ৪২ ॥
আদৌ মনস্তদনুবন্ধবিমোক্ষদৃষ্টিঃ
পশ্চাৎ প্রপঞ্চরচনা ভুবনাভিধানা।
ইত্যাদিকা স্থিতিরিয়ং হি গতা প্রতিষ্ঠা
মাখ্যায়িকা সুভগ বালজনোদিতেব ॥ ৪৩ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে চিত্তচিকিৎসাপূর্ব্বকং চিত্তোৎপত্তিবর্ণনং নাম শততমঃ সর্গঃ ॥ ১০০ ॥

একাধিকশততমঃ সর্গঃ।

—-০—-

রাম উবাচ।

কিমুচ্যতে মুনিশ্রেষ্ঠ বালকাখ্যায়িকাক্রমঃ।
ক্রমেণ কথয়ৈতন্মে মনোবর্ণনকারণম্ ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

কোপি মুগ্ধমতির্ব্বালো ধাত্রীং পৃচ্ছতি রাঘব।
কাঞ্চিদ্বিনোদিনীং ধাত্রি বর্ণয়াখ্যায়িকামিতি ॥ ২ ॥
সা বালস্য বিনোদায় ধাত্রী তস্য মহামতে।
আখ্যায়িকাং কথয়তি প্রসন্নমধুরাক্ষরাম্ ॥ ৩ ॥
ক্বচিৎ সন্তি মহাত্মানো রাজপুত্রাস্ত্রয়ঃ শুভাঃ।
ধার্ম্মিকাঃ শৌর্য্যমুদিতা অত্যন্তাসতি পত্তনে ॥ ৪ ॥
বিস্তীর্ণে শূন্যনগরে ব্যোম্নীব জলতারকাঃ।
দ্বৌ ন জাতৌ তথৈকস্তু গর্ভ এব ন সংস্থিতঃ ॥ ৫ ॥
অথাত্যুত্তমলাভার্থং কদাচিৎ সমবায়তঃ।
বিবন্ধবঃ খিন্নমুখাঃ শোকোপহতচেতসঃ ॥ ৬ ॥
তে তস্মাচ্ছূন্যনগরান্নির্গতা বিততাননাঃ।
গগনাদিব সংশ্লিষ্টা বুধশুক্রশনৈশ্চরাঃ ॥ ৭ ॥

শিরীষসুকুমারাঙ্গাঃ পৃষ্ঠতোর্কেন তাপিতাঃ।
মার্গেহনি গতা গ্রীষ্মতাপার্ত্তাঃ পল্লবা ইব ॥ ৮ ॥
সন্তপ্তমার্গসিকতা দগ্ধপাদসরোরুহাঃ।
হা তাত চেতি শোচন্তো মৃগা যূথচ্যুতা ইব ॥ ৯ ॥
দর্ভাগ্রভিন্নচরণাস্তাপখিন্নাঙ্গসন্ধয়ঃ।
উল্লঙ্ঘ্য দূরমধ্বানং ধূলিধূসরমূর্ত্তয়ঃ ॥ ১০ ॥
মঞ্জরীজালজটিলং ফলপল্লবমালিতম্।
মৃগপক্ষিগণাধারং প্রাপুর্ম্মার্গে তরুত্রয়ম্ ॥ ১১ ॥
যস্মিন্ বৃক্ষত্রয়ে বৃক্ষৌ দ্বৌ ন জাতৌ মনাগপি।
বীজমেব তৃতীয়স্য স্বারোহস্য ন বিদ্যতে ॥ ১২ ॥
বিশ্রান্তাস্তে পরিশ্রান্তাস্তত্রৈকস্য তরোরধঃ।
পারিজাততলে স্বর্গে শক্রানিলযমা ইব ॥ ১৩ ॥
ফলান্যমৃতকল্পানি ভুক্ত্বা পীত্বা চ তদ্রসম্।
কৃত্বা গুলূচ্ছকৈর্ম্মালাং চিরং বিশ্রম্য তে যযুঃ ॥ ১৪ ॥
পুনর্দূরতরং গত্বা মধ্যাহ্নে সমুপস্থিতে।
সরিত্ত্রিতয়মাসেদুস্তরঙ্গতরলারবম্ ॥ ১৫ ॥
তত্রৈকা পরিশুষ্কৈব মনাগপ্যম্বু ন দ্বয়োঃ।
বিদ্যতে সরিতোর্দৃষ্টিরন্ধলোচনয়োরিব ॥ ১৬ ॥
পরিশুষ্কা ভৃশং যাসৌ তস্যান্তে সস্নুরাদৃতাঃ।
ঘর্ম্মার্ত্তা ইব গঙ্গায়াং ব্রহ্মবিষ্ণুহরা ইব ॥ ১৭ ॥

চিরং কৃত্বা জলক্রীড়াং পীত্বা ক্ষীরোপমং পয়ঃ।
জগ্মূস্তে রাজতনয়াঃ প্রহৃষ্টমনসঃ স্বয়ম্ ॥ ১৮ ॥
অথাসেদুর্দ্দিনস্যান্তে লম্বমানে দিবাকরে।
ভবিষ্যন্নবনির্ম্মাণং নগরং নগসন্নিভম্ ॥ ১৯ ॥
পতাকাপদ্মিনীব্যাপ্তং নীলাকাশজলাশয়ম্।
দূরশ্রুতসমুল্লাপগায়ন্নাগরমণ্ডলম্ ॥ ২০ ॥
দদৃশুস্তত্র রম্যাণি ত্রীণি সদ্ভবনানি তে।
মণিকাঞ্চনগেহানি শৃঙ্গাণীব মহাগিরেঃ ॥ ২১ ॥
অনির্ম্মিতে দ্বে সদনে একং নির্ভিত্তি তত্র বৈ।
অভিত্তিমন্দিরং চারু প্রবিষ্টাস্তে নরাস্ত্রয়ঃ ॥ ২২ ॥
সম্প্রবিশ্যোপবিশ্যাশু বিহরন্তোবরাননাঃ।
প্রাপুঃ স্থালীত্রয়ং তত্র তপ্তকাঞ্চনকল্পিতম্ ॥ ২৩ ॥
তত্র কর্পরতাং যাতে দ্বে একা চূর্ণতাং গতা।
জগৃহুশ্চূর্ণরূপাং তাং স্থালী তে দীর্ঘবুদ্ধয়ঃ ॥ ২৪ ॥
দ্রোণৈর্নবনবত্যা তৈস্তস্যাং দ্রোণেন চান্ধসঃ।
তত্র দ্রোণশতং হীনং রন্ধিতং বহুভোজিভিঃ ॥ ২৫ ॥
নিমন্ত্রিতাস্ত্রয়স্তৈস্তু ব্রাহ্মণা রাজসূনুভিঃ।
দ্বৌ নির্দ্দেহাবথৈকস্য মুখমেব ন বিদ্যতে ॥ ২৬ ॥
নির্ম্মুখেনান্ধসস্তত্র ভুক্তং দ্রোণশতং সুত।
বিপ্রভুক্তাবশেষন্তু ভুক্তমন্ধোনৃপাত্মজৈঃ ॥ ২৭ ॥

ত্রিভিস্তে রাজপুত্রাশ্চ পরাং নির্ব্বৃতিমাগতাঃ।
ভবিষ্যন্নগরে তস্মিন্ রাজপুত্রাস্ত্রয়োহি তে।
সুখমদ্য স্থিতাঃ পুত্র মৃগয়া ব্যবহারিণঃ॥ ২৮॥
আখ্যায়িকৈষা কথিতা ময়া রম্যা তবানঘ।
এতাং হৃদি কুরু প্রাজ্ঞ বিদগ্ধস্ত্বং ভবিষ্যসি॥ ২৯॥
ধাত্র্যেতি কথিতা রাম বালকাখ্যায়িকা শুভা।
তুষ্টিং জগাম বালশ্চ শুভাখ্যায়িকয়ানয়া॥ ৩০॥
এষা হি কথিতা রাম চিত্তাখ্যানকথাং প্রতি।
বালকাখ্যায়িকা তুভ্যং ময়া কমললোচন॥ ৩১॥
ইয়ং সংসাররচনা স্থিতিমেবমুপাগতা।
বালকাখ্যায়িকেবোগ্রৈঃ সঙ্কল্পৈর্দ্দৃঢ়কল্পিতৈঃ॥ ৩২॥
বিকল্পজালকৈবেয়ং প্রতিভাসাত্মিকানঘ।
বন্ধমোক্ষাদিকলনা রূপেণ পরিজৃম্ভতে॥ ৩৩॥
সঙ্কল্পমাত্রাদিতরদ্বিদ্যতে নেহ কিঞ্চন।
সঙ্কল্পবশতঃ কিঞ্চিন্ন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদেব বা॥ ৩৪॥
দ্যৌঃ ক্ষমা বায়ুরাকাশং পর্ব্বতাঃ পরিতোদিশঃ।
সঙ্কল্পকচিতং সর্ব্বমেবং স্বপ্নপ্রদাত্মনঃ॥ ৩৫॥
রাজপুত্রাস্ত্রয়োনদ্যোভবিষ্যন্নগরে যথা।
যথা সঙ্কল্পরচনা তথেয়ং হি জগৎস্থিতিঃ॥ ৩৬॥

সঙ্কল্পমাত্রমভিতঃ পরিস্ফুরতি চঞ্চলঃ।
পয়োমাত্রাত্মকোম্ভোধিরম্ভসীবাত্মনাত্মনি ॥ ৩৭ ॥
সঙ্কল্পমাত্রং প্রথমমুত্থিতং পরমাত্মনঃ।
তদিদং স্ফারতাং যাতং ব্যাপারৈর্দ্দিবসং যথা ॥৩৮॥
সঙ্কল্পজালকলনৈব জগৎ সমগ্রং
সঙ্কল্পমেব নন্থু বিদ্ধি বিলাসচেত্যম্।
সঙ্কল্পমাত্রমলমুৎস্থজ নির্ব্বিকল্প
মাশ্রিত্য নিশ্চয়মবাপ্নূহি রাম শান্তিম্ ॥ ৩৯ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে বালকাখ্যায়িকানামৈ কাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥১০১ ॥

দ্ব্যুত্তরশততমঃ সর্গঃ।

——::——

বশিষ্ঠ উবাচ।

স্বসঙ্কল্পবশান্মূঢ়োমোহমেতি ন পণ্ডিতঃ।
অক্ষয়ে ক্ষয়সঙ্কল্পান্মুহ্যতে শিশুরেব হি ॥ ১ ॥

রাম উবাচ।

কোসৌ সঙ্কল্পিতঃ কেন ক্ষয়োব্রহ্মবিদাম্বর।
অসতৈব মহামোহং যেনাদাৎ তৎ সদৈব হি ॥২॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

অসতা ভুতসন্ধেন ক্ষয়োহঙ্কারনামধৃক্।
বেতালঃ শিশুনেবেহ মিথ্যৈব পরিকল্পিতঃ ॥ ৩ ॥
একস্মিন্নেব সর্ব্বস্মিন্ স্থিতে পরমবস্তুনি।
কুতঃ কোয়মহং নাম কথং নাম কিলোদিতঃ ॥ ৪ ॥
বস্তুতোনাস্ত্যহঙ্কারঃ পরমাত্মন্যভেদিনি।
অসম্যগ্দর্শনান্মার্গী সরিত্তীব্রাতপে যথা ॥ ৫ ॥
মনোমণিমহারম্ভঃ সংসার ইতি লক্ষ্যতে।
আত্মনাত্মানমাশ্রিত্য স্ফূরত্যন্তর্যথাম্ভসা ॥ ৬ ॥

অসম্যগ্দর্শনং তেন ত্যজ রাম নিরাশ্রয়ম্।
সাশ্রয়ং সত্যমানন্দি সম্যগ্দর্শনমাশ্রয় ॥ ৭ ॥
ধিয়া বিচারধর্ম্মিণ্যা মোহসংরম্ভহীনয়া।
বিচারয়াধুনা সত্যমসত্যং সম্পরিত্যজ ॥ ৮ ॥
অবদ্ধোবদ্ধ ইত্যুক্ত্বা কিং শোচসি মুধৈব হি।
অনন্তস্যাত্মতত্ত্বস্য কিং কথং কেন বধ্যতে ॥ ৯ ॥
নানাঽনানাত্বকলনা ত্ববিভিন্নমহাত্মনি।
সর্ব্বস্মিন্ ব্রহ্মতত্ত্বেঽস্মিন্ কিং বদ্ধং কিং বিমুচ্যতে ॥১০॥
অনার্ত্তোপ্যার্ত্তিমান্ ভাতি চ্ছিন্নেঽঙ্গে কিঞ্চ তাম্যতি ॥
ভেদাভেদবিকারার্ত্তিঃ কাচিন্নাত্মনি বিদ্যতে ॥ ১১ ॥
দেহে নষ্টেক্ষতে ক্ষীণে কাত্মনঃ ক্ষতিরাগতা।
ভস্ত্রায়াং পরিদগ্ধায়াং ভস্ত্রাপূরোন নশ্যতি ॥ ১২ ॥
দেহঃ পততু বোদেতু কা নঃ ক্ষতিরুপস্থিতা।
কোনষ্টঃ প্রক্ষতে পুষ্পে আমোদোব্যোমসংশ্রয় ॥১৩॥
আপতন্তু বপুঃ পদ্মে সুখদুঃখহিমশ্রিয়ঃ।
আকাশোড্ডয়নালীনাং কা নঃ ক্ষতিরুপস্থিতা ॥ ১৪ ॥
দেহঃ পততু বোদেতু যাতু বা গগনান্তরম্।
তদ্বিলক্ষণরূস্য কাসৌ ভবতি মে ক্ষতিঃ ॥ ১৫ ॥
যথা পয়োদমরুতোর্যথা ষট্‌পদপদ্ময়োঃ।
তথা রাঘব সম্বন্ধস্ত্বচ্ছরীরত্বদাত্মনোঃ ॥ ১৬ ॥

মনোরাম শরীরং হি জগতঃ সকলস্য চ।
আদ্যা শক্তিশ্চিদধ্যাত্মা ন নশ্যতি কদাচন ॥ ১৭ ॥
যোসাবাত্মা মহাপ্রাজ্ঞ ন নশ্যতি ন গচ্ছতি।
ন নশ্যতি কদাচিচ্চ কিং মুধা পরিতপ্যসে ॥১৮॥
বিশীর্ণেভ্রে যথা বাতঃ শুষ্কেব্জে ষটপদোযথা।
যাত্যনন্তপদং ব্যোম তথাত্মা দেহসংক্ষয়ে ॥ ১৯ ॥
সংসারেস্মিন্ বিহরতো মনোপি হি ন নশ্যতি।
জ্ঞানাগ্নিনা বিনা জন্তোরাত্মনাশে তু কা কথা ॥ ২০ ॥
যঃ কুণ্ড-বদর-ন্যায়ো যো ঘটাকাশয়োঃ ক্রমঃ।
স্থিতির্দ্দেহাত্মনোঃ সৈব সবিনাশাবিনাশয়োঃ ॥ ২১ ॥
বদরং হস্তমায়াতি যথা স্ফুটতি কুণ্ডকে।
আত্মা গগনমায়াতি তথা চলতি দেহকে ॥ ২২ ॥
কুম্ভে গচ্ছত্যকুম্ভত্বং কুম্ভাকাশো যথাম্বরে।
তিষ্ঠত্যেবময়ং ক্ষীণে দেহে দেহী নিরাময়ঃ ॥ ২৩ ॥
মনোদেহোহি জন্তূনাং দেশকালতিরোহিতঃ।
মুহুর্ম্মতিপটাচ্ছন্নঃ শঠে কিং পরিদেবনা ॥ ২৪ ॥
দেশকালতিরোধানে মূঢ়োপি মরণে নরঃ।
কিং বিভেতি মহাবাহো নেহ পশ্যতি কশ্চন ॥ ২৫ ॥
অতস্ত্বং বাসনাং রাম মিথ্যৈবাহমিতি স্থিতাম্।
ত্যজ পক্ষীশ্বরোব্যোম গমনোৎক ইবাণ্ডকম্ ॥ ২৬ ॥

এষা হি মানসী শক্তিরিষ্টানিষ্টনিবন্ধনী।
অনয়ৈব মুধা ভ্রান্ত্যা স্বপ্নবৎ পরিকল্পনা ॥ ২৭ ॥
অবিদ্যৈষা দুরন্তৈষা দুঃখায়ৈষা বিবর্দ্ধতে।
অপরিজ্ঞায়মানৈষা তনোতীদমসন্ময়ম্ ॥ ২৮ ॥
এষা তুচ্ছবদাকাশং তুষারমলিনং যথা।
পরিপশ্যতি বিভ্রান্তা স্বরূপস্য স্বভাবতঃ ॥ ২৯ ॥
অসদেবেদমারম্ভমন্থরং সদিবোত্থিতম্।
কল্পিতং জগদাভোগি দীর্ঘস্বপ্ন ইবৈতয়া ॥৩০॥
ভাবনামাত্র এবাস্যাঃ স্বরূপং কর্ত্তৃতাং গতম্।
জগন্নামাবিলং চক্ষুর্ব্যোম্নি বিম্বরুচামিব ॥ ৩১ ॥
লয়মস্যাঃ স্বরূপং ত্বং নয় রাম বিচারণাৎ।
যথা হিমশিলায়াস্তু তপনাদ্দিবসাধিপঃ॥ ৩২ ॥
হিমাভাবার্থিনোর্কস্য স্বোদয়েনেপ্সিতং যথা।
সিধ্যত্যেবং বিচারেণ মনোনাশার্থিনোর্থিতম্ ॥ ৩৩ ॥
অবিদ্যাসম্প্রবৃদ্ধ্যা হি বিততানর্থদুর্গমা।
নানেন্দ্রজালকলনাং শম্বরো হেম বর্ষতি ॥ ৩৪ ॥
স্ববিনাশক্রিয়াং চৈতাং মন এব করোত্যলম্।
মনোহ্যাত্মবধং নাম নাটকং পরিনৃত্যতি ॥ ৩৫ ॥
আত্মানমীক্ষতে চেতঃ স্ববিনাশায় কেবলম্।
নহি জানাতি দুর্ব্বুদ্ধির্ব্বিনাশং প্রত্যুপস্থিতম্ ॥ ৩৬ ॥

স্বয়ং সঙ্কল্পমাত্রেণ স্ববিনাশদৃশামিদম্ ।
মনঃ সংসাধয়ত্যাশু ক্লেশোনাত্রোপযুজ্যতে ॥ ৩৭ ॥
স্বসঙ্কল্পবিকল্পাংশং বিবেকোপহিতং মনঃ ।
সন্ত্যজ্য রূপমাভোগি করোত্যাত্মাববোধনম্ ॥ ৩৮ ॥
মহোদয়োমনোনাশো মহোচ্ছেদস্ত ভূদয়ঃ ।
মনোনাশে প্রযত্নং ত্বং কুরু মা মনসোজবে ॥ ৩৯ ॥

অবিরলসুখদুঃখবৃক্ষখণ্ডে
বিষমকৃতান্তমহোরগে বনেস্মিন্ ।
প্রভুরিদমখিলে বিবেকহীনং
সুভগ মনোমহদাপদেকহেতুঃ ॥ ৪০ ॥
ইত্যুক্তবত্যথ মুনৌ দিবসোজগাম
স্নাতুং সভাকৃতনমস্করণাজগাম
শ্যামাক্ষয়ে রবিকরৈশ্চ সহাজগাম ॥ ৪১ ॥

ইত্যষ্টমোদিবসঃ ।

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে উপদেশকরণং নাম দ্ব্যুত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥১০২॥

———

ত্র্যুত্তরশততমঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

পরস্মাদুত্থিতং চেতস্তৎকল্লোল ইবার্ণবাৎ।
স্ফারতামেত্য ভুবনং তনোতীদমিতস্ততঃ॥ ১॥
হ্রস্বং দীর্ঘং করোত্যাশু দীর্ঘং নয়তি খর্ব্বতাম্।
স্বতাং নয়ত্যন্যদলং স্বং তথৈবান্যতামপি॥ ২॥
প্রাদেশমাত্রমপি যৎ বস্তুভাবনয়ৈব তৎ।
স্বয়ং সম্পন্নয়েবাশু করোত্যদ্রীন্দ্রভাস্বরম্॥ ৩॥
লব্ধপ্রতিষ্ঠং পরমাৎ পদাদুল্লসিতং মনঃ।
নিমেষেণৈব সংসারান্ করোতি ন করোতি চ॥ ৪॥
যদিদং দৃশ্যতে কিঞ্চিজ্জগৎ স্থাস্নূ চরিষ্ণু চ।
সর্ব্বং সর্ব্বপ্রকারাঢ্যং চিত্তাদেতদুপাগতম্॥ ৫॥
দেশকালক্রিয়াদ্রব্য-শক্তিপর্য্যাকুলীকৃতম্।
ভাবাদ্ভাবান্তরং যাতি লোলত্বাৎ নটবন্মনঃ॥ ৬॥
সদসত্তাং নয়ত্যাশু সত্তাং বা সন্নয়ত্যলম্।
তাদৃশান্যেব চাদত্তে সুখদুঃখানি ভাবিতম্॥ ৭॥
যদাপ্তং স্বয়মাদত্তে যথৈব চঞ্চলং মনঃ।
হস্তপাদাদিসঙ্ঘাতস্তদা প্রযততে তথা॥ ৮॥

ততঃ সৈব ক্রিয়াচিত্তসমাহিতফলাফলম্ ।
ক্ষণাৎ প্রযচ্ছতি লতা কালসিক্তেব তাদৃশম্ ॥ ৯ ॥
চিত্রাং ক্রীড়নকশ্রেণীং যথা পঙ্কাৎ গৃহে শিশুঃ ।
করোত্যেবং মনো রাম বিকল্পং কুরুতে জগৎ ॥ ১০ ॥
মনঃসর্ব্বজনক্রীড়ানৃজম্বাললবেষ্বতঃ ।
কিমেতদ্ধি পদার্থেষু রূঢ়ং জগতি কল্প্যতে ॥ ১১ ॥
করোত্ত্যতুকরঃ কালোযথারূপান্যথা তরোঃ ।
চিত্তমেবং পদার্থানামেযামেবান্যতামিব ॥ ১২ ॥
মনোরথে তথা স্বপ্নে সঙ্কল্পকলনাসু চ ।
গোষ্পদং যোজনব্যূহঃ স্বাসু লীলাসু চেতসঃ ॥১৩॥
কল্পং ক্ষণীকরোত্যন্তঃ ক্ষণং নয়তি কল্পতাম্ ।
মনস্তদায়ত্তমতো দেশকালক্রমং বিদুঃ ॥ ১৪ ॥
তীব্রমন্দত্বসম্বেগাৎ বহুত্বাল্পত্বভেদতঃ ।
বিলম্বনেন চ চিরং ন তু শক্তিমশক্তিতঃ ॥ ১৫ ॥
ব্যামোহসম্ভ্রমানর্থদেশকালগমাগমাঃ ।
চেতসঃ প্রভবন্ত্যেতে পাদপাদিব পল্লবাঃ ॥ ১৬ ॥
জলমেব যথাম্ভোধিরৌষ্ণ্যমেব যথানলঃ ।
তথা বিবিধসংরম্ভঃ সংসারশ্চিত্তমেব বা ॥ ১৭ ।
সকর্তৃকর্ম্মকরণং যদিদং চেত্যমাগতম্ ।
দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যাঢ্যং তৎ সর্ব্বং চিত্তমেব চ ॥ ১৮ ॥

চিত্তং জগন্তি ভুবনানি বনান্তরাণি
সংলক্ষ্যতে স্বয়মুপাগতমাত্মভেদৈঃ।
কেয়ূরমৌলিকটকৈশ্চ লসৎস্বরূপং
ত্যক্তেব কাঞ্চনধিয়েব জনেন হেম ॥ ১৯ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে চিত্তমাহাত্ম্যং নাম
ত্র্যুত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৩॥

চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ।

—০—

অত্র তে শৃণু বক্ষ্যামি বৃত্তান্তমিমমুত্তমম্ ।
জাগতীহেন্দ্রজালশ্রীশ্চিত্তায়ত্তা যথা স্থিতা ॥ ১ ॥
অস্ত্যস্মিন্ বসুধাপীঠে নানাবনসমাকুলঃ ।
উত্তরাপাণ্ডবোনাম স্ফীতোজনপদোমহান্ ॥ ২ ॥
নীরন্ধ্রঘনগম্ভীরবনবিশ্রান্ততাপসঃ ।
বিদ্যাধরীকৃতলতা-দোলোপবনপত্তনঃ ॥ ৩ ॥
বাতোদ্ধূতাব্জকিঞ্জল্ক-পুঞ্জপিঞ্জরপর্ব্বতঃ ।
লসৎকুসুমসম্ভার বনমালাবতংসকঃ ॥ ৪ ॥
করঞ্জমঞ্জরীকুঞ্জ গুচ্ছপর্য্যন্তজঙ্গলঃ ।
খর্জ্জুরান্তরিতগ্রামোঘুঙ্ঘূমধ্বনিতাম্বরঃ ॥ ৫ ॥
একপিঙ্গশিলাশ্রেণী-শালিকেদারপিঙ্গলঃ ।
নীলকণ্ঠারবোদ্দাম-বনজঙ্গলমণ্ডিতঃ ॥ ৬ ॥
সারসারবসংরম্ভ রণৎকনককাননঃ ।
তমালপাটলীনীল গিরিগ্রামককুণ্ডলঃ ॥ ৭ ॥
বিচিত্রবিহগব্যূহ বিরাবকৃতকাকলিঃ ।
নদীপরিসরোন্নিদ্র পারিভদ্রদ্রুমারুণঃ ॥ ৮ ॥

গায়ৎকলমকেদার দারিকাহৃতমন্মথঃ।
ফলপুষ্পাচলদ্বাত ব্যাধূতকুসুমাম্বুদঃ ॥ ৯ ॥
দরীগৃহবিনিষ্ক্রান্ত সিদ্ধচারণবন্দিকম্।
স্বর্গাদিব সমানীয় লাবণ্যমভিনির্ম্মিতঃ ॥ ১০ ॥
গায়ৎকিন্নরগন্ধর্ব্ব কদলীখণ্ডমণ্ডপঃ।
মন্দানিলরবোদ্ভূতঃ পুষ্পোপবনপাণ্ডুরঃ ॥ ১১ ॥
তত্রাস্তি লবণোনাম রাজা পরমধার্ম্মিকঃ।
হরিশ্চন্দ্রকুলোদ্ভূতো ভূমাবিব দিবাকরঃ ॥ ১২ ॥
যদ্‌যশঃ কুসুমোত্তংস পাণ্ডুরস্কন্ধমণ্ডলাঃ।
তত্র শৈলা বিরাজন্তে হরাঃ প্রোদ্ধূলিতা ইব ॥ ১৩ ॥
কৃপাণশকলোৎকৃত্ত নিঃশেষারাতিমণ্ডলঃ।
অরাতিলোকঃ প্রাপ্নোতি যদনুস্মরণাজ্জ্বরম্ ॥ ১৪ ॥
যস্যোদারসমারম্ভ মার্য্যলোকানুপালনম্।
চরিতং সংস্মরিষ্যন্তি হরেরিব চিরং জনাঃ ॥ ১৫ ॥
যস্যাপ্সরোভিরদ্রীন্দ্র মূর্দ্ধস্বমরসদ্মসু।
বিকাসিপুলকোল্লাসং গীয়ন্তে গুণগীতয়ঃ ॥ ১৬ ॥
যস্য স্বঃসুন্দরীগীতা লোকপালচিরশ্রুতাঃ।
বিরিঞ্চিহংসৈর্ধ্বন্যন্তে স্বভ্যাসাদ্‌গুণগীতয়ঃ ॥ ১৭ ॥
স্বপ্নেষ্বপি ন সামান্যা যস্যোদারচমৎকৃতিঃ।
রাম দৃষ্টা শ্রুতা বাপি দৈন্যদোষময়ী ক্রিয়া ॥১৮॥

জিহ্মতাং যো ন জানাতি ন দৃষ্টা যেন ধৃষ্ণুতা।
উদারতা যেন ধৃতা ব্রহ্মণেবাক্ষমালিকা ॥ ১৯ ॥
দিনাষ্টভাগমাকাশ মাগতে দিবসাধিপে।
স কদাচিৎ সভাস্থানে সিংহাসনগতোভবৎ ॥ ২০ ॥
সুখোপবিষ্টে তত্রাস্মিন্ রাজনীন্দাবিবাম্বরে।
প্রবিশন্তীষু সামন্ত-সেনাসু চ সসম্ভ্রমম্ ॥ ২১ ॥
গায়ন্তীম্বথ কান্তাসু সূপবিষ্টেষু রাজসু।
মনোহরতি সাহ্লাদে বীণাবংশকলারবে ॥ ২২ ॥
চারুচামরহস্তাসু সবিলাসাসু রাজনি।
দেবাসুরগুরুপ্রখ্যে বিশ্রান্তে মন্ত্রিমণ্ডলে ॥ ২৩ ॥
প্রস্তুতেষু প্রবিষ্টেষু রাজকার্য্যেষু মন্ত্রিভিঃ।
প্রোক্তাসু দেশবার্ত্তাসু নিপুণৈশ্চারুমন্ত্রিভিঃ ॥ ২৪ ॥
ইতিহাসময়ে পুণ্যে বাচ্যমানে চ পুস্তকে।
পঠৎসু চ স্তুতীঃ পুণ্যাঃ পুরঃপ্রহ্বেষু বন্দিষু ॥ ২৫ ॥
সভাং বিবেশ সাটোপঃ কশ্চিত্তামৈন্দ্রজালিকঃ।
বর্ষেণাহিতসংরম্ভো বসুধামিব বারিদঃ ॥ ২৬ ॥
স ননাম মহীপালং শিখরোদারকন্ধরম্।
পাদোপান্তগতঃ কান্তং শৈলং ফলতরুর্যথা ॥ ২৭ ॥
সচ্ছায়স্যোন্নতাংসস্য ফলিনঃ পুষ্পভাসিনঃ।
স বিবেশ পুরোরাজ্ঞস্তরোরগ্রং কপির্যথা ॥ ২৮ ॥

চপলোলম্পটোর্থানা-মামোদসুখমারুতম্ ।
উবাচোৎকন্ধরং ভূপং স পদ্মমিব ষট্পদঃ ॥ ২৯ ॥
বিলোকয় বিভো তাবদেকামিহ খরোলিকাম্ ।
পীঠস্থ এব সাশ্চর্য্যাং ব্যোম্নি চন্দ্র ইবাবনিম্ ॥ ৩০ ॥
ইত্যুক্ত্বা পিচ্ছিকা তেন ভ্রামিতা ভ্রমদায়িনী ।
নানাবিরচনাবীজং মায়েব পরমাত্মনঃ ॥ ৩১ ॥
তাং দদর্শ মহীপালস্তেজোরেণুবিরাজিতাম্ ।
শক্রঃ সুরবিমানস্থঃ স্বকার্ম্মুকলতামিব ॥ ৩২ ॥
সভাং সৈন্ধবসামন্তো বিবেশাস্মিন্ ক্ষণে তদা ।
তারাপরিকরাপূর্ণাং ব্যোমবীথিমিবাম্বুদঃ ॥ ৩৩ ॥
তঞ্চৈবানুজগামাশ্বঃ সৌম্যঃ পরমবেগবান্ ।
দেবলোকোন্মুখং তুষ্টং শক্রমুচ্চৈঃশ্রবা ইব ॥ ৩৪ ॥
স তমশ্বমুপাদায় পার্থিবং সমুবাচ হ ।
সোচ্চৈঃশ্রবা ইব ক্ষীর-সাগরোমরুতাং পতিম্ ॥৩৫॥
ইদমুচ্চৈঃশ্রবঃপ্রখ্যং হয়রত্নং মহীপতে ।
জবোড্ডয়নশীলেন মূর্ত্তিমানিব মারুতঃ ॥ ৩৬ ॥
অশ্বোয়মস্মৎপ্রভূণা প্রভো সম্প্রহিতস্ত্বয়ি ।
রাজতে হি পদার্থশ্রীর্ম্মহতামর্পণাচ্ছুভা ॥ ৩৭ ॥
ইত্যুক্তবতি তস্মিংস্তু প্রত্যুবাচৈন্দ্রজালিকঃ ।
জলদস্তনিতে শান্তে চাতকোন্মুখরং যথা ॥ ৩৮ ॥

সদশ্বমেনমারুহ্য ভুবনং বিহর প্রভো।
স্বপ্রতাপাহিতানল্পশোভামুর্ব্বীং রবির্যথা ॥ ৩৯ ॥
অশ্বমালোকয়ামাস তেনোক্ত ইতি পার্থিবঃ।
নির্ঘাতস্তনিতং মেঘং ময়ূর ইব সূৎকরঃ ॥ ৪০ ॥
অথানিমেষয়া দৃষ্ট্যা রাজা চিত্রোপমাকৃতিঃ।
বভূবালোকয়ন্নশ্বং লিপিকর্ম্মার্পিতোপমঃ ॥ ৪১ ॥
ক্ষণমালোক্য পীঠস্থস্তস্থৌ সংস্থগিতেক্ষণঃ।
দৃষ্ট্যা ক্ষুব্ধঃ সমুদ্রোদ্রিমীনকৈঃ করবোযথা ॥ ৪২ ॥
তস্থৌ মুহূর্ত্তযুগ্মং স ধ্যানসক্ত ইবাত্মনি।
বীতরাগোমুনিঃ ক্ষুব্ধঃ পরানন্দ ইব স্থিতঃ ॥ ৪৩ ॥
বোধিতঃ কেনচিন্নাসৌ স্বপ্রতাপজিতোর্জ্জিতঃ।
ধিয়া কামপ্যয়ং ভূয়শ্চিন্তাং চিন্তয়তীতি চ ॥ ৪৪ ॥
বভূবুঃ কেবলং তত্র নিঃস্পন্দসিতচামরাঃ।
চামরিণ্যোহি শর্ব্বর্য্যঃ স্তম্ভিতেন্দুকরা ইব ॥ ৪৫ ॥
বিরেজুর্ব্বিস্ময়াপূর্ণা নিঃস্পন্দাস্তে সভাসদঃ।
নিঃস্পন্দকিঞ্জল্কদলাঃ পদ্মাঃ পঙ্ককৃতা ইব ॥ ৪৬ ॥
প্রশশাম সভাস্থানে জনকোলাহলঃ শনৈঃ।
প্রশান্তপ্রাবৃষি ব্যোমন্যম্ভোদমিব গর্জ্জিতম্ ॥ ৪৭ ॥
সন্দেহসাগরে মগ্না জগ্মুশ্চিন্তাং স্বমন্ত্রিণঃ।
বিষীদতি গদাপাণাবস্থরাজাবিবামরাঃ ॥ ৪৮ ॥

বিততবিস্মিতজিহ্মিতয়া তয়া
জনতয়া ভয়মোহবিষণ্ণয়া ।
স্তিমিতচক্ষুষি ভূমিপতৌ স্থিতে
মুকুলিতাব্জবনস্য ধৃতা দ্যুতিঃ ॥ ৪৯ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে ইন্দ্রজালোপাখ্যানে নৃপব্যামোহোনাম চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ ॥১০৪॥

—০—

পঞ্চোত্তরশততমঃ সর্গঃ ।

—০—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

মুহূর্ত্তদ্বিতয়েনাথ বোধমাপ মহীপতিঃ ।
প্রাবৃষেণ্যাম্বুনির্ম্মুক্তমম্ভোরুহমিবোত্তমম্ ॥ ১ ॥
আসনাৎ সাঙ্গদোত্তংসঃ প্রবুদ্ধোসাবকম্পয়ৎ ।
সবনাভোগশৃঙ্গাগ্রো ভূকম্প ইব পর্ব্বতঃ ॥ ২ ॥
বভূবাথ প্রবুদ্ধোসা বাসনোপরি কম্পিতঃ ।
বিক্ষুব্ধ ইব পাতালবারণে শঙ্করাচলঃ ॥ ৩ ॥
পতন্তং ধারয়ামাসুস্তং পুরোগা নৃপং ভুজৈঃ ।
মেরুং প্রলয়বিক্ষুব্ধং কুলশৈলাস্তটৈরিব ॥ ৪ ॥
পুরোগৈর্দ্ধার্য্যমাণোসৌ পর্য্যাকুলমতির্নৃপঃ ।
বীচিবিক্ষোভিতস্যেন্দোর্ব্বভার বনমাঃ শ্রিয়ঃ ॥ ৫ ॥
কোয়ং প্রদেশঃ কস্যেয়ং সভেতি স নৃপঃ শনৈঃ ।
দধ্বান মজ্জদম্ভোজ-কোশস্থ ইব ষট্‌পদঃ ॥ ৬ ॥
অথোবাচ সভা দেব কিমেতদিতি সাদরম্ ।
রণন্মধুকরী ভানুং দৃষ্ট্বা রাহুমিবাব্জিনী ॥ ৭ ॥

অথৈনং পরিপপ্রচ্ছুঃ পুরোগা মন্ত্রিণস্তথা।
প্রলয়োল্লাসসন্ত্রস্তং মার্কণ্ডেয়মিবামরাঃ ॥ ৮ ॥
ত্বয়ীত্থং সংস্থিতে দেব বয়মত্যন্তমাকুলাঃ।
অভেদ্যমপি ভিন্দন্তি নির্নিমিত্তং ভ্রমা মনঃ ॥ ৯ ॥
আপাতরমণীয়েষু পর্য্যন্তবিরসেষু চ।
ভোগেষ্বিব বিকল্পেষু কেষু তে লুলিতং মনঃ ॥ ১০ ॥
সততোদারবৃত্তাস্থ কথাস্থ পরিশীতলম্।
মনস্তে নির্ম্মলং কস্মাৎ সম্ভ্রমেষু নিমজ্জতি ॥ ১১ ॥
তুচ্ছালম্বনমালূন-বিশীর্ণং লোকবৃত্তিষু।
মনোমোহমুপাদত্তে ন মহত্ত্ববিজৃম্ভিতম্ ॥ ১২ ॥
সাতত্যেন হি যৈবাস্থ মনসোবৃত্তিরুত্থিতা।
শরীরমদমত্তাস্থ তামেবৈতদ্বিধাবতি ॥ ১৩ ॥
অতুচ্ছালম্বনং ধীরং প্রবুদ্ধং গুণহারি চ।
তবাপি হি মনশ্চিত্রমালূনমিব লক্ষ্যতে ॥ ১৪ ॥
অনভ্যস্তবিবেকং হি দেশকালবশানুগম্ ॥
মন্ত্রৌষধিবশং যাতি মনো নোদারবৃত্তিমৎ ॥ ১৫ ॥
নিত্যমাত্তবিবেকস্থ কথমালূনশীর্ণতা।
ধুনোতি বিততং চেতো বাত্যেব বিবুধাচলম্ ॥ ১৬ ॥
ইতি জাতানুগীর্ণস্থ ভূপতেঃ কান্তিরাননম্।
ভূষয়ামাস শীতাংশুং মাসান্ত ইব পূর্ণতা ॥ ১৭ ॥

ররাজ রাজা সৌম্যাস্যমুন্মীলিতবিলোচনঃ।
গতে হিমর্ত্তাবুল্লাসি পুষ্পৌঘ ইব মাধবঃ॥ ১৮॥

অথাতিসম্ভ্রমাশ্চর্য্য-খিন্না স্মৃতিমুখোবভৌ।
আসন্নমৃত্যুরালোক্য রাহুমিন্দুরিবাম্বরে॥ ১৯॥

ঐন্দ্রজালিকমালোক্য প্রোবাচাথ হসন্নিব।
বভ্রুং হিংসাত্মকং দৃষ্ট্বা সর্পরূপীব তক্ষকঃ॥ ২০॥

জাল্ম জালজটালেন কিমেতদ্ভবতা কৃতম্।
যেনাস্পন্দপ্রসন্নোব্ধিঃ ক্ষণাদেত্যপ্রসন্নতাম্॥ ২১॥

চিত্রং চিত্রা হি দেবস্য পদার্থশতশক্তয়ঃ।
সুশক্তমপি মে চিত্তং যাভির্মোহে নিবেশিতম্॥২২॥

ক্ব বয়ং লোকপর্য্যায়-কৃতান্তপদবেদিনঃ।
ক্ব মনোমোহদায়িন্যো বিততাঃ প্রকৃতাপদঃ॥২৩॥

অপ্যভ্যস্তমহাজ্ঞানং মনস্তিষ্ঠতি দেহকে।
কদাচিন্মোহমাদত্তে ক্ষণং মতিমতামপি॥২৪॥

ইদমাশ্চর্য্যমাখ্যানং শ্রূয়তাং রে সভাসদঃ।
মম শাম্বরিকেণেহ যন্মুহূর্ত্তং প্রদর্শিতম্॥ ২৫॥

দৃষ্টবানহমেতস্মিন্ বহ্বীঃ কার্য্যদশাশ্চলাঃ।
মুহূর্ত্তং প্রার্থিতো ধ্বস্তশক্রস্হৃষ্টিরিবাব্জজঃ॥২৬॥

ইত্যুক্ত্বোন্মুখনেত্রেষু সভ্যেষু স হসন্নিব।
রাজা বর্ণয়িতুং চিত্রং বৃত্তান্তমুপচক্রমে॥ ২৭॥

রাজোবাচ।

ইহ বিবিধপদার্থসঙ্কুলায়াং
হ্রদনদপত্তনপর্ব্বতাকুলায়াম্।
কুলশিখরিসমুদ্রসঙ্করায়াং
ভূবি বিভবাবলিতোস্ত্যয়ং প্রদেশঃ ॥ ২৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে ইন্দ্রজালোপাখ্যানে রাজাববোধো নাম পঞ্চোত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥১০৫ ॥

———

ষড়ধিকশততমঃ সর্গঃ।

—০—

রাজোবাচ।

অস্তি তাবদয়ং দেশো নানাবননদীযুতঃ।
বসুধামণ্ডলস্যাস্য সহোদর ইবানুজঃ ॥ ১ ॥
অস্মিংশ্চায়মহং রাজা পৌরাভিগতবৃত্তিমান্।
ইন্দ্রঃ স্বর্গ ইবাস্যান্তু সভায়াং মধ্যসংস্থিতঃ ॥ ২ ॥
যাবদভ্যাগতোদূরাৎ কশ্চিচ্ছাম্বরিকস্ত্বয়ম্।
রসাতলাদভ্যুদিতো মায়ী ময় ইব স্বয়ম্ ॥৩॥
অনেন ভ্রমিতাদ্যেহ পিচ্ছিকা তেজসোর্জ্জিতা।
কল্পান্তপবনাভ্রেণ শক্রচাপলতা যথা ॥ ৪ ॥
আলোক্যৈতামহং লোলামস্যাশ্বস্য পুরঃ স্থিতঃ।
পৃষ্ঠমারূঢ়বানেক আত্মনা ভ্রান্তমানসঃ ॥ ৫ ॥
ততোদ্রিং প্রলয়ক্ষুব্ধং পুষ্করাবর্ত্তকোযথা।
তথা চলন্তং চলিতঃ স্বশ্বমারূঢ়বানহম্ ॥ ৬ ॥
গন্তুং প্রবৃত্তোম্মৃগয়া-মেকোহমতিরংহসা।
উর্ব্বরামিব নির্ভর্ত্তুঃ কল্লোলঃ প্রলয়াম্বুধেঃ ॥ ৭ ॥

তেনানিলবিলোলেন দূরং নীতোস্মি বাজিনা।
ভোগাভ্যাসজড়েনাজ্ঞো মুগ্ধস্য মনসা যথা ॥ ৮ ॥
অকিঞ্চন মনঃ শূন্যং স্ত্রীচিত্তমিব নির্ভরম্।
ততঃ প্রলয়নির্দ্দগ্ধজগদাস্পদভীষণম্ ॥ ৯ ॥
নিস্পক্ষিক্ষিক্ষারনীহারং নির্ব্বৃক্ষমজলং মহৎ।
সম্প্রাপ্তোহমপর্য্যন্তমরণ্যং শ্রান্তবাহনঃ ॥ ১০ ॥
তদ্দ্বিতীয়মিবাকাশং তথাষ্টমমিবাম্বুধিম্।
পঞ্চমং সাগরমিব সংশুষ্কং শূন্যকোটরম্ ॥ ১১ ॥
জ্ঞস্যেব বিততং চেতো মূর্খস্যেব রুষা জবম্।
অদৃষ্টজনসংসর্গ মজাতভৃণপল্লবম্ ॥ ১২ ॥
অরণ্যমিদমাসাদ্য মতির্ম্মে খেদমাগতা।
ললনেবৈত্য দারিদ্রং নিরন্নফলবান্ধবম্ ॥১৩॥
কচন্মরুমরীচ্যন্বু পুরঃপ্লুতককুম্মুখম্।
আসূর্য্যাস্তং দিনং তত্র প্রক্রান্তং সীদতা ময়া ॥১৪॥
তদরণ্যং ময়াতীতমতিকৃচ্ছ্রেণ খেদিনা।
বিবেকিনেব সংসারো মধ্যশূন্যততাকৃতি ॥ ১৫ ॥
যদেতেনাতিবাহ্যাহং প্রাপ্তবান্ জঙ্গলং ক্রমাৎ।
অস্তাদ্রিসানুং খিন্নাশ্বঃ শূন্যভ্রান্ত্যেব ভাস্করঃ ॥ ১৬ ॥
জম্বূকদম্বপ্রায়েষু কলালাপাঃ পতত্রিণঃ।
যত্র স্ফুরন্তি খণ্ডেষু পান্থানামিব বান্ধবাঃ ॥ ১৭ ॥

যত্র শষ্পাশিখাশ্রেণ্যোদৃশ্যন্তে বিরলাঃ স্থলে।
কদর্থলক্ষ্ম্যা জিহ্মস্য হৃদীবানন্দবৃত্তয়ঃ ॥ ১৮ ॥
পূর্ব্বাদরণ্যাদরসাৎ তদ্ধি কিঞ্চিৎ সুখাবহম্।
অত্যন্তদুঃখান্মরণাৎ বরং ব্যাধির্হি জন্তুষু ॥ ১৯ ॥
তত্র জম্বীরখণ্ডস্য তলং সম্প্রাপ্তবানহম্।
মার্কণ্ডেয় ইবাগ্রেন্দ্র মেকার্ণববিহারতঃ ॥ ২০ ॥
আলম্বিতা ময়া তত্র স্কন্ধসংসর্গিণী লতা।
নীলা জলদমালেব তাপতপ্তেন ভূভৃতা ॥ ২১ ॥
ময়ি প্রলম্বমানেস্থাং প্রযাতঃ স তুরঙ্গমঃ।
গঙ্গাবলম্বিনি নরে যথা দুষ্কৃতসঞ্চয়ঃ ॥ ২২ ॥
চিরং দীর্ঘাধ্বগঃ খিন্নস্তত্র বিশ্রান্তবানহম্।
ভানুরস্তাচলোৎসঙ্গে তলে কল্পতরোরিব ॥ ২৩ ॥
যাবৎ সমস্তসংসারব্যবহারভরৈঃ সমম্।
রবির্ব্বিশ্রমণায়েব নিবিষ্টোস্তাচলাঙ্গণে ॥ ২৪ ॥
শনৈঃ শ্যামিকয়া গ্রস্তে সমস্তে ভুবনোদরে।
রাত্রিসম্ব্যবহারেষু সম্প্রবৃত্তেষু চ জঙ্গলে ॥ ২৫ ॥
অহং তরুতৃণে তস্মিন্ পেলবে খণ্ডকোটরে।
নিলীনশ্চিরলীনাস্তঃ স্বনীড়ে বিহগো যথা ॥ ২৬ ॥
বিষদষ্টবিবেকস্য কীনাশস্য গলৎস্মৃতেঃ।
বিক্রীতস্যেব দীনস্য মগ্নস্যেবান্ধকূপকে ॥ ২৭ ॥

তত্র কল্পসমা রাত্রির্মোহমগ্নস্য মে গতা।
একার্ণবোহ্যমানস্য মার্কণ্ডেয়মুনেরিব ॥ ২৮ ॥
ন স্নাতবান্নার্চ্চিতবান্ ন তদা ভুক্তবানহম্।
কেবলং মে গতা রাত্রিঃ সাপদাং ধুরি তিষ্ঠতঃ ॥২৯॥
বিনিদ্রস্য বিধৈর্য্যস্য স্ফুরতঃ সহ পল্লবৈঃ।
সমং তুষ্টাতিদৈর্ঘ্যেণ সা ব্যতীযায় শর্ব্বরী ॥৩০॥
ততস্তিমিরলেখাসু সহ তারেন্দুকৈরবৈঃ।
ময়ীবাপাদ্যমানাসু ম্লানতামলমাননে ॥ ৩১ ॥
শাম্যন্তীষু চ বেতাল ক্ষ্বেড়াসু জবজঙ্গলে।
সহ শীতার্ত্তিমদ্দন্তপংক্তিটাঙ্কারসীৎকৃতৈঃ ॥ ৩২ ॥
মামেবার্ত্তিবিনির্ম্মগ্নং হসন্তীমিব দৃষ্টবান্ ।
অহং পূর্ব্বাং দিশং প্রাপ্তো মধুপানারুণামিব ॥ ৩৩ ॥
ক্ষণাদজ্ঞ ইব জ্ঞানং দরিদ্র ইব কাঞ্চনম্।
দৃষ্টবানহমর্কং খে বারণারোহণোন্মুখম্ ॥ ৩৪ ।
উত্থায়াস্তরণং বস্ত্রং তৎ তদাস্ফোটিতং ময়া।
হস্তিচর্ম্ম হরেণেব সন্ধ্যানৃত্যানুরাগিনা ॥ ৩৫ ॥
প্রবৃত্তস্তামহং স্ফারাং বিহর্ত্তুং জঙ্গলস্থলীম্।
কালো জগৎকুটীং কল্পদগ্ধভূতগণামিব ॥ ৩৬ ॥
ন কিঞ্চিদ্দৃশ্যতে তত্র ভূতং জঠরজঙ্গলে।
অভিজাতোগুণলবো যথা মুর্খশরীরকে ॥ ৩৭ ॥

কেবলং বিগতাশঙ্কং খণ্ডভ্রমণচঞ্চলম্ ।
চীচীকূচীতিবচনা বিহরন্তি বিহঙ্গমাঃ ॥ ৩৮ ॥
অথাষ্টভাগমাপন্নে ব্যোম্নো দিবসনায়কে ।
শুষ্কাবশ্যায়লেশাসু স্নাতাস্বিব লতাসু চ ॥ ৩৯ ॥
দৃষ্টা ময়া প্রভ্রমতা দারিকৌদনধারিণী ।
গৃহীতামৃতসৎকুম্ভা দানবেনেব মাধবী ॥ ৪০ ॥
তরত্তারকনেত্রাং তাং শ্যামামধবলাম্বরাম্ ।
অহমভ্যাগতস্তত্র শর্ব্বরীমিব চন্দ্রমাঃ ॥ ৪১ ॥
মহ্যমোদনমাশ্বেতৎ বালে বলবদাপদি ।
দেহি দীনার্ত্তিহরণাৎ স্ফারতাং যান্তি সম্পদঃ ॥ ৪২ ॥
ক্ষুদন্তর্ম্মহতীয়ং মে বালে বৃদ্ধিমুপেযুষী ।
কৃষ্ণসর্পা প্রসূতেব কোটরস্থা জরদ্দ্রুমে ॥ ৪৩ ॥
যাচ্ঞয়াপি তয়া মহ্যমিত্থং দত্তং ন কিঞ্চন ।
যত্নপ্রার্থনয়া লক্ষ্ম্যা যথা দুষ্কৃতিনে ধনম্ ॥ ৪৪ ॥
কেবলং চিরকালেন ময়াত্যন্তানুগামিনা ।
খণ্ডাৎ খণ্ডং নিপততি চ্ছায়াভূতে পুরঃ স্থিতে ॥৪৫॥
তয়োক্তং হারকেয়ূরিংশ্চণ্ডালীং বিদ্ধি মামিতি ।
রাক্ষসীমিব সুক্রূরাং পুরুষাশ্বগজাশনাম্ ॥ ৪৬ ॥
রাজন্যাচনমাত্রেণ মত্তোনাপ্নোষি ভোজনম্ ।
গ্রাম্যাদনভিজাতেহাৎ সৌজন্যমিব সুন্দরম্ ।

ইত্যুক্তবত্যা গচ্ছন্ত্যা খেলয়া চ পদে পদে।
কুঞ্জকেষু নিমজ্জন্ত্যা লীলাবনতয়োদিতম্॥ ৪৮ ॥
দদামি ভোজনমিদং ভর্ত্তা ভবসি চেন্মম।
লোকোনোপকরোত্যর্থৈঃ সামান্যঃ স্নিগ্ধতাং বিনা॥৪৯॥
বাহয়ত্যত্র মে দান্তান্ কেদারে পুল্কসঃ পিতা।
শ্মশান ইব বেতালঃ ক্ষুধিতোধূলিধূসরঃ॥ ৫০ ॥
তস্মৈদমন্নং ভবতে ভর্ত্তৃত্বে দীয়তে স্থিতে।
প্রাণৈরপি হি সম্পূজ্যা বল্লভাঃ পুরুষা যতঃ॥ ৫১ ॥
অথোক্তা সা ময়া ভর্ত্তা ভবামি তব সুব্রতে।
কেনাপদি বিচার্য্যন্তে বর্ণধর্ম্মকুলক্রমাঃ॥ ৫২ ॥
ততস্তয়ৌদনাদর্দ্ধং মহ্যমেকং সমর্পিতম্।
মাধব্যেবামৃতাদর্দ্ধ মিন্দ্রায়ার্ত্তিমহৎ পুরা ॥ ৫৩॥
জম্বূফলরসঃ পীতঃ সভুক্তঃ পক্বণৌদনঃ।
বিশ্রান্তঞ্চ ময়া তত্র মোহাপহতচেতসা ॥ ৫৪ ॥
মাং তত্রার্কমিবাপূর্য্য সা প্রাবৃট্শ্যামলা গতা।
হস্তেন সমুপাদায় প্রাণং বহিরিব স্থিতম্ ॥ ৫৫ ॥
দুরাকৃতিং দুরারম্ভমাসসাদ ভয়প্রদম্।
পিতরং পীবরাকারমবীচিমিব যাতনা ॥ ৫৬ ॥
তয়া মদনুষঙ্গিণ্যা স্বার্থস্তস্মৈ নিবেদিতঃ।
মাতঙ্গায় ভ্রমর্য্যেব নিঃস্বনেনালিলগ্নয়া ॥ ৫৭ ॥

অয়ং মম ভবেদ্ভর্ত্তা তাত হে তব রোচতাম্ ।
স তস্যা বাঢ়মিত্যুক্ত্বা দিনান্তে সমুপস্থিতে ॥৫৮॥
মুমোচ দান্তাবাবদ্ধৌ কৃতান্তঃ কিঙ্করাবিব ।
নিহারাভ্রকড়ারাসু দিক্ষু প্রোদ্ধূলিতাসু চ ।
বেতালবন্ধনাত্তস্মাদ্দিনান্তে চলিতা বয়ম্ ॥ ৫৯ ॥
ক্ষণেন পক্কণং প্রাপ্তাঃ সন্ধ্যায়াং দীর্ঘজঙ্গলাৎ ।
শ্মশানাদিব বেতালাঃ শ্মশানমিতরন্মহৎ ॥ ৬০ ॥
বিকর্ত্তিতবিভাগস্থ কপিকুক্কুটবায়সম্ ।
রক্তসিক্তোর্ব্বরাভাগ প্রভ্রমন্মক্ষিকাগণম্ ॥ ৬১ ॥
শোষার্থং প্রসৃতার্দ্রান্ত্র তন্ত্রীজালপতৎখগম্ ।
নিষ্কুটস্থিতজম্বীর খণ্ডলগ্নখগধ্বনি ॥ ৬২ ॥
শুষ্যদ্দগ্‌ধৃরুবসাপিণ্ড পূর্ণালিন্দলসৎখগম্ ।
দৃষ্টিপ্রসৃতরক্তাক্ত চর্ম্মস্রবদসৃগ্লবম্ ॥ ৬৩ ॥
বালহস্তস্থিতক্রব্য পিণ্ডক্বণিতমক্ষিকম্ ।
জর্জ্জরাধিষ্ঠচণ্ডাল-তর্জ্জিতারটিতার্ভকম্ ॥ ৬৪ ॥
তৎ প্রবিষ্টা বয়ং কীর্ণ-সিরান্ত্রং ভীমপক্কণম্ ।
মৃতভূতং জগৎ কল্পে কৃতান্তানুচরা ইব ॥ ৬৫ ॥
সম্ভ্রমোপহিতানল্প কদলীদলপীঠকে ।
অহমাস্থিতবাংস্তত্র নবে শ্বশুরমন্দিরে ॥ ৬৬ ॥

শ্বশ্রূা মে কেকরাক্ষ্যা তু তেনাস্থগ্লবচক্ষুষা।
জামাতায়মিতি প্রোক্তং তয়া সদভিনন্দিতম্ ॥ ৬৭ ॥
অথ বিশ্রম্য চণ্ডাল-ভোজনান্যজিনাসনে।
সঞ্চিতান্যুপভুক্তানি দুষ্কৃতানীব ভূরিশঃ ॥ ৬৮ ॥
অনন্তদুঃখবীজানি ন মনোজ্ঞতরাণ্যপি।
তানি প্রণয়বাক্যানি শ্রুতান্যসুভগান্যলম্ ॥ ৬৯ ॥
নিরভ্রাম্বরনক্ষত্রে কস্মিংশ্চিদ্দিবসে ততঃ।
তৈস্তৈরারম্ভসংরম্ভৈ স্তৈর্ব্বস্ত্রবিভবার্পণৈঃ ॥ ৭০ ॥
দত্তাপ্যনেন সা মহ্যং কুমারী ভয়দায়িনী।
সুকৃষ্ণা কৃষ্ণবর্ণেন দুষ্কৃতেনেব যাতনা ॥ ৭১ ॥

সরভসমভিতোবিনেদুরত্র
প্রসৃতমহামদিরাসবাঃ শ্বপাকাঃ।
হতপটুপটহা বিলাসবন্তঃ
স্বয়মিব দুষ্কৃতরাশয়োমহান্তঃ ॥ ৭২ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে ইন্দ্রজালোপাখ্যানে চাণ্ডালীবিবাহোনাম ষড়ুত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৬ ॥

সপ্তোত্তরশততমঃ সর্গঃ।

——ঃঃ——

রাজোবাচ।

বহুনাত্র কিমুক্তেন সোৎসবাবর্জ্জিনাশয়ঃ।
তদাপ্রভৃতি তত্রাহং সম্পন্নঃ পুষ্টপুল্‌কসঃ॥ ১॥
সপ্তরাত্রোৎসবস্যান্তে ক্রমান্মাসাষ্টকে গতে।
পুষ্পিতা সাস্য সম্পন্না স্থিতা গর্ব্ভবতী ততঃ॥ ২॥
প্রসূতা দুঃখদাং কন্যাং বিপদ্দুঃখক্রিয়ামিব।
সা কন্যা ববৃধে শীঘ্রং মূর্খচিন্তেব পীবরী॥ ৩॥
পুনঃ প্রসূতা সা বর্ষৈস্ত্রিভিঃ পুত্রমশোভনম্।
অনর্থমিব দুর্ব্বুদ্ধিরাশাপাশবিধায়কম্॥ ৪॥
পুনঃ সূতা দুহিতরং পুনরপ্যর্ভকং ততঃ।
কলত্রবানহং জাতো বনে জরঠপুল্কসঃ॥ ৫॥
তয়া সহ সমাস্তত্র ময়া বহ্ব্যোতিবাহিতাঃ।
নারকে চিন্তয়া সার্দ্ধং ব্রহ্মঘ্নেনেব যাতনাঃ॥ ৬॥
শীতবাতাতপক্লেশ-বিবশেন বনান্তরে।
চিরং বিলুলিতং বৃদ্ধ-কচ্ছপেনেব পল্বলে॥ ৭॥
কলত্রচিন্তাহতয়া ধিয়া সন্দহ্যমানয়া।
দৃষ্টাঃ কষ্টসমারম্ভা দিশঃ প্রজ্বলিতা ইব॥ ৮॥

ক্ষৌমানেকসমাক্ষীণপটে চেণ্ডকধারিণা।
কাষ্ঠভারোবনে ব্যূঢ়স্তন্মূর্ত্তমিব দুষ্কৃতম্ ॥৯॥
যৌকাকীর্ণজরৎক্লিন্ন-গন্ধিকৌপীনবাসসা।
আশ্বস্য ধবলীকানাং তলে নীতা ঘনাঃ সমাঃ ॥ ১০ ॥
কলত্রাপূরণোৎকেন জর্জ্জরেণ হিমানিলৈঃ।
হেমন্তে দর্দ্দূরেণেব বিলীনং বনকুক্ষিষু ॥ ১১ ॥
নানাকলহকল্লোল তাপপ্রসরবিদ্রুতাঃ।
বাস্পব্যাজেন নির্ম্মুক্তা নেত্রাভ্যাং রক্তবিন্দবঃ ॥১২॥
যামিন্যোবিপিনে ক্লিন্নে বরাহামিষভোজনাঃ।
শিলাতলকুটীকোশে নীতা জলদবিক্লবাঃ॥ ১৩ ॥
কালে ক্ষয়ং গতে রোহে কালাভ্রঘনতাং গতে।
অসৌহার্দ্দেন বন্ধুনাং কলহৈশ্চাপি সন্ততৈঃ ॥ ১৪ ॥
সর্ব্বত্র জাতশঙ্কেন কলাভিমুখরার্ভকৈঃ।
ময়া কৃপণচিত্তেন নীতাঃ পরগৃহে সমাঃ ॥ ১৫ ॥
চণ্ডালীকলহোদ্বিগ্ন চণ্ডচণ্ডালতর্জ্জনৈঃ।
মুখং জর্জ্জরতাং যাতমিন্দুরাহুদৈরিব ॥ ১৬॥
চর্ব্বিতাঃ খর্ব্বিতোষ্ঠেন দ্বীপিপিশিতপেশয়ঃ।
নারকাহৃতবিক্রীতা নারক্যোরশনা ইব ॥ ১৭ ॥
হিমবৎকন্দরোদ্গীর্ণাশ্চণ্ডা হেমন্তবীচয়ঃ।
শিশিরে শীকরাসারতুষারনিচয়াশ্চিরম্ ॥ ১৮ ॥

অঙ্গে নিরন্তরে সোঢ়া মৃত্যুমুক্তা ইবেষবঃ।
জরাজরঠমূঢ়েন মূলানি ক্ষীণভূরুহাম্ ॥ ১৯ ॥
সুকৃতানামিবৈকেন সমুৎখাতানি ভূরিশঃ।
শরাবকেষ্বটব্যাঞ্চ পললং পক্বমাদরাৎ ॥ ২০ ॥
অস্পৃষ্টেন জনৈর্ভুক্তং কুকলত্রবতা ময়া।
গৃহীততেজঃ ক্ষতয়ে বহুবক্তুবিকারিণা ॥ ২১ ॥
মার্গাবিকমিবাত্মীয়ং বিক্রীতং পণ্যমন্যতঃ।
প্রাণ্যঙ্গবপুষস্তস্য প্রোৎকৃত্যোৎকৃত্য পেশলঃ ॥ ২২ ॥
আয়সং পরিবিক্রীতা বিন্ধ্যপক্বণভূমিষু।
জন্মান্তরসহস্রোত্থং স্বপাপমিব বৃদ্ধয়ে ॥ ২৩ ॥
অবকীর্ণমসৎকীর্ণং চণ্ডালারামভূমিষু।
দৃষ্টঃ কুদ্দালকোদৃষ্ট্যা সন্ধ্যাস্নেহবিমুক্তয়া ॥ ২৪ ॥
রৌরবাপতিতেনেব তৎকালস্নিগ্ধতাং গতঃ।
বিন্ধ্যকন্দরগুল্মানাং বন্ধুত্বমিব গচ্ছতা ॥ ২৫ ॥
পুলিন্দবপুষা যত্র যুক্তযোগৈঃ সমর্পিতা।
তর্পিতা লগুড়াঘাত জিতকৌলেয়রংহসা ॥ ২৬ ॥
পুত্রদারাঃ কদন্নেন গ্রামকাঙ্ক্ষোচিতেন চ।
ধারাসাররণৎপত্র শুষ্কতালতলে নিশাঃ ॥২৭॥
নীতা রণিতদন্তেন সার্দ্ধং বিপিনবানরৈঃ।
রোমভিঃ কোটিমুদ্রোদ্যৈঃ শীতেনাধ্যু ষতস্থ মে ॥২৮॥

বর্ষাস্থ মুক্তাকণবৎ ধৃতা বানলবিন্দবঃ।
অজাজীমূতখণ্ডার্থং ক্ষুৎক্ষুণ্ণক্ষীণকুক্ষিণা ॥ ২৯ ॥
কলত্রেণ সহাটব্যাং কৃতঃ কলহ আকুলঃ।
বনে রণিতদন্তেন শীতকেকরচক্ষুষা ॥ ৩০ ॥
মসীমলিনগাত্রেণ বেতালস্বজনায়িতম্।
সরিত্তীরেষু মৎস্যার্থং ভ্রান্তং বড়িশধারিণা ॥ ৩১ ॥
কল্পে জগৎস্থ নাশার্থং কৃতান্তেনেব পাশিনা।
পীতং বহূপবাসেন সদ্যঃকৃত্তমৃগোরসঃ ॥ ৩২ ॥
তৎকালকোষ্ণং রুধিরং মাতুস্তনপয়োযথা।
শ্মশ্মানসংস্থিতাম্মত্তো রক্তরক্তান্মলাশিনঃ ॥ ৩৩ ॥
বিদ্রুতা বনবেতালাশ্চণ্ডিকাভিদ্রুতা ইব।
বাগুরা বিপিনে ব্যুপ্তা বন্ধার্থং মৃগপক্ষিণাম্ ॥ ৩৪ ॥
আশা ইব বিবৃদ্ধ্যর্থং পুত্রদারকলত্রজাঃ।
ময়া মায়াময়ৈর্লোকাঃ সূত্রজালময়ৈঃ খগাঃ ॥৩৫॥
জালৈর্জর্জ্জরতাং নীতা দিশশ্চাস্থকৃতায়ুষা।
তত্রাপি দত্তঃ প্রসরো মনসোহুঙ্কৃতোদয়ে ॥ ৩৬ ॥
আশাপ্রসারিতা দূরং প্রাবৃষীব তরঙ্গিণী।
করভ্যা ইব সর্পেণ বিদ্রুতং দূরতোধিয়া ॥ ৩৭ ॥
দূরে ত্যক্তা দয়া দেহে ভূজঙ্গেনেব কঞ্চুকম্।
ক্রৌর্য্যং স্থখেন সংরম্ভশরবর্ষি নিনাদি চ ॥ ৩৮ ।

অঙ্গীকৃতং নিদাঘান্তে নভসেবাসিতাম্বুদঃ।
বিকাসিন্যোক্ষতাঃ ক্ষারা দূরং পরিহৃতা জনৈঃ॥ ৩৯॥
শ্বভ্রেণেব কুমঞ্জর্য্যশ্চিরমূঢ়া ময়াপদঃ।
স্বকালকুলকোণাসু নরকোদ্দামভূমিষু॥ ৪০॥
উপ্তাৎ উঙ্কৃতবীজানাং মুষ্টয়া মোহবৃষ্টয়ঃ।
বাগুরাভির্ম্ময়া বিন্ধ্য কন্দরস্থেন নির্দ্দয়ম্॥ ৪১॥
ভূতেষ্বিব কৃতান্তেন মৃগেষু পরির্বল্লিতম্।
পামরীকণ্ঠকুড্যেষু বিশ্রান্তশিরসা ময়া॥ ৪২॥
সুপ্তমস্তবিবেকেন শেষাঙ্গেষ্বিব শৌরিণা।
বিলোলচরণাম্বরয়া সরাবোল্লাসিধূম্রয়া॥ ৪৩॥
মম তন্বা সনীহারবিন্ধ্যকচ্ছগুহায়িতম্।
কৃষ্ণদেহেন যৌকাঢ্যা কন্থা স্কন্ধে ময়া চিরম্॥ ৪৪॥
গ্রীষ্মে সোঢ়া চলদ্ভৃতা বরাহেণ যথোর্ব্বরা।
বহুশোহং বনোত্থাগ্নিনির্দ্দগ্ধপ্রাণিমণ্ডলঃ॥ ৪৫॥
কল্পাগ্নিভুক্তজগতঃ কালস্যানুগতিং গতঃ।
লোভিলিঙ্গো যথা রোগমনর্থানিব দুর্গ্রহঃ।
প্রসূতাস্তত্র মে দারা দুঃখান্যথ সুখান্যপি॥ ৪৬॥
নৃপালপুত্রকৈনৈকতনয়েন তদা ময়া।
নীতা নীরন্ধ্রদোষেণ ষষ্টিঃ কল্পসমাঃ সমাঃ॥ ৪৭॥
আক্রুষ্টমুদ্ধুরতরং রুদিতং বিপৎসু

ভুক্তং কদন্নমুষিতং হত পক্কণেষু।
কালান্তরং বহু ময়োপহতেন তত্র
দুর্ব্বাসনানিগড়বন্ধগতেন সভ্যাঃ ॥ ৪৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে ইন্দ্রজালোপাখ্যানে আপদ্বর্ণনং নাম সপ্তোত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥১০৭॥

———

অষ্টোত্তরশততমঃ সর্গঃ।

---*---

রাজোবাচ।

অথ গচ্ছতি কালেত্র জরাজর্জ্জরিতায়ুষি।
তুষারপূর্ণশষ্পৌঘ সমশ্মশ্রুভৃতে ময়ি॥ ১॥
কর্ম্মবাতাপনুন্নেষু সরসেম্বরসেম্বপি।
পতৎস্থ বা সরৌঘেষু শীর্ণপর্ণগণেম্বিব॥ ২॥
আজাবিব শরৌঘেষু সুখদুঃখেম্বনারতম্।
কলহেম্বপ্যকার্য্যেষু চাগচ্ছৎস্থ চ পতৎস্থ চ॥ ৩॥
বিকল্পকল্পনাবর্ত্ত বর্ত্তিনি দ্বিজগে জড়ে।
সমুদ্র ইব কল্লোলভরে ভ্রমিতচেতসি॥ ৪॥
চলচ্চিন্তাচিতং চক্রমারূঢ়ে ভ্রান্ত আত্মনি।
প্রোহ্যমানে তৃণ ইব সাবর্ত্তং কালসাগরে॥ ৫॥
বিন্ধ্যোর্ব্বাবনকীটস্থ গ্রাসৈকশরণস্থ মে।
দ্বিবাহোগর্দ্দভস্থাত্র ক্ষীণ ইত্থং সমাগণে॥ ৬॥
বিস্মৃতে মম ভূপত্বে শবস্তেব মহাজবে।
চাণ্ডালত্বে স্থিরীভূতে পক্ষচ্ছিন্ন ইবাচলে॥ ৭॥
সংসারমিব কল্পান্তোদাবাগ্নিরিব কাননম্।
সাগরোর্ম্মিস্তটমিব শুষ্কবৃক্ষমিবাশনিঃ॥ ৮॥

অকাণ্ডে মরণোড্ডীনং চণ্ডচণ্ডালমণ্ডলম্।
নিরন্নতৃণপত্রাম্বু বিন্ধ্যকচ্ছং তদাযযৌ ॥ ৯ ॥
ন বর্ষতি ঘনব্রাতে দৃষ্টনষ্টে ক্বচিৎ স্থিতে।
পূতাঙ্গারকণোন্মিশ্র গতৌ বহতি মারুতে ॥ ১০ ॥
শীর্ণমর্ম্মরপর্ণাসু দাবাগ্নিবলিতাসু চ।
বনস্থলীষু শূন্যাসু চিরপ্রব্রজিতাস্বিব ॥ ১১ ॥
অকাণ্ডমভবদ্ভীম মুদ্দামদবপাবকম্।
শোষিতাশেষগহনং ভস্মশেষতৃণোপলম্ ॥ ১২ ॥
পাংসুধূসরসর্ব্বাঙ্গং ক্ষুধিতাশেষমানবম্।
নিরন্নতৃণপানীয়ং দেশাদুদ্দাবমণ্ডলম্ ॥ ১৩ ॥
কচন্মরুমরীচ্যম্বু মজ্জন্মহিষমণ্ডলম্।
বাতোত্থসীকরব্যূহ-পরিবাহবনাম্বরম্ ॥ ১৪ ॥
পানীয়শব্দমাত্রেক শ্রবণোৎকনরব্রজম্।
আতপাতিসংশোষ সীদৎসকলমানবম্ ॥ ১৫ ॥
পত্রগ্রসনসংরব্ধ ক্ষুধিতোত্থিতজীবিতম্।
স্বাঙ্গচর্ব্বণসংরম্ভ লুঠদ্দশনমণ্ডলম্ ॥ ১৬ ॥
মাংসশঙ্কানিগীর্ণোগ্র খদিরাগ্নিকণোৎকরম্।
মণ্ডুকাসারসংগ্রস্ত বনপাষাণখণ্ডকম্ ॥ ১৭ ॥
অন্যোন্যভূতসংসক্ত মাতৃপুত্রপিতৃব্রজম্।
গৃধ্রোদররটৎসার নিগীর্ণবরসারিকম্ ॥ ১৮ ॥

পরস্পরাঙ্গবিচ্ছেদ রক্তসিক্তধরাতলম্ ।
হরিগ্রসনসংরব্ধ মত্তক্ষুধিতবারণম্ ॥ ১৯ ॥
দরীনিগরণৈকৈক সিংহভ্রমণভীষণম্ ।
অন্যোন্যগ্রসনোদ্যুক্ত লোকমল্লকৃতং বহৎ ॥ ২০ ॥
নিষ্পাত্রপাদপোড্ডীন প্রৌঢ়াঙ্গারময়ানিলম্ ।
রক্তপানোৎকমার্জ্জার লীঢ়ধাতুতটাবনি ॥ ২১ ॥
জ্বালাঘনঘটাটোপ সাবর্ত্তসবনানিলম্ ।
সর্ব্বস্থলরসদ্বহ্নি পুঞ্জপিঞ্জরজঙ্গলম্ ॥ ২২ ॥
দগ্ধাজগরকুঞ্জোত্থ ধূমমাংসলগুল্মকম্ ।
মারুতাবলিতজ্বালা সন্ধ্যাভ্রবলিতাম্বরম্ ॥ ২৩ ॥
উদ্দামরবমুদ্ভ্রান্ত ভস্মনাস্তম্ভমণ্ডলম্ ।
সাক্রন্দনরদারাগ্র দীনার্ভককৃতারবম্ ॥ ২৪ ॥
সম্ভ্রান্তপুরুষব্যূহ দন্তকৃত্তমহাশবম্ ।
মাংসগন্ধজবগ্রস্ত রক্তারক্তনিজাঙ্গুলি ॥ ২৫ ॥
নীলপত্রালতাশঙ্কা পীতধূমঘনচ্ছবি ।
ভ্রমদ্গৃধ্রনিগীর্ণোগ্র নভোভ্রান্তোল্মুকামিষম্ ॥ ২৬ ॥
ইতরেতরভিন্নাঙ্গ লোকবিদ্রবণাকুলম্ ।
জ্বলিতাগ্নিটণৎকার বিদীর্ণহৃদয়োদরম্ ॥ ২৭ ॥
গর্ত্তমারুতক্রাঙ্কার ভীমদাবাগ্নিবল্গনম্ ।
ভীতাজগরফুৎকার পতদঙ্গারপাদপম্ ॥ ২৮ ॥

সদকাণ্ডস্ফুটদ্দেশং প্রাপ্য তচ্ছুষ্ককোটরম্ ।
দ্বাদশার্কাগ্নিদগ্ধস্য জগতোনুকৃতিং যযৌ ॥ ২৯ ॥

জ্বলদনলজটালবৃক্ষখণ্ড
প্রসরমরুৎপ্রসরাবনুন্নলোকঃ ।
জ্বলনতপনভাস্করাত্মজানাং
রমণগৃহানুকৃতিং জগাম দেশঃ ॥ ৩০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে ইন্দ্রজালোপাখ্যানে অকাণ্ডবর্ণনং নাম
অষ্টোত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৮॥

নবোত্তরশততমঃ সর্গঃ।

—o—

রাজোবাচ।

তস্মিংস্তদা বর্ত্তমানে কষ্টে বিধিবিপর্য্যয়ে।
অকালোল্‌বণকল্লান্তে নিতান্তং তাপদায়িনি ॥ ১ ॥
জনাঃ কেচন নিষ্ক্রম্য সকলত্রসুহৃজ্জনাঃ।
গতা দেশান্তরং ব্যোম্নঃ শরদীব পয়োধরাঃ ॥ ২ ॥
দেহাবয়বসংলীন পুত্রদারাগ্র্যবন্ধবঃ।
শীর্ণাঃ কেচন তত্রৈব চ্ছিন্না ইব বনে দ্রুমাঃ ॥ ৩ ॥
ভুক্তাঃ কেচন চ ব্যাঘ্রৈর্নির্গতাস্তু স্বমন্দিরাৎ।
অজাতপক্ষকাঃ শ্যেনৈঃ খগা নীড়োদ্গতা ইব ॥ ৪ ॥
প্রবিষ্টাঃ কেচিদনলং জ্বলিতং শলভা ইব।
প্রবিষ্টাঃ কেচিদনলং জ্বলিতং শলভা ইব।
কেচিচ্ছ্বভ্রেষু পতিতাঃ শিলাঃ শৈলচ্যুতা ইব ॥ ৫ ॥
অহন্তু তান্ পরিত্যজ্য শ্বশুরাদীন্ স্বকং ক্ষমম্।
কলত্রমাত্রমাদায় কৃচ্ছ্রাদ্দেশাদ্বিনির্গতঃ ॥ ৬ ॥
অনলাননিলাংশ্চৈব ভক্ষকাংস্তক্ষকানপি।
বঞ্চয়িত্বা ভয়াম্মত্যোঃ সদারোহং বিনির্গতঃ ॥ ৭ ॥

প্রাপ্য তদ্দেশপর্যন্তং তত্র তালতরোস্তলে।
অবরোপ্য সুতান্ স্কন্ধান্নানানর্থানিবোল্বণান্॥ ৮॥
বিশ্রান্তোস্মি চিরং শ্রান্তো রৌরবাদিব নির্গতঃ।
দীর্ঘদাবনিদাঘার্ত্তো গ্রীষ্মে পদ্ম ইবাজলঃ॥ ৯॥
অথ চণ্ডালকন্যায়াং বিশ্রান্তায়াং তরোস্তলে।
সুপ্তায়াং শাতলচ্ছায়ে দ্বৌ সমালিঙ্গ্য দারকৌ॥১০॥
পৃচ্ছকোনাম তনয়োমমৈকঃ পুরতঃ স্থিতঃ।
অত্যন্তবল্লভোস্মাকং কনীয়ান্মৌগ্ধ্যবানিতি॥ ১১॥
স মামুবাচ দীনাত্মা বাস্পপূর্ণবিলোচনঃ।
তাত দেহ্যাশু মে মাংসং পাতুং চ রুধিরং ক্ষণাৎ॥১২॥
পুনঃ পুনর্ব্বদন্নেবং স বালঃ স্তনয়োমম।
প্রাণান্তিকীং দশাং প্রাপ্তঃ সাক্রন্দোহি পুনঃ ক্ষুধা॥১৩॥
তস্যোক্তস্তু ময়া পুত্র মাংসং নাস্তীতি ভূরিশঃ।
তথাপি মাংসং দেহীতি বদত্যেব সুদুর্ম্মতিঃ॥ ১৪॥
অথ বাৎসল্যমূঢ়েন ময়া দুঃখাতিভারিণা।
তস্যোক্তং পুত্র মন্মাংসং পক্বং সম্ভুজ্যতামিতি॥ ১৫॥
তদপ্যঙ্গীকৃতং তেন দেহীতি বদতা পুনঃ।
মন্মাংসভক্ষণং ক্ষীণ বৃত্তিনাশ্লেষবৃত্তিনা॥ ১৬॥
সর্ব্বদুঃখাপনোদায় স্নেহকারুণ্যমোহিনা।
তস্য তামার্ত্তিমালোক্য ময়া দুঃখাতিভারিণা॥ ১৭॥

সোঢুং তামাপদং তীব্রামশক্তেন হতাত্মনা।
মরণায়াতিমিত্রায় কৃতোন্তর্নিশ্চয়ো ময়া ॥ ১৮ ॥
তত্র কাষ্ঠানি সঞ্চিত্য চিতাং রচিতবানহম্।
চিতা চটচটাস্ফোটৈঃ স্থিতা মদভিকাঙ্ক্ষিণী ॥১৯॥
তস্যান্তু যাবদাত্মানং চিতায়াং নিক্ষিপাম্যহম্।
চলিতোস্মি জবাত্তাব দস্মাৎ সিংহাসনান্নৃপঃ ॥ ২০ ॥
ততস্তূর্য্যনিনাদেন জয়শব্দেন বোধিতঃ।
ইতি শাম্বরিকেণায়ং মোহ উৎপাদিতো মম ॥ ২১ ॥
অজ্ঞানেনেব জীরস্য দশাশতসমন্বিতঃ।
ইত্যুক্তবতি রাজেন্দ্রে লবণে ভূরিতেজসি ॥ ২২ ॥
অন্তর্দ্ধানং জগামাশু তত্র শাম্বরিকঃ ক্ষণাৎ।
অথেদমূচুস্তে সভ্যা বিস্ময়োৎফুল্ললোচনাঃ ॥ ২৩ ॥
নায়ং শাম্বরিকোদেব যস্য নাস্তি ধনৈষণা।
দৈবী কাচন মায়েয়ং সংসারস্থিতিবোধিনী ॥ ২৪ ॥
মনোবিলাসঃ সংসার ইতি যস্যাং প্রতীয়তে।
সর্ব্বশক্তেরনন্তস্য বিলাসো হি মনোজগৎ ॥ ২৫ ॥
সর্ব্বশক্তের্ব্বিচিত্রা হি শক্তয়ঃ শতশোবিধেঃ।
যদ্বিবেকি মনোপ্যেষ বিমোহয়তি মায়য়া ॥২৬॥
বিজ্ঞাতলোকবৃত্তান্তঃ ক্ব নামায়ং মহীপতিঃ।
ক্ব সামান্যমনোবৃত্তি যোগ্যোবিপুলসম্ভ্রমঃ ॥ ২৭ ॥

ন চ শাম্বরিকেচ্ছেয়ং মায়া মনসি মোহিনী।
অর্থস্ত সিদ্ধ্যৈ চেহন্তে নিত্যং শাম্বরিকাঃ কিল ॥২৮॥
যত্নেন প্রার্থয়ন্তেঽর্থং নান্তর্দ্ধানং ব্রজন্তি ভো।
ইতি সন্দেহবেলায়াং সংস্থিতা লুলিতা বয়ম্ ॥ ২৯ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

সভায়ামবসং তস্যা মহং রাম তদা কিল।
তেন প্রত্যক্ষতোদৃষ্টং ময়ৈতন্নান্যতঃ শ্রুতম্ ॥ ৩০ ॥

ইতি বহুকলনা বিবর্দ্ধিতাঙ্গং,
জয়তি চিরং বিততং মনোমহাত্মন্।
শমমুপগমিতে পরস্বভাবে,
পরমমুপৈষ্যসি পাবনং পদং যৎ ॥ ৩১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে ইন্দ্রজালোপাখ্যানে চাণ্ডালত্বব্যপগমো নাম নবাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥১০৯ ॥

———

দশোত্তরশততমঃ সর্গঃ।

—০—

বশিষ্ঠ উবাচ।

পরমাৎ কারণাদাদৌ চিচ্চেত্যপদপাতিনী।
কলনাপদমাসাদ্য কলাকলিলতাং গতা ॥ ১ ॥
অসৎস্বেব বিমোহেষু রামৈবম্প্রায়বৃত্তিষু।
ঘনেষু তুচ্ছতামেত্য চিরায় পরিমূর্চ্ছতি ॥ ২ ॥
অসদেব মনোবৃত্তির্ম্লানা বিস্তারয়ত্যলম্।
দুঃখং দোষসহস্রেণ বেতালানিব বালিকা ॥ ৩ ॥
সদেব হি মহাদুঃখমসত্তাং নয়তি ক্ষণাৎ।
নিষ্কলঙ্কা মনোবৃত্তি রন্ধকারমিবার্করুক্ ॥ ৪ ॥
নয়ত্যভ্যাশতাং দূরং দূরমভ্যাশতাং নয়েৎ।
মনোবল্গতি ভূতেষু বালোবালখগেষ্বিব ॥ ৫ ॥
অভয়ং ভয়মজ্ঞস্য চেতসো বাসনাবতঃ।
দূরতো মুগ্ধপান্থস্য স্থাণুর্যাতি পিশাচতাম্ ॥ ৬ ॥
শত্রুত্বং শঙ্কতে মিত্রে কলঙ্কমলিনং মনঃ।
মদাবিষ্টমতির্জন্তুর্ভ্রমৎ পশ্যতি ভূতলম্ ॥ ৭ ॥
পর্য্যাকুলে হি মনসি শশিনোজায়তে শনিঃ।
অমৃতং বিষভাবেন ভুক্তং যাতি বিষক্রিয়াম্ ॥ ৮ ॥

স্বরপত্তননির্ম্মাণ মসৎ সদিব পশ্যতি।
বাসনাবলিতং চেতঃ স্বপ্নবজ্জাগ্রদেব হি ॥৯॥
মোহৈককারণং জন্তোর্ম্মনসোবাসনোল্বণা।
উৎখাতব্যা প্রযত্নেন মূলোচ্ছেদেন সৈব চ ॥ ১০ ॥
বাসনাবাগুরাকৃষ্টো মনোহরিণকোনৃণাম্।
পরাং বিবশতামেতি সংসারবনগুল্মকে ॥ ১১ ॥
যেন চ্ছিন্না বিচারেণ জীবস্য জ্ঞেয়বাসনা।
নিরভ্রস্যেব সূর্য্যস্য তস্যালোকোবিরাজতে ॥ ১২॥
অতস্ত্বং মন এবেদং নরং বিদ্ধি ন দেহকম্।
জড়োদেহোমনশ্চাত্র ন জড়ন্নাজড়ং বিদুঃ ॥ ১৩ ॥
যৎ কৃতং মনসা তাত তৎ কৃতং বিদ্ধি রাঘব।
যত্ত্যক্তং মনসা তাবৎ তত্ত্যক্তং বিদ্ধি চানঘ ॥ ১৪ ॥
মনোমাত্রং জগৎ কৃৎস্নং মনঃ পর্য্যন্তমণ্ডলম্।
মনোব্যোম মনোভূমির্মনোবায়ুর্মনোমহান্ ॥ ১৫ ॥
মনোযদি পদার্থে তু তদ্ভাবেন ন যোজয়েৎ।
ততঃ সূর্য্যাদয়োপ্যেতে ন প্রকাশাঃ কদাচন ॥ ১৬ ॥
মনোমোহমুপাদত্তে যস্যাসৌ মূঢ় উচ্যতে।
শরীরে মোহমাপন্নে ন শবোমূঢ় উচ্যতে ॥ ১৭ ॥
মনঃ পশ্য ভবত্যক্ষি শৃণ্বচ্ছ্রবণতাং গতম্।
ত্বগ্‌ভাবং স্পর্শনাদেতি ঘ্রাণতামেতি জিঘ্রণাৎ ॥১৮॥

রসনাদ্রসতামেতি বিচিত্রাস্তত্র বৃত্তিষু।
নাটকে নটবদ্দেহে মন এবানুবর্ত্ততে ॥ ১৯ ॥
লঘু দীর্ঘং করোত্যেব সত্যেহসত্তাং প্রযচ্ছতি।
কটুতাং নয়তি স্বাদু রিপুং নয়তি মিত্রতাম্ ॥ ২০ ॥
য এব প্রতিভাসোস্য চেতসোবৃত্তিবর্ত্তিনঃ।
ততস্তদেব প্রত্যক্ষং তথাত্রানুভবাদিহ ॥ ২১ ॥
প্রতিভাসবশাদেব স্বপ্নাকুলিতচেতসঃ।
হরিশ্চন্দ্রস্য সম্পন্না রাত্রির্দ্বাদশবার্ষিকী ॥ ২২ ॥
চিত্তানুভাববশতো মুহূর্ত্তত্বে গতং যুগম্।
ইন্দ্রদ্যুম্নস্য বৈরিঞ্চ্যপুরাভ্যন্তরবর্ত্তিনঃ ॥ ২৩ ॥
মনোজ্ঞয়া মনোবৃত্ত্যা সুখতাং যাতি রৌরবম্।
প্রাতঃ প্রাপ্তব্যরাজ্যস্য সুবদ্ধস্যেব বন্ধনম্ ॥ ২৪ ॥
জিতে মনসি সর্ব্বৈব বিজিতা চেন্দ্রিয়াবলিঃ।
শীর্য্যতে চ যথা তন্তৌ দগ্ধে মৌক্তিকমালিকা ॥ ২৫ ॥
সর্ব্বত্র স্থিতয়া স্বচ্ছরূপয়া নির্ব্বিকারয়া।
স ময়া সূক্ষ্ময়া নিত্যং চিচ্ছক্ত্যা সাক্ষিভূতয়া ॥ ২৬ ॥
সর্ব্বভাবানুগতয়া ন চেত্যার্থবিভিন্নয়া।
রামাত্মসত্তয়া মূকমপি দেহসনং জড়ম্ ॥ ২৭ ॥
মনোন্তশ্চলতি ব্যর্থং মননৈষণমুহ্যয়া।
বহির্গিরিসরিদ্ব্যোম সমুদ্রপুরলীলয়া ॥ ২৮ ॥

জাগ্রচ্ছাভিমতং বস্তু নয়ত্যমৃতমৃষ্টতাম্।
অনীহিতঞ্চ বিষতাং নয়ত্যমৃতমপ্যলম্ ॥ ২৯ ॥
অমৃষ্টসর্ব্বভাবানা মলমাত্মচমৎকৃতিম্।
মনঃ স্বাভিমতাকারং রূপং সৃজতি বস্তুষু ॥ ৩০ ॥
স্পন্দেষু বায়ুতামেতি প্রকাশেষু প্রকাশতাম্।
দ্রবেষু দ্রবতামেতি চিচ্ছক্তিস্ফুরিতং মনঃ ॥ ৩১ ॥
পৃথ্ব্যাং কঠিনতামেতি শূন্যতাং শূন্যদৃষ্টিষু।
সর্ব্বত্রেচ্ছাস্থিতিং যাতি চিচ্ছক্তিস্ফূরিতং মনঃ ॥ ৩২ ॥
শুক্লং কৃষ্ণীকরোত্যেব কৃষ্ণং নয়তি শুক্লতাম্।
বিনৈব দেশকালাভ্যাং শক্তিং পশ্যাস্য চেতসঃ ॥ ৩৩ ॥
মনস্যন্যত্র সংসক্তে চর্ব্বিতস্যাপি জিহ্বয়া।
ভোজনস্যাপি মৃষ্টস্য ন স্বাদোস্যানুভূয়তে ॥ ৩৪ ॥
যচ্চিত্তদৃষ্টং তদ্দৃষ্টং ন দৃষ্টং তদালোকিতম্।
অন্ধকারে যথা রূপ-মিন্দ্রিয়ং নির্ম্মিতং তথা ॥ ৩৫ ॥
ইন্দ্রিয়েণ মনোদেহি মনসেন্দ্রিয়মুন্মনঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রসূতানি মনসো নেন্দ্রিয়াত্মনঃ ॥ ৩৬ ॥
অত্যন্তভিন্নয়োরৈক্যং যেষাং চিত্তশরীরয়োঃ।
জ্ঞাতজ্ঞেয়া মহাত্মানো নমস্যাস্তে সুপণ্ডিতাঃ ॥ ৩৭ ॥
কুসুমোল্লাসিধর্ম্মিল্লা হেলাচলিতলোচনা।
কাষ্ঠকুড্যোপমাঙ্গেষু লগ্নাপ্যমনসোঙ্গনা ॥ ৩৮ ॥

মনস্যন্যত্র সংসক্তে বীতরাগেণ কাননে।
ক্রব্যাদচর্ব্বিতোঙ্কস্থঃ স্বকরোপি ন লক্ষিতঃ ॥ ৩৯ ॥
সুখীকর্ত্তুং সুদুঃখানি দুঃখীকর্ত্তুং সুখানি চ।
সুখেনৈবাশু যুজ্যন্তে মনসোতিশয়া মুনেঃ ॥ ৪০ ॥
মনস্যন্যত্র সংসক্তে কথ্যমানাপি যত্নতঃ।
লতাপরশুকৃত্তেব কথা বিচ্ছিদ্যতে বত ॥ ৪১ ॥
মনস্যদ্রিতটারূঢ়ে গৃহস্থেনাপি জন্তুনা।
শুভ্রাভ্রকন্দরভ্রান্তি দুঃখং সমনুভূয়তে ॥ ৪২ ॥
মনস্যুল্লসিতে স্বপ্নে দৃশ্যেব পুরপর্ব্বতাঃ।
আকাশ ইব বিস্তীর্ণে দৃশ্যন্তে নির্ম্মিতাঃ ক্ষমাঃ ॥ ৪৩ ॥
মনোবিলুলিতে স্বপ্নে দৃশ্যেবাদ্রিপুরাবলিম্।
তনোতি চলিতাম্ভোধির্ব্বীচীচয়মিবাত্মনি ॥ ৪৪ ॥
অন্তরব্ধিজলাদ্‌যদ্বৎ তরঙ্গাপীড়বীচয়ঃ।
দেহান্তর্মনসস্তদ্বৎ স্বপ্নাদ্রিপুররাজয়ঃ ॥ ৪৫ ॥
অঙ্কুরস্য যথা পত্রলতাপুষ্পফলশ্রিয়ঃ।
মনসোস্য তথা জাগ্রৎস্বপ্নবিভ্রমভূময়ঃ ॥ ৪৬ ॥
ব্যতিরিক্তা যথাহেম্নো ন হেমবনিতা তথা।
জাগ্রৎস্বপ্নক্রিয়ালক্ষ্মীর্ব্যতিরিক্তা ন চেতসঃ ॥ ৪৭ ॥
ধারাকণোর্ম্মিফেনশ্রীর্যথা সংলক্ষ্যতেম্ভসঃ।
তথা বিচিত্রবিভবা নানাতেয়ং হি চেতসঃ ॥ ৪৮ ॥

স্বচিত্তবৃত্তিরেবেহ জাগ্রৎস্বপ্নদৃশোদিতম্।
রসাবেশাদুপাদত্তে শৈলুষ ইব ভূমিকাম্ ॥ ৪৯ ॥
চণ্ডালত্বং হি লবণে প্রতিভাসবশাদ্‌যথা।
তথেদং জগদাভোগি মনোমননমাত্রকম্ ॥ ৫০ ॥
যৎ যৎ সম্বেদ্যতে কিঞ্চিৎ তেন তেনাশু ভূয়তে।
মনোমনননির্ম্মাণং যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৫১ ॥
নানাপুরসরিচ্ছৈল-রূপতামেত্য দেহিনাম্।
তনোত্যন্তঃস্থমেবেদং জাগ্রৎস্বপ্নময়ং মনঃ ॥ ৫২ ॥
সুরত্বাদ্দৈত্যতামেত্য নাগত্বান্নগতামপি।
প্রতিভাসবশাচ্চিত্তমাপন্নং লবণো যথা ॥ ৫৩ ॥
নরত্বাদেতি নারীত্বং পিতৃত্বাৎ পুত্রতাং গতঃ।
যথা ক্ষিপ্রং প্রতি নরঃ স্বসংকল্পাত্তথা মনঃ ॥ ৫৪ ॥
সংকল্পতঃ প্রম্রিয়তে সংকল্পাজ্জায়তে পুনঃ।
মনশ্চিরন্তনাভ্যস্তাজ্জীবতামেত্যনাকৃতি ॥ ৫৫ ॥
মনোমননসংমূঢ়-মূঢ়বাসনমাততম্।
সংকল্পাদ্যোনিমায়াতি সুখদুঃখে ভয়াভয়ে ॥ ৫৬ ॥
সুখং দুঃখঞ্চ মনসি তিলে তৈলমিব স্থিতম্।
তদ্দেশকালবশতোঘনং বা তনু বা ভবেৎ ॥ ৫৭ ॥
তৈলং তিলস্য চাক্রান্ত্যা স্ফুটতামেতি শাশ্বতীম্।
চেতসা মননাসঙ্গাদ্‌ঘনীভূতে সুখাসুখে ॥ ৫৮ ॥

দেশকালাভিধানেন রাম সংকল্প এব হি।
কথ্যতে তদ্বশাদ্‌যস্মাদ্দেশকালৌ স্থিতিং গতৌ ॥৫৯॥

প্রশাম্যত্যুল্লসত্যেতি যাতি নন্দতি বল্গতি।
মনঃ শরীরসংকল্পে ফলিতে ন শরীরকম্ ॥ ৬০ ॥

নানাস্ফারসমুল্লাসৈঃ স্বসংকল্পোপকল্পিতৈঃ।
মনোবল্গতি দেহেস্মিন্ সাধ্বীবান্তঃপুরাজিরে ॥ ৬১ ॥

চাপলে প্রসরস্তস্মাদন্তর্যেন ন দীয়তে।
মনোবিলয়মাদত্তে তস্মালান ইব দ্বিপঃ ॥ ৬২ ॥

ন স্পন্দতে মনো যস্য শস্ত্রস্তম্ভ ইবোত্তমঃ।
সদ্বস্তুতোসৌ পুরুষঃ শিষ্টাঃ কর্দ্দমকীটকাঃ ॥ ৬৩ ॥

যস্যাচপলতাং যাতং মন একত্র সংস্থিতম্।
অনুত্তমপদেনাসৌ ধ্যানেনানুগতোনঘ ॥ ৬৪ ॥

সংযমান্মনসঃ শান্তিমেতি সংসারবিভ্রমঃ।
মন্দরেঽস্পন্দতাং যাতে যথা ক্ষীরমহার্ণবঃ ॥ ৬৫ ॥

মানস্যোবৃত্তয়ো যা যা ভোগসংকল্পবিভ্রমৈঃ।
সংসারবিষবৃক্ষস্য তা এবাঙ্কুরযোনয়ঃ ॥ ৬৬ ॥

চিত্তং চলৎকুবলয়ং বলয়ন্ত এতে
মূঢ়া মহাজড়জবে মদমোহমন্দাঃ।

আবর্ত্তবর্ত্তিনি বিলূনবিশীর্ণচিন্তা
চক্রভ্রমে পুরুষভূভ্রমরাঃ পতন্তি ॥ ৬৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে ইন্দ্রজালোপাখ্যানে চিত্তবর্ণনং নাম দশোত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥১১০॥

—০—

একাদশোত্তরশততমঃ সর্গঃ ।

—০—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

অস্য বিত্তমহাব্যাধেশ্চিকিৎসায়া মহৌষধম্ ।
স্বায়ত্তং শৃণু বক্ষ্যামি সাধু স্বস্বাদু নিশ্চিতম্ ॥ ১ ॥
স্বেনৈব পৌরুষেণাশু স্বংসবেদনরূপিণা ।
যত্নেন চিত্তবেতালস্ত্যক্তেষ্টং বস্তু জীয়তে ॥ ২ ॥
ত্যজন্নভিমতং বস্তু যস্তিষ্ঠতি নিরাময়ঃ ।
জিতমেব মনস্তেন কুদন্ত ইব দন্তিনা ॥ ৩ ॥
স্বসংবেদনযত্নেন পাল্যতে চিত্তবালকঃ ।
অবস্তুতোবস্তুনি চ যোজ্যতে বোধ্যতেপি চ ॥ ৪ ॥
শাস্ত্রসৎসঙ্গধীরেণ চিন্তাতপ্তমতাপিনা ।
ছিন্ধি ত্বমায়সেনায়ো মনসৈব মনোমুনে ॥ ৫ ॥
অযত্নেন যথা বাল ইতশ্চেতশ্চ যোজ্যতে ।
ভাবৈস্তথৈব চেতোন্তঃ কিমিবাত্রাস্তি দুষ্করম্ ॥ ৬ ॥
সৎকর্ম্মণি সমাক্রান্ত-মুদর্কোদয়দায়িনি ।
স্বপৌরুষেণৈব মনশ্চেতনেন নিয়োজয়েৎ ॥ ৭ ॥
স্বায়ত্তমেকান্তহিতং স্বেপ্সিতত্যাগবেদনম্ ।
যস্য দুষ্করতাং যাতং ধিক্ তং পুরুষকীটকম্ ॥ ৮ ॥

অরম্যং রম্যরূপেণ ভাবয়িত্বা স্বসংবিদা।
মল্লেনেব শিশুশ্চিত্তমযত্নেনৈব জীয়তে॥ ৯ ॥
পৌরুষেণ প্রযত্নেন চিত্তমাশ্বেব জীয়তে।
অচিত্তেনাপ্রযত্নেন পদং ব্রহ্মণি দীয়তে॥ ১০ ॥
স্বায়ত্তঞ্চ সুসাধ্যঞ্চ স্বচিত্তাক্রান্তিমাত্রকম্।
শক্নুবন্তি ন যে কর্ত্তুং ধিক্ তান্ পুরুষজন্তুকান্॥১১॥
স্বপৌরুষৈকসাধ্যেন স্বেপ্সিতত্যাগরূপিণা।
মনঃপ্রশমমাত্রেণ বিনা নাস্তি শুভা গতিঃ॥ ১২ ॥
মনোমারণমাত্রেণ সাধ্যেন স্বাত্মসন্বিদা।
নিঃসপত্নমনাদ্যন্ত-মনিঙ্গনমিহোচ্যতাম্॥ ১৩ ॥
ইপ্সিতাবেদনাখ্যাত্তু মনঃপ্রশমনাদৃতে।
গুরূপদেশশাস্ত্রার্থমন্ত্রাদ্যা যুক্তয়স্তৃণম্॥ ১৪ ॥
সর্ব্বং সর্ব্বগতং শান্তং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা।
অসঙ্কল্পনশস্ত্রেণ ছিন্নচিত্তং গতং যদা॥ ১৫ ॥
স্বসম্বেদনসাধ্যেস্মিন্ সংকল্পানর্থশাসনে।
শান্তায়ামত্র বপুষি পুংসঃ কৈব কদর্থনা॥ ১৬ ॥
নূনং দৈবমনাদৃত্য মূঢ়সঙ্কল্পকল্পিতম।
পুরুষার্থেন সংবিত্ত্যা নয় চিত্তমচিত্ততাম্॥ ১৭ ॥
তাং মহাপদবীমেকাং কামপ্যধিগতং চিরম্।
চিত্তং চিদুক্ষিতং কৃত্বা চিত্তাদপি পরোভব॥ ১৮ ॥

ভব ভাবনয়া যুক্তো যুক্তঃ পরময়া ধিয়া।
ধারয়াত্মানমব্যগ্রো গ্রস্তচিত্তং ততঃ পরম্ ॥ ১৯ ॥
পরং পৌরুষমাশ্রিত্য নীত্বা চিত্তমচিত্ততাম্।
তাং মহাপদবীমেহি যত্র নাশো ন বিদ্যতে ॥ ২০ ॥
সংবেদনবিপর্য্যাস-রূপিণী ধীরবাচলা।
জেতুমাশু মনোরাম পৌরুষেণৈব শক্যতে ॥ ২১ ॥
অনুদ্বেগঃ শ্রিয়োমূলমনুদ্বেগাৎ প্রবর্ত্ততে।
জন্তোর্মনোজয়ো যেন ত্রিলোকীবিজয়স্তৃণম্ ॥ ২২ ॥
ন শস্ত্রদলনোৎপাত-পাতা যস্যাং মনাগপি।
স্বভাবমাত্রব্যাবৃত্তৌ তস্যাং কৈব কদর্থনা ॥ ২৩ ॥
অপি স্ববেদনাক্রান্তৌ ন শক্তা যে নরধমাঃ।
কথং ব্যবহরিষ্যন্তি ব্যবহারদশাসু তে ॥ ২৪ ॥
পুমান্ মৃতোঽস্মি জাতোঽস্মি জীবামীতি কুদৃষ্টয়ঃ।
চেতসোবৃত্তয়োভান্তি চপলস্যাসদুত্থিতাঃ ॥ ২৫ ॥
ন কশ্চনেহ ম্রিয়তে জায়তে ন চ কশ্চন।
স্বয়ং বেত্তি মৃতং স্বস্য লোকমন্যং স্বকং মনঃ ॥ ২৬ ॥
ইতোযাতি পরং লোকং স্ফুরত্যন্যতয়া মনঃ।
তত্তস্যেত্যেতদামোক্ষ মতোমৃতিভয়ং কুতঃ ॥ ২৭ ॥
ইহ লোকে ন বিচরত্বিহ লোকে পরত্র চ।
চিত্তমামোক্ষমাস্তেস্য রূপমন্যন্ন বিদ্যতে ॥ ২৮ ॥

মৃতে ভ্রাতরি ভৃত্যাদৌ ক্লেশ আক্রিয়তেঽমৃতঃ।
তৎ স্বচিত্তং স্বচৈতন্য-ব্যাবৃত্তাত্মেতি মে মতিঃ॥ ২৯॥
সতি পথ্যে ততে শুভ্রে চিত্তোপশমনাদৃতে।
তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তাচ্চ ভূয়োভূয়োবিচারিতম্॥ ৩০॥
যাবন্নাস্তি কিলোপায়শ্চিত্তোপশমনাদৃতে।
খ্যাতে তথ্যে ততে শুভ্রে বোধে হৃদ্যুদিতে সতি॥৩১॥
মনোবিলয়মাত্রেণ বিশ্রান্তিরুপজায়তে।
ব্যায়তে হৃদয়াকাশে চিতি চিচ্চক্রধারয়া॥ ৩২॥
মনোমারয় নিঃশঙ্কং ত্বাং প্রবধ্নন্তি নাধয়ঃ।
যদি রম্যমরম্যত্বে ত্বয়া সম্বিদিতং বিদা॥ ৩৩॥
ছিন্নান্যেব তদঙ্গানি চিত্তস্যেতি মতির্ম্মম।
অয়ং সোঽহমিদং তন্ম এতাবন্মাত্রকং মনঃ॥ ৩৪॥
তদভাবনমাত্রেণ দাত্রেণেব বিলূয়তে।
ছিন্নাভ্রমণ্ডলং ব্যোম্নি যথা শরদি ধূয়তে॥ ৩৫॥
বাতেনাকল্পনেনৈবং তথা তদ্‌ধূয়তে মনঃ।
ভবন্তি যত্র শস্ত্রাগ্নিপবনাস্তত্র ভীর্ভবেৎ॥ ৩৬॥
স্বায়তে মৃদুনি স্বচ্ছে কিমসঙ্কল্পনে ভয়ম্।
ইদং শ্রেয় ইদং নেতি সিদ্ধমাবালমক্ষতম্॥ ৩৭॥
বালং পুত্রমিবোদারে মনঃ শ্রেয়সি যোজয়েৎ।
অক্ষয়ং চানবং চেতঃ সিংহং সংস্থৃতিবৃংহণম্॥

ঘ্নন্তি যে তে জয়ন্তীহ নির্ব্বাণপদদায়িনঃ ॥ ৩৮ ॥

ভীমাঃ সদ্ভ্রমদায়িন্যঃ সঙ্কল্পকদনাদিমাঃ।
বিপদঃ সম্প্রসূয়ন্তে মৃগতৃষ্ণা মরাবিব ॥ ৩৯ ॥

কল্পান্তপবনা বান্তু যান্তু চৈকত্বমর্ণবাঃ।
তপন্তু দ্বাদশাদিত্যা নাস্তি নির্মনসঃ ক্ষতিঃ ॥ ৪০ ॥

মনোবীজাৎ সমুত্থন্তি সুখদুঃখে শুভাশুভে।
সংসারখণ্ডকা এতে লোকসপ্তকপল্লবাঃ ॥ ৪১ ॥

অসঙ্কল্পনমাত্রৈকসাধ্যে সকলসিদ্ধিদে।
অসংকল্পনসাম্রাজ্যে তিষ্ঠাবষ্টব্ধতৎপদঃ ॥ ৪২ ॥

প্রযচ্ছত্যুত্তমানন্দং ক্ষীয়মাণং মনঃ ক্রমাৎ।
কাষ্ঠক্ষীণাঙ্গকাঙ্গারো যথাঙ্গারক্ষয়ার্থিনঃ ॥ ৪৩ ॥

অপি ব্রহ্মকুটীলক্ষং মনসশ্চেৎ সমীহিতম্।
তদণোরন্তরে ব্যক্তং বিভক্তং পরিদৃশ্যতে ॥ ৪৪ ॥

সঙ্কল্পমাত্রবিভবেন কৃতান্যনর্থং
সঙ্কল্পমাত্রবিভবেন সুসাধিতার্থম্।
সন্তোষমাত্রবিভবেন মনোবিজিত্য
নিত্যোদিতেন জয়মেহি নিরীপ্সিতেন ॥ ৪৫ ॥

পরমপাবনয়া বিমনস্তয়া
সমতয়া মতয়াত্মবিদামপি।

শমিতয়া মিতয়ান্তরহন্তয়া
যদবশিষ্টমজং পদমস্তু তৎ ॥ ৪৬ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে ইন্দ্রজালোপাখ্যানে চিত্তচিকিৎসা নাম একাদশোত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১১ ॥

দ্বাদশোত্তরশততমঃ সর্গঃ।

—০—

বশিষ্ঠ উবাচ।

যস্মিংস্তস্মিন্ পদার্থে হি যেন তেন যথা তথা।
তীব্রসংবেগসম্পন্নং মনঃ পশ্যতি বাঞ্ছিতম্ ॥ ১ ॥
জায়তে ম্রিয়তে চৈষা মনসস্তীব্রবেগিতা।
সৌম্যাম্বুবুদ্বুদালীব নির্নিমিত্তা স্বভাবতঃ ॥ ২ ॥
শীততা তুহিনস্যেব কজ্জলস্যেব কৃষ্ণতা।
লোলতা মনসোরূপং তীব্রা তীব্রৈকরূপিণী ॥ ৩ ॥

রাম উবাচ।

কথমস্যাতিলোলস্য বেগোবেগৈককারণম্।
চলতামনসো ব্রহ্মন্ বলতোবিনিবার্য্যতে ॥ ৪ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

নেহ চঞ্চলতাহীনং মনঃ ক্বচন দৃশ্যতে।
চঞ্চলত্বং মনোধর্ম্মোবহ্নের্দ্ধর্ম্মোযথোষ্ণতা ॥ ৫ ॥
যৈষা হি চঞ্চলা স্পন্দশক্তিশ্চিত্তত্বসংস্থিতা।
তাং বিদ্ধি মানসীং শক্তিং জগদাড়ম্বরাত্মিকাম্ ॥৬॥
স্পন্দাস্পন্দাদৃতে বায়োর্যথা সত্তৈব নোহ্যতে।
তথা ন চিত্তসত্তাস্তি চঞ্চলস্পন্দনাদৃতে ॥ ৭ ॥

যত্তু চঞ্চলতাহীনং তন্মনোমৃতমুচ্যতে।
তদেব চ তপঃ শাস্ত্রসিদ্ধান্তোমোক্ষ উচ্যতে ॥ ৮ ॥
মনোবিলয়মাত্রেণ দুঃখশান্তিরবাপ্যতে।
মনোমননমাত্রেণ দুঃখং পরমবাপ্যতে ॥ ৯ ॥
দুঃখমুৎপাদয়ত্যুচ্চৈরুত্থিতশ্চিত্তরাক্ষসঃ।
সুখায়ানন্তভোগায় তং প্রযত্নেন পাতয় ॥ ১০ ॥
তস্য চঞ্চলতা যৈষা ত্ববিদ্যা রাম সোচ্যতে।
বাসনাপদনাম্নীং তাং বিচারেণ বিনাশয় ॥ ১১ ॥
অবিদ্যয়া বাসনয়া তয়াস্তশ্চিত্তসত্তয়া।
বিলীনয়া ত্যাগবশাৎ পরং শ্রেয়োধিগম্যতে॥ ১২ ॥
যত্তৎ সদসতোর্মধ্যং যন্মধ্যং চিত্ত্বজাড্যয়োঃ।
তন্মনঃ প্রোচ্যতে রাম দ্বয়োর্দ্দোলায়িতাকৃতি ॥ ১৩ ॥
জাড্যানুসন্ধানহতং জাড্যাত্মকতয়েদ্ধয়া।
চেতোজড়ত্বমায়াতি দৃঢ়াভ্যাসবশেন হি ॥ ১৪ ॥
বিবেকৈকানুসন্ধানাচ্চিদংশাত্মতয়া মনঃ।
চিদেকতামুপায়াতি দৃঢ়াভ্যাসবশাদিহ ॥ ১৫ ॥
পৌরুষেণ প্রযত্নেন ত্যস্মিন্নেব পদে মনঃ।
পাত্যতে তৎ পদং প্রাপ্য ভবত্যভ্যাসতোহি তৎ ॥১৬
পুনঃ পৌরুষমাশ্রিত্য চিত্তমাক্রম্য চেতসা।
বিশোকং পদমাশ্রিত্য নিরাশঙ্কঃ স্থিরোভব ॥ ১৭ ॥

ভবভাবনয়া মগ্নং মনসৈব ন চেন্মনঃ।
বলাদুত্তার্য্যতে রাম তদুপায়োস্তি নেতরঃ ॥ ১৮ ॥

মন এব সমর্থং বো মনসোদৃঢ়নিগ্রহে।
অরাজা কঃ সমর্থঃ স্যাৎ রাজ্ঞোরাঘব নিগ্রহে ॥১৯॥

তৃষ্ণাগ্রাহগৃহীতানাং সংসারার্ণবরংহসি।
আবর্ত্তৈরুহ্যমানানাং দূরে স্বং মন এব নৌঃ ॥ ২০ ॥

মনসৈব মনশ্ছিত্ত্বা পাশং পরমবন্ধনম্।
উন্মোচিতোন যেনাত্মা নাসাবন্যেন মোক্ষ্যতে ॥ ২১ ॥

যা যোদেতি মনোনাম্নী বাসনাবাসিতান্তরা।
তাং তাং পরিহরেৎ প্রাজ্ঞস্ততোহবিদ্যাক্ষয়োভবেৎ॥২২॥

ভোগৌঘবাসনাং ত্যক্ত্বা ত্যজ ত্বং ভেদবাসনাম্।
ভাবাভাবৌ ততস্ত্যক্ত্বা নির্ব্বিকল্পঃ সুখী ভব ॥২৩॥

অভাবনং ভাবনায়াস্ত্বেতাবান্ বাসনাক্ষয়ঃ।
এষ এব মনোনাশস্ত্ববিদ্যানাশ উচ্যতে ॥ ২৪ ॥

যদযৎ সম্বেদ্যতে কিঞ্চিৎ তত্ত্রাসম্বেদনং পরম্।
অসম্বিত্তিস্তু নির্ব্বাণং দুঃখং সম্বেদনাদ্ভবেৎ ॥২৫॥

স্বেনৈব তৎ প্রযত্নেন পুংসঃ সংবেদ্যতে ক্ষণাৎ।
ভাবস্যাভাবনং ভূত্যৈ তত্তস্মান্নিত্যমাহরেৎ ॥ ২৬ ॥

রাগাদয়ো যে মনসীপ্সিতাস্তে
বুদ্ধ্বেহ তাংস্তাংস্ত্বমবস্তুভূতান্।
ত্যক্ত্বা তদাস্থাঙ্কুরমস্তবীজং
মা হর্ষশোকং সমুপৈহি তৃপ্তঃ ॥ ২৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে মুখরবেণোপদেশাংশকথনং নাম
দ্বাদশোত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১২ ॥

ত্রয়দশোত্তরশততমঃ [illegible]

—০—

বশিষ্ঠ উবাচ।

এষা হি বাসনা নিত্যমসত্যৈব যদুত্থিতা।
দ্বিচন্দ্রভ্রান্তিবত্তেন ত্যক্তুং রাঘব যুজ্যতে ॥ ১ ॥

অবিদ্যা বিদ্যমানেব নষ্টপ্রজ্ঞেষু বিদ্যতে।
নাম্নৈবাঙ্গীকৃতা ভাবাৎ সম্যক্‌প্রজ্ঞেষু সা কুতঃ ॥ ২ ॥

মা ভবাজ্ঞো ভব প্রাজ্ঞঃ সম্যক্ রাম বিচারয়।
নাস্ত্যেবেন্দুর্দ্বিতীয়ঃ খে ভ্রান্ত্যা সংলক্ষ্যতে মুধা ॥ ৩ ॥

নাত্র তত্ত্বাদৃতে কিঞ্চিদ্বিদ্যতে বস্ত্ববস্তু চ।
ঊর্ম্মিমালিনি বিস্তীর্ণে বারিপূরাদৃতে যথা ॥ ৪ ॥

স্ববিকল্পাদৃতে নৈতান্ ভাবাভাবানসন্ময়ান্।
নিত্যে সিতে ততে শুদ্ধে মা সমারোপয়াত্মনি ॥ ৫ ॥

নাসি কর্ত্তা কিমেতাসু ক্রিয়াসু মমতা তব।
একস্মিন্ বিদ্যমানে হি কিং কেন ক্রিয়তে কথম্ ॥৬॥

মা বা কর্ত্তা ভব প্রাজ্ঞ কিমকর্ত্তৃতয়েহিতে।
সাধ্যং সাধ্যমুপাদেয়ং তস্মাৎ স্বস্থোভবানঘ ॥ ৭ ॥

কর্ত্তা সংস্ত্বমসক্তত্বাৎ ভাবাভাবে রঘূদ্বহ।
অসক্তত্বাদকর্ত্তাপি কর্ত্তৃবৎ স্পন্দনং কুতঃ॥ ৮॥
সত্যং স্যাচ্চেদুপাদেয়ং মিথ্যা স্যাদ্ধেয়মেব চেৎ।
উপাদেয়ৈকসক্তত্বাৎ যুক্তাসক্তির্হি কর্ম্মণি॥ ৯॥
যত্রেন্দ্রজালমখিলং মায়াময়মবস্তুকম্।
তত্র কাস্থা কথং নাম হেয়োপাদেয়দৃষ্টয়ঃ॥ ১০॥
সংসারবীজকণিকা যৈযাবিদ্যা রঘূদ্বহ।
এষা হ্যবিদ্যমানৈব সতীব স্ফারতাং গতা॥ ১১॥
যেয়মাভোগিনিঃসারা সংসারারম্ভচক্রিকা।
বিজ্ঞেয়া বাসনৈষা সা চেতসোমোহদায়িনী॥ ১২॥
চারুবংশলতেবান্তঃ শূন্যা নিঃসারকোটরা।
সরিত্তরঙ্গমালেব ন ব্যুচ্ছিন্নাপি নশ্বরী॥ ১৩॥
গৃহ্যমাণাপি হস্তেন গ্রহীতুং নৈব যুজতে।
মৃদ্বপ্যত্যন্ততীক্ষ্ণাগ্রা নির্ঝরোর্ম্মিরিবোত্থিতা॥ ১৪॥
দৃশ্যতে প্রকরাভাসা সদর্থেনোপযুজ্যতে।
তরঙ্গিণ্যতরঙ্গাভা স্বাকারপরিনিষ্ঠিতা॥ ১৫॥
ক্বচিদ্বক্রাঃ ক্বচিৎ স্পষ্টা দীর্ঘাঃ খর্ব্বাঃ স্থিরাশ্চলাঃ।
যৎপ্রসাদোদ্ভবাস্তস্মাদ্ব্যতিরেকমুপাগতাঃ॥ ১৬॥
অন্তঃশূন্যাপি সর্ব্বত্র দৃশ্যতে সারসুন্দরী।
ন ক্বচিৎ সংস্থিতাপীহ সর্ব্বত্রৈরোপলক্ষ্যতে॥ ১৭॥

জড়ৈব চিন্ময়ীবাসা-বন্ধস্পন্দোপজীবিনী।
নিমেষমপ্যতিষ্ঠন্তী স্থৈর্য্যাশঙ্কাং প্রযচ্ছতি॥ ১৮॥
জ্বালাবচ্ছুদ্ধবর্ণাপি মসীমলিনকোটরা।
বহ্বত্যন্যপ্রসাদেন দীয়তে তদবেক্ষণাৎ॥ ১৯॥
আলোকে বিমলে ম্লানা তমস্যপি বিরাজতে।
মৃগতৃষ্ণেব শুষ্কাভা নানাবর্ণবিলাসিনী॥ ২০॥
বক্রা বিষময়ী তন্বী মৃদ্বী সঙ্কটকর্কশা।
ললনাচঞ্চলা লুব্ধা তৃষ্ণা কৃষ্ণেব ভোগিনী॥ ২১॥
স্বয়ং দীপশিখেবাশু ক্ষীয়তে স্নেহসঙ্ক্ষয়ে।
সিন্দুরধূলিলেখেব বিনা রাগং বিরাজতে॥ ২২॥
ক্ষণপ্রকাশতরলা কৃতসংস্থা জড়াশয়া।
মুগ্ধানাং ত্রাসজননী বক্রা বিদ্যুদিবোদিতা॥ ২৩॥
যত্নাদ্গৃহীত্বা দহতি ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
লভ্যতেঽপি হি নান্বিষ্টা বিদ্যুদ্বদতিভঙ্গুরা॥ ২৪॥
অপ্রার্থিতৈবোপনতা রমণীয়াপ্যনর্থদা।
অকালপুষ্পমালেব শ্রেয়সে নাভিনন্দিতা॥ ২৫॥
অত্যন্তবিস্মৃতৈবাভিমুখায় ভ্রমদায়িনী।
দুঃস্বপ্নকলনেবেয়মনর্থায়ৈব তর্কিতা॥ ২৬॥
প্রতিভাসবশাদেষা ত্রিজগন্তি মহান্তি চ।
মুহূর্ত্তমাত্রেণোৎপাদ্য ধত্তে গ্রাসীকরোতি চ॥ ২৭॥

মুহূর্ত্তো বৎসরশ্রেণী লবণস্থানয়া কৃতা।
রাত্রির্দ্বাদশবর্ষাণি হরিশ্চন্দ্রস্য নির্ম্মিতা ॥ ২৮ ॥
বিয়োগিনামথান্যেষাং কান্তাবিভবশালিনাম্।
রাত্রির্ব্বৎসরবদ্দীর্ঘা ভবেত্তস্যাঃ প্রসাদতঃ ॥ ২৯ ॥
সুখিতস্যাল্পতামেতি দুঃখিতস্যেতি দীর্ঘতাম্।
কালোযস্যাঃ প্রসাদেন বিপর্য্যাসৈকশীলিনাম্ ॥ ৩০ ॥
অস্যাঃ স্বসত্তামাত্রেণ কর্ত্তৃতৈতাসু বৃত্তিষু।
দীপস্যালোককার্য্যাণাং যথা তদ্বন্ন বস্তুতঃ ॥ ৩১ ॥
সনিতম্বস্তনী চিত্রে ন স্ত্রী স্ত্রীধর্ম্মিণী যথা।
তথৈবাকারচিন্তেয়ং কর্ত্তুং যোগ্যা ন কিঞ্চন ॥ ৩২ ॥
মনোরাজ্যমিবাকার-ভাস্বরা সত্যবর্জিতা।
সহস্রশতশাখাপি ন কিঞ্চিৎ পরমার্থতঃ ॥ ৩৩ ॥
অরণ্যে মৃগতৃষ্ণেব মিথ্যেবাড়ম্বরান্বিতা।
বিড়ম্বয়তি তান্ মুগ্ধ-মৃগানেব ন মানুষান্ ॥ ৩৪ ॥
ফেনমালেব সঞ্জাত-ধ্বস্তা বিচ্ছেদবর্জিতা।
জড়েব চঞ্চলাকারা গৃহ্যমাণা ন কিঞ্চন ॥ ৩৫ ॥
অটত্ত্যড্ডামরাকারা রজঃপ্রসরধূসরা।
বলাৎ কল্পান্তবাত্যেব স্বাক্রান্তভুবনান্তরা ॥ ৩৬ ॥
ধূমালীবাঙ্গসংলগ্না দাহখেদপ্রদায়িনী।
গর্ভীকৃতরসাক্রম্য জগন্তি পরিবর্ত্ততে ॥ ৩৭ ॥

ধারা জলধরস্যেব সুদীর্ঘা জলনির্ম্মিতা।
অসারসংসারদৃঢ়া রজ্জুস্তৃণগণৈরিব ॥ ৩৮ ॥
তরঙ্গোৎপলমালেব কল্পনামাত্রবর্ণিতা।
মৃণালীব বহুচ্ছিদ্রা পঙ্কপ্রৌঢ়া জলাত্মিকা ॥ ৩৯ ॥
জনেন দৃশ্যতে বৃদ্ধি-তৎপরা ন চ বর্দ্ধতে।
বিষাস্বাদ ইবাপাত মধুরান্তে সুদারুণা ॥ ৪০ ॥
নষ্টা দীপশিখেবৈষা ন জানে ক্বেব গচ্ছতি।
মিহিকেবাগ্রদৃষ্টাপি গৃহ্যমাণা ন কিঞ্চন ॥ ৪১ ॥
পাংসুমুষ্টিরিবাকীর্য্য প্রেক্ষিতা পারমাণবী।
আকাশনীলিমেবৈষা নির্নিমিত্তৈব দৃশ্যতে ॥ ৪২ ॥
দ্বিচন্দ্রমোহবজ্জাতা স্বপ্নবদ্বিহিতভ্রমা।
যথা নৌযায়িনঃ স্থাণুস্পন্দস্তদ্বদিহোত্থিতা ॥ ৪৩ ॥
অনয়োপহতে চিত্তে দীর্ঘকালমিবাকুলৈঃ।
জনৈরাকল্প্যতে দীর্ঘসংসারস্বপ্নবিভ্রমঃ ॥ ৪৪ ॥
অনয়োপহতে স্বস্মিংশ্চিত্রাশ্চেতসি বিভ্রমাঃ।
উৎপদ্যন্তে বিনশ্যন্তি তরঙ্গাস্তোয়ধেরিব ॥ ৪৫ ॥
মনোজ্ঞমপি সত্যঞ্চ দৃশ্যতে সদসত্তয়া।
অমনোজ্ঞমসত্যঞ্চ দৃশ্যতে সত্তয়াপ্যসৎ ॥ ৪৬ ॥
পদার্থরথমারূঢ়া ভাবনৈষা বলান্বিতা।
আক্রামতি মনঃ ক্ষিপ্রং বিহঙ্গং বাগুরা যথা ॥ ৪৭ ॥

করুণা স্যন্দমানাক্ষী স্রবৎক্ষীরলবস্তনী।
ভবত্যুল্লসিতানন্দং জননী গৃহিণী যথা॥ ৪৮॥
বিষীকরোতি নিঃস্যন্দসন্তর্পিতজগত্রয়ম্।
সুধার্দ্রার্দ্রমপি ক্ষিপ্রং প্রবৃদ্ধং বিম্বমৈন্দবম্॥ ৪৯॥
উন্মত্তরববেতাল নর্ত্তনারম্ভসম্ভ্রমম্।
স্থাণবঃ সম্প্রযচ্ছন্তি মূকা অপ্যেতয়ান্ধয়া॥ ৫০॥
সন্ধ্যাদিষু চ কালেষু লোষ্টপাষাণভিত্তয়ঃ।
অস্যাঃ প্রসাদাদ্দৃশ্যন্তে সর্পাজগরদৃষ্টিভিঃ॥ ৫১॥
একোপি দ্বিতয়োদেতি যথা দ্বিশশিদর্শনে।
দূরমভ্যাশতাং যাতি স্বপ্নে স্বমরণং যথা॥ ৫২॥
আদীর্ঘং ক্ষণতামেতি কালস্যেষ্টা যথা নিশা।
ক্ষণো বর্ষমিবাভাতি কান্তাবিরহিণামিব॥ ৫৩॥
ন তদস্তীহ যন্নাম ন করোতীয়মুদ্ধতা।
অস্যাস্ত্বকিঞ্চনায়াস্তু শক্ততাং পশ্য রাঘব॥ ৫৪॥
সংরোধয়েৎ প্রযত্নেন সম্বিদেবাশু সম্বিদম্।
সরিৎস্রোতোনিরোধেন শুষ্যত্যেষা মনোনদী॥৫৫॥

রাম উবাচ।

অবিদ্যমানয়ৈবেদং পেলবাঙ্গ্যা সুতুচ্ছয়া।
মিথ্যাভাবনয়া নাম চিত্রমন্ধীকৃতং জগৎ॥ ৫৬॥
অরূপয়া নিরাকৃত্যা চারুচেতনহীনয়া।

অসত্যেবাপ্যনশ্যন্ত্যা চিত্রমন্ধীকৃতং জগৎ ॥ ৫৭ ॥

আলোকেন বিনশ্যন্ত্যা স্ফুরন্ত্যা তমসোন্তরে।
কৌশিকেক্ষণধর্ম্মিণ্যা চিত্রমন্ধীকৃতং জগৎ ॥ ৫৮ ॥

কুকর্ম্মৈকান্তকারিণ্যা ন সহন্ত্যা বিলোকনম্।
দেহমপ্যবিজানন্ত্যা চিত্রমন্ধীকৃতং জগৎ ॥ ৫৯ ॥

সুদীনাচারধর্ম্মিণ্যা নিত্যং প্রাকৃতকান্তয়া।
অনারতাস্তং গতয়া চিত্রমন্ধীকৃতং জগৎ ॥ ৬০ ॥

অনন্তদুঃখাকুলয়া সদৈব মৃতয়ানয়া।
সম্বোধহীনয়া যত্র চিত্রমন্ধীকৃতং জগৎ ॥ ৬১ ॥

কামকোপঘনাঙ্গিন্যা তমঃপ্রসরবক্রয়া।
অচিরেণাশরীরিণ্যা চিত্রমন্ধীকৃতং জগৎ ॥ ৬২ ॥

স্বাত্মান্ধরূপাস্পদয়া জড়য়া জাড্যজীর্ণয়া।
দুঃখদীর্ঘপ্রলাপিন্যা চিত্রমন্ধীকৃতং জগৎ ॥ ৬৩ ॥

পুরুষাসঙ্গসঙ্গিন্যা রাগিণ্যা ক্রিয়য়ানয়া।
বিদ্রবন্ত্যা বিবক্ষাসু চিত্রমন্ধীকৃতঃ পুমান্ ॥ ৬৪ ॥

পুরুষস্য নয়া শক্তা সোঢুমীক্ষিতমপ্যলম্।
তয়া স্ত্রিয়াবরণয়া চিত্রমন্ধীকৃতঃ পুমান্ ॥ ৬৫ ॥

নয়স্যাশ্চেতনৈবাস্তি যাপ্যনষ্টৈব নশ্যতি।
তয়া স্ত্রিয়া পরুষয়া চিত্রমন্ধীকৃতঃ পুমান ॥ ৬৬ ॥

অনন্তদুঃপ্রসরবিলাসকারিণী
ক্ষয়োদয়োন্মুখসুখদুঃখভাগিনী।
ইয়ং প্রভো বিগলতি কেন বাসনা
মনোগুহানিলয়নিবদ্ধবাসনা॥ ৬৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে অবিদ্যাবর্ণনং নাম ত্রয়দশোত্তরশততমঃ সর্গঃ॥ ১১৩॥

চতুর্দ্দশাধিকশততমঃ সর্গঃ ।

——ঃঃ——

রাম উবাচ ।

অবিদ্যাবিভবপ্রোত্থং নিবিড়ং পুরুষস্য হি ।
মহদান্ধ্যমিদং ব্রহ্মন্ কথং নাম বিনশ্যতি ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

যথা তুষারকণিকা ভাস্করালোকনাৎ ক্ষণাৎ ।
নশ্যত্যেবমবিদ্যেয়ং রাঘবাত্মাবলোকনাৎ ॥ ২ ॥
তাবৎ সংসারভৃগুষু স্বাত্মনা সহ দেহিনম্ ।
আন্দোলয়তি নীরন্ধ্রদুঃখকণ্টকশালিষু ॥ ৩ ॥
অবিদ্যা যাবদস্যাস্তু নোৎপন্না ক্ষয়কারিণী ।
স্বয়মাত্মাবলোকেচ্ছা মোহসঙ্ক্ষয়দায়িনী ॥ ৪ ॥
অস্যাঃ পরং প্রপশ্যন্ত্যাঃ স্বাত্মনাশঃ প্রজায়তে ।
আতপানুভবার্থিন্যা শ্ছায়ায়া ইব রাঘব ॥ ৫ ॥
দৃষ্টে সর্ব্বগতে বোধে স্বয়মেব বিলীয়তে ।
সর্ব্বাশাভ্যুদিতেচ্ছায়া দ্বাদশার্কগণে যথা ॥ ৬ ॥
ইচ্ছামাত্রমবিদ্যেহ তন্নাশো মোক্ষ উচ্যতে ।
স চাসঙ্কল্পমাত্রেণ সিদ্ধো ভবতি রাঘব ॥ ৭ ॥

মনাগপি মনোব্যোম্নি বাসনারজনীক্ষয়ে।
কালিমা তনুতামেতি চিদাদিত্যমহোদয়াৎ॥ ৮ ॥
যথোদিতে দিনকরে ক্বাপি যাতি তমস্বিনী।
তথা বিবেকেভ্যুদিতে ক্বাপ্যবিদ্যা বিলীয়তে॥ ৯
দৃঢ়বাসনয়া বন্ধো ঘনতামেতি চেতসঃ।
বলাদ্বেতালসঙ্কল্পঃ সন্ধ্যাকালে যথা শিশোঃ॥ ১০ ॥

রাম উবাচ।

যাবৎ কিঞ্চিদিদং দৃশ্যং সাবিদ্যা ক্ষীয়তে চ সা।
আত্মভাবনয়া ব্রহ্মন্নাত্মাসৌ কীদৃশঃ স্মৃতঃ॥ ১১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

চেত্যানুপাতরহিতং সামান্যেন চ সর্ব্বগম্।
যচ্চিত্তত্ত্বমনাখ্যেয়ং স আত্মা পরমেশ্বরঃ॥ ১২ ॥
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং তৃণাদি যদিদং জগৎ।
তৎ সর্ব্বং সর্ব্বদাত্মৈব নাবিদ্যা বিদ্যতেনঘ॥ ১৩ ॥
সর্ব্বঞ্চ খল্বিদং ব্রহ্ম নিত্যং চিদ্ঘনমক্ষতম্॥
কল্পনান্যা মনোনাম্নী বিদ্যতে ন হি কাচন॥ ১৪ ॥
ন জায়তে ন ম্রিয়তে কিঞ্চিদত্র জগত্রয়ে।
ন চ ভাববিকারাণাং সত্তা ক্বচন বিদ্যতে॥ ১৫ ॥
কেবলং কেবলাভাসং সর্ব্বসামান্যমক্ষতম্।
চেত্যানুপাতরহিতং চিন্মাত্রমিহ বিদ্যতে॥ ১৬ ॥

তস্মিন্নিত্যে ততে শুদ্ধে চিন্মাত্রে নিরুপদ্রবে।
শান্তে সমসমাভোগে নির্ব্বিকারোদিতাত্মনি ॥ ১৭ ॥
যৈষা স্বভাবাতিগতং স্বয়ং সঙ্কল্প্য ধাবতি।
চিচ্চেত্যং স্বয়মাম্লানা সাম্লানা তন্মনঃ স্মৃতম্ ॥ ১৮ ॥
এতস্মাৎ সর্ব্বগাদ্দেবাৎ সর্ব্বশক্তের্ম্মহাত্মনঃ।
বিভাগকলনাশক্তির্লহরীবোত্থিতাম্ভসঃ ॥ ১৯ ॥
একস্মিন্ বিততে শান্তে যা ন কিঞ্চন বিদ্যতে।
সঙ্কল্পমাত্রেণ গতা সা সিদ্ধিং পরমাত্মনি ॥ ২০ ॥
অতঃ সঙ্কল্পসিদ্ধেয়ং সঙ্কল্পেনৈব নশ্যতি।
যেনৈব জাতা তেনৈব বহ্নিজ্বালেব বায়ুনা ॥ ২১ ॥
পৌরুষোদ্যোগসিদ্ধেন ভোগাশারূপতাং গতা।
অসঙ্কল্পনমাত্রেণ সাবিদ্যা প্রবিলীয়তে ॥ ২২ ॥
নাহং ব্রহ্মেতি সঙ্কল্পাৎ সুদৃঢ়াৎ বধ্যতে মনঃ।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি সঙ্কল্পাৎ সুদৃঢ়াৎ মুচ্যতে মনঃ ॥ ২৩ ॥
সঙ্কল্পঃ পরমোবন্ধস্ত্বসঙ্কল্পোবিমুক্ততা।
সঙ্কল্পং সম্বিজিত্যান্তর্যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ২৪ ॥
দৃঢ়ানয়াম্বরেত্রাস্তি নলিনীহেমপঙ্কজা।
লোলবৈদূর্য্যমধুপা সুগন্ধিতদিগন্তরা ॥ ২৫ ॥
উদ্দণ্ডৈঃ প্রকটাভোগৈর্ম্মৃণালভুজমণ্ডলৈঃ।
বিহসন্তী প্রকাশস্থ শশিনোরশ্মিমণ্ডলম্ ॥ ২৬ ॥

বিকল্পজালিকেবেত্থমসত্যেবাপি সৎসমা।
মনঃ স্বার্থবিলাসার্থং যথা বালেন কল্প্যতে ॥ ২৭ ॥
তথৈবেয়মবিদ্যেহ ভববন্ধনবন্ধনী।
চপলা ন স্থখায়ৈব বালেন কলিতা দৃঢ়া ॥ ২৮ ॥
কৃশোঽতিদুঃখী বদ্ধোঽহং হস্তপাদাদিমানহম্।
ইতি ভাবানুরূপেণ ব্যবহারেণ বধ্যতে ॥ ২৯ ॥
নাহং দুঃখী ন মে দেহোবন্ধঃ কস্যাত্মনঃ স্থিতঃ।
ইতি ভাবানুরূপেণ ব্যবহারেণ মুচ্যতে ॥ ৩০ ॥
নাহং মাংসং ন চাস্থীনি দেহাদন্যঃ পরোহ্যহম্।
ইতি নিশ্চয়বানন্তঃ ক্ষীণাবিদ্য ইহোচ্যতে ॥ ৩১ ॥

প্রোত্তুঙ্গস্থরশৈলাগ্র-বৈদূর্য্যশিখরপ্রভা।
অথবার্কাংশুদুর্ভেদা তিমিরশ্রীঃ স্থিতোপরি ॥ ৩২ ॥

কল্প্যতে হি যথা ব্যোম্নঃ কালিমেতি স্বভাবতঃ।
পুংসা ধরণিসংস্থেন স্বসঙ্কল্পনয়েদ্ধয়া ॥ ৩৩ ॥

কল্পিতৈবমবিদ্যেয়মনাত্মন্যাত্মভাবনা।
পুরুষেণাপ্রবুদ্ধেন ন প্রবুদ্ধেন রাঘব ॥ ৩৪ ॥

রাম উবাচ।

মেরুনীলমণিচ্ছায়া নেয়ং নাপি তমঃপ্রভা।
তদেতৎ কিং কৃতং ব্রহ্মন্নীলত্বং নভসোবদ ॥ ৩৫ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

ন নাম নীলতা ব্যোম্নঃ শূন্যস্য গুণবৎ স্থিতা।
অন্যরত্নপ্রভাভাবাৎ ন বাপ্যেষা চ মৈরবী॥ ৩৬ ॥

তেজোময়ত্বাদণ্ডস্য স্ফারত্বাদিব তেজসঃ।
প্রাকাশ্যাদণ্ডপারস্য তমসোনাত্র সম্ভবঃ॥ ৩৭ ॥

কেবলং শূন্যতৈবৈষা বহ্বী সুভগ লক্ষ্যতে।
বয়স্যেবানুরূপায়া অবিদ্যায়া অসন্ময়ী॥ ৩৮ ॥

স্বদৃষ্টিক্ষয়সম্পত্ত্যাবক্ষোরেবোদিতং তমঃ।
বস্তুস্বভাবাৎ তদ্ব্যোম্নঃ কার্ষ্ণ্যমিত্যবলোক্যতে॥৩৯॥

এতদ্বুদ্ধা যথা ব্যোম্নি দৃশ্যমানোঽপি কালিমা।
ন কালিমেতি বুদ্ধিঃ স্যাদবিদ্যাতিমিরং তথা॥ ৪০ ॥

অসঙ্কল্পোহ্যবিদ্যায়া নিগ্রহঃ কথিতোবুধৈঃ।
যথা গগনপদ্মিন্যাঃ সঃ ভাতি সুকরঃ স্বয়ম্॥ ৪১ ॥

ভ্রমস্য জাগতস্যাস্য জাতস্যাকাশবর্ণবৎ।
অপুনঃস্মরণং মন্যে সাধো বিস্মরণং বরম্॥ ৪২ ॥

নষ্টোঽহমিতি সঙ্কল্পাৎ যথা দুঃখেন নশ্যতি।
প্রবুদ্ধোস্মীতি সঙ্কল্পাজ্জনোহ্যেতি যথা সুখম্॥ ৪৩ ॥

তথা সংমূঢ়সঙ্কল্পাৎ মূঢ়তামেতি বৈ মনঃ।
প্রবোধোদারসঙ্কল্পাৎ প্রবোধায়ানুধাবতি॥ ৪৪ ॥

ক্ষণাৎ সংস্মরণাদেষা হ্যবিদ্যোদেতি শাশ্বতী।
যস্মাদ্বিস্মরণাদন্তঃ পরিণশ্যতি নশ্বরী॥ ৪৫ ॥

ভাবনী সর্ব্বভাবানাং সর্ব্বভূতবিমোহিনী।
ভারিণী স্বাত্মনোনাশে স্বাত্মবৃদ্ধৌ বিনাশিনী॥ ৪৬ ॥
মনোযদনুসন্ধত্তে তৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ।
ক্ষণাৎ সম্পাদয়ন্ত্যেতা রাজাজ্ঞানিব মন্ত্রিণঃ॥ ৪৭ ॥
তস্মান্মনোনুসন্ধানং ভাবেষু ন করোতি যঃ।
অন্তশ্চেতনযত্নেন স শান্তিমধিগচ্ছতি॥ ৪৮ ॥
যদাদাবেব নাস্তীদং তদদ্যাপি ন বিদ্যতে।
যদিদং ভাতি তদ্‌ব্রহ্ম শান্তমেকমনিন্দিতম্॥ ৪৯ ॥
মননীয়মতোনান্যৎ কদা কস্য কথং কুতঃ।
নির্ব্বিকারমনাদ্যন্তমাস্যতামপযন্ত্রণম্॥ ৫০ ॥
পরং পৌরুষমাশ্রিত্য যত্নাৎ পরময়া ধিয়া।
ভোগাশাভাবনাং চিত্তাৎ সমূলামলমুদ্ধরেৎ॥ ৫১ ॥
যত্নুদেতি পরোমোহো জরামরণকারণম্।
আশাপাশশতোল্লাসি বাসনা তদ্বিজৃম্ভতে॥ ৫২ ॥
মম পুত্রা মম ধনময়ং সোহমিদং মম।
ইতীয়মিন্দ্রজালেন বাসনৈব বিবল্গতি॥ ৫৩ ॥
শূন্য এব শরীরেস্মিন্ বিলোলোজলবাতবৎ।
অনন্যয়া বাসনয়া ত্বহন্তাবাহিরর্পিতঃ॥ ৫৪ ॥
পরমার্থেন তত্ত্বজ্ঞ মমাহমিত্যলম্।
আত্মতত্ত্বাদৃতে সত্যং ন কদাচন কিঞ্চন॥ ৫৫ ॥

খাদ্রিদ্ব্যর্ব্বীনদীশ্রেণ্যোদৃষ্টিস্সৃষ্ট্যা পুনঃ পুনঃ।
সৈবান্যেব বিচিত্রেয়মবিদ্যা পরিবর্ত্ততে॥ ৫৬ ॥
উদেত্যজ্ঞানমাত্রেণ নশ্যতি জ্ঞানমাত্রতঃ।
সন্মাত্রে পরিবিচ্ছেদ্যা রজ্জ্বামিব ভুজঙ্গধীঃ॥ ৫৭ ॥
খাদ্র্যব্ধ্যুর্ব্বী নদী সেয়ং যাঽবিদ্যাজ্ঞস্য রাঘব।
নাবিদ্যা জ্ঞস্য তদ্‌ব্রহ্ম স্বমহিম্না ব্যবস্থিতম্॥ ৫৮ ॥
রজ্জুসর্পবিকল্পৌ দ্বাবজ্ঞেনৈবোপকল্পিতৌ।
জ্ঞেন ত্বেকৈব নির্ণীতা ব্রহ্মদৃষ্টিরকৃত্রিমা॥ ৫৯ ॥
মা ভবাজ্ঞো ভব প্রাজ্ঞো জহি সংসারবাসনাম্।
অনাত্মন্যাত্মভাবেন কিমজ্ঞ ইব রোদিষি॥ ৬০ ॥
কস্তবায়ং জড়োমূকো দেহো ভবতি রাঘব।
যদর্থং সুখদুঃখাভ্যামবশঃ পরিভূয়সে॥ ৬১ ॥
যথা হি কাষ্ঠজতুনোর্যথা বদরকুণ্ডয়োঃ।
শ্লিষ্টয়োরপি নৈকত্বং দেহদেহবতোস্তথা॥ ৬২ ॥
ভস্ত্রাদাহে যথা দাহো ন ভস্ত্রান্তরবর্ত্তিনঃ।
পবনস্য তথা দেহ-নাশেনাত্মা ন নশ্যতি॥ ৬৩ ॥
দুঃখিতোঽহং সুখাঢ্যোঽহমিতি ভ্রান্তিং রঘূদ্বহ।
মৃগতৃষ্ণোপমাং বুদ্‌ধ্বা ত্যজ সত্যং সমাশ্রয়॥ ৬৪ ॥
অহো নু চিত্রং যৎ সত্যং ব্রহ্ম তৎ বিস্মৃতং নৃণাম্।
যদসত্যমবিদ্যাখ্যং তন্নূনং স্মৃতিমাগতম্॥ ৬৫ ॥

প্রসরং ত্বমবিদ্যায়া মা প্রযচ্ছ রঘূদ্বহ।
অনয়োপহিতে চিত্তে দুষ্পারেহ কদর্থনা॥ ৬৬ ॥
মিথ্যৈবানর্থকারিণ্যা মনোমননপীনয়া।
অনয়া দুঃখদায়িন্যা মহামোহফলান্তয়া॥ ৬৭ ॥
চন্দ্রবিম্বে সুধার্দ্রেঽপি কৃত্বা রৌরবকল্পনম্।
নারকং দাহসংশোষদুঃখং সমনুভূয়তে॥ ৬৮ ॥
জলকল্লোলকহ্লারপুষ্পসীকরবীচিষু।
সরঃসু মৃগতৃষ্ণাঢ্যং মরুত্বং পরিদৃশ্যতে॥ ৬৯ ॥
নভোনগরনির্ম্মাণপাতোৎপাতনসম্ভ্রমাঃ।
স্বপ্নাদিষনুভূয়ন্তে বিচিত্রাঃ সুখদুঃখদাঃ॥ ৭০ ॥
সংসারবাসনাশ্চেতো যদি নাম ন পূরয়েৎ।
তজ্জাগ্রৎস্বপ্নসংরম্ভাঃ কি নয়েয়ুরিহাপদম্॥ ৭১ ॥
দৃশ্যতে রৌরবাবীচিনরকানর্থশাসনা।
মিথ্যাজ্ঞানে গতে বৃদ্ধিং স্বপ্নোপবনভূমিষু॥ ৭২ ॥
অনয়া বেধিতং চেতো বিসতন্তাবপি ক্ষণাৎ।
পশ্যত্যখিলসংসারসাগরানর্থবিভ্রমম্॥ ৭৩ ॥
অনয়োপহতে চিত্তে রাজ্য এব হি সংস্থিতাঃ।
তাস্তাদৃশ্যোজনা যান্তি যা ন যোগ্যাঃ শ্বপাকিনঃ॥ ৭৪॥
তস্মাৎ রাম পরিত্যজ্য বাসনাং ভববন্ধনীম্।
সর্ব্বরাগময়ী তিষ্ঠ নীরাগঃ স্ফটিকোযথা॥ ৭৫ ॥

তিষ্ঠতস্তব কার্য্যেষু মাস্তু রাগেষু রঞ্জনা।
স্ফটিকস্যেব চিত্রাণি প্রতিবিম্বানি গৃহ্নতঃ॥ ৭৬ ॥

বিদিতকৌতুকসঞ্জ্বসমিদ্ধয়া
যদি করোষি সদৈব সুশীলয়া।
বরধিয়া গতপ্রাকৃতিকক্রিয়
স্তদসি কেন সহানুপমীয়সে॥ ৭৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে যথাকথিতদোশপরিহারোপদেশো নাম চতুর্দ্দশাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১৪ ॥

পঞ্চদশোত্তরশততমঃ সর্গঃ ।

—০—

বাল্মীকিরুবাচ ।

এবমুক্তোভগবতা বশিষ্ঠেন মহাত্মনা ।
রামঃ কমলপত্রাক্ষ উন্মীলিত ইবাবভৌ ॥ ১ ॥
বিকাসিতান্তঃকরণঃ শোভামলমুপাযযৌ ।
আশ্বস্তস্তমসি ক্ষীণে পদ্মোঽর্কালোকনাদিব ॥ ২ ॥
বোধবিস্ময়সঞ্জাতসৌম্যস্মিতসিতাননঃ ।
দন্তরশ্মিসুধাধৌতামিমাং বাচমুবাচ হ ॥ ৩ ॥

রাম উবাচ ।

অহো নু চিত্রং পদ্মোত্থৈর্ব্বদ্ধাস্তন্তুভিরদ্রয়ঃ ।
অবিদ্যমানা যাঽবিদ্যা তয়া সর্ব্বে বশীকৃতাঃ ॥ ৪ ॥
ইদং তৎ বজ্রতাং যাতং তৃণমাত্রং জগত্ত্রয়ে ।
অবিদ্যয়াপি যন্নামাসদেব সদিব স্থিতম্ ॥ ৫ ॥
অস্যাঃ সংসারমায়ায়া নদ্যাস্ত্রিভুবনাঙ্গণে ।
রূপং মদববোধার্থং কথয়ানুগ্রহাৎ পুনঃ ॥ ৬ ॥
অন্যোযৎসংশয়োঽয়ং মে মহাত্মন্ হৃদি বর্ত্ততে ।
লবণোসৌ মহাভাগঃ কিং নামাপদমাপ্তবান্ ॥ ৭ ॥

সংশ্লিষ্টয়োরাহতয়োর্দ্বয়োর্ব্বা দেহদেহিনোঃ।
ব্রহ্মন্ ক ইব সংসারী শুভাশুভফলৈকভাক্॥ ৮ ॥
লবণস্থ তথা দত্ত্বা তামাপদমনুত্তমাম্।
কিং গতশ্চঞ্চলারম্ভঃ কশ্চাসাবৈন্দ্রজালিকঃ॥ ৯ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

কাষ্ঠকুড্যোপমোদেহোন কিঞ্চন ইহানঘ।
স্বপ্নালোক ইবাননেন চেতসা পরিকল্প্যতে॥ ১০ ॥
চেতস্তু জীবতাং যাতং চিচ্ছক্তিপরিভূষিতম্।
বিদ্যাৎ সংসারসংরম্ভং কপিপোতকচঞ্চলম্॥ ১১ ॥
দেহী হি কর্ম্মভাগ্যোহি নানাকারশরীরধৃক্।
অহঙ্কারমনোজীবনামভিঃ পরিকল্প্যতে॥ ১২ ॥
তস্যেমান্যপ্রবুদ্ধস্য ন প্রবুদ্ধস্য রাঘব।
সুখদুঃখান্যনন্তানি শরীরস্য ন কানিচিৎ॥ ১৩ ॥
অপ্রবুদ্ধং মনো নানা-সংজ্ঞাকল্পিতকল্পনম্।
বৃত্তীরনুপতচ্চিত্রা বিচিত্রাকৃতিতাং গতম্॥ ১৪ ॥
অপ্রবুদ্ধং মনোযাবন্নিদ্রিতং তাবদেব হি।
সম্ভ্রমং পশ্যতি স্বপ্নে ন প্রবুদ্ধং কদাচন॥ ১৫ ॥
অজ্ঞাননিদ্রাক্ষুভিতো জীবোযাবন্ন বোধিতঃ।
তাবৎ পশ্যতি দুর্ভেদং সংসারারম্ভবিভ্রমম্॥ ১৬ ॥

সম্প্রবুদ্ধস্য মনসস্তমঃ সর্ব্বং বিলীয়তে।
কমলস্য যথা হার্দ্দং দিনালোকবিকাসিনঃ ॥ ১৭ ॥
চিত্তাবিদ্যামনোজীব বাসনেতি কৃতাত্মভিঃ।
কর্ম্মাত্মেতি চ যঃ প্রোক্তঃ স দেহী দুঃখকোবিদঃ ॥১৮॥
জড়োদেহোন দুঃখার্হো দুঃখী দেহ্যবিচারতঃ।
অবিচারোঘনাজ্ঞানাদজ্ঞানং দুঃখকারণম্ ॥ ১৯ ॥
শুভাশুভানাং ধর্ম্মাণাং জীবোবিষয়তাং গতঃ।
অবিবেকৈকদোষেণ কোশেনেব হি কীটকঃ ॥২০॥
অবিবেকাময়োন্নদ্ধং মনোবিবিধবৃত্তিমৎ।
নানাকারবিহারেণ পরিভ্রমতি চক্রবৎ ॥ ২১ ॥
উদেতি রৌতি হন্ত্যত্তি যাতি বল্গতি নিন্দতি।
মন এব শরীরেস্মিন্ন শরীরং কদাচন ॥ ২২ ॥
যথা গৃহপতির্গেহে বিবিধং হি বিচেষ্টতে।
ন গৃহং তু জড়ং রাম তথা দেহে হি জীবকঃ॥ ২৩ ॥
সর্ব্বেষু সুখদুঃখেষু সর্ব্বাসু কলনাসু চ।
মনঃ কর্তৃ মনোভোক্তৃ মানসং বিদ্ধি মানবম্ ॥ ২৪ ॥
অত্র তে শৃণু বক্ষ্যামি বৃত্তান্তমিমমুত্তমম্।
লবণোসৌ যথা যাতশ্চণ্ডালত্বং মনোভ্রমাৎ ॥ ২৫ ॥
মনঃ কর্ম্মফলং ভুঙ্ক্তে শুভং বা শুভমেব বা।
যথৈতদ্বুধ্যসে নূনং তথাকর্ণয় রাঘব ॥ ২৬ ॥

হরিশ্চন্দ্রকুলোত্থেন লবণেন পুরানঘ।
একং তেনোপবিষ্টেন চিন্তিতং মনসা চিরম্ ॥ ২৭ ॥
পিতামহোমে সুমহান্ রাজসূয়স্য যাজকঃ।
অহং তস্য কুলে জাতস্তং যজে মনসা মখম্ ॥ ২৮ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা কৃত্বা সম্ভারমাদৃতঃ।
রাজসূয়স্য দীক্ষায়াং প্রবিবেশ মহীপতিঃ ॥ ২৯ ॥
ঋত্বিজশ্চাহ্বয়ামাস পূজয়ামাস সন্মুনীন্।
দেবানামন্ত্রয়ামাস জ্বালয়ামাস পাবকম্ ॥ ৩০ ॥

যথেচ্ছং যজমানস্য মনসোপবনান্তরে।
যযৌ সম্বৎসরঃ সাগ্রো দেবর্ষিদ্বিজপূজয়া ॥ ৩১ ॥
ভূতেভ্যো দ্বিজপূর্ব্বেভ্যো দত্বা সর্ব্বস্বদক্ষিণাম্।
বিবুধ্যত দিনস্যান্তে স্ব এবোপবনে নৃপঃ ॥ ৩২ ॥
এবং স লবণোরাজা রাজসূয়মবাপ্তবান্।
মনসৈব হি তুষ্টেন যুক্তং তস্য ফলেন চ ॥ ৩৩ ॥
অতশ্চিত্তং নরং বিদ্ধি ভোক্তারং সুখদুঃখয়োঃ।
তন্মনঃ পাবনোপায়ে সত্যে যোজয় রাঘব ॥ ৩৪ ॥
পূর্ণে দেশে সুসম্পূর্ণঃ পুমান্নষ্টে বিনশ্যতি।
দেহোহমিতি যেষান্তু নিশ্চয়স্তৈরলং বুধাঃ ॥ ৩৫ ॥

উচ্চৈর্বিবেকবতি চেতসি সম্প্রবুদ্ধে
দুঃখান্যলং বিগলিতানি বিবিক্তবুদ্ধেঃ।

ভাস্বৎকরপ্রকটিতে নন্নু পদ্মখণ্ডে
সঙ্কোচজাড্যতিমিরাণি চিরং ক্ষতানি ॥ ৩৬ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে সুখদুঃখভোক্তৃত্বোপোদেশোনাম
পঞ্চদশোত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥১১৫ ॥

ষোড়শোত্তরশততমঃ সর্গঃ।

—*—

রাম উবাচ।

রাজসূয়ফলং প্রাপ্তং লবণেন কিল প্রভো।
প্রমাণং কিমিবাত্র স্যাৎ কল্পনাজালশাম্বরে ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

যদা শাম্বরিকঃ কালে সম্প্রাপ্তো লাবণীং সভাম্।
তদাহমবসং তত্র তৎ প্রত্যক্ষেণ দৃষ্টবান্ ॥ ২ ॥
অহং সর্ব্বৈস্ততস্তত্র গতে শাম্বরিকর্ম্মণি।
কিমেতদিতি যত্নেন পৃষ্টশ্চ লবণেন চ ॥ ৩ ॥
চিন্তয়িত্বা ময়া দৃষ্ট্বা তত্র তৎ কথিতং ততঃ।
শৃণু তত্তে প্রবক্ষ্যামি রাম শাম্বরিকেহিতম্ ॥ ৪ ॥
রাজসূয়স্য কর্ত্তারো যে হি তে দ্বাদশাব্দিকম্।
আপদ্দুঃখং প্রাপ্নুবন্তি নানাকারব্যথাময়ম্ ॥ ৫ ॥
অতঃ শক্রেণ গগনাদ্দুঃখায় লবণস্য সঃ।
প্রহিতোদেবদূতোহি রাম শাম্বরিকাকৃতিঃ ॥ ৬ ॥
রাজসূয়ক্রিয়াকর্ত্তুস্তস্য দত্বা মহাপদম্।
অগচ্ছৎ স নভোমার্গং সুরসিদ্ধনিষেবিতম্ ॥ ৭ ॥

তস্মাৎ প্রত্যক্ষমেবৈতৎ রাম নাত্র সন্দেহোঽস্তি। মনো হি বিলক্ষণানাং ক্রিয়াণাং কর্ত্তৃ ভোক্তৃ চ তদেব নির্ঘৃষ্য সংশোধ্য চিত্তরত্নমিহ হিমকণমিবাতপেন বিলীনতাং বিবেকেন নীত্বা পরং শ্রেয়ঃ প্রাপ্স্যসি। চিত্তমেব সকল-ভুতাডম্বরকারিণীমবিদ্যাং বিদ্ধি। সা বিচিত্রকেন্দ্র-জালবশাদিদমুৎপাদয়তি। অবিদ্যাচিত্তজীববুদ্ধিশব্দানাং ভেদোনাস্তি বৃক্ষতরুশব্দয়োরিব। ইতি জ্ঞাত্বা চিত্তমেব বিকল্পনং কুরু। অভ্যুদিতে চিত্তবৈমল্যার্কবিম্বে সকলং কবিকল্পোত্থদোষতিমিরাপহরণং। ন তদস্তি রাঘব যন্ন দৃশ্যতে যন্নাত্মীক্রিয়তে যন্ন পরিত্যজ্যতে যন্ন ম্রিয়তে যন্নাত্মীয়ং যন্ন পরকীয়ং সর্ব্বং সর্ব্বদা সর্ব্বো ভবতীতি পরমার্থঃ॥ ৮॥

ভাবরাশিস্তথা বোধঃ সর্ব্বো যাত্যেকপিণ্ডতাম্।
বিচিত্রমৃদ্ভাণ্ডগণো যথাঽপক্বোজলে স্থিতঃ॥ ৯॥

রাম উবাচ।

এবং মনঃপরিক্ষয়ে সকলসুখদুঃখানামন্তঃ প্রাপ্যত ইতি ভবতা প্রোক্তং তৎ কথং মহাত্মংশ্চপলবৃত্তিরূপস্যাস্য মনসোসত্তা ভবতি॥ ১০॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

রঘুকুলেন্দ্রো শৃণু মনঃ প্রশমনে যুক্তিং যাং জ্ঞাত্বা স্বস্বাচারদূরে মনঃসন্ধিরয়মেষ্যসি॥ ১১॥

ইহ হি তাবৎ ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভূতানাং ত্রিবিধোৎপত্তি-রিতি তৎ পূর্ব্বোক্তম্ ॥ ১২ ॥

তত্রেদং প্রথময়া মনঃকল্পনয়া দেহীতি সা ব্রহ্মরূপিণী সঙ্কল্পময়ী ভূত্বা যদেব সঙ্কল্পয়তি তদেব পশ্যতি তেনেদং ভুবনাড়ম্বরং কল্প্যতে ॥ ১৩ ॥

তত্র জননমরণসুখদুঃখমোহাদিকং সংসরণং কল্পয়ন্তী কল্পানুরচনা বহুনাম মন্থরং স্থিত্বা স্বয়ং বিলীয়তে হিমকণিকেবাতপগতা ॥ ১৪ ॥

কালোদিতঃ সঙ্কল্পবশাৎ পুনরন্যতয়া জায়তে সাপি পুনর্ব্বিলীয়তে পুনরপ্যুদেতি সৈবেতি ভূয়োভূয়োনুসংসরন্তী স্বয়মুপশাম্যতি ॥ ১৫ ॥

ইত্থমনন্তা ব্রহ্মকোটয়োঽস্মিন্ ব্রহ্মাণ্ডেঽন্যেষু চ সমতীতা ভবিষ্যন্তীতি সন্তি চেতরা অনন্তা যাসাং সঙ্খ্যাপি ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥

এবমস্যাং তাদৃশি বর্ত্তমানায়ামীশ্বরাদাগত্য জীবো যথা জীব্যতে বিমুচ্যতে তৎ শৃণু ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মণো মনঃশক্তিরভ্যুদিতা পুরঃস্থিতাকাশশক্তিমবলম্ব্য তত্রস্থপবনতানুপাতিনী ঘনসঙ্কল্পত্বং গচ্ছতি ॥ ১৮ ॥

ততঃ পুরঃপ্রাপ্তভূততন্মাত্রপঞ্চকতামেত্যান্তঃকরণতাং নীত্বা সা ত্বসূক্ষ্মা প্রকৃতির্ভূত্বা গগনপবনতেজোরূপতা-

সঙ্কল্পাৎ প্রালেয়রূপতামুপেত্য শাল্যোষধিং বিশন্তী প্রাণিনাং গর্ভতাঞ্চ গচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

জায়তে তস্মাৎ ততঃ পুরুষঃ সম্পদ্যতে ॥ ২০ ॥

তেন পুরুষেণ জাতমাত্রেণৈব বাল্যাৎ প্রভৃতি বিদ্যা-গ্রহণং কর্ত্তব্যং গুরবোহনুগন্তব্যাঃ ॥ ২১ ॥

ততঃ ক্রমাৎ পুংসস্তবেব চমৎকৃতির্জায়তে ॥ ২২ ॥

স্বচ্ছদৃশা চিত্তবৃত্তেঃ পুরুষস্য হেয়োপাদেয়বিচার উৎপদ্যতে ॥ ২৩ ॥

তাদৃগ্বিবেকবতি সঙ্কলিতাভিমানে
পুংসি স্থিতে বিমলসত্ত্বময়াগ্র্যজাতৌ।
সপ্তাত্মিকাবতরতি ক্রমশঃ শিবায়
চেতঃপ্রকাশনকরী ননু যোগভূমিঃ ॥ ২৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে সাধকজন্মাবতারো নাম
ষোড়শাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥১১৬॥

সপ্তদশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

—০—

রাম উবাচ।

কীদৃশ্যোভগবন্ যোগ-ভূমিকাঃ সপ্ত সিদ্ধিদাঃ।
সমাসেনেতি মে ব্রূহি সর্ব্বতত্ত্ববিদাম্বর ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

অজ্ঞানভূঃ সপ্তপদা জ্ঞভূঃ সপ্তপদৈব হি।
পদান্তরাণ্যসঙ্খ্যানি ভবন্ত্যন্যান্যথৈতয়োঃ ॥ ২ ॥
স্বযত্নসাধকরসাৎ মহাসত্ত্বাভরোন্নতেঃ।
এতে প্রতিপদং বদ্ধমূলে সম্ফলতঃ ফলম্ ॥ ৩ ॥
তত্র সপ্তপ্রকারাং ত্বমজ্ঞানস্থ ভুবং শৃণু।
ততঃ সপ্তপ্রকারাং ত্বং শ্রোষ্যসি জ্ঞানভূমিকাম্ ॥৪॥
স্বরূপাবস্থিতির্মুক্তিস্তৎ ভ্রংশোহন্ত্ববেদনম্।
এতৎ সঙ্ক্ষেপতঃ প্রোক্তং তজ্জ্ঞত্বাজ্ঞত্বলক্ষণম্ ॥৫॥
শুদ্ধসন্মাত্রসম্বিত্তেঃ স্বরূপান্ন চলন্তি যে।
রাগদ্বেষোদয়াভাবাত্তেষাং নাজ্ঞত্বসম্ভবঃ ॥ ৬
যৎস্বরূপপরিভ্রংশাচ্চেত্যার্থে চিতি মজ্জনম্।
এতস্মাদপরোমোহো ন ভূতোন ভবিষ্যতি ॥ ৭ ॥

অর্থাদর্থান্তরং চিত্তে যাতি মধ্যে হি যা স্থিতিঃ।
নিরস্তমননা যাসৌ স্বরূপস্থিতিরুচ্যতে ॥ ৮ ॥
সংশান্তসর্ব্বসঙ্কল্পা যা শিলান্তরিব স্থিতিঃ।
জাড্যনিদ্রাবিনির্মুক্তা সা স্বরূপস্থিতিং স্মৃতা ॥ ৯ ॥
অহন্তাংশে ক্ষতে শান্তে ভেদে নিঃস্পন্দতাং গতে।
অজডা যা প্রকচতি তৎস্বরূপমিতি স্থিতম্ ॥ ১০ ॥
তত্রারোপিতমজ্ঞানং তস্য ভূমীরিমাঃ শৃণু।
বীজজাগ্রত্তথা জাগ্রন্মহাজাগ্রত্তথৈব চ ॥ ১১ ॥
জাগ্রৎস্বপ্নস্তথা স্বপ্নঃ স্বপ্নজাগ্রৎসুষুপ্তকম্।
ইতি সপ্তবিধোমোহঃ পুনরেব পরস্পরম্ ॥ ১২ ॥
শ্লিষ্টোভবত্যনেকাখ্যঃ শৃণু লক্ষণমস্য চ।
প্রথমে চেতনং যৎ স্যাদনাখ্যং নির্ম্মলং চিতঃ ॥১৩॥
ভবিষ্যচ্চিত্তজীবাদি নামশব্দার্থভাজনম্।
বীজরূপং স্থিতং জাগ্রদ্বীজজাগ্রত্তদুচ্যতে ॥ ১৪ ॥
এষা জ্ঞপ্তের্নবাবস্থা ত্বং জাগ্রৎসংস্থিতিং শৃণু।
নবপ্রসূতস্য পরাদয়ঞ্চাহমিদং মম ॥ ১৫ ॥
ইতি যঃ প্রত্যয়ঃ স্বস্থস্তজ্জাগ্রৎ প্রাগভাবনাৎ।
অয়ং সোহমিদং তন্ম ইতি জন্মান্তরোদিতঃ ॥ ১৬ ॥
পীবরঃ প্রত্যয়ঃ প্রোক্তো মহাজাগ্রদিতি স্ফুটন্।
অরূঢ়মথবা রূঢ়ং সর্ব্বথা তন্ময়াত্মকম্ ॥ ১৭ ॥

যজ্জাগ্রতোমনোরাজ্যং জাগ্রৎস্বপ্নঃ স উচ্যতে।
দ্বিচন্দ্রশুক্তিকারূপ্যমৃগতৃষ্ণাদিভেদতঃ ॥ ১৮ ।
অভ্যাসাৎ প্রাপ্য জাগ্রত্ত্বং স্বপ্নোনেকবিধোভবেৎ।
অল্পকালং ময়া দৃষ্টমেবং নো সত্যমিত্যপি ॥ ১৯ ॥
নিদ্রাকালানুভূতেঽর্থে নিদ্রান্তে প্রত্যয়োহি যঃ।
স স্বপ্নঃ কথিতস্তস্য মহাজাগ্রৎস্থিতেহৃদি ॥ ২০ ॥
চিরসন্দর্শনাভাবাদপ্রফুল্লবৃহদ্বপুঃ।
স্বপ্নোজাগ্রত্তয়া রূঢ়ো মহাজাগ্রৎপদং গতঃ ॥ ২১ ॥
অক্ষতে বা ক্ষতে দেহে স্বপ্নজাগ্রন্মতং হি তৎ।
ষড়বস্থাপরিত্যাগে জড়া জীবস্য যা স্থিতিঃ ॥ ২২ ॥
ভবিষ্যদুঃখবোধাঢ্যা সৌষুপ্তী সোচ্যতে গতিঃ।
এতে তস্যামবস্থায়াং তৃণলোষ্টশিলাদয়ঃ ॥২৩॥
পদার্থাঃ সংস্থিতাঃ সর্ব্বে পরমাণুপ্রমাণিনঃ।
সপ্তাবস্থা ইতি প্রোক্তা ময়াঽজ্ঞানস্য রাঘব ॥ ২৪ ॥
একৈকা শতশাখাত্র নানাবিভবরূপিণী।
জাগ্রৎস্বপ্নশ্চিরং রূঢ়োজাগৃতাবেব গচ্ছতি ॥ ২৫ ॥
নানাপদার্থভেদেন সবিকাসং বিজৃম্ভতে।
অস্যামপ্যুদরে সন্তি মহাজাগ্রদ্দশা দৃশঃ ॥ ২৬ ॥
তাসামপ্যন্তরে লোকো মোহান্মোহান্তরং ব্রজেৎ।
অন্তঃপাতিজলাবর্ত্ত ইব ধাবতি নৌর্ভ্রমম্ ॥ ২৭ ॥

কাশ্চিৎ সংস্থতয়োদীর্ঘং স্বপ্নজাগ্রত্তয়া স্থিতাঃ।
কাশ্চিৎ পুনঃ স্বপ্নজাগ্রজ্জাগ্রৎস্বপ্নাস্তথেতরাঃ ॥২৮॥

অজ্ঞানভূমিরিতি সপ্তপদা ময়োক্তা
নানাবিকারজগদন্তরভেদহীনা।
অস্যাঃ সমুত্তরসি চারুবিচারণাভিঃ
দৃষ্টে প্রবোধবিমলে স্বয়মাত্মনীতি ॥ ২৯ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে অজ্ঞানভূমিকাবর্ণনং নাম
সপ্তদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৭ ॥

অষ্টাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

—০—

বাশিষ্ঠ উবাচ।

ইমাং সপ্তপদাং জ্ঞানভূমিমাকর্ণয়ানঘ।
নানয়া জ্ঞাতয়া ভূয়ো মোহপঙ্কে নিমজ্জসি ॥১॥
বদন্তি বহুভেদেন বাদিনো যোগভূমিকাঃ।
মমত্বভিমতা নূনমিমা এব শুভপ্রদাঃ ॥ ২ ॥
অববোধং বিদুর্জ্জ্ঞানং তদিদং সপ্তভূমিকম্।
মুক্তিস্তু জ্ঞেয়মিত্যুক্তং ভূমিকাসপ্তকাৎ পরম্ ॥৩॥
সত্যাববোধো মোক্ষশ্চৈবেতি পর্য্যায়নামনী
সত্যাববোধো জীবোয়ং নেহ ভূয়ঃ প্ররোহতি ॥ ৪ ॥
জ্ঞানভূমিঃ শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমা সমুদাহৃতা।
বিচারণা দ্বিতীয়া তু তৃতীয়া তনুমানসা ॥ ৫ ॥
সত্বাপত্তিশ্চতুর্থী স্যাত্ততোসংসক্তিনামিকা।
পদার্থাভাবনী ষষ্ঠি সপ্তমী তূর্য্যগা স্মৃতা ॥ ৬ ॥
আসামন্তে স্থিতা মুক্তিস্তস্যাং ভূয়ো ন শোচতে।
এতাসাং ভূমিকানাং ত্বমিদং নির্ব্বচনং শৃণু ॥৭॥

স্থিতঃ কিং মূঢ় এবাস্মি প্রেক্ষ্যেহং শাস্ত্রসজ্জনৈঃ।
বৈরাগ্যপূর্ব্বমিচ্ছেতি শুভেচ্ছেত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥৮॥
শাস্ত্রসজ্জনসম্পর্ক বৈরাগ্যাভ্যাসপূর্ব্বকম্।
সদাচারপ্রবৃত্তির্যা প্রোচ্যতে সা বিচারণা ॥ ৯ ॥
বিচারণাশুভেচ্ছাভ্যা মিন্দ্রিয়ার্থেম্বসক্ততা।
যাত্র সা তনুতাভাবাৎ প্রোচ্যতে তনুমানসা ॥ ১০ ॥
ভূমিকাত্রিতয়াভ্যাসাচ্চিত্তেহর্থে বিরতের্ব্বশাৎ।
সত্যাত্মনি স্থিতিঃ শুদ্ধে সত্বাপত্তিরুদাহৃতা ॥ ১১ ॥
দশাচতুষ্টয়াভ্যাসাদসংসঙ্গফলেন চ।
রূঢ়সত্বচমৎকারাৎ প্রোক্তাসংসক্তিনামিকা ॥ ১২ ॥
ভূমিকাপঞ্চকাভ্যাসৎ স্বাত্মারামতয়া দৃঢ়ম্।
আভ্যন্তরাণাং বাহ্যানাং পদার্থানামভাবনাৎ ॥১৩॥
পরপ্রযুক্তেন চিরং প্রযত্নেনার্থভাবনাৎ।
পদার্থাভাবনা নাম্নী ষষ্ঠী সঞ্জায়তে গতিঃ ॥ ১৪ ॥
ভূমিষট্‌কচিরাভ্যাসাদ্ভেদস্যানুপলম্ভতঃ।
যৎ স্বভাবৈকনিষ্ঠত্বং সা জ্ঞেয়া তুর্য্যগা গতিঃ ॥১৫॥
এষা হি জীবন্মুক্তেষু তুর্য্যাবস্থেহ বিদ্যতে।
বিদেহমুক্তিবিষয়স্তুর্য্যাতীতমতঃপরম্ ॥ ১৬ ॥
যে হি রাম মহাভাগাঃ সপ্তমীং ভূমিকাং গতাঃ।
আত্মারামা মহাত্মানস্তে মহৎপদমাগতাঃ॥ ১৭ ॥

জীবন্মুক্তা ন সজ্জন্তি সুখদুঃখরসস্থিতৌ ।
প্রকৃতেনার্থকার্য্যাণি কিঞ্চিৎ কুর্ব্বন্তি বা নবা ॥১৮॥
পার্শ্বস্থবোধিতাঃ সন্তঃ সর্ব্বাচারক্রমাগতম্ ।
আচারমাচরন্ত্যেব সুপ্রবুদ্ধবদক্ষতম্ ॥ ১৯ ॥
আত্মারামতয়া তাংস্তু সুখয়ন্তি ন কাশ্চন ।
জগৎক্রিয়াঃ সুসংসুপ্তান্ রূপালোকাঃ স্ত্রিয়ো যথা ॥২০॥
ভূমিকাসপ্তকঞ্চৈতৎ ধীমতামেব গোচরঃ ।
ন পশুস্থাবরাদীনাং ন চ ম্লেচ্ছাদিচেতসাম্ ॥২১॥
প্রাপ্তাজ্ঞানদশামেতাং পশুম্লেচ্ছাদয়োপি যে ।
সদেহা বাপ্যদেহা বা তে মুক্তা নাত্র সংশয়ঃ ॥২২॥
জ্ঞপ্তির্হি গ্রন্থিবিচ্ছেদস্তস্মিন্ সতি হি মুক্ততা ।
মৃগতৃষ্ণাম্বুবুদ্ধ্যাদি শান্তিমাত্রাত্মকস্ত্বসৌ ॥ ২৩ ॥
যে তু মোহাৎ সমুত্তীর্ণা ন প্রাপ্তাঃ পাবনং পদম্ ।
আস্থিতা ভূমিকাস্বাসু স্বাত্মলাভপরায়ণাঃ ॥ ২৪ ॥
সর্ব্বভূমিগতাঃ কেচিৎ কেচিদ্দ্বিত্রৈকভূমিকাঃ ।
ভূমিষট্কগতাঃ কেচিৎ কেচিৎ সপ্তৈকভূমিকাঃ ॥২৫॥
ভূমিত্রয়গতাঃ কেচিৎ কেচিদন্ত্যাং ভুবং গতাঃ ।
ভূচতুষ্টয়গাঃ কেচিৎ কেচিদ্ভূমিদ্বয়ে স্থিতাঃ ॥২৬॥
ভূম্যংশভাজনাঃ কেচিৎ কেচিৎ সার্দ্ধত্রিভূমিকাঃ ।
কেচিৎ সার্দ্ধচতুর্ভূর্গাঃ সার্দ্ধষড়্ভুমিকাঃ পরে ॥ ২৭ ॥

বিবেকিনো নরা লোকে চরন্ত ইতি ভূমিষু।
গ্রহায়তনতাপস্য দৃশাবেশেষু সংস্থিতাঃ ॥২৮॥
তে হি ধীরাঃ সুরাজানো দশাস্বাসু জয়ন্তি যে।
তৃণায়তেত্র দিগ্দন্তিঘটাভটপরাজয়ঃ ॥ ২৯ ॥

যে তাসু ভূমিষু জয়ন্তি হি যে মহান্তো
বন্দ্যাস্ত এব হি জিতেন্দ্রিয়শত্রবস্তে।
সংম্রাড্ বিরাডপি চ যত্র তৃণায়তে বৈ
তস্মাৎ পরং জগতি তে সমবাপ্নুবন্তি ॥৩০॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে জ্ঞানভূমিকোপদেশো নাম
অষ্টাদশোত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৮ ॥

একোনবিংশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

——ঃঃ——

বশিষ্ঠ উবাচ।

ঊর্ম্মিকাসম্বিদা হেম যথা বিস্মৃত্য হেমতাম্।
বিরৌতি নাহং হেমেতি তথাত্মাহন্তয়ানয়া ॥ ১ ॥

রাম উবাচ।

ঊর্ম্মিকাসম্বিদুদয়ঃ কথং হেম্নো যথা মুনে।
অহন্তা চাত্মন ইতি যথাবৎ ব্রূহি মে প্রভো ॥ ২ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

সত এবাগমাপায়ৌ প্রষ্টব্যৌ নাসতঃ সতা।
অহন্ত্বমূর্ম্মিকাত্বঞ্চ সতী তু ন কদাচন ॥ ৩ ॥
হেম হেম্ন্যূর্ম্মিকাঞ্চ ত্বং গৃহাণেত্যুদিতোযদি।
যদ্দীয়তে সোর্ম্মিকেণ তত্তদস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৪ ॥

রাম উবাচ।

এবঞ্চেৎ তৎ প্রভো কিং স্যাদূর্ম্মিকাত্বন্তু কীদৃশম্।
অনয়ৈবার্থনিশ্চিত্যা জ্ঞাস্যামি ব্রহ্মণোবপুঃ ॥ ৫ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

রূপং রাঘব নীরূপমসতশ্চেন্নিরূপ্যতে।
তদ্বন্ধ্যাতনয়াকারগুণাংস্ত্বং সমুদাহর॥ ৬ ॥
ঊর্ম্মিকাত্বং মুধা ভ্রান্তির্মায়ৈষাসৎস্বরূপিণী।
রূপং তদেতদেবাস্যাঃ প্রেক্ষিতা যন্ন দৃশ্যতে॥ ৭ ॥

মৃগতৃষ্ণাম্ভসি দ্বীন্দাবহন্তারূপকাদিষু।
এতাবদেব রূপং যৎ প্রেক্ষ্যমাণং ন লভ্যতে॥ ৮ ॥

যঃ শুক্তৌ রজতাকারং প্রেক্ষতে রজতস্য সঃ।
ন সম্প্রাপ্নোত্যণুমপি কণং ক্ষণমপি ক্বচিৎ॥ ৯ ॥

অপর্য্যালোকনেনৈব সদিবাসদ্বিরাজতে।
যথা শুক্তৌ রজততা জলং মরুমরীচিষু॥ ১০ ॥

যন্নাস্তি তস্য নাস্তিত্বং প্রেক্ষ্যমাণং প্রকাশতে।
অপ্রেক্ষ্যমাণং স্ফুরতি মৃগতৃষ্ণাস্বিবাম্বুধীঃ॥ ১১ ॥

অসদেব চ সৎকার্য্যকরং ভবতি চ স্থিরম্।
বালানাং মরণায়ৈব বেতালভ্রান্তিসম্ভ্রমঃ॥ ১২ ॥
হেমতাং বর্জ্জয়িত্বৈকাং বিদ্যতে হেম্নি নেতরৎ।
ঊর্ম্মিকাকটকাদিত্বং তৈলাদি সিকতাস্বিব॥ ১৩ ॥

নেহাস্তি সত্যং নো মিথ্যা যদ্যথা প্রতিভাব্যতে।
তত্তথার্থক্রিয়াকারি বালযক্ষবিকারবৎ॥ ১৪ ॥

সদ্বা ভবত্বসদ্বাপি সুরূঢ়ং হৃদয়ে হি যৎ।
তত্তদর্থক্রিয়াকারি বিষস্যেবামৃতক্রিয়া ॥ ১৫ ॥
পরমৈষৈব সাবিদ্যা মায়ৈষা সংসৃতির্হ্যসৌ।
অসতোনিষ্প্রতিষ্ঠস্য যদহন্তস্য ভাবনম্ ॥ ১৬ ॥
হেন্ন্যস্তি নোর্ম্মিকাদিত্বমহন্তাদ্যস্তি নাত্মনি।
অহন্তাভাববস্ত্বেবং স্বচ্ছে শান্তে সিতে পরে ॥ ১৭ ॥
ন সনাতনতা কাচিন্ন চ কাচিদ্বিরিঞ্চিতা।
ন চ ব্রহ্মাণ্ডতা কাচিন্ন চ কাচিৎ সুতাদিতা ॥ ১৮ ॥
ন লোকান্তরতা কাচিন্ন চ স্বর্গাদিতা ক্বচিৎ।
ন মেরুতা নাসুরতা ন মনস্ত্বং ন দেহতা ॥ ১৯ ॥
ন মহাভূততা কাচিন্ন চ কারণতা ক্বচিৎ।
ন চ ত্রিকালকলনা ন ভাবভাববস্তুতা ॥ ২০ ॥
ত্বত্তাহন্তাত্মতা তত্তা সত্তাসত্তা ন কাচন।
ন ক্বচিদ্ভেদকলনা ন ভাবো ন চ রঞ্জনা ॥ ২১ ॥
সর্ব্বং শান্তং নিরালম্বং জগত্ত্বং শাশ্বতং শিবম্।
অনাময়মনাভাস মনামকমকারণম্ ॥ ২২ ॥

ন সন্নাসন্ন মধ্যান্তং ন
সর্ব্বং সর্ব্বমেব চ।
মনোবচোভিরগ্রাহ্যং শূন্যাচ্ছুন্যং
সুখাৎ সুখম্ ॥ ২৩ ॥

রাম উবাচ।

অববুদ্ধং সমং ব্রহ্ম সর্ব্বমেব ময়াধুনা।
তথাপি ভূয়ঃ কথয় সর্গঃ কিমিব লোক্যতে ॥২৪॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

পরেশান্তে পরং নাম স্থিতমিত্থমিদন্তয়া।
নেহ সর্গোন সর্গাখ্যা কাচিদস্তি কদাচন ॥ ২৫ ॥
মহার্ণবান্তসীবাম্বু সংস্থিতা পরমেশ্বরে।
জলং দ্রবত্বাৎ স্পন্দীব নিস্পন্দং পরমং পদম্ ॥২৬॥
ভাঃ স্বাত্মনীব কচতি ন কচত্যেব তৎপদম্।
ভাসাং তত্ত্বং হি কচনং পদং ত্বকচনং বিদুঃ ॥ ২৭ ॥
অধ ঊর্দ্ধং বর্জয়িত্বা যথাব্ধেরুদরে পয়ঃ।
স্ফুরত্যেবং পরে চিত্ত্বাদিদং নানেব তৎপরম্ ॥২৮॥
ঈষদ্বিদঃ স্বয়ং চিত্ত্বাচ্চেত্যতামিব গচ্ছতি।
বুধ্যতে সর্গ ইত্যেব সমা স্থাস্যতি শাশ্বতম্ ॥ ২৯ ॥
সর্গস্তু পরমার্থস্য সংজ্ঞেত্যেবং বিনিশ্চয়ঃ।
নানাস্তি নায়মত্যন্তমম্বরস্য যথাম্বরম্ ॥ ৩০ ॥
চিত্ত্বাৎ সর্গসমাপত্তিরচিত্ত্বাৎ সর্গসঙ্ক্ষয়ঃ।
পরে পরমসংশান্তে হেম্নীব কটকভ্রমঃ ॥ ৩১ ॥
সন্নেব সর্গোসত্যত্বমেতি চিত্তশমোদয়ে।
অসৎ সত্তামবাপ্নোতি স্বতঃ সম্বেদনোদয়ে ॥ ৩২ ॥

সম্বেদনমহন্তাবৎ সর্গসম্ভ্রমসম্ভ্রমঃ।
অসম্বেদনমাশান্তং পরং বিদ্ধি ন তজ্জড়ম্ ॥ ৩৩ ॥
নানেব সর্গোনানায়ং জ্ঞস্যৈকাত্মশিবাত্মকঃ।
পুংস্ত্বকর্ম্মক্রিয়া সেনা মৃন্ময়ী শিল্পিনাং যথা ॥ ৩৪ ॥
ইদং পূর্ণমনারম্ভ মনন্তমনঘোদরম্।
পূর্ণে পূর্ণপরাপূরৈঃ পূর্ণমেবাবতিষ্ঠতে ॥ ৩৫ ॥
যদয়ং লক্ষ্যতে সর্গস্তৎ ব্রহ্ম ব্রহ্মণি স্থিতম্।
নভোনভসি বিশ্রান্তং শান্তং শান্তে শিবে শিবম্ ॥৩৬॥
মুকুরপ্রতিবিম্বস্থে নগরে নবযোজনে।
যথাদূরমদূরঞ্চ তথেশে তদতৎক্রমঃ ॥ ৩৭ ॥
অসদভ্যুদিতং বিশ্বং সদপ্যভ্যুদিতং সদা।
প্রতিভাসাৎ সদাভাসমবস্তুত্বাদসন্ময়ম্ ॥ ৩৮ ॥
আদর্শনগরাকারে মৃগতৃষ্ণাম্বুভাস্বরে।
দ্বিচন্দ্রবিভ্রমাভাসে সর্গেঽস্মিন্ কৈব সত্যতা ॥ ৩৯ ॥

মায়াচূর্ণপরিক্ষেপাৎ
যথা ব্যোম্নি পুরভ্রমঃ।
তথা সম্বিদি সংসারঃ
সারোসারশ্চ ভাসতে ॥ ৪০ ॥
যাবদ্বিচারদহনেন সমূলদাহং
দগ্ধা ন জর্জরলতেব বলাদবিদ্যা।

শাখাপ্রতানগহনানি বহূনি তাবৎ
নানাবিধানি সুখদুঃখবনানি সূতে॥ ৪১॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে হেমোর্ম্মিকোপদেশো নাম
একোনবিংশত্যুত্তরশততমঃ সর্গঃ॥ ১১৯॥

———

বিংশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

—০—

বশিষ্ঠ উবাচ।

হেমোর্ম্মিকাদিবন্মিথ্যা কথিতায়াঃ ক্ষয়োন্মুখম্।
ত্বং মহত্ত্বমবিদ্যায়াঃ শৃণু রাঘব কীদৃশম্ ॥ ১ ॥
লবণোসৌ মহীপালস্তথা দৃষ্ট্বা তদা ভ্রমম্।
দ্বিতীয়ে দিবসে গন্তুং প্রবৃত্তস্তাং মহাটবীম্ ॥ ২ ॥
যত্র দৃষ্টং ময়া দুঃখমরণ্যানীং স্মরামি তাম্।
চিত্তাদর্শগতাং বিন্ধ্যাৎ কদাচিল্লভ্যতে হি সা ॥ ৩ ॥
ইতি নিশ্চিত্য সচিবৈঃ প্রযযৌ দক্ষিণাপথম্।
পুনর্দিগ্বিজয়ায়েব প্রাপ্য বিন্ধ্যমহীধরম্ ॥ ৪ ॥
পূর্ব্বদক্ষিণপাশ্চাত্য মহার্ণবতটস্থলীম্।
বভ্রাম কৌতুকাৎ সর্ব্বাং ব্যোমবীথীমিবোষ্ণগুঃ ॥৫॥
অথৈকস্মিন্ প্রদেশে তাং চিন্তামিব পুরোগতাম্।
দদর্শোগ্রামরণ্যানীং পরলোকমহীমিব ॥ ৬ ॥
স তত্র বিহরংস্তাংস্তান্ বৃত্তান্তান্ সকলানথ।
দৃষ্টাবান্ পৃষ্টবাংশ্চৈব জ্ঞাতবাংশ্চ বিসিস্মিয়ে ॥ ৭ ॥

তান্ পরিজ্ঞাতবাংশ্চাসীৎ ব্যাধান্ পুল্কসজান্ পুনঃ।
বিস্ময়াকুলয়া বুদ্ধ্যা ভূয়োবভ্রাম সম্ভ্রমী ॥ ৮ ॥
অথ প্রাপ্য মহাটব্যাং পর্য্যন্তে ধূমধূসরে।
তমেব গ্রামকং যস্মিন্ সোভবৎ পুষ্টপুল্কসঃ ॥ ৯ ॥
তত্রাপশ্যজ্জনাংস্তাংস্তাংস্তাঃ স্ত্রিয়স্তাঃ কুটীরকাঃ।
নানাকারান্ জনাধারাংস্তাংস্তাংশ্চ বসুধাতটান্ ॥১০॥
তাংশ্চাকাণ্ডপরিভ্রষ্টাংস্তান্ বৃক্ষাংস্তাংস্তনুব্রজান্।
তাংস্তথৈব সমুদ্দেশাংস্তান্ ব্যাধানেকলান্ সুতান্ ॥১১॥

অন্যাসু বৃদ্ধাসু সবাষ্পনেত্রা
স্বার্ত্তার্ত্তিযুক্তাসু চ বর্ণয়ন্তী।
অকালকান্তারবিশীর্ণবন্ধু দুঃখান্য-
সংখ্যানি সখীষু বৃদ্ধা ॥ ১২ ॥
বৃদ্ধা প্রবৃদ্ধোজ্জ্বলনেত্রবাষ্পা
কষ্টং বতাশুষ্ককুচা কৃশাঙ্গী।
অবগ্রহোগ্রাশনিদগ্ধদেশে
তত্রার্ত্তনাদা পরিরোদিতীদম্ ॥ ১৩ ॥
হা পুত্রি পুত্রাবৃতসর্ব্বগাত্রে
দিনত্রয়াভোজনজর্জরাঙ্গী।
কৃত্বাসিনা বর্ম্মণি জীর্ণদেহাঃ
কথং ক মুক্তা ভবতাসবন্তে ॥ ১৪ ॥

তালীদলালম্বনমম্বুদাদ্রৌ
দন্তান্তরস্থারুণসৎফলস্য ।
স্মরামি গুঞ্জাফলদামভর্ত্তুঃ
পুরস্থমুদ্রামরহাসিনস্তে ॥ ১৫ ॥

কদম্বজম্বীরলবঙ্গগুঞ্জা
কুঞ্জান্তরস্তস্ত চরত্তরক্ষোঃ ।
পশ্যামি পুত্রস্য কদানুভূয়ো
ভয়ঙ্করাণ্যুড্যতিবল্লিতানি ॥ ১৬ ॥

নতানি কামস্য বিলাসিনীহ
মুখেপি শোভা লসিতানি সন্তি ।
তমালনীলে চিবুকৈকদেশে
সুতস্য চান্যাস্যগতামিষস্য ॥ ১৭ ॥

সুতাপনীতা সহ তেন ভর্ত্রা
যমেন যস্যা যমুনাসযানা ।
তমালবল্লী সহ পুষ্পগুচ্ছা
সমীরণেনেব বনে বরেণ ॥ ১৮ ॥

হা পুত্রি গুঞ্জাফলদামহারে
সমুন্নতাভোগপয়োধরাঙ্গী ।
বাতোল্লসৎকজ্জললোলবর্ণে
পর্ণাম্বরে বাদরজম্বুদম্ভে ॥ ১৯ ॥

হা রাজপুত্রেন্দুসমানকান্ত
সন্ত্যজ্য শুদ্ধান্তবিলাসিনীস্তাঃ।
রতিং প্রয়াতোসি মমাত্মজায়াং
ন সাপি তে সুস্থিরতামুপেতা॥ ২০ ॥

সংসারনদ্যাঃ সুতরঙ্গভঙ্গৈঃ
ক্রিয়াবিলাসৈর্ব্বিহিতোপহাসৈঃ।
কিং নাম তুচ্ছং ন কৃতং নৃপেশো
যদেযাজিতঃ পুক্কসকন্যকায়াম্॥ ২১ ॥

সা ত্রস্তসারঙ্গসমাননেত্রা
সদৃপ্তশার্দূলসমানবীর্য্যঃ।
উভৌ গতাবেকপদেন নাশ-
মাশা সহার্থেন যথা মহেহা॥ ২২ ॥

মৃতেশ্বরাশ্বস্তনিজাত্মজাস্মি
দুর্দ্দেশযাতাস্মি চ দুর্গতাস্মি।
দুর্জ্জাতিজাতাস্মি মহাপদেস্মি
সাক্ষাদ্ভয়ং ভোস্মি মহাপদস্মি॥ ২৩ ॥

নীচাবমানপ্রভবস্য মন্যোঃ
ক্ষুধা প্রপন্নস্য কলত্রকস্য।
শোকস্য বৃত্তাবনিবার্য্যবৃত্তে
র্নার্য্যস্ম্যনেকায়তনং বিনাথা॥ ২৪ ॥

দৈবোপতপ্তস্য বিবান্ধবস্য
মূঢ়স্য রূঢ়স্য মহাধিভূমৌ।
যৎ প্রাণনং যন্মরণং মহাপদ্
যস্যাত্মনি জীবিতমুত্তমং তৎ ॥ ২৫ ॥

জনৈর্ব্বিহীনস্য কুদেশবৃত্তে
দুঃখান্যনন্তানি সমুল্লসন্তি।
সহস্রশাখারসসঙ্কুলানি
তৃণানি বর্ষাস্বিব পর্ব্বতস্য ॥ ২৬ ॥

এবং লপন্তীং স্বকলত্রবৃদ্ধাং
দাসীভিরাশ্বাস্য নৃপঃ স্ত্রিয়ং তাম্।
পপ্রচ্ছ কিং বৃত্তমিহৈব কা চ
কা তে সুতা কশ্চ সুতস্তবেতি ॥ ২৭ ॥

উবাচ সা বাষ্পবিলোচনাথ
গ্রামস্ত্বয়ং পুক্কসঘোষনামা।
ইহাভবৎ পুক্কসকঃ পতির্ম্মে
বভূব তস্যেন্দুসমা সুতৈকা ॥ ২৮ ॥

সা দৈবযোগাৎ পতিমিন্দুতুল্য-
মিহাগতং দৈববশেন ভূপম্।
অয়ং বিশীর্ণং মধুকুম্ভমাপ
বনে বরাকী করভী যথৈকা ॥ ২৯ ॥

সা তেন সার্দ্ধং সুচিরং সুখানি
ভুক্ত্বা প্রসূতা তনয়াঃ সুতাংশ্চ।
বৃদ্ধিং গতা কাননকোটরেস্মিং
স্তন্বীলতাপাদপসংশ্রিতেব ॥ ৩০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে চণ্ডালীশোচনং নাম বিংশত্যুত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১২০ ॥

———

একবিংশাধিক শততমঃ সর্গঃ।

—*—

চণ্ডাল্যুবাচ।

কেন চিত্ত্বথ কালেন গ্রামকেস্মিন্ জনেশ্বর।
অবৃষ্টিদুঃখদভবদ্ভীষণং ভগ্নমানবম্॥ ১ ॥
মহতানেন দুঃখেন সর্ব্বে তে গ্রামকা জনাঃ।
বিনির্গত্য গতা দূরং সর্ব্বে পঞ্চত্বমাগতাঃ॥ ২ ॥
তেনেমা দুঃখভাগিন্যঃ শূন্যা বয়মিহ প্রভো।
সৌম্য শোচাম সদ্বাষ্পমাচান্তেক্ষণধারয়া॥ ৩ ॥
ইত্যাকর্ণ্যাঙ্গনাবক্ত্রাদ্রাজা বিস্ময়মাগতঃ।
মন্ত্রিণাং মুখমালোক্য চিত্রার্পিত ইবাভবৎ॥ ৪ ॥
ভূয়োবিচারয়ামাস তদাশ্চর্য্যমনুত্তমম্।
ভূয়োভূয়োথ পপ্রচ্ছ বভূবাশ্চর্য্যবানিতি॥ ৫ ॥
তেষাং সমুচিতৈর্দানসন্মানৈর্দুঃখসঙ্ক্ষয়ম্।
কৃত্বা করুণয়াবিষ্টো দৃষ্টলোকপরাবরঃ॥ ৬ ॥
স্থিত্বা তত্র চিরং কালং বিমৃশ্য নিয়তের্গতীঃ।
আজগাম গৃহং পৌরৈর্বন্দিতঃ প্রবিবেশ হ॥ ৭ ॥

প্রাতস্তত্র সভাস্থানে মামপৃচ্ছদসৌ নৃপঃ।
কথমেবং মুনে স্বপ্নঃ প্রত্যক্ষমিতি বিস্মিতঃ॥ ৮ ॥
যথাবস্তু ময়া তস্য তত উক্তঃ স তাদৃশঃ।
সংশয়ো হৃদয়ান্নুন্নো বাতেনেবাম্বুদোদিবঃ॥ ৯ ॥
ইত্যেবং রাঘবাবিদ্যা মহতী ভ্রমদায়িনী।
অসৎসত্তাং নয়ত্যাশু সচ্চাসত্তাং নয়ত্যলম্॥ ১০ ॥

রাম উবাচ।

কথমেবং বদ ব্রহ্মন্ স্বপ্নঃ সত্যত্বমাগতঃ।
ভ্রমোদার ইবৈষোর্থো ন মে গলতি চেতসি॥ ১১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

সর্ব্বমেতদবিদ্যায়াং সম্ভবত্যেব রাঘব।
ঘটেষু পটতা দৃষ্টা স্বপ্নসম্ভ্রমিতাদিষু॥ ১২ ॥
দূরং নিকটবদ্ভাতি মুকুরেন্তরিবাচলঃ।
চিরং শীঘ্রত্বমায়াতি পুনঃ শ্রেষ্ঠেব যামিনী॥ ১৩ ॥
অসম্ভবচ্চ ভবতি স্বপ্নে স্বমরণং যথা।
অসচ্চ সদিবাভাতি স্বপ্নেষ্বিব নভোগতিঃ॥ ১৪ ॥
সুস্থিতং সুষ্ঠু চলতি ভ্রমে ভূপরিবর্ত্তবৎ।
অচলং চলতামেতি মদবিক্ষুব্ধচিত্তবৎ॥ ১৫ ॥
বাসনাবলিতং চেতো যদ্যথাভাবয়ত্যলম্।
তত্তথানুভবত্যাশু ন তদস্তি ন বাপ্যসৎ॥ ১৬ ॥

যদেবাভ্যুদিতাবিদ্যা ত্বহন্ত্বাদিময়ী মুধা।
তদেবানাদিমধ্যান্তা ভ্রমস্যানন্ততোদিতা ॥ ১৭ ॥
প্রতিভাসবশাদেব সর্ব্বোবিপরিবর্ত্ততে।
ক্ষণঃ কল্পত্বমায়াতি কল্পশ্চ ভবতি ক্ষণঃ ॥ ১৮ ॥
বিপর্য্যস্তমতির্জ্জন্তুঃ পশ্যত্যাত্মানমেডকম্।
বিভর্ত্তি সিংহতামেডো বাসনাবশতঃ স্বয়ম্ ॥ ১৯ ॥
বিষমভ্রমদাবিদ্যা মোহাহন্তাদয়ঃ সমাঃ।
সর্ব্বে চিত্তবিপর্য্যাসফলসম্পত্তিহেতুতঃ ॥ ২০ ॥
কাকতালীয়বচ্চেতো বাসনাবশতঃ স্বতঃ।
সম্বদন্তি মহারম্ভা ব্যবহারাঃ পরস্পরম্ ॥ ২১ ॥
বৃত্তং প্রাক্ পঞ্জণে রাজঃ কস্যচিল্লবণস্য যৎ।
প্রতিভাতং তদেতস্য সদ্বাসদ্বা মনোগতম্ ॥ ২২ ॥
বিস্মরত্যপি বিস্তীর্ণাং কৃতাং চেতঃক্রিয়াং যথা।
তথাকৃতামপ্যকৃতামিতি স্মরতি নিশ্চিতম্ ॥ ২৩ ॥
তথা ন ভুক্তবানস্মি ভুক্তবানিতি চেতসি।
স্বপ্নে দেশান্তরগমে প্রাকৃতোপ্যববুধ্যতে ॥ ২৪ ॥
বিন্ধ্যপুক্কসসংগ্রামে ব্যবহারোয়মীদৃশঃ।
প্রতিভাসাগতস্তস্য স্বপ্নে পূর্ব্বকথা যথা ॥ ২৫ ॥
অথবা লবণেনাশু দৃষ্টো যঃ স্বপ্নবিভ্রমঃ।
স এব সম্বিদং প্রাপ্তো বিন্ধ্যপুক্কসচেতসি ॥ ২৬ ॥

লাবণী প্রতিভারূঢ়া বিন্ধ্যপুক্কসচেতসি।
বিন্ধ্যপুক্কসসন্বিদ্বা রূঢ়া পার্থিবচেতসি ॥ ২৭ ॥
যথা বহূনাং সদৃশং বচনং নাম মানসম্।
তথা স্বপ্নেপি ভবতি কালোদেশঃ ক্রিয়াপি চ ॥২৮॥
ব্যবহারগতেস্তস্যাঃ সত্তাস্তি প্রতিভাসতঃ।
সত্তা সর্ব্বপদার্থানাং নান্যা সম্বেদনাদৃতে ॥ ২৯ ॥
সম্বেদনেতরাভাতি বীচির্ব্বা জলসঙ্গতিঃ।
ভূতভব্যভবিষ্যস্থা তরুবীজে তরুর্যথা ॥ ৩০ ॥
তস্যাঃ সত্ত্বমসত্ত্বঞ্চ ন সন্নাসদিতি স্থিতম্।
সৎ সদেব হি সন্বিত্তেরসন্বিত্তেরসন্ময়ম্ ॥ ৩১ ॥
নাবিদ্যা বিদ্যতে কিঞ্চিত্তৈলাদি সিকতাস্বিব।
হেম্নঃ কিং কটকাদন্যৎ পদং স্যাদ্ধেমতাং বিনা ॥৩২॥
অবিদ্যয়াত্মতত্ত্বস্য সম্বন্ধো নোপপদ্যতে।
সম্বন্ধঃ সদৃশানাঞ্চ যঃ স্ফুটঃ স্বানুভূতিতঃ ॥ ৩৩ ॥
জতুকাষ্ঠাদিসম্বন্ধো যঃ সমাসমযোগতঃ।
নান্যোন্যানুভবায়াসৌ তদেকস্পন্দমাত্রকম্ ॥ ৩৪ ॥
পরমার্থময়ং সর্ব্বং যথা তেনোপলাদয়ঃ।
চিতা সমভিচেত্যন্তে সম্বন্ধবশতঃ সমাঃ ॥ ৩৫ ॥
যদা চিন্মাত্রসন্মাত্রময়াঃ সর্ব্বে জগদ্গতাঃ।
ভাবাস্তদা বিভান্ত্যেতে মিথঃ স্বানুভবস্থিতেঃ ॥ ৩৬ ॥

ন সম্ভবতি সম্বন্ধো বিষমাণাং নিরন্তরঃ।
ন পরস্পরসম্বন্ধাদ্বিনানুভবনং মিথঃ॥ ৩৭ ॥
সদৃশে সদৃশং বস্তু ক্ষণাদ্গত্বৈকতামলম্।
রূপমাস্ফারয়ত্যেকমেকত্বাদেব নান্যথা॥ ৩৮ ॥
চিচ্চেত্যমিলিতা দৃশ্য-রূপয়োদেতি চেতনঃ।
(জড়ং জড়েন মিলিতং ঘনং সম্পদ্যতে জড়ম্)
ন চ চিজ্জড়য়োরৈক্যং বৈলক্ষণ্যাৎ ক্বচিদ্ভবেৎ ॥৩৯॥
চিজ্জড়ৌ চিত্র একত্র ন তৌ সম্মিলতঃ ক্বচিৎ।
চিন্ময়ত্বাচ্চিদালম্ভশ্চিদালম্ভেন বেদনম্॥ ৪০ ॥
দারুপাষাণভেদানাং ন তু হ্যেতে চিদাত্মকাঃ।
পদার্থোহি পদার্থেন পরিণাম্যনুভূয়তে॥ ৪১ ॥
জিহ্বয়ৈব রসাস্বাদঃ সজাতীয়ামলোদয়ঃ।
ঐক্যঞ্চ বিদ্ধি সম্বন্ধং নাস্ত্যসাবসমানয়োঃ॥ ৪২ ॥
জড়চেতনয়োস্তেন নোপলাদি জড়ং মতম্।
চিদেবোপলকুড্যাদি রূপিণীতি মিতা চিতা॥ ৪৩ ॥
একীভাবং গতা দ্রষ্টৃ দৃশ্যাদি কুরুতে ভ্রমম্।
কাষ্ঠোপলাদ্যশেষং হি পরমার্থময়ং যতঃ॥ ৪৪ ॥
তদাত্মনা তৎসম্বন্ধং দৃশ্যত্বেনোপলভ্যতে।
সর্ব্বং সর্ব্বপ্রকারাঢ্যমনন্তমিব যত্নতঃ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বং সন্মাত্রমেবৈতদ্বিদ্ধি তত্ত্ববিদাম্বর।
অসত্তাত্যাগনিষ্ঠেন বিশ্বং লক্ষশতভ্রমৈঃ॥ ৪৬॥
পূরিতং চিচ্চমৎকারো ন চ কিঞ্চন পূরিতম্।
সঙ্কল্পনাগরা নৃণাং মিথঃ স্পন্দতি নো যথা॥ ৪৭॥
ন দেশকালবোধায় তথা সর্গেস্থিতি স্থিতিঃ।
ভেদবোধে হি সর্গত্বমহত্ত্বাদিভ্রমোদয়ঃ॥ ৪৮॥
হেমসম্বিৎপরিত্যাগে কটকাদিভ্রমো যথা।
কটকাদিভ্রমো হেম্নি দেশাদ্দেশং ভবাদ্ভবম্॥ ৪৯॥
দৃগ্দর্শনপরিত্যাগে নাবিদ্যাস্তি পৃথক্ সদা।
কটকাদিমহাভেদমেকং হেম যথামলম্॥ ৫০॥
বোধৈকত্বাদয়ং সর্গস্তদেবাসন্নয়ত্যলম্।
সেনামৃৎসম্বিদা চিত্রা মৃন্মাত্রমিব মৃন্ময়ী॥ ৫১॥
জলমেকং তরঙ্গাদি দার্ব্বেকং শালভঞ্জিকা।
মৃন্মাত্রমেকং কুম্ভাদি ব্রহ্মৈকং ত্রিজগদ্ভ্রমঃ॥ ৫২॥
সম্বন্ধে দৃশ্যদৃষ্টীনাং মধ্যে দ্রষ্টুর্হি যদ্বপুঃ।
দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যাদি বর্জ্জিতং তদিদং পরম্॥ ৫৩॥
দেশাদ্দেশং গতে চিত্তে মধ্যে যচ্চেতসোবপুঃ।
অজাড্যসম্বিন্মননং তন্ময়োভব সর্ব্বদা॥ ৫৪॥
অজাগ্রৎস্বপ্ননিদ্রস্য যত্তে রূপং সনাতনম্।
অচেতনঞ্চাজড়ঞ্চ তন্ময়োভব সর্ব্বদা॥ ৫৫॥

জড়তাং বর্জ্জয়িত্বৈকাঃ শিলায়া হৃদয়ং হি তৎ।
অক্ষুব্ধোবাথ বা ক্ষুব্ধস্তন্ময়োভব সর্ব্বদা ॥ ৫৬ ॥
কস্যচিৎ কিঞ্চনাপীহ নোদেতি ন বিলীয়তে।
অক্ষুব্ধোবাথ বা ক্ষুব্ধঃ স্বস্থস্তিষ্ঠ যথাসুখম্ ॥ ৫৭ ॥
নাভিবাঞ্ছতি নোদ্বেষ্টি দেহে কিঞ্চিৎ ক্বচিৎ পুমান্।
স্বস্থস্তিষ্ঠ নিরাশঙ্কং দেহবৃত্তিষু মা পত ॥ ৫৮ ॥
ভবিষ্যদ্দগ্ধামকগ্রাম্যকার্য্যব্যবসিতোযথা।
চিত্তবৃত্তিষু মা তিষ্ঠ তথা সত্যাত্মতাং গতঃ ॥ ৫৯ ॥
যথা দেশান্তরনরো যথা কাষ্ঠং যথোপলঃ।
তথৈব পশ্য চিত্তং ত্বমচিত্তৈব যদাত্মনা ॥ ৬০ ॥
যথা দৃষদি নাস্ত্যন্বু যথান্তস্যনলস্তথা।
স্বাত্মন্যেবাস্তি নোচিত্তং পরমাত্মনি তৎ কুতঃ ॥ ৬১ ॥
প্রেক্ষমাণং ন যৎ কিঞ্চিৎ তেন যৎ ক্রিয়তে ক্বচিৎ।
কৃতং ভবতি তন্নেতি তত্ত্বাচিত্তাতিগোভবেৎ ॥ ৬২ ॥
অত্যন্তানাত্মভূতস্য যশ্চিত্তস্যানুবর্ত্ততে।
পর্য্যন্তবাসিনঃ কস্মান্ন ম্লেচ্ছস্যানুবর্ত্ততে ॥ ৬৩ ॥
নিরন্তরমনাদৃত্য ত্বমারাচ্চিত্তপুক্কসম্।
স্বস্থমাস্ব নিরাশঙ্কং পঙ্কেনেব কৃতোজড়ঃ ॥ ৬৪ ॥
চিত্তং নাস্ত্যেব মে ভূতং মৃতমেবাস্য বেত্তি বা।
ভব নিশ্চয়বান্ ভূত্বা শিলাপুরুষনিশ্চলঃ ॥ ৬৫ ॥

প্রেক্ষায়ামস্তি নোচিত্তং তদ্বিহীনোসি তত্ত্বতঃ।
স কিমর্থমনর্থেন তদ্ব্যর্থেন কদর্থ্যসে॥ ৬৬ ॥
অসতা চিত্তযক্ষেণ যে মুধা স্ববশে কৃতাঃ।
তেষাং পেলববুদ্ধীনাং চন্দ্রাদশনিরুত্থিতঃ॥ ৬৭ ॥
চিত্তং দূরে পরিত্যজ্য যোসি সোসি স্থিরোভব।
ভব ভাবনয়া মুক্তো যুক্ত্যা পরময়ান্বিতঃ॥ ৬৮ ॥
অসতোযেন্নুবর্ত্তন্তে চেতসোসত্যরূপিণঃ।
ব্যোমমারণকর্ম্মৈকনীতকালান্ ধিগস্তু তান্॥ ৬৯ ॥

ব্যপগলিতমনা মহানুভাবো
ভব ভবপারগতো ভবামলাত্মা।
সুচিরমপি বিচারিতং ন লব্ধ-
মলমমলাত্মনি মানসাত্মকং কিঞ্চিৎ॥ ৭০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে চিত্তাভাবপ্রতিপাদনং নামৈক একবিংশত্যুত্তরশততমঃ সর্গঃ॥ ১২১ ॥

—০—

দ্বাবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

—o—

বশিষ্ঠ উবাচ।

প্রথমং জাতমাত্রেণ পুংসা কিঞ্চিদ্বিকসিতবুদ্ধিনৈবং সৎসঙ্গমপরেণ ভবিতব্যম্ ॥ ১ ॥

অনবরতপ্রবাহপতিতোয়মবিদ্যানদীনিবহঃ শাস্ত্র-সজ্জনসম্পর্কাদৃতে ন তরিতুং শক্যতে ॥ ২ ॥

তেন বিবেকতঃ পুরুষস্য হেয়োপাদেয়বিচার উপজায়তে ॥ ৩ ॥

তদাসৌ শুভেচ্ছাভিধাং বিবেকভুবমাপতিতোভবতি ॥ ৪ ॥

ততোবিবেকবশতোবিচারণায়াম্ ॥ ৫ ॥

সম্যগ্‌জ্ঞানেনাসম্যগ্বাসনাং ত্যজতঃ সংসারভাবনাতোমনস্তনুতামেতি ॥ ৬ ॥

তেন তনুমানসাং নাম বিবেকভূমিমবতীর্ণোভবতি ॥৭॥

যদেব যোগিনঃ সম্যগ্‌জ্ঞানোদয়স্তদৈব সত্ত্বাপত্তিঃ ॥৮॥

তদ্বশাদ্বাসনা তনুতাং গতা যদা তদৈবাসাবসংসক্ত ইত্যুচ্যতে কর্ম্মফলেন ন বদ্ধ্যত ইতি ॥ ৯ ॥

অথ তানববশাদসত্যে ভাবনাতানবমভ্যস্যতি ॥১০॥

যাবন্ন কুর্ব্বন্নপি ব্যবহরন্নপ্যসত্যেষু সংসারবস্তুষু স্থিতোপি স্বাত্মন্যবক্ষীণমনস্ত্বাদভ্যাসবশাৎ বাহ্যং বস্তু কুর্ব্বন্নপি ন পশ্যতি নালম্বনেন সেবতে নাভিধ্যায়তি তনু-বাসনত্বাচ্চ কেবলং মূঢ়ঃ সুপ্তঃ প্রবুদ্ধ ইব কর্ত্তব্যং করোতি ॥ ১১ ॥

তনুভাবিতমনস্কস্তেন যোগভূমিকাং ভাবনামধিরূঢ়ঃ॥১২॥

ইত্যন্তর্লীনচিত্তঃ কতিচিৎ সম্বৎসরানভ্যস্য সর্ব্বথৈব কুর্ব্বন্নপি বাহ্যপদার্থান্ ভাবনাং ত্যজতি তুর্য্যাত্মা ভবতি ততোজীবন্মুক্ত ইত্যুচ্যতে ॥ ১৩ ॥

নাভিনন্দতি সম্প্রাপ্তং নাপ্রাপ্তমভিশোচতি।
কেবলং বিগতাশঙ্কং সম্প্রাপ্তমনুবর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥
ত্বয়াপি রাঘব জ্ঞাতং জ্ঞাতব্যমখিলান্তরম্।
ননু তে সর্ব্বকার্য্যেভ্যোবাসনা তনুতাং গতা ॥ ১৫ ॥
শরীরাতীতবৃত্তিস্ত্বং শরীরস্থোঽথবা ভব।
মা গাঃ শোকঞ্চ হর্ষং ত্বং ত্বমাত্মা বিগতাময়ঃ ॥ ১৬ ॥
ত্বয্যাত্মনি সিতে স্বচ্ছে সর্ব্বগে সর্ব্বদোদিতে।
কুতোদুঃখসুখে রাম কুতোমরণজন্মনী ॥ ১৬ ॥
অবন্ধুরপি কস্মাত্ত্বং বন্ধুদুঃখানি শোচসি।
অদ্বিতীয়ে স্থিতে হ্যস্মিন্ বান্ধবাঃ ক ইবাত্মনি ॥১৮॥

দৃশ্যতে কেবলং দেহে পরমাণুচয়ঃ পরম্ ।
দেশকালান্যতাপত্তের্নাত্মোদেতি ন লীয়তে ॥ ১৯ ॥
অবিনাশোপি কস্মাত্তং বিনশ্যামীতি শোচসি ।
অমৃত্যুবসতৌ স্বচ্ছে বিনাশঃ ক ইবাত্মনি ॥ ২০ ॥
ঘটে কপালতাং যাতে ঘটাকাশোন নশ্যতি ।
যথা তথা শরীরেস্মিন্ নষ্টেপি ন বিনশ্যতি ॥ ২১ ॥
মৃগতৃষ্ণাতরঙ্গিণ্যাং ক্ষীণায়ামাতপো যথা ।
ন নশ্যতি তথা দেহে নষ্টে নাত্মা বিনশ্যতি ॥ ২২ ॥
বাঞ্ছেবোদেতি তে কস্মাৎ ভ্রান্তিরন্তর্নিরর্থিকা ।
অদ্বিতীয়োদ্বিতীয়ং কিং যদ্বস্তাত্মাভিবাঞ্ছতু ॥ ২৩ ॥
শ্রব্যং স্পৃশ্যং তথা দৃশ্যং রস্যং ঘ্রেয়ঞ্চ রাঘব ।
ন কিঞ্চিদস্তি জগতি ব্যতিরিক্তং যদাত্মনঃ ॥ ২৪ ॥
সর্ব্বশক্তাবিমাস্তস্মিন্নাত্মন্যেবাখিলাঃ স্থিতাঃ ।
শক্তয়োবিততে ব্যক্তে আকাশ ইব শূন্যতা ॥ ২৫ ॥
চিত্তাদ্রাঘব রূঢ়েয়ং ত্রিলোকী ললনোদিতা ।
ত্রিবিধেন ক্রমেণেহ জন্মনা জনিতভ্রমা ॥ ২৬ ॥
মনঃ প্রশমনে সিদ্ধে বাসনাক্ষয়নামনি ।
কর্ম্মক্ষয়াভিধানৈব মায়েয়ং প্রবিনশ্যতি ॥ ২৭ ॥
সংসারোগ্রারঘট্টেস্মিন্নারূঢ়া যন্ত্রবাহিনী ।
রজ্জুস্তাং বাসনামেতাং ছিন্ধি রাঘব যত্নতঃ ॥ ২৮ ॥

অপরিজ্ঞায়মানৈষা মহামোহপ্রদায়িনী।
পরিজ্ঞাতা ত্বনন্তাখ্যা সুখদা ব্রহ্মদায়িনী ॥ ২৯ ॥
আগতা ব্রহ্মণোভুক্ত্বা সংসারমিহ লীলয়া।
পুনর্ব্রহ্মৈব সংস্মৃত্য ব্রহ্মণ্যেব বিলীয়তে॥ ৩০ ॥
শবাদ্রাঘব নীরূপাদপ্রমেয়ান্নিরাময়াৎ।
সর্ব্বভূতানি জাতানি প্রকাশা ইব তেজসঃ॥ ৩১ ॥
রেখাবৃন্দং যথা পর্ণে বীচিজালং যথা জলে।
কটকাদি যথা হেম্নি তথোষ্ণাদি যথানলে॥ ৩২ ॥
তদেতদ্ভাবনারূপে তথেদং ভুবনত্রয়ম্।
তস্মিন্নেব স্থিতং জাতং তস্মাদেব তদেব চ॥ ৩৩ ॥
স এব সর্ব্বভূতানামাত্মা ব্রহ্মেতি কথ্যতে।
তস্মিন্ জ্ঞাতে জগজ্জ্ঞাতং স জ্ঞাতা ভুবনত্রয়ে॥৩৪॥
শাস্ত্রসন্ব্যবহারার্থং তস্যাস্য বিততাকৃতেঃ।
চিদ্ব্রহ্মাত্মেতি নামানি কল্পিতানি কৃতাত্মভিঃ॥৩৫॥
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগে হর্ষামর্ষবিবর্জ্জিতা।
সৈষা শুদ্ধানুভূতির্হি সোয়মাত্মা চিদব্যয়ঃ॥ ৩৬ ॥
আকাশাতিতরাচ্ছাচ্ছ ইদং তস্মিংশ্চিদাত্মনি।
স্বাভোগ এব হি জগৎ পৃথগ্বৎ প্রতিবিম্বতি॥ ৩৭ ॥
বুদ্ধিস্তদ্ব্যতিরেকেণ লোভমোহাদয়োহি তান্।
পাত্যসদ্ব্যতিরেকেণ তে চ তস্মিংস্তদেব তে॥ ৩৮ ॥

অদেহস্যৈব তে রাম নির্ব্বিকল্পচিদাকৃতেঃ।
লজ্জাভয়বিষাদেভ্যঃ কুতোমোহঃ সমুত্থিতঃ॥ ৩৯ ॥
অদেহোদেহজৈরেভির্লজ্জাদিভিরসন্ময়ৈঃ।
কিং মুর্খ ইব দুর্ব্বদ্ধির্ব্বিকল্পৈরভিভূয়সে॥ ৪০ ॥
অখণ্ডচিতিরূপস্য দেহে খণ্ডনমাগতে।
অসম্যগ্‌দর্শিনোপ্যস্তি ন নাশঃ কিমু সন্মতেঃ॥ ৪১ ॥
আপতেদর্কমার্গেপি ন নিরুদ্ধগমাগমম্।
চিত্তং নাম স বিজ্ঞেয়ঃ পুরুষোন শরীরকম্॥ ৪২ ॥
শরীরে সত্যসতি বা পুমানেব জগত্রয়ে।
জ্ঞোপ্যজ্ঞোপি স্থিতোরাম নষ্টে দেহে ন পশ্যতি॥৪৩॥
যানীমানি বিচিত্রাণি দুঃখানি পরিপশ্যসি।
তানি দেহস্য সর্ব্বাণি নাগ্রাহ্যস্য চিদাত্মনঃ॥ ৪৪ ॥
মনোমার্গাদতীতত্বাদ্‌যোসৌ শূন্যমিব স্থিতা।
চিৎ কথং নাম দুঃখৈর্ব্বা সুখৈর্ব্বা পরিগৃহ্যতে॥ ৪৫॥
স্বাস্পদাত্মানমেবাসৌ বিনষ্টাদ্দেহপঞ্জরাৎ।
অভ্যস্তাং বাসনাং যাতঃ ষট্‌পদঃ স্বমিবাম্বুজাৎ॥৪৬॥
অসচ্চেদাত্মতত্ত্বং তদস্মিংস্তে দেহপঞ্জরে।
নষ্টে কিং নাম নষ্টং স্যাৎ রাম কেনানুশোচসি॥৪৭॥
সত্যং ভাবয় তেন ত্বং মা মোহমনুভাবয়।
নিরিচ্ছস্যাত্মনো নেচ্ছা কাচিদপ্যনঘাকৃতেঃ॥ ৪৮ ॥

সাক্ষিভূতে সমে স্বচ্ছে নির্ব্বিকল্পে চিদাত্মনি।
নিরিচ্ছং প্রতিবিম্বন্তি জগন্তি মুকুরে যথা॥ ৪৯ ॥
সাক্ষিভূতে সমে স্বচ্ছে নির্ব্বিকল্পে চিদাত্মনি।
স্বয়ং জগন্তি দৃশ্যন্তে সন্মণাবিব রশ্ময়ঃ॥ ৫০ ॥
অনিচ্ছমপি সম্বন্ধো যথাদর্পণবিম্বয়োঃ।
তথৈবেহাত্মজগতোর্ভেদাভেদৌ ব্যবস্থিতৌ॥ ৫১ ॥
সূর্য্যসন্নিধিমাত্রেণ যথোদেতি জগৎক্রিয়া।
চিৎসত্তামাত্রকেণেদং জগন্নিষ্পদ্যতে তথা॥ ৫২ ॥
পিণ্ডগ্রহোনিবৃত্তোস্যা এবং রাম জগৎস্থিতেঃ।
আকাশমেষা সম্পন্না ভবতামপি চেতসি॥ ৫৩ ॥
সত্তামাত্রেণ দীপস্য যথালোকঃ স্বভাবতঃ।
চিত্তত্ত্বস্য স্বভাবাত্তু তথেয়ং জাগতী স্থিতিঃ॥ ৫৪ ॥

পূর্ব্বং মনঃ সমুদিতং পরমাত্মতত্ত্বাৎ
তেনাততং জগদিদং স্ববিকল্পজালৈঃ।
শূন্যেন শূন্যমপি তেন যথাম্বরেণ
নীলত্বমুল্লসিতচারুতরাভিধানম্॥ ৫৫ ॥
সঙ্কল্পসংক্ষয়বশাদ্গলিতে তু চিত্তে
সংসারমোহমিহিকা গলিতা ভবন্তি।
স্বচ্ছং বিভাতি শরদীব খমাগতায়াং
চিন্মাত্রমেকমজমাদ্যমনন্তমন্তঃ॥ ৫৬ ॥

কর্ম্মাত্মকং প্রথমমেব মনোভ্যুদেতি
সঙ্কল্পতঃ কমলজপ্রকৃতীস্তদেত্য ।
নানাবিধং জগদিদং হি মুধা তনোতি
বেতালদেহকলনামিব মুগ্ধবালঃ ॥ ৫৭ ॥

অসন্ময়ং সদিব পুরোবিলক্ষ্যতে
পুনর্ভবত্যথ পরিলীয়তে পুনঃ ।
স্বয়ং মনশ্চিতিচিতসংস্ফুরদ্বপু
মহার্ণবে জলবলয়াবলী যথা ॥ ৫৮ ॥

ইত্যার্ষে শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে শ্রীবাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে স্বরূপনিরূপণং নাম দ্বাবিংশত্যুত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১২২ ॥

উৎপত্তিপ্রকরণং সম্পূর্ণং ।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে অনঘ! দেবরাজ ইন্দ্র নারদ সকাশে সূচীর সেই ভয়াবহ তপোবৃত্তান্ত শ্রবণ করতঃ তাহার ভোগ প্রকারাদি (উদ্দেশ্য বিবরণ) শ্রবণ করিবার নিমিত্ত সাতিশয় কুতুকাক্রান্ত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন —দেবর্ষে! জড়বুদ্ধি কর্কটীর ন্যায় তুচ্ছবিষয়ভোগচপলা আর নাই। যাহাই হউক, কর্কটী তপস্যার দ্বারা সূচীত্ব উপার্জ্জন করিয়া কি কি প্রকার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াছিল তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন১।২।

নারদ বলিলেন, সুররাজ! কর্কটী তপস্যার দ্বারা অদৃশ্যস্বভাব পিশাচীর ন্যায় অলক্ষ্যস্বভাব সূক্ষ্ম জীবসূচীত্ব উপার্জ্জন করিলে, কৃষ্ণবর্ণা আয়সী সূচী (আয়সী=লৌহময়ী) তাহার সমবল ও আশ্রয় হইয়াছিল। পরে সে সেই আশ্রয়স্বরূপা আয়সী সূচীকে পরিত্যাগ করতঃ পক্ষিণীর ন্যায় নভোমার্গে সমুড্ডীন হইত ও আকাশীয়বায়ুরূপ রথে আরোহণ করতঃ জীবগণের প্রাণ-বায়ুর (নিশ্বাস প্রশ্বাসের) দ্বারা তাহাদের শরীরমধ্যে প্রবেশ করিত৩।৪। জীবসূচী সেই প্রকারে পাপাত্মগণের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তত্রস্থ আন্ত্রতন্ত্রী-সমূহের রন্ধ্রভাগ দ্বারা (নাড়ীছিদ্র দিয়া) গমন করতঃ দেহান্তর্নিলীন স্নায়ু, মেদ, বসা ও শোণিতাদিতে ও যাহাতে রোগের আশ্রয়স্বরূপ দুষ্টবায়ু প্রবাহিত হয়, সেই সমস্ত নাড়ীতে অবস্থান পূর্ব্বক অত্যুগ্র অগ্নিপিণ্ড বিদাহের ন্যায় দাহ ও শূল (বেদনা) উৎপাদন করিত এবং তথায় অবস্থান করিয়া সেই সমস্ত প্রাণিগণের ভোজনোচিত পদার্থসমুদয় ও প্রভূত নরমাংসাদি ভোজন করিত৫-৭।

হে শক্র! এই জীবসূচী কান্ত-বক্ষ-ন্যস্ত-কপোলা, মুগ্ধা ও কান্তাশ্লেষা-মোদিতা, স্রগ্‌দামবিভূষিতা কামিনীগণের শরীরে তাহাদের অজ্ঞাতসারে

প্রবেশ করতঃ তাহাদিগের ভোগ্যজাত ভোগ করিত৮। বিহঙ্গমগণের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া কল্পদ্রুমরাজির সুগন্ধ মকরন্দ হইতেও দ্বিগুণতর সুরভিসম্পন্ন শোকাপনোদনকারী কমলবন-বীথিতে বিহার করিত৯। ভ্রমরীশরীরে অবস্থান করতঃ মন্দারবনে সুগন্ধ মকরন্দকণাসব পান ও ভ্রমরগণের সহিত এলাবনে ক্রীড়া করিত১০। বৃদ্ধা গৃধ্রীগণের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের সহিত রন্ধ্রীকৃত শবদেহে চর্ব্বণ করিত এবং খড়্গধারে অবস্থান করতঃ সংগ্রামে বীরদেহ সকল ছিন্নভিন্ন করিত১১। শক্র! বায়ুরেখা যেমন অবাধে দিক্-বিদিক্ পরিভ্রমণ করে, সূচী তাহার ন্যায় দেহীর দেহান্তরাকাশে, নাড়ীতে ও নীলবর্ণ ব্যোমবীথিতে পরিভ্রমণ করিত১২। যেমন বিরাটাত্মা পিতা-মহের (ব্রহ্মার) হৃদয়ে সমষ্টি প্রাণবায়ুস্পন্দ সচ্ছন্দে প্রস্ফুরিত হয়, তেমনি, এই জীবসূচী প্রতিদেহেই প্রস্ফুরিত হইত। যেমন সমুদায় প্রাণিদেহে চিৎশক্তি প্রতিভাত হয়, তাহার ন্যায় এই সূচীও প্রতিদেহে প্রতিভাত হইত১৩-১৪। সূচী বারিতে দ্রবশক্তির ন্যায় জীবরুধিরে লীন ও অব্ধিতে আবর্ত্তের ন্যায় জঠরমধ্যে বল্গিত হইত, এবং ও অনন্তাঙ্গে (অনন্ত=শেষনাগ) বিষ্ণুর ন্যায় মেদোমধ্যে অবস্থিতি করিত১৫।১৬। অপিচ, এই রোগাত্মিকা সূচী বায়ুরূপিণী হইয়া দেহিগণের অন্তরে প্রবেশ করতঃ তাহাদিগের শরীরস্থ অশুক্ল রস (রক্ত) ভক্ষণ করিত১৭। ইতঃপূর্বে সে ঐ সব করিত কিন্তু এখন সে তপস্যায় স্থাণুবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থান করতঃ পবিত্রা সর্ব্বপাপরহিতা পরমতাপসী হইয়াছে১৮।

হে মহেন্দ্র! এই জীবসূচীই পূর্ব্বে অদৃশ্যভাবে মারুতরূপ তুরঙ্গে আরোহণ করিয়া অয়ঃসূচীর দ্বারা চতুর্দ্দিকে প্রধাবিতা হইত। এই জীবসূচীই ইতি-পূর্ব্বে অসংখ্য প্রাণিদেহে অবস্থান করিয়া সেই সমস্ত প্রাণিগণের সহিত অদৃশ্যভাবে পান, ভোজন, বিলাস, দান, ক্রীড়া, আহরণ, নর্ত্তন, গান, শাসন ও হিংসা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই করিয়াছে১৯।২০। এই আকাশরূপিণী অদৃশ্যশরীরা সূচী স্বীয় মন ও পবনদেহ দ্বারা যাহা না করিয়াছে, তাহা

কাহারও দ্বারা কৃত হয় নাই। এই জীবময়ী সূচী সর্বপ্রাণিবিনাশে সমর্থা হইলেও আলাননিবদ্ধ করিণীর অল্পস্থান পরিভ্রমণের ন্যায় মাংস রক্তাদি অন্বেষণার্থে কতিপয় প্রাণিদেহেই বিচরণ করিয়াছিল২১।২২। এই ভোগ-প্রমত্তা সূচী প্রাণিগণের দেহরূপ প্রত্যক্ষ নদীতে বেগদ্বারা বৈকল্য উৎপাদন করতঃ বহুল কল্লোল সমুৎপন্ন করিয়াছিল২৩। এই সূচী প্রভূত মেদোমাংসাদি নিগীরণ (উদরে অর্পণ) করিতে অসমর্থ হইয়া, বহুল অনেক ভোজনে, অসমর্থ, বহুল ধনসম্পন্ন, ভোজনলোলুপ বৃদ্ধ ও আতুরগণের ন্যায় ক্রন্দন করিয়াছিল২৪। যেমন অঙ্গন্যস্ত বলয় ও অঙ্গদ প্রভৃতি অলঙ্কার রঙ্গভূমিস্থিতা নর্ত্তনশালা নর্ত্তকীগণের অঙ্গে নৃত্য করে, তাহার ন্যায় এই রোগাত্মিকা সূচী অজ, উষ্ট্র, মৃগ, হস্তী, অশ্ব, সিংহ, ভল্লুক ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুগণের দেহে দেহে অবস্থান করতঃ নৃত্য করিয়াছিল২৫। এই রোগশক্তিরূপা সূচী, গন্ধ-লেখার ন্যায় (লেখা=লেশ) বাহ্য ও আন্তর বায়ুর সহিত মিশ্রিতা ও বায়ুগতির বশীভূতা হইয়া প্রাণিগণের অন্তরে প্রবেশ ও অবস্থান করিত২৬। সূচী এবম্বিধা রোগরূপিণী হইয়া প্রাণিদেহে অবস্থান করিতে আরম্ভ করিলে, রোগাক্রান্ত কোন কোন ব্যক্তি মন্ত্র, ঔষধ, তপস্যা, দান ও দেব-পূজাদির দ্বারা তাহাকে বিতাড়িত করিত২৭। তাহাতে সে তথা হইতে তাড়িতা হইয়া গিরিনদীর উত্তুঙ্গ তরঙ্গ যেমন স্বীয় আশ্রয়ে (নদীবক্ষে) লীন হয়, তাহার ন্যায় সে তাহাদের দেহ হইতে বহির্ভাগে পলায়ন করিয়া স্বীয় অন্তর্দ্ধান শক্তির দ্বারা অদৃশ্যভাবে স্বীয় আশ্রয় অয়ঃসূচীতে গিয়া প্রবিষ্ট হইত এবং তথায় লীনভাবে অবস্থান করতঃ আতুরীর ন্যায় বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিত। হে দেবেন্দ্র! * সকল ব্যক্তিই স্বীয় বাসনারূপ আস্পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং রাক্ষসীও আপন বাসনানুসারে তাহার সেই সূচীভাবের আস্পদ বা আশ্রয়সূচীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। যেমন

* যেখানে যেখানে ইন্দ্রের সম্বোধন দেখিবে, সেই সেই স্থানে বুঝিতে হইবে, নারদ ইন্দ্রকে বলিতেছেন।

দুর্ব্বুদ্ধি লোক দিক্ সকল পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে আপদে আপন আস্পদ (বাসস্থান) গ্রহণ করে, তাহার ন্যায়, এই জীবসূচীও সকল স্থলে পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে লৌহসূচীতে আস্পদ (স্থান) গ্রহণ করিয়াছিল২৮-৩০।

হে শক্র! ভোগচেষ্টাপরায়ণা জীবসূচী অভিহিত প্রকারে দশ-দিকে পরিভ্রমণ করিয়া ভোগবিষয়ে কথঞ্চিৎ মানসিকী তৃপ্তি লাভ করিলেও কিছুমাত্র শারীরিকী তৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই৩১। কেননা, দেহধারী জীবেরাই দৈহিকী তৃপ্তিলাভে সমর্থ হইয়া থাকে। অসতী নারীরা কি কখন সতী রমণীর ধর্ম্ম ও সুখ অনুভব করিতে সমর্থা হয়৩২?

অনন্তর, একদা সেই দৈহিকসুখভোগবিহীনা সূচীর প্রাক্তন বৃহৎ দেহের কথা স্মরণ হইল। তখন সে পূর্ব্বের ভোজনপরিতৃপ্ত রাক্ষস-দেহের নিমিত্ত অতীব দুঃখিতা হইল। মনে মনে অবধারণ করিল, আমি সেই পূর্ব্বের বিশাল দেহের নিমিত্ত পুনর্ব্বার উগ্রতম তপস্যা করিব। অনন্তর সে তপস্যার নিমিত্ত স্থান নির্ণয় করিল এবং অনতিবিলম্বে প্রাণমারুত-মার্গ অবলম্বন (নিশ্বাস বায়ু অবলম্বন) করিয়া পক্ষিণীর নীড় প্রবেশের ন্যায় এক আকাশ-বিহারী তরুণ গৃধ্রের হৃদয়ে প্রবেশ করতঃ রোগসূচী হইয়া তাহার অন্তরে অবস্থান করিতে লাগিল। গৃধ্র তখন বাধ্য হইয়া স্বশরীরপ্রবিষ্টা রোগ-রূপিণী সূচীর অভিলাষানুরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং অবিলম্বে একটী লৌহসূচী গ্রহণ করিয়া অন্তরস্থা রোগসূচীর অভিলষিত পর্ব্বতা-ভিমুখে গমন করিল৩৩-৩৭। পরে সেই রোগরূপা পিশাচীর প্রেরণীয় সেই তরুণ গৃধ্র তাহাকে (গৃহীতে লৌহসূচীকে) তৎপর্ব্বতস্থ নির্জ্জন মহারণ্যে নিক্ষেপ করিল৩৮। যেমন যোগিগণ পরম পদে চেতনা সমর্পণ করেন, তেমনি, সূচীও সেই অদ্রিশিখরস্থ নির্জ্জন মহারণ্যে লৌহসূচীকে সমর্পণ করিল ও অবিলম্বে তাহাকে তথায় প্রতিমার ন্যায় স্থাপন করিল৩৯। তখন সেই লৌহসূচী অন্তঃসূচীরূপ পিশাচীর বশীভূতা ও গৃধ্রকর্ত্তৃক হিমাচলশিখরে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া স্বীয় সূক্ষ্মতম পদৈকপ্রান্তভাগ দ্বারা রজঃকণার উপরিভাগে

শিখীর ন্যায় (শিখী=ময়ুর) ঊর্দ্ধগ্রীব হইয়া নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিতে লাগিল ইত্যবসরে সেই খগহৃদয়প্রবিষ্টা রোগরূপা জীবসূচী লৌহসূচীকে অভিলষিত অদ্রিশিখরে গৃধ্রকর্ত্তৃক তদ্রূপে প্রতিষ্ঠিত অবলোকন করতঃ খগদেহ হইতে বহির্গমনোন্মুখী হইল৪০।৪১। অনন্তর অনিল গন্ধলেখার ন্যায় খগদেহ হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক লৌহসূচীকে আশ্রয় করিল। সূচীর অনুপ্রবেশে লৌহসূচী তখন চেতনোন্মুখী হইল, এবং গৃধ্রও নির্ব্যাধি জীবজনের ন্যায় স্বস্থ হইয়া ভার পরিত্যক্ত ভারিকের ন্যায় সূচীভার পরিত্যাগ করতঃ স্বস্থানে প্রতিগমন করিল৪২-৪৩।

হে মহেন্দ্র! সদৃশ ব্যক্তির সহিত সদৃশ ব্যক্তির সংমিলন শোভনতা প্রাপ্ত হয়। জীবসূচী আজ সেই কারণে লৌহসূচীকে আধারস্বরূপে কল্পনা করিয়াছিল। ঈশ্বরও আধার ব্যতিরেকে কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হন না; তাই জীবসূচী আজ লৌহসূচীকে আধারস্বরূপে গ্রহণ করতঃ একনিষ্ঠ হইয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হইয়াছিল৪৪-৪৫।

অনন্তর সে শিংশপাবৃক্ষে পিশাচীর ন্যায় এবং বায়ুতে গন্ধলেখার ন্যায় লৌহসূচীতে পরিলীন হইয়া সুদীর্ঘ তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইল৪৬। সেই অবধি অদ্য যাবৎ সে তপস্যায় বহু বর্ষ অতিক্রান্ত করিয়াছে এবং সে এখনও সেই নির্জ্জন মহারণ্যে উক্তপ্রকারে অবস্থান করতঃ তপস্যা করিতেছে। হে কর্ত্তব্য-কোবিদ বাসব! এখন আপনি তাহাকে বরদানার্থ যত্নবান্ হউন্। (অর্থাৎ তাহাকে কোন এক তুচ্ছ বর দিয়া নিবৃত্তা করিবার চেষ্টা করুন) নচেৎ তাহার তপস্যা পরিবর্দ্ধিত হইয়া সকল লোক গ্রাস করিবে৪৭।৪৮।

বশিষ্ঠ বলিলেন, বাসব নারদের এবম্বিধ বচনপরম্পরা শ্রবণ করতঃ সূচীর অন্বেষণার্থ মারুতকে দশ দিকে গমন করিতে আদেশ করিলেন৪৯। দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন মারুত (বায়ু) দেবরাজ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সূচীদর্শনের নিমিত্ত দশ দিকে গমন করিল। মারুত নভোমণ্ডল হইতে ভূতলে অবরোহণ

পূর্ব্বক দিক্ বিদিক্ পরিভ্রমণ করতঃ সূচীর অন্বেষণ করিতে লাগিল। ভ্রমণপরায়ণা সর্ব্বত্রগামিনী ত্বরাবতী মারুতসম্বিদ্ (বায়ুদেবতা) প্রথমতঃ দেখিতে পাইল, সপ্তসমুদ্রান্তে লোকালোকপর্ব্বতযুক্ত বিপুল কাঞ্চনী ভূমি রহিয়াছে৫০।৫১। ঐ ভূমি মণিময় বলয়ের আকার সম্পন্ন স্বাদূদক সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত। তৎপরে বলয়াকার পুষ্করদ্বীপ দেখিল। এই দ্বীপ সুরাসমুদ্রে পরিবেষ্টিত। তৎপরে দেখিল, ইক্ষুরসসমুদ্রে পরিবেষ্টিত বলয়াকার গোমেদক দ্বীপ। তদনন্তর দেখিল, বলয়াকার ক্ষীরসমুদ্রে পরিবেষ্টিত উপদ্রবশূন্য ক্রৌঞ্চ দ্বীপ। তৎপরে দেখিল, ঘৃতোদক সমুদ্রে পরিবেষ্টিত শ্বেতদ্বীপ। তৎপরে দেখিল, বলয়াকার কুশদ্বীপ। তদনন্তর দেখিল, দধি সমুদ্র পরিবেষ্টিত বলয়াকার শাক দ্বীপ অবস্থিত রহিয়াছে। তৎপরে জম্বুদ্বীপ প্রাপ্ত হইল। এই দ্বীপের চতুর্দ্দিকে লবণসমুদ্র বলয়াকারে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে৫২-৫৫।

সেই বায়ুসম্বিদ্ এই কুলপর্ব্বতসঙ্কুল মহামেরুবিশিষ্ট জম্বুদ্বীপ দর্শন করতঃ বাতমণ্ডল হইতে তথায় বায়ুরূপে অবতীর্ণ হইল। বেগে গমন পূর্ব্বক যে স্থানে সেই তপস্বিনী সূচী তপস্যা করিতেছিল, সেই হিমাচলশিখর-স্থিত মহারণ্য প্রাপ্ত হইল৫৬-৬০। এই গিরিস্থল দ্বিতীয় আকাশের ন্যায় বিস্তৃত ও সূর্য্যসন্নিহিত প্রযুক্ত প্রাণিসঞ্চার-বর্জ্জিত, অসঞ্জাততৃণ ও রজোময়। রজোগুণবিকারীভূত এই গিরিস্থল, সংসার রচনার ন্যায় বিস্তৃত ও রজঃপরিপূর্ণ। শত শত অর্থাৎ অসংখ্য ইন্দ্রধনুসঙ্কাশ মৃগতৃষ্ণিকা নদী প্রবাহিত হওয়াতে এইস্থল যেন মৃগতৃষ্ণিকা নদী সমূহের স্বার্থপরিপূরক সমুদ্র হইয়া রহিয়াছে। এই গিরিশৃঙ্গস্থ মহাভূমি, পবনকর্ত্তৃক কুণ্ডলাকারে প্রবাহিত, ধূলিপটলরূপ কুণ্ডলে বিভূষিত, সূর্য্যকিরণরূপ কুঙ্কুমে পরিলিপ্ত, চন্দ্রাংশুরূপ চন্দনে চর্চ্চিত ও বায়ুরূপ কান্তের মুখ চুম্বনে শব্দায়মান হওয়ায় ব্যোমবিলাসিনী রমণীর অনুকরণ করিতেছে৬১-৬৬।

দিগ্‌দিগন্ত ভ্রমণকারী পবন ক্লান্ত হইয়া সপ্তসমুদ্র পরিলাঞ্ছিত সমস্ত ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করতঃ অবশেষে এই গগনস্পর্শী অত্যুচ্চ গিরিস্থল প্রাপ্ত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল৬৭।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ

—*—

বশিষ্ঠ বলিলেন, বায়ু সেই অদ্রিশৃঙ্গস্থিত মহারণ্যে সূচীকে মধ্যমা অগ্নি-শিখার ন্যায় প্রোথিত দেখিলেন। তিনি দেখিলেন, সূচী একপদে দণ্ডায়মানা হইয়া তপস্যা করিতেছেন১। উষ্ণকিরণে তাঁহার শিরোদেশ শুষ্ক হইয়াছে, ও উদরত্বক্ পিণ্ডীভূত হইয়াছে। যেন তিনি একবার একবার মাত্র আস্য বিস্তার করিয়া আতপানিল গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিতেছেন। প্রচণ্ড-সূর্য্যকিরণযুক্ত বনবায়ুদ্বারা তাঁহার দেহ জর্জ্জরীভূত হইয়াছে। তিনি স্বস্থান হইতে অবিচলিত ও চন্দ্রকিরণে স্নাপিত (ধৌত) হইতেছেন২-৪। তাঁহার মস্তক রজোরাশির (ধূলিরাশির) দ্বারা সমাচ্ছন্ন। যেন তিনি রজোগুণকে আশ্রয় প্রদান না করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছেন৫।

অনন্তর পবন সেই সূচীকে তাদৃশী ও তদ্ভাবাপন্না দেখিয়া বিস্ময়াকুল-লোচনে ও ভীতচিত্তে সমাগত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু সূচীর তেজঃপ্রভাবে সঙ্কুচিত হইয়া কি নিমিত্ত তিনি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতেছেন তাহা জিজ্ঞাসা করিতে সমর্থ হইলেন না৬-৮। পবন "অহো! ভগবতী সূচী কি মহা তপস্যা করিতেছেন" মনে মনে কেবল এই মাত্র চিন্তা করিয়াই আকাশে গমন করিলেন এবং সত্বর অভ্রমার্গ উল্লঙ্ঘন, সিদ্ধ-লোকে উত্তরণ ও বায়ুমণ্ডল অতিক্রমণ করতঃ সূর্য্যমণ্ডলে গমন করিলেন। অনন্তর নক্ষত্রমণ্ডল অতিক্রমণ করতঃ শক্রপুরে উপনীত হইলেন। অনন্তর সেই সূচীদর্শনপবিত্রাত্মা বায়ু পুরন্দর কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত ও জিজ্ঞাসিত হই-লেন। বায়ু তখন যথাদৃষ্ট সমস্ত বিষয় নিবেদন করিতে লাগিলেন, এবং দেবগণ সহ দেবরাজ তাহা শুনিতে লাগিলেন৯-১২।

মহাত্মা বায়ু বলিতেছেন; দেবরাজ! জম্বুদ্বীপে হিমবান্ নামে এক অত্যুন্নত শৈলেন্দ্র আছে। তাহার হিমালয় নাম। সর্ব্ববিদিত ভগবান্ শশিশেখর মহেশ্বর তাঁহার যামাতা১৩। এই হিমাচলের উত্তর মহাশৃঙ্গের পৃষ্ঠভাগে মহাতেজস্বিনী তপস্বিনী স্থচী অবস্থিতি করতঃ অতি কঠোর তপস্যা করিতেছেন১৪। অধিক আর কি বলিব, বায়ু ভক্ষণও না করিতে হয়, এই অভিপ্রায়ে স্থচী স্বীয় উদরকোটর পিণ্ডাকার করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন১৫। তাঁহার আস্যদেশ স্বভাবতঃ বিকশিত হইলেও শীতবাতাশন নিবৃত্তির নিমিত্ত তিনি রজোরাশির দ্বারা তাহা সঙ্কুচিত করিয়াছেন১৬। হে দেব! তুহিনাকার মহাশৈল হিমবান্ তাহার তীব্র-তপঃপ্রভাবে তুহিনাকরত্ব পরিহার পূর্ব্বক অনলসদৃশ বা তপ্তায়ঃপিণ্ডের ন্যায় আকার ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি নিতান্ত অপরিসেব্য হইয়াছেন১৭। অতএব এখন যদি কোন উপায় না করা হয়, তাহা হইলে তাঁহার সেই স্থমহত্তপস্যা অনর্থসংঘটনের হেতু হইবে। সেইজন্য বলিতেছি, আস্থন, আস্থন, আমরা তাঁহাকে বর প্রদানার্থ পিতামহের নিকট গিয়া অনুরোধ করি১৮। অনন্তর দেবরাজ বায়ুকর্ত্তৃক ঐরূপ অভিহিত হইয়া দেবগণ সমভিব্যাহারে ব্রহ্মলোকে গমন করতঃ বিভু পিতামহের নিকট "স্থচীকে বর প্রদান করুন" এইরূপ প্রার্থনা করিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা "অদ্যই স্থচীকে বর দিতে হিমালয়শৃঙ্গে গমন করিব" এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলে দেবরাজ উদ্বেগ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন১৯।২০।

এ দিকে স্থচী তপোরূপ তাপ দ্বারা অমরমন্দির সন্তাপিত করতঃ সপ্ত-সহস্র বর্ষ তপস্যা করিয়া পরম পবিত্রা হইল২১। বিজৃম্ভিতবদনা স্থচীর মুখরন্ধ্রে রবিকিরণ প্রবিষ্ট হওয়ায়, সে দৃশ্য তখন এইরূপে উপমিত হইতে লাগিল যে, যেন সেই স্থচী নয়নশালিনী হইয়া স্বীয় তপস্যার সঙ্কল্পিত বস্তু অবলোকন করিতেছেন২২। অপিচ, মেরু ভূধর তাঁহার স্থৈর্য্যগুণে নির্জ্জিত হইয়া অম্বুনিধিতে নিমগ্ন হইতেছে কি না, তাহা দেখিবার নিমিত্তই যেন সেই

সূচীর ছায়া প্রাতে ও সায়াহ্নে দীর্ঘাকার হইত এবং অন্যান্য সময়ে যেন তাঁহার গৌরববর্দ্ধনের নিমিত্তই সেই ছায়া সূচী তাঁহাকে দূর হইতে অবলোকন করিত। সঙ্কটে নিপতিত হইলে জনগণের গৌরবরক্ষারূপ সৎক্রিয়া বিস্মৃত হইতে হয়, সেই ভাব প্রদর্শনার্থই যেন মধ্যাহ্ন কালে সেই সুতীক্ষ্ণা ছায়া সন্তাপ ভয়ে ভীতা হইয়া সূচীর প্রাণবায়ুতে প্রবিষ্টা হইত২৩।২৪। অসী, বরুণা ও গঙ্গা, এতত্রিতয়ের অন্তরালস্থিত পবিত্রা বারাণসীর ন্যায় সেই ছায়া, সূচী ও লৌহসূচী, এতত্রিতয়ের অন্তরালস্থিত ত্রিকোণ-সম্পন্ন স্থান তপস্যার দ্বারা অতীব পবিত্র হইয়াছিল। এমন কি তত্রত্য বায়ু ও পাংশু প্রভৃতি সমস্তই মোক্ষলাভের অধিকারী হইয়াছিল। হে রামচন্দ্র! জীবসূচী কেবল একাদ্বয় প্রত্যগাত্মচেতনসম্বিদের বিচার দ্বারাই পরমকারণ পরব্রহ্ম পরিজ্ঞাত হইয়াছিল২৫-২৮।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ

—*—

বশিষ্ঠ বলিলেন, সহস্র বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে পিতামহ ব্রহ্মা সেই তপস্বিনীর নিকট আগমন করতঃ কহিলেন, পুত্রি বর গ্রহণ কর১। কিন্তু সেই জীবাংশ-রূপিণী জীবসূচী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অভাব (কর্ম্মেন্দ্রিয়=বাগিন্দ্রিয়) নিবন্ধন কোন কিছু বলিতে পারিল না। সে সমষ্টিমনোবপু ব্রহ্মাকে বাক্যের দ্বারা কিছু বলিতে পারিল না বটে, কিন্তু মন থাকায় মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল২।

আমি আর বর গ্রহণ করিয়া কি করিব! আমি পূর্ণা ও বিগতসর্ব্বসন্দেহা হইয়া পরমা শান্তি (নির্ব্বাণ) প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন আমি পরমানন্দ লাভ করিয়াছি। সকল সন্দেহ উপশান্ত হওয়ায় আমার জ্ঞাতব্য জানা শেষ হইয়াছে। আমার বিবেক সম্পূর্ণ বিকসিত হইয়াছে। এখন আর আমার বরে প্রয়োজন কি৩।৪? আমি যে প্রকারে অবস্থান করিতেছি, চিরকাল এই প্রকারে অবস্থিত থাকিব। সত্য পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যা বর গ্রহণে আর আমার প্রয়োজন নাই৫। যেমন বালিকাগণ স্বীয় সঙ্কল্প সমুদিত বেতাল কর্ত্তৃক আক্রান্তা হয়, তেমনি, মদীয় সঙ্কল্প সমুদিত অবিবেকই এতাবৎ কাল আমাকে বিভীষিকা দেখাইয়াছিল। অধুনা আত্মবিচারদ্বারা সে স্বয়ং সমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন আর আমার ঈপ্সিত বা অনীপ্সিত কোন কিছুতে প্রয়োজন নাই এবং কোন কিছুতে আর আমার ইষ্টানিষ্ট সংঘটন হইবে না৬-৭।

সূচী এবম্প্রকার চিন্তা করতঃ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, নিয়তি-সহকৃত ব্রহ্মা সেই কর্ম্মেন্দ্রিয়বিহীনা চিন্তাপরায়ণা বীতরাগা প্রসন্নবুদ্ধি জীব-সূচীর তাদৃশী অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, পুত্রি! বর গ্রহণ

কর। তুমি এই অবনীমণ্ডলে কিছুকাল ভোগ্য ভোগ কর, পশ্চাৎ পরম পদ প্রাপ্ত হইবে। যাহা বলিতেছি, তাহাই সর্ব্বভূতের অনিবার্য্য নিয়ম৮-১১। হে উত্তমে! এই তপস্যার দ্বারা তোমার সঙ্কল্প সফল হউক। পুত্রি! তুমি যে পূর্ব্বে জলদ-সদৃশ ভীষণ রাক্ষসদেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলে, তুমি পুনর্ব্বার সেই দেহ গ্রহণ কর। হে পুত্রি! বীজের অন্তর্গত অঙ্কুর যেমন বৃক্ষতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, তুমি, যে বিশাল দেহ হইতে বিযুক্ত হইয়াছ, পুনর্ব্বার তুমি সেই দেহে সংযুক্ত হও। তুমি রাক্ষসশরীর প্রাপ্ত হইলেও বিদিতবেদ্যতা প্রযুক্ত (তত্ত্বজ্ঞান হওয়ায়) কাহাকেও বাধা প্রদান করিবে না। কেবল অন্তঃ-শুদ্ধা হইয়া শারদীয় অভ্রমণ্ডলীর ন্যায় মাত্র স্পন্দনশীলা হইবে১২-১৪। তুমি সর্ব্বাত্মধ্যানরূপিণী হইয়া অবিশ্রান্ত ধ্যানপরায়ণা হইবে এবং ব্যবহারাত্মক ধ্যানধারণার আধার-স্বরূপিণী হইয়া বায়ুস্বভাবের ন্যায় মাত্র দেহপরিস্পন্দন দ্বারা বিলাস করিবে। হে পুত্রি! তুমি সর্ব্বাত্মধ্যানে নিরত হইবে এবং যদি কদাচিৎ নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হও—তাহা হইলে ত্বদীয় রাক্ষসোচিত অশাস্ত্রীয় হিংসা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ক্ষুধা নিবৃত্তির নিমিত্ত ন্যায়ানুসারে প্রাণিহিংসা করিবে। তুমি স্বয়ং অর্থাৎ অন্যের অনুরোধে ন্যায়বৃত্তির অনুসারিণী হইয়া অন্যায়পথবর্ত্তী জনগণের হিংসা সাধন পূর্ব্বক জীবন্মুক্ত হইয়া স্বদেহে প্রাপ্ত বস্তু বিবেককে প্রতিপালন করিবে১৫-১৮।

পিতামহ ব্রহ্মা সূচীকে এবকম্প্রার বর প্রদান করিয়া গগনমণ্ডলে গগন করিলেন। সূচী মনে মনে চিন্তা করিলেন, অব্জজ ব্রহ্মার বাক্যে আমার ক্ষতি কি? তাঁহার বচনার্থ নিবারণেই বা আমার প্রয়োজন কি? অনন্তর চিন্তাপরায়ণা সূচী দেখিতে দেখিতে পরিবর্দ্ধিত হইয়া রাক্ষস দেহ প্রাপ্ত হইল১৯। সেই অত্যন্ত সূক্ষ্মা সূচী প্রথমে প্রাদেশ, পরে হস্ত, অনন্তর ব্যাম ও তদনন্তর বিটপ প্রমাণ দেহ প্রাপ্ত হইল। দেখিতে দেখিতে

নিমেষ মধ্যে স্বীয় অভ্রমালাসদৃশ বিস্তৃত সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন বৃহৎ রাক্ষসদেহ প্রাপ্ত হইল। এইরূপে সেই সূচী স্বীয় সঙ্কল্পক্রম কণিকা হইতে অঙ্কুরাদিক্রমে দেহলতাত্ব প্রাপ্ত হইয়া সঙ্কল্পক্রমবন-পুষ্পের ন্যায় পূর্ব্বতিরোহিত শক্তিসম্পন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই অবিকল রূপে প্রাপ্ত হইল২০।২১।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ

—–*—–

বশিষ্ঠ বলিলেন, যেমন যৎপরোনাস্তি সূক্ষ্ম মেঘ বর্ষাকাল আগতে স্থূল অর্থাৎ বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়, তেমনি, সেই সূক্ষ্মা সূচী স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব-পরিত্যক্ত রাক্ষসসোচিত ভাব (মনোবৃত্তি) পাইল না। সে স্বাত্মভূত ব্রহ্মাকাশ লাভে প্রমুদিতা হওয়ায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকার প্রভাবে রাক্ষসভাব কঞ্চুকবৎ (কঞ্চুক=খোলস) পরিত্যগ করিল২। বদ্ধপদ্মাসনা ও ধ্যান-পরায়ণা হইয়া একমাত্র বিশুদ্ধ সম্বিদ্ অবলম্বন করতঃ সেই পর্বতশৃঙ্গে শৃঙ্গবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে লাগিল৩। প্রাবৃট্‌কাল আগতে জলদ-মণ্ডলের ভীষণ নিনাদ শ্রবণে শিখণ্ডিনী যেমন কাম কর্ত্তৃক উত্থাপিতা হয়, সেইরূপ, সমাধিযোগে ছয় মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর তপস্বিনী সূচী প্রবুদ্ধা হইল, ও সাতিশয় ক্ষুধাকাতরা সুতরাং বাহ্যবৃত্তিসম্পন্না হইল। দেহ ও দেহাভিমান যত কাল থাকে, তত কাল ক্ষুধাদিস্বভাবের নিবৃত্তি হয় না।৪।৫।

রাক্ষসী ক্ষুৎপরায়ণা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, "আমি এখন কি গ্রাস করি! অন্যায়ে পরজীব ভক্ষণ করা কোন প্রকারেই কর্ত্তব্য নহে৬। যাহা আর্যজনগর্হিত ও অন্যায়ে উপার্জ্জিত, তাহা ভক্ষণ করা অপেক্ষা অনাহারে মৃত্যু শ্রেয়স্কর৭। অনাহারে প্রাণ ত্যাগ হয় সেও ভাল তথাপি অন্যায় ভক্ষণ স্বীকার করিব না। কেননা, অন্যায় ভোজন গরলস্বরূপ। যাহা লোকপরম্পরায় অপ্রচলিত, সে ভোজনে আমার প্রয়োজন কি? আমার জীবনে ও মরণে কিছুই ইষ্টানিষ্ট দেখি না।৮।৯। আমি কে? দেখিতেছি, আমি ব্যতীত অন্য কিছু নাই। এই যে, মনোদেহাদি, ইহা ভ্রমের বিলাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে। আত্মবোধ দ্বারা ভ্রম বিনষ্ট হইলে দেহা-

দির সারত্ব কোথায় থাকিবে"১০ ? বশিষ্ঠ বলিলেন, রাক্ষসী ঐ প্রকারে দেহাদির অভিমান পরিত্যাগ করিয়া সন্তুষ্ট হইল এবং মৌনাবলম্বন পূর্বক অবস্থিতি করিতে লাগিল। সেই সময় সে গগনমণ্ডল হইতে বায়ুর বক্ষ্যমাণ বচন পরম্পরা শ্রবণ করিল১১।

"হে কর্কটিকে। তুমি যাও—তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিমূঢ়দিগকে গিয়া প্রবোধিত কর। কেননা, মূঢ় উদ্ধার করাই তত্ত্ববিদ্গণের স্বভাব১২। যে সমস্ত মূঢ় তোমাকর্তৃক প্রবোধিত হইয়াও প্রবুদ্ধ না হইবে, নিশ্চয়ই তাহারা আত্মবিনাশের নিমিত্ত ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং তাহারাই তোমার ন্যায়ানুযায়ী ভক্ষ্য হইবে"১৩।

কর্কটী ঐরূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিল, "আমি আপনার দ্বারা অনুগৃহীত হইলাম"। অনন্তর সে সেই রাত্রে হিমাচল শিখর হইতে ধীরে ধীরে অবতরণ করিল। সেই অঞ্জনশৈলাভা নিশাচরী সেই অচলের অধিত্যকা অতিক্রম করতঃ উপত্যকাতটে আগমন পূর্ব্বক তথা হইতে সেই অচলের নিম্নভাগস্থ অন্ন, পশু, লোক, শস্য, ওষধি, আমিষ, মূল, পান, মৃগ, কীট ও খগ প্রভৃতি বহুবিধপ্রাণীতে, বহুবিধ দ্রব্যে ও বহুল উদ্ভিজ্জে পরিপূর্ণ কিরাত জনপদে প্রবেশ করিল১৪-১৭।

ষট্সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাক্ষসীর প্রবেশে তথায় তখন অতি ভয়ঙ্করী কৃষ্ণা নিশা উপস্থিত হইল। ঐ রাত্রের সে অন্ধকার যেন হস্তগ্রাহ্য হইল। (এত গাঢ়, যেন হাতে ধরা যায়)১। সুধাকর যেন অমৃতলুণ্ঠন ভয়ে পলায়ন করিয়াছেন; তাই যেন আজ গগন ইন্দুবিহীন হইয়াছে। (চন্দ্রের সর্ব্বস্ব অমৃত; রাক্ষসী যেন তাহা কাড়িয়া লইবে, সেই ভয়ে যেন চন্দ্র পলায়ন করিয়াছেন, তাই আজ গগনে চন্দ্র নাই) সেই পরিপুষ্ট কলেবরা গাঢ়ান্ধকারযুক্তা রজনী অতি নিবিড় তমালবনের সহিত উপমিত হইতে পারে। যেন সর্ব্বদিকে কৃষ্ণা বিভাবরীর নেত্রকজ্জল প্রলিপ্ত হইয়াছে। ঐ রজনীতে অন্ধকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া গিরিগ্রামকোটরে অতি মন্থরভাবে গমন করিতেছে। গৃহে গৃহে ও চত্বরে চত্বরে দীপালোক সঞ্চারিত হইতে লাগিল। সে দৃশ্য নবযৌবনা কৃষ্ণা যুবতীর বিলাস সঞ্চরণের অনুকারী! গবাক্ষাদি হইতে বিনির্গত দীপালোক সে শোভার বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এই অতি ভীষণা তামসী নিশা যেন কর্কটীর বয়স্যা—কর্কটীর সঙ্গীভূতা। এই নিস্তব্ধা রজনী যেন ভূত প্রেত পিশাচগণের নৃত্যাদি ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে মৌনা হইয়া রহিয়াছে২-৫। সুষুপ্ত মৃগাদি প্রাণীর দেহের ও সুনিবিড় নীহারের দ্বারা যেন এই রজনী অনন্তকায়া হইয়াছে৩। ভেক সকল সরোবরে ও কাকাদি পক্ষীসকল বৃক্ষের আশ্রয় লইয়াছে। অন্তঃপুর সকল নায়ক নায়িকার মধুরালাপে রণিত হইতেছে। জঙ্গল সমুদায় যেন প্রলয়ানলে প্রজ্জলিত হইতেছে। * নভোমণ্ডলে শত শত নয়নসদৃশ সমুজ্জ্বল নক্ষত্রবৃন্দ

---

* অন্ধকার নিশায় বনৌষধি হইতে আলোক প্রকটিত হয়। দূরস্থ দর্শকেরা মনে করে বনে আগুন লাগিয়াছে! অথবা কেহ অগ্নিকাণ্ড করিয়াছে।

সমুদিত হইয়াছে। সঞ্চরমাণ পবন অরণ্যস্থিত দ্রুম হইতে পুষ্প ও ফল নিপাতিত করিতে লাগিল৭-৯। বৃক্ষকোটরস্থ বায়সগণ যেন কৌশিকের (এক প্রকারনিশাচর পক্ষীর) রব শ্রবণ করিয়া ভয়ে নিঃশব্দভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। কোন কোন গ্রামবাসী, তস্কর কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় কর্কশ ক্রন্দন ধ্বনি করিতে লাগিল১০। বন সকল ঈষৎ মৌন, * নগর নিস্তব্ধ, সমীরণ সঞ্চারিত ও পক্ষিগণ স্ব স্ব নীড়ে নিদ্রিত, এবং সিংহগণ পর্ব্বতগুহায় ও শ্বাপদগণ বনকুঞ্জে শায়িত। দেখিবামাত্র মনে হয়, কজ্জল-জলদসঙ্কাশা তিমিরমাংসলা পঙ্কপিণ্ডসদৃশী নিবিড়া * ও তদ্‌বিধা রজনী যেন আকাশে ও বিপিনমধ্যে মৌনভাবে বিচরণ করিতেছে। এই ভয়ঙ্করী অসিতা বিভাকরী একার্ণবের ও পর্ব্বতগুহার ন্যায় স্নিগ্ধকলেবরা ও অঙ্গার-কোটরের ন্যায় ও মহাপঙ্কের ন্যায় নিবিড়া ও ভৃঙ্গগণের পৃষ্ঠপক্ষসদৃশ শ্যামলা হইয়া বিরাজ করিতেছে১১-১৫।

ঈদৃশ রজনীতে কিরাতরাজ্যের কোন এক মহাতেজস্বী রাজা মন্ত্রি-সমবেত হইয়া তস্করাদিবধচর্য্যার নিমিত্ত বহির্গত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা নগর হইতে নির্গত হইয়া অদূরবর্ত্তী বিক্রম নামক ভীষণ অটবীমধ্যে প্রবেশ করিলেন১৬।১৭। নিশচরী কর্কটী সেই রাত্রে বেতালদর্শনোন্মুখী † ধৈর্যশালী ধৃতাস্ত্র সমন্ত্রী কিরাতরাজকে অটবীমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, ভাগ্যক্রমে আমি আজ ভক্ষ্য প্রাপ্ত হইলাম। এই দুই ব্যক্তি নিশ্চয়ই আত্মজ্ঞানবিহীন সুতরাং মূঢ়। ইহাদের দেহ

---

* বনসকল ঈষৎ মৌন অর্থাৎ অল্পশব্দ যুক্ত। অর্থাৎ দুই একটি রাত্রিচর জীবের শব্দ মাত্র শুনা যাইতেছে।

* কজ্জলজলদ=কাজলের মেঘ। তিমিরমাংসল=অন্ধকারের স্থূলতা। পঙ্কপিণ্ড=পাঁক। তাহার ন্যায় নিবিড় অর্থাৎ ঘন।

† গ্রামের বহির্ভাগে যে সকল গ্রাম্য দেবতার ও অমানব জীবের গমনাগমন স্থান থাকে, রাজা ও তদীয় মন্ত্রী সেই সেই স্থানে গমন করিয়া তাঁহাদের দর্শনলাভ করিতে ইচ্ছুক।

অবশ্যই ইহাদের দুর্বহভারস্থানীয়। মূঢ়লোকেরা ইহলোকে আত্মবিনাশের নিমিত্ত ও পরলোকে দুঃখভোগের নিমিত্ত জীবন ধারণ করে। সুতরাং তাহারাই আমার ভক্ষ্য ও বিনাশ্য। আত্মজ্ঞানবিহীন মূঢ়দিগের জীবন অপেক্ষা মরণ শ্রেয়স্কর। কেননা, মৃত্যু হইলে তাহাদের পাপ উপার্জ্জনের বিরাম হয়। কিন্তু জীবিত থাকিলে তাহাদের পাপপঙ্ক দিন দিন বাড়িতেই থাকে১৮-২১। সেইজন্য আদিসৃষ্টিকালে পদ্মজ-ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আত্মজ্ঞানবিহীন মূঢ়চেতাগণ হিংস্র জীবগণের ভক্ষ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে২২। অতএব, বোধ হয় অদ্য এই দুই ব্যক্তি মদীয় ভক্ষ্যভূত হইয়া আগমন করিয়াছে। বোধ হয় কেন? সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব আমি আজ এই দুই ব্যক্তিকে ভক্ষণ করিব। এ বিষয়ে উপেক্ষা বা আলস্য করা পণ্ডিতোচিত কার্য্য নহে। যাহারা ভাগ্যবান্ নহে তাহারাই নির্দ্দোষ অর্থ * উপেক্ষা করিয়া থাকে২৩।" রাক্ষসী এই রূপ আলোচনা করিয়া পুনর্বার চিন্তা করিতে লাগিল, না—পরীক্ষা না করিয়া ভক্ষণ করা উচিত নহে। কেননা, ইঁহারা গুণযুক্ত মহাশয় ব্যক্তি হইলেও হইতে পারেন। যদি ইঁহারা গুণসম্পন্ন মহাশয় ব্যক্তি হন, তাহা হইলে আমার অভক্ষ্য। তাদৃশ ব্যক্তির বিনাশে আমার অভিরুচি নাই২৪। আগে ইহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখি, যদি ইঁহারা তাদৃশ গুণান্বিত হন, তাহা হইলে ভক্ষণ করিব না। পণ্ডিতেরাও বলিয়া থাকেন, গুণিগণকে কখনই হিংসা করিবেক না২৫। অকৃত্রিম সুখ, কীর্ত্তি, আয়ু ও বাঞ্ছিত দ্রব্য ত্যাগ করিয়াও গুণিগণের পূজা করিবেক। অতএব বরং দেহ পরিত্যাগ করিব, তথাপি গুণবান্ ব্যক্তি ভক্ষণ করিব না। আপনার জীবন অপেক্ষা সাধুদিগের চিত্ত অধিক সুখ প্রদ২৬।২৭। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, জীবন পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াও গুণি-গণকে পূজা করিবেক। কেননা, গুণিগণের সংসর্গরূপ বশীকরণ ঔষধ দ্বারা মৃত্যুও মিত্রত্ব প্রাপ্ত হয়২৮। আমি যখন রাক্ষসী হইয়াও গুণশালিগণের

* নির্দ্দোষ অর্থ—অনায়াসলভ্য ও ন্যায়ানুসারে লভ্য প্রয়োজনীয় বস্তু।

রক্ষার্থ প্রস্তুত হইয়াছি, তখন আর কোন্ মূঢ় গুণিগণকে অলঙ্কাররূপে হৃদয়ে ধারণ না করিবে২৯? গুণযুক্ত দেহিগণ স্বীয়। সঙ্গতির দ্বারা এই ভূমণ্ডলকে চন্দ্রমার ন্যায় সুশীতল করিয়া থাকেন৩০। গুণিগণের তিরস্কারই (তিরস্কার=বধ অথবা নির্য্যাতন) দেহিগণের মৃত্যু এবং গুণিগণের সংশ্রয়ই দেহীদিগের জীবন। গুণিগণের সংসর্গ, স্বর্গ ও অপবর্গ হইতেও সমধিক শুভপ্রদ৩১! অতএব, এই কমলনয়ন ব্যক্তিদ্বয় কিরূপ জ্ঞানবান্, কতগুলি প্রশ্নলীলার দ্বারা তাহা আগে পরীক্ষা করিয়া দেখিব, পরে যথা কর্ত্তব্য করিব। এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় অনুশাসন এই যে, জনগণ অগ্রে ব্যক্তিগণের গুণাগুণ পরীক্ষা করিবেক, পশ্চাৎ যদি তাহারা গুণহীন হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রোপপত্তির (উপপত্তি =যুক্তি) বশীভূত হইয়া সেই নির্গুণ দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে যথাবিধি দণ্ড প্রদান করিবেক। কিন্তু যদি তাহারা স্বগুণ হইতে অধিকতর গুণ সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সেই গুণযুক্ত ব্যক্তিকে দণ্ড করা সর্বথা অবিধেয়৩২।৩৩।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ

—·—※—·—

বশিষ্ঠ বলিলেন, অতঃপর রাক্ষসকুল-কাননের মঞ্জরী-স্বরূপ সেই রাক্ষসী ঐ প্রকার চিন্তা করিয়া সেই ভীষণ অন্ধকারে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর নিনাদ করিয়া উঠিল১। যেমন গর্জ্জনের পর বজ্রপতন ধ্বনি সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ, রাক্ষসীও হুঙ্কার-ধ্বনির অন্তে বক্ষ্যমাণ পরুষ বাক্য সকল বলিতে লাগিল২। যথা—ভো! এতদরণ্যরূপ আকাশের চন্দ্রসূর্য্যস্বরূপ ও মহা-মায়ান্ধকাররূপ শিলাকোটরের ক্ষুদ্র কীটস্বরূপ ব্যক্তিদ্বয়! তোমরা কে? তোমরা কি মহাবুদ্ধিসম্পন্ন? অথবা অতিদুর্ব্বুদ্ধি? তোমরা কি এই মুহূর্ত্তে মদীয় গ্রাসে নিপতিত হইয়া মরণ প্রাপ্ত হইবে?৩।৪।

রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, ওহে অদৃশ্য কুৎসিতপ্রাণিন্! তুমি কে? তোমার ক্ষুদ্র দেহ কোথায় অবস্থান করিতেছে? আমাদিগের দর্শনপথে আগমন কর। ভৃঙ্গধ্বনি (ভৃঙ্গ=ভ্রমর) সদৃশী তোমার উচ্চারিত ধ্বনিতে কে ভয় প্রাপ্ত হয়৫? অর্থিগণ অর্থোপরি সিংহবৎ মহাবেগে নিপতিত হইয়া থাকে। অতএব হে অর্থিনি! তুমি বাহ্য সংরম্ভ (ক্রোধের উদ্যোগ) পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার সামর্থ্য প্রদর্শন কর। হে সুব্রত অর্থাৎ হে জ্ঞানী জীব! তোমার অভিলাষ কি, তাহা ব্যক্ত কর। আমি তোমাকে তোমার অভিলষিত প্রদান করিব। তুমি কি সংরম্ভ ও শব্দ করিয়া সত্য সত্যই আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছ? অথবা নিজে ভীত হইয়াছ? ভয় কি! শীঘ্র তুমি তোমার শরীর ও শব্দের সহিত আমাদিগের সম্মুখীন হও। দীর্ঘসূত্রী (যাহারা এখন হবে তখন হবে করিয়া কাল কাটায় তাহারা দীর্ঘসূত্রী) হওয়া ভাল নহে। দীর্ঘসূত্রিগণের আত্মক্ষয় ব্যতীত অন্য কিছু সুসিদ্ধ হয় না৬-৮।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ ! রাক্ষসী কিরাতাধিপতির তদ্বিধ বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া তুষ্টা হইল। "এ ব্যক্তি মনোরম বাক্যই বলিয়াছে" এইরূপ চিন্তা করিয়া যেন আত্মপ্রকাশের নিমিত্ত অধৈর্য্যা হইল। পরে ভীষণ নিনাদ ও বিকট হাস্য করিতে লাগিল। নৃপতি ও মন্ত্রিবর সেই বিকট হাস্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া চতুর্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন। তন্মুহূর্তে দেখিলেন, সম্মুখে এক বিকটাকৃতি রাক্ষসী ভীষণ শব্দ দ্বারা দশ দিক্ পরিপূর্ণ করিতেছে। প্রলয়জলদ-নির্ম্মুক্ত অশনির দ্বারা নিষ্পিষ্ট অদ্রি-তটের ন্যায় তাহার বৃহৎ শরীর তদীয় অট্টহাসসমলঙ্কৃত দশনপ্রভার দ্বারা প্রকাশীকৃত হইতেছে তদীয় নেত্ররূপ বিদ্যুদ্দ্বয়ের ও শংখবলয়রূপ বলাকার দ্বারা তত্রস্থ নভোমণ্ডল সমুজ্জ্বলিত হইয়াছে৯-১১।

নিশাচরী যেন সেই ভীষণ অন্ধকাররূপ অপার মহার্ণব-মধ্যে বাড়বানল-জ্বালায় পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে। আরও দেখিলেন; চৌর, ব্যাঘ্র ও জম্বুক প্রভৃতি রাত্রিঞ্চর সেই স্নিগ্ধ ঘনঘটার ন্যায় গর্জ্জনশীলা বলদর্পগর্জ্জিতা পীরব-কলেবরা অসিতকন্ধরসম্পন্না রাক্ষসীর কটকটায়মান দশনসংরম্ভ দ্বারা নিতান্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছে। সেই ঊর্দ্ধ-কেশী শিরাপরিবৃতাঙ্গী (সর্ব্বাঙ্গে শিরা উঠিয়াছে) কপিলনয়না তমোময়ী ও যক্ষ, রক্ষঃ, পিশাচগণের ভয়প্রদায়িনী রাক্ষসী স্বর্গমর্ত্ত্যপরিব্যাপ্ত কজ্জলবর্ণ স্তম্ভস্বরূপে অবস্থান করিতেছে এবং তদীয় দেহরন্ধ্র (ছিদ্র) মধ্যে প্রবিষ্ট নিশ্বাসপবনের ভীষণ ভাঙ্কার ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। বজ্রবিদীর্ণ বৈদুর্য্য-শিখরস্থলীয় ন্যায় বিস্তৃতদেহিনী অট্টহাসিনী তমোময়ী রাক্ষসী মুসল, উলুখল, দগ্ধকাষ্ঠ, হল ও ছিন্নশূর্প সমূহ মস্তকে আভরণ রূপে ধারণ করতঃ অট্টহাসিনী দানবঘাতিনী কালরাত্রির ন্যায় ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে১২-১৫ মহাজলদজালসদৃশদেহিনী, গাঢ় তমস্বিনীরূপিণী রাক্ষসী ও অটবীরূপ ভীষণ আকাশে শরদভ্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে। তাহার ইন্দ্রনীল-সদৃশ মহা-কৃষ্ণবর্ণ বক্ষে লম্বমান অভ্রযুগলোপম কৃষ্ণবর্ণ স্তনদ্বয় উলুখলাদিগ্রথিত হারজালে

ভূষিত রহিয়াছে এবং তদীয় মহাতনু অঙ্গারকাষ্ঠ দ্বারা খচিত রহিয়াছে১৬-২০।

রাম! বিবেকবিকসিতচিত্ত উক্ত বীরদ্বয় শিরাপরিবৃতদীর্ঘভুজদ্বয়সম্পন্না রাক্ষসীর তথাবিধ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি অবলোকন করিয়াও পূর্ব্ববৎ অক্ষুব্ধভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃই অবনীমণ্ডলে এমন ভয়ঙ্কর কিছুই নাই, যাহা বিবেকিগণের চিত্তে মোহ বা ভয় উৎপাদনে সমর্থ হয়২১।

অনন্তর মন্ত্রী কহিলেন, হে মহারাক্ষসি তুমি কি মহাত্মা? যদি তুমি মহাত্মা হও, তাহা হইলে এরূপ সংরম্ভ (কোপ) শোভার বিষয় নহে। যাঁহারা বুদ্ধিমান্ তাঁহারা অত্যল্প কার্য্যের নিমিত্ত এরূপ মহা আড়ম্বর করেন না। (অভিপ্রায় এই যে, যদি তোমার আহারের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা বাক্যব্যয় করিলেই অর্থাৎ একটা কথা বলিলেই পাইতে পার। তাহার জন্য এত সংরম্ভ কেন?) যদি তুমি ক্ষুদ্র হও, তবে সে পক্ষেও সংরম্ভের প্রয়োজন দেখি না। কোন্ মহাত্মা ক্ষুদ্র সত্ত্বের (জীবের) কোপে ভীত হয়? অতএব হে রাক্ষসি! তুমি এই তুচ্ছ ক্রোধ পরিত্যাগ কর। তোমার পক্ষে এতাদৃশ নিস্ফল সংরম্ভ উপযুক্ত নহে। স্বার্থসাধক ধীসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সংরম্ভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন২২।২৩। হে অবলে! তোমার ন্যায় সহস্র সহস্র মশক আমাদিগের ধীরতারূপ প্রচণ্ড মারুত দ্বারা শুষ্কতৃণপর্ণবৎ নিরস্ত হইয়াছে২৪। সেইজন্যই বলিতেছি, তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ কর এবং ধীরতা অবলম্বন কর। প্রাজ্ঞগণ, সংরম্ভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বস্থ ও স্থিরবুদ্ধি হইয়া ব্যবহারোচিত যুক্তির দ্বারা স্বার্থ সংসাধন করিয়া থাকেন। যোগ্য ব্যবহার দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হউক বা না হউক, ভ্রমাত্মক সংরম্ভের বশ্য হওয়া উচিত নহে২৫।২৬। কেননা, কার্য্যের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি মহানিয়তিরই অধীন। হে অর্থিনি! তুমি সংরম্ভ পরিত্যাগ করতঃ এই মুহূর্ত্তেই অভিমত প্রার্থনা কর। ইহা নিশ্চয় জানিবে, স্বপ্নেও আমাদিগের পুরোগত অর্থী অলব্ধস্বার্থ হইয়া গমন করে নাই২৭।

অনন্তর রাক্ষসী মন্ত্রিবরের এবম্বিধ বাক্যপরম্পরা শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল "এই পুরুষসিংহদ্বয়ের আচার ও সত্ত্ব (ধৈর্য্য বা মনের বল) অতি অদ্ভুত! ভাবে বোধ হইতেছে, ইঁহারা সামান্য ব্যক্তি নহেন। ইঁহাদিগের বাক্য, বক্ত্র ও নয়ন, এই তিন যেন একমত হইয়া ইহাদের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতেছে। যেরূপ সরিৎ সমূহের জলরাশি সঙ্গমদ্বারা একীভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ, মহাত্মাদিগেরও বাক্য, বক্ত্র ও নয়ন দ্বারা তাহাদের আশয় (অন্তরস্থ ভাব) একীভূত হইয়া থাকে। (একাদ্বয় তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়)। ইঁহারা আমার মনোগত অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়াছেন এবং ইঁহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়াছি। ইঁহারা অবিনাশিস্বভাব আত্মা; সুতরাং আমার বিনাশ্য নহেন। অনুমান হয়, ইঁহারা আত্মজ্ঞ হইবেন। কেননা, আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে সদসদ্ভাবরূপ জীবনমরণ প্রত্যয় (আমি মরিব, আমি বাঁচিব, ইত্যাদিবিধ মিথ্যা জ্ঞান) অস্তমিত হয় না। এক্ষণে আমি ইঁহাদিগের নিকট আমার সমুদিত সন্দেহের বিষয় কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিব। কারণ যাহারা প্রাজ্ঞ ব্যক্তি প্রাপ্ত হইয়া সন্দেহাদির বিষয় জিজ্ঞাসা না করে, তাহারা অধম জীব"২৮-৩৩।

রাক্ষসী ঐরূপ চিন্তা করিয়া স্বীয় অভিপ্রেত জিজ্ঞাসার নিমিত্ত হাস্য সংযমন করিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে অনঘদ্বয়! ধীর-মানব সদৃশ তোমরা কে? তাহা আমাকে শীঘ্র বল। মন্ত্রী বলিলেন নিশাচরি! ইনি কিরাতগণের অধিপতি, আমি ইঁহার মন্ত্রী। আমরা তোমার ন্যায় হিংস্র জনগণের নিগ্রহার্থ রাত্রিবিচরণে উদ্যত হইয়াছি। দিবারাত্র দুষ্ট প্রাণিগণকে বিনিগ্রহ করাই রাজার প্রধান ধর্ম্ম। যে রাজা রাজধর্ম্মপরিত্যাগী হয় তাহার প্রজ্বলিত অনলে দেহ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর৩৪-৩৭।

রাক্ষসী বলিল, হে রাজন্! তুমি দুর্ম্মন্ত্রী (যাহার মন্ত্রী দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট সে দুর্ম্মন্ত্রী)। যে দুর্ম্মন্ত্রী, সে রাজা নহে, সে দস্যু। রাজার সম্মন্ত্রী সহায়

হওয়াই উচিত। কেননা, রাজা বিবেচনা সহকারে সৎ মন্ত্রী নিয়োগ করিলে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারেন এবং তদীয় প্রজাগণও রাজার ন্যায় আর্য্যভাব প্রাপ্ত হইতে পারে৩৯। হে রাজন্! গুণসমূহের মধ্যে অধ্যাত্মজ্ঞানই উৎকৃষ্ট, এবং যে রাজা অধ্যাত্মজ্ঞানবিৎ সেই রাজাই যথার্থ রাজা। অপিচ, যে মন্ত্রী বিচাররহস্যবিৎ (সৎ অসৎ অবধারণে সক্ষম) সেই মন্ত্রীই যথার্থ মন্ত্রী। যে রাজা ও যে মন্ত্রী আত্মবিদ্যার দ্বারা প্রভুত্ব ও সমদৃষ্টিত্ব অবগত নহে, সে রাজা রাজা নহে, এবং সে মন্ত্রীও মন্ত্রী নহে। যদি তোমরা ঐ রহস্য পরিজ্ঞাত থাক, তাহা হইলে শ্রেয়োলাভ করিবে; নচেৎ তোমরা আমার ভক্ষ্য হইবে৪০-৪২। অতএব, হে অজ্ঞদ্বয়! তোমাদিগের পরিত্রাণের এই একমাত্র উপায় আছে যে, যদি তোমরা আমার প্রশ্নরূপ পিঞ্জর (খাঁচা) স্ব স্ব বুদ্ধির দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া মদীয় প্রীতি বর্দ্ধন করিতে পার, তাহা হইলে পরিত্রাণ পাইবে৪৩। হে কিরাতপতে! বক্ষ্যমাণ প্রশ্নজাল বিচার করতঃ শীঘ্র প্রত্যুত্তর প্রদান কর। অথবা হে মন্ত্রিন্! তুমিই আমার বক্ষ্যমাণ প্রশ্ন সমূহের অর্থ নির্দ্দেশ কর। আমি ঐ বিষয়েই তোমাদিগের নিকট নিতান্ত অর্থিনী। তোমরা আমার ঐ অর্থ (প্রার্থনীয়) পরিপূরণ কর। রাজন্! অবনীমণ্ডলে এমন কোনও ব্যক্তি বিদ্যমান নাই যে, অঙ্গীকৃত অর্থ-প্রদান না করিলে ক্ষয়কর দোষে সমাশ্লিষ্ট না হয়৪৪।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

একোনাশীতিতম সর্গ

—-—*—-—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাক্ষসী ঐরূপ কহিলে, কিরাতাধিপতি তাহাকে প্রশ্ন করণার্থ অনুমতি প্রদান করিলেন। রাক্ষসী রাজার অনুজ্ঞা লাভ করিয়া বক্ষ্যমাণ প্রশ্নবলী কহিতে আরম্ভ করিল। হে রাঘব! অবধান পূর্ব্বক সেই সমস্ত মহাপ্রশ্ন শ্রবণ কর১।

রাক্ষসী কহিল, হে রাজন্! এক অথচ অনেক, এরূপ কোন্ পরমাণুর (যার-পর-নাই সূক্ষ্ম পদার্থের) উদরে লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড, সমুদ্রে বুদ্বুদের ন্যায় লয় প্রাপ্ত হইতেছে? (১) আকাশ অথচ আকাশ নহে, এরূপ কি বা কোন্ বস্তু? (২) কি কিঞ্চিৎ ও অকিঞ্চিৎ? (৩) আমি কে তুমিই বা কে২? (৪) কে গমনশীল অথচ গমন করে না? (৫) কে অবস্থান না করিয়াও অবস্থিত? (৬) কে চেতনস্বরূপ হইয়াও পাষাণবৎ অচেতন? (৭) আকাশে কোন্ ব্যক্তি বিচিত্র চিত্র উৎপাদন করে৩।৪? (৮) বহ্নি কে? কোন্ বহ্নি অদাহক? কোন্ অবহ্নি হইতে নিরন্তর বহ্নি সমুৎপন্ন হইতেছে৫? (৯) অহে প্রাজ্ঞ! কে চন্দ্র, অর্ক; অগ্নি ও তারকাদি না হইয়াও চন্দ্র অর্ক ও অগ্ন্যাদির অবিনাশী প্রকাশক? (১০) ইন্দ্রিয়ের অগোচর এমন কোন্ নিরিন্দ্রিয় বস্তু হইতে প্রকাশ প্রবর্ত্তিত (উৎপন্ন) হইয়াছে৬? (১১) জন্মান্ধ লতা, গুল্ম ও অঙ্কুরাদি ও অন্যান্য বস্তু সমুদয়ের উত্তম আলোক কি৭? (১২) কে আকাশাদির জনক? (১৩) সত্তার স্বভাবপ্রদ কে? (১৪) জগৎরত্নের কোষ কি? জগৎ কোন্ মণির কোষ৮? (১৫) পরম সূক্ষ্ম কি? কে প্রকাশ ও তমঃ? কেইবা অস্তি ও নাস্তি হয়? (১৬) কোন্ অণু দূরে অদূরে অবস্থান করিতেছে? (১৭) কে সূক্ষ্মতম অণু হইয়াও মহাপর্ব্বতস্বরূপ৯?

(১৮) কে নিমেষস্বরূপ হইয়াও মহাকল্প ? (১৯) কে কল্পস্বরূপ হইয়াও নিমেষ ? (২০) কোন্ প্রত্যক্ষ অসদ্রূপ ? (২১) কোন্ চেতন চেতন নহে১০ ? (২২) কে বায়ু হইয়াও অবায়ু ? (২৩) শব্দ কে ও অশব্দই বা কে ? (২৪) কে সর্ব্বস্বরূপ হইয়াও কিছুই নহে ? (২৫) কে অহং হইয়াও অনহং১১ ? (২৬) হে রাজন্ ! কোন্ বস্তু বহুজন্মে লব্ধ থাকিয়াও অলব্ধপ্রায় থাকায় প্রযত্নশতলভ্য এবং কোন্ বস্তু পূর্ণ অথচ পাওয়া দুর্লভ১২ ? (২৭) কে স্বস্থ ও জীবিত থাকিয়া আত্মহারা হইয়াছে ? (২৮) কোন্ অণু সুমেরুপর্ব্বতকে, এমন কি ত্রিভুবনকে, তৃণবৎ ক্রোড়ীকৃত করিয়াছে১৩ ? (২৯) কোন্ অণুর দ্বারা শত যোজন পরিপূর্ণ হয় ? (৩০) অণু অথচ যোজনশতমধ্যে পর্য্যাপ্ত হয় না, এমন বস্তু কি আছে১৪ ? (৩১) কাহার কটাক্ষে জগৎরূপ বালক নৃত্য করিতেছে ? (৩২) কোন্ অণুর উদরে সমগ্র ভূধরসহ ভূমণ্ডল অবস্থিত রহিয়াছে১৫ ? (৩৩) কোন্ অণু সুমেরু অপেক্ষাও অধিক স্থূলতা ধারণ করিয়াও অণুত্ব পরিত্যাগ করে নাই ? (৩৪) কোন্ অণু কেশাগ্রশত ভাগের ভাগৈকস্বরূপ হইয়াও বৃহৎ পর্ব্বতের ন্যায় অত্যুচ্চ১৬ ? (৩৫) কোন্ অণু প্রকাশের ও অন্ধকারের প্রকাশক ? (৩৬) অসংখ্য জ্ঞানকণা (বৃত্তিজ্ঞান) কোন্ অণুর উদরে অবস্থিত১৭ ? (৩৭) কোন্ অণু নিঃস্বাদ হইয়াও মধুরাদি রস আস্বাদন করে ? (৩৮) সমগ্র জগৎ কোন্ সর্ব্বত্যাগী অণুর আশ্রিত১৮ ? (৩৯) কোন্ অণু আপনাকে আচ্ছাদন করিতে অশক্ত অথচ সকল জগৎ আচ্ছাদন করে ? (৪০) প্রলয়কালে এই জগৎ কোন্ অণুর অন্তরে সজীবভাবে অবস্থান করে১৯ ? (৪১) কোন্ অণু জাতশরীর না হইয়াও সহস্র-করলোচন ? (৪২) কোন্ নিমেষ মহাকল্প ও কল্পকোটীশত স্বরূপ২০ ? (৪৩) বীজ মধ্যে বৃক্ষের অবস্থিতির ন্যায় এই জগৎ প্রলয়কালে কোন্ অণুর মধ্যে অবস্থিতি করে ? (৪৪) বস্তুতঃ অনুদিত স্বভাব হইলেও এই ত্রিজগৎ সৃষ্টিকালে কোন্ অণুতে পরিস্ফুটভাবে উদিত বা প্রকাশিত

হয়২১ ? (৪৫) কোন্ অণুর নিমেষের মধ্যে মহাকল্প বীজমধ্যে অঙ্কুরের অবস্থিতির ন্যায় অবস্থিতি করে ? (৪৬) কে কারক সমূহ ব্যাপারিত করে না, অথচ কর্ত্তা২২ ? (৪৭) কোন্ নেত্রহীন দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শন নিমিত্ত আপনাকেই দৃশ্যরূপে দর্শন করে২৩ ? (৪৮) কেইবা আপনার জ্ঞানে আপনাকে অখণ্ডিত দর্শন করিয়া দৃশ্য দর্শনে পরাঙ্মুখ হয়২৪ ? (৪৯) কে আপনাকে দৃশ্য ও দর্শন উভয়রূপে প্রকাশিত করে ? (৫০) কোন্ ব্যক্তি স্থবর্ণে বলয়াদি আরোপের ন্যায় আপনাতে দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শন, এই তিন্ প্রকারে আরোপিত করিতেছে২৫ ? (৫১) যেমন তরঙ্গমালা সলিলরাশি হইতে অপৃথক্, তেমনি, কোন পদার্থ হইতে এ সমুদায় অপৃথক্ ? (৫২) কাহার ইচ্ছায় সলিলরাশি হইতে উর্ম্মির (উর্ম্মি=তরঙ্গ) ন্যায় এ সকল পৃথক্ বলিয়া অনুভূত হয়২৬ ? (৫৩) কোন্ এক অদ্বয় বস্তু দিক্-কালাদিতে অনবচ্ছিন্ন ও অসতের (মিথ্যার) সৎ অর্থাৎ প্রকাশক ? (৫৪) দ্বৈতই বা কাহা হইতে সলিলরাশি হইতে তরঙ্গের ন্যায় অপৃথক্২৭ ? (৫৫) কোন্ ত্রিকালগামী দ্রষ্টা. দর্শন, দৃশ্য, প্রকাশাবস্থা ও তিরোহিতা-বস্থার সহিত জগৎকে স্বকীয় অন্তরে ধারণ করতঃ অবস্থিতি করিতেছে২৮ ? (৫৬) যেমন বীজের অন্তরে বৃক্ষ থাকে, তেমনি, কাহার অন্তরে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জগদ্বন্দরূপ বৃহদ্‌ভ্রম অবস্থিতি করিতেছে ? (৫৭) কে অনুদিতস্বভাব হইয়াও ক্রম হইতে বীজের ও বীজ হইতে ক্রমের ন্যায় উদিত হয় অথচ আপনার একরূপতা ত্যাগ করে না২৯।৩০ ? (৫৮) অহে রাজন্! মেরুভূধর কাহার নিকট মৃণাল তন্তু সুমেরু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম অথবা কাহার ইচ্ছায় মৃণাল তন্তু সুমেরু অপেক্ষাও সুদৃঢ় এবং এমন কি আছে যে, যাহার উদরে তদ্রূপ বহুসংখ্য মেরুমন্দরাদি অচলবৃন্দ অবস্থিত রহিয়াছে৩১ ? (৫৯) কাহার দ্বারাই বা এ বিশ্ব বিস্তৃত হইয়াছে ? (৬০) অপিচ তুমি কোন সারে সারবান্ হইয়া ব্যবহারকার্য সম্পাদন ও প্রজাপুঞ্জ শাসন এবং পালন করিতেছ ? (৬১) কাহার দর্শনে তুমি শান্তিদায়িনী

নির্ম্মলা দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছ৩২ ? (৬২) এই সমস্ত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর তুমি স্বমরণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বিশেষ করিয়া বল। চন্দ্রের কলাকলঙ্ক-রূপ আবরণের ন্যায় মদীয় চিত্তের সংশয়রূপ আবরণ শীঘ্রই বিগলিত হউক। যাহার দ্বারা আমার এক সংশয় উথ্‌লিত না হইবে সে পণ্ডিত শব্দের বাচ্য নহে৩৩। অহে সুবুদ্ধি পুরুষদ্বয়! যদি তোমরা আমার ক্রমোক্ত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিয়া মদীয় চিত্তগত সংশয় শীঘ্র উচ্ছেদ করিতে না পার, তাহা হইলে অচিরাৎ তোমরা রাক্ষসজঠরহুতাশনের ইন্ধনত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং তোমার এই জনপদও আমার উদরসাৎ হইবে। আমার বিবেচনা হয়, তোমরা মদীয় প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদানে অযোগ্য হইলে তোমার রাজ্যাদি থাকিবেক না। কেননা, মূর্খদিগের রাজ্য নিশ্চিত আত্ম-ক্ষয়ের কারণ হয়৩৪-৩৫।

অনন্তর সেই বিটাকৃতি রাক্ষসী উল্লসিতচিত্তে মেঘগম্ভীর-নিস্বনে ঐসকল কথা কহিয়া শরৎকালীন সুনির্ম্মল মেঘমণ্ডলের ন্যায় তূষ্ণীভাব ধারণ করিল৩৬।

একোনাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অশীতিতম সর্গ

—–*—–

বশিষ্ঠ বলিলেন, সেই মহারণ্যমধ্যে সেই মহানিশায় সেই মহারাক্ষসী ঐ সকল মহাপ্রশ্ন উত্থাপিত করিলে মন্ত্রী সে সকলের প্রত্যুত্তর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন১। মন্ত্রী ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন, অয়ে তোয়দসঙ্কাশে! কেশরী যেমন মত্ত গজরাজকে বিদীর্ণ করে, তেমনি, আমিও তোমার ক্রমোক্ত প্রশ্নজাল ভেদ (মর্ম্মব্যাখ্যা) করিব, শ্রবণ কর২। হে পিঙ্গল-নয়নে! তোমার বাগ্‌ভঙ্গীর দ্বারা বুঝা গেল, তুমি পরমাত্মার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ৩। নামবর্জ্জিত, মনের, বুদ্ধির ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া চিন্মাত্র পরমাত্মাই যথার্থ অণু এবং আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম৪। যেমন বীজের মধ্যে বৃক্ষের অবস্থিতি, সেইরূপ, পরমসূক্ষ্ম চিন্ময় পরমাত্মায় এই জগৎ সংস্বরূপে ও অসংস্বরূপে প্রস্ফুরিত হইতেছে। প্রলয়কালে অসৎ (অবিদ্যমান) স্বরূপে এবং সৃষ্টিকালে সৎ (বিদ্যমান) স্বরূপে৫। সেই যে অণু সর্ব্বাত্মক পরমাত্মা, তাহাই স্বভাবতঃ সংস্বরূপ। এবং তদীয় সত্তার অধীনে এতজ্জগৎ সত্তা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভাবার্থ এই যে, জগতের সত্তা (অস্তিত্ব) সাক্ষাৎ অনুভাবাত্মক চিৎসত্তার অধীন। চিৎসত্তাই সত্তা। জগতে যে সত্তার অস্তি, (আছে, এতদ্রূপ ভাবের) উপলব্ধি হয়, সে উপলব্ধি আত্মচৈতন্যমূলক৬। (উঃ ১) সেই অণু বাহ্যশূন্যত্বপ্রযুক্ত আকাশ এবং চিৎস্বরূপতাপ্রযুক্ত অনাকাশ (উঃ ২)। সেই অণু ইন্দ্রিয়ের অতীত সুতরাং সে ভাবে তাহা কিছুই নহে। অথচ সেই অণু অনন্ত বা অপরিচ্ছন্ন স্বরূপ৭। সর্ব্বাত্মকত্ব প্রযুক্ত সেই চিদণু কর্ত্তৃক সকল বস্তু ভুক্ত হয় এবং সে সকল নিগীর্ণ হইলে সেই চিৎ-নামক যৎকিঞ্চিৎ অবশেষিত থাকে। সুবর্ণে অসত্য বলয়াদির ন্যায় সেই একাদ্বয় চিদণুর প্রতিভাস অনেক উপাধিতে অনেকস্বরূপে উদিত হইয়া

থাকে৮। এই অণুই সূক্ষ্মতানিবন্ধন অলক্ষিত ও এই অণুই পরমাকাশ। এই অণু সর্ব্বাত্মক হইয়াও মনের ও ইন্দ্রিয়ের অতীত৯। যেহেতু সর্ব্বাত্মক সেই হেতু তাহা শূন্য নহে। সুতরাং নাস্তিত্ব কথা আত্মাণুতে বাধিত অর্থাৎ বাস্তব নহে বা মিথ্যা। সেই আত্মাণুই বক্তা ও মন্তা১০। যেমন কর্পূর লুক্কায়িত থাকে না, তেমনি, সতের সত্তাও অপ্রকট থাকে না১১।

সেই চিন্মাত্রাণুই মনোরূপে অবস্থিত। সে কারণ তাহা সর্ব্বস্বরূপ। চিদণু সর্ব্বস্বরূপ হইলেও ইন্দ্রিয়াতীত। সে ভাবে তাহা অতি নির্ম্মল১২। সেই অণুই এক ও সর্ব্বভূতের আত্মবেদন (অহংজ্ঞানের জ্ঞেয়) বলিয়া অনেক। তিনি এই ত্রিজগৎ ধারণ করিতেছেন, সে নিমিত্ত তিনি জগৎ-রত্নের কোষ১৩। অহে নিশাচরি ! কিন্তু ত্রিজগৎ চিত্তরূপ মহাসমুদ্রের বীচী ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সুতরাং এই জগত্রয় চিত্ত হইতে পৃথক্ নহে। যেমন দ্রবত্ব হেতু সমুদ্রে আবর্ত্তের উদয় হয়, তেমনি, চিদ্বিশিষ্টতা হেতু চিত্ত হইতেই প্রজ্ঞা ও প্রজ্ঞানুরূপ (প্রজ্ঞা=বাসনা) জগৎ উদ্ভূত হয়। সেই কারণে প্রজ্ঞার দ্বারা এই জগৎ পৃথক্ রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে১৪। সেই অণু ব্যোমরূপী হইয়াও স্বীয় সম্বেদন (আত্মতত্ত্বজ্ঞান) দ্বারা লভ্য সুতরাং অশূন্য১৫। (উঃ ৩) তিনিই দ্বৈত সম্বেদন দ্বারা তুমি ও আমি ইত্যাদি রূপে সমুদিত হন। কিন্তু তাঁহার বোধরূপ বৃহদ্বপু উদিত হইলে তিনি আর তখন তুমি-আমি-রূপে প্রকাশিত হন না১৬।১৭। (উঃ ৪) এই অণু সম্বিদ্দ্বারা যোজন শত গমন করেন, স্বতন্ত্র ভাবে গমন করেন না। অথচ, সেই অণুর অন্তরে শত শত যোজন অবস্থিত১৮। দেশকালাদি সেই অণুর সত্তাস্বরূপ। সুতরাং সেই অণু দেশকালাদিরূপ স্বীয় সত্তাকাশকোশে অবস্থান করিয়াও অনবস্থিত এবং কোথাও গমন না করিয়াও সর্ব্বত্র গত বা প্রাপ্ত১৯। গমনদ্বারা প্রাপ্তব্য দেশান্তর যাহার শরীরস্থ, বা একদেশস্থ, তিনি আর কোথায় গমন করিবেন ? মাতার

কুচকোটরগত পুত্র, মাতা ব্যতীত আর কি দর্শন করে২০ ? যে সর্ব্বকর্ত্তা, সমস্তই যাহার অন্তঃস্থ, সে আবার কোথায় যাইবে২১ ? কুম্ভকে স্থানান্তরিত করিলে যেমন আকাশের গমন উপচরিত হয়, তেমনি, আত্মাণুর গমনাগমন উপচার ব্যতীত বাস্তব নহে২২। তিনি জগতের সহিত একাত্মভাব প্রাপ্ত হইলেই জড়, নচেৎ চেতন। সুতরাং উভয়ই তিনি২৩। (উঃ ৫-৬) অহে রাক্ষসি ! যখন সেই চিদ্বপু পাষাণসত্তা অবলম্বন করেন, তখন তিনি পাষাণভাব প্রাপ্ত হন২৪। (উঃ ৭) আদ্যন্ত-বিবর্জ্জিত পরমাকাশে সেই চিদ্বপুঃ পরমাত্মা কর্ত্তৃক এই বিচিত্র জগৎ চিত্রিত হইয়াছে। এই জগৎ-চিত্র মিথ্যাজ্ঞানের বিস্তৃতি সুতরাং অকৃত২৫। (উঃ ৮) সংবিৎরূপ পরমাত্মাই প্রসিদ্ধ বহ্নির অস্তিত্ব সাধক (জনক)। পরমাত্মরূপ বহ্নি সর্ব্বব্যাপী অথচ অদাহক। বহ্নি যেমন প্রকাশক হয়, তেমনি, আত্মসম্বিত্তিও (চৈতন্য) সর্ব্বপ্রকাশক। সেই জন্য তাহা অদাহক বহ্নি২৬। (উঃ ৯) অতিনির্ম্মল ও অতিজ্বলন্ত চেতনাত্মা হইতে অগ্নি সমুৎপন্ন হয় এবং সেই একমাত্র সম্বেদনই (চেতন পরমাত্মাই) সূর্য্য চন্দ্রাদির অবিনাশী প্রকাশক। পরমাত্মার প্রভা (মহিমা), (এই জগৎ) মহাপ্রলয়পয়োদমণ্ডলীর দ্বারাও অনাবরণীয়২৭-২৯। (উঃ ১০) চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অতীত, হৃদয়রূপ গৃহের প্রদীপ, সমুদায় পদার্থের সত্তাপ্রদ, অনন্ত ও যৎপরোনাস্তি উৎকৃষ্টপ্রকাশ অর্থাৎ স্বয়ংজ্যোতি আত্মা। এই ইন্দ্রিয়াতিগ আত্মাণু হইতে আলোক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে২৯।৩০। (উঃ ১১) যিনি লতা, গুল্ম, অঙ্কুর ও অন্যান্য নিরিন্দ্রিয় বস্তুর পুষ্টি সাধন করেন, সেই অনুভবাত্মক পরমাত্মা লতা গুল্মাদিরও উত্তম আলোক৩১। (উঃ ১২) কাল, আকাশ, ক্রিয়া, সত্তা, জগৎ, সমস্তই আত্মবেদনে (চৈতন্যে) অবস্থিত ও বিজ্ঞাত। সুতরাং আত্মবেদনই স্বামী, কর্ত্তা, পিতা (জনক) ও ভোক্তা৩২। (উঃ ১৩) যেহেতু সমস্তই আত্মা, সেই হেতু ঐ আকাশাদির অর্থাৎ সত্তার সমুদায় জগতের স্বাভাবিক অস্তিত্বের হেতু। (উঃ ১৪) সেই পরমাত্মারূপ অণু স্বীয় অণুত্ব (সূক্ষ্মতা বা

দুর্লক্ষ্যতা) পরিত্যাগ না করিয়াই জগৎ রত্নের সমুদ্গক(পেটরা)বৎ হইয়াছেন৩৩। যেহেতু তিনি জগৎরূপ সম্পুটকে অবস্থিতি করেন, প্রতীত হন, সেইহেতু এই জগৎ সেই পরমাত্ম-মণির এবং পরমাত্মমণি এই জগতের কোষ। (আবরক বা আধার)৩৪। (উঃ ১৫) তিনি নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য সুতরাং তিনিই পরম সূক্ষ্ম। পরমাত্মা দুর্ব্বোধ বলিয়া তমঃ এবং চিন্মাত্র বলিয়া প্রকাশ। যেহেতু সম্বিৎরূপী, সেই হেতু তিনি আছেন। এবং যেহেতু তিনি ইন্দ্রিয়ের অলভ্য, সেই হেতু তিনি নাই৩৫। (উঃ ১৬) তিনিই দূরে ও নিকটে অবস্থান করেন। তিনি ইন্দ্রিয়ের অলভ্য, সুতরাং দূরে অবস্থিত। তিনি চিদ্রূপ, সুতরাং সমীপে—অতিসমীপে (হৃদয়ে) অবস্থিত৩৬। (উঃ ১৭) তিনি অণু হইয়াও সর্ব্বসম্বেদনতা বিধায় মহাশৈলস্বরূপ। সকলেই তাঁহাকে অহং—আমি ইত্যাকার জ্ঞানে পুরোবর্ত্তিরূপে মহাশৈলের ন্যায় জ্ঞাত হয়। এই প্রকাশমান জগৎ তাঁহারই সম্বিত্তি সুতরাং তাহারই মধ্যে (সম্বিত্তির অর্থাৎ জ্ঞানের মধ্যে) সুমেরু প্রভৃতির বিদ্যমানতা অনুভূত হয়। যেহেতু পরমসূক্ষ্ম (নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য) আত্মচৈতন্যের একাংশে মেরুমন্দরাদির বিদ্যমানতা অনুভূত হয়, সেই হেতু পরমসূক্ষ্ম পরমাত্মা অণু হইয়াও মহামেরু (মহা স্থূল) বলিয়া গণ্য৩৭। (উঃ ১৮) তিনি যখন নিমেষরূপে প্রতিভাসিত হন, তখন তিনি নিমেষ। যখন কল্পরূপে প্রতিভাসিত হন, তখন তিনি কল্প৩৮। যেমন মনোমধ্যেই কোটীযোজন বিস্তৃত মহাপুর দেখা যায়, তেমনি মনোমধ্যেই কল্পব্যাপিনী কালক্রিয়ার বিলাসও নিমেষরূপে অনুভূত হয়। যেমন অল্পায়তন মুকুর মধ্যে মহানগর প্রতিভাসিত হয়, তেমনি, নিমেষজঠরেও কল্প সমুদিত বা প্রতিভাসিত হয়৩৯।৪০। নিমেষ, কল্প, পর্ব্বত, নগর, সমস্তই যখন দুর্ব্বিজ্ঞেয়স্বভাব চৈতন্যের অন্তঃস্থ, তখন আর দ্বৈতই বা কি? একতাই বা কি? অর্থাৎ সমস্তই ভ্রান্তির বিজৃম্ভণ৪১। মনে উদিত হইলে সত্যও অসত্য এবং অসত্যও সত্য হয়। সুতরাং

নিমেষও কল্প হয় এবং কল্পও নিমেষরূপে প্রতিভাত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত স্বপ্ন৪২। বস্তুতঃ কাল দুঃখে সুদীর্ঘ ও সুখে অত্যন্ত অল্প বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত—রাজা হরিশ্চন্দ্রের এক রাত্রে দ্বাদশবর্ষ অনুভূত হইয়াছিল৪৩। সুতরাং বুঝা উচিত যে নিমেষ, কল্প, অদূর ও দূর, এ সকল বাস্তবতঃ নাই। সমস্তই চিদণুর প্রতিভাস। সুবর্ণে হার কেয়ূরাদির ন্যায় ঐ সকল সেই সত্যাত্মায় বিরাজিত৪৪।৪৫! যে ভাবে চিৎ ও দেহ পরস্পর অভিন্ন, সেই ভাবে আলোক ও অন্ধকার, দূর ও অদূর এবং ক্ষণ ও কল্প অভেদ৪৬। (উঃ ১৯-২০) তিনি ইন্দ্রিয়গণের সার, সুতরাং তিনিই প্রকৃত প্রত্যক্ষ। তিনিই দৃষ্টির অবিষয়ীভূত সুতরাং তিনি সে ভাবে অপ্রত্যক্ষ বা অসদ্রূপ। অথবা তিনিই দৃশ্যরূপে সমুদিত হন বলিয়া প্রত্যক্ষ৪৭। যেমন, যাবৎ কটক জ্ঞান বিদ্যমান থাকে, তাবৎ হেম জ্ঞান থাকে না, তেমনি, যাবৎ দৃশ্যজ্ঞান থাকে, তাবৎ দর্শন (আত্মচৈতন্য) জ্ঞান থাকে না৪৮। যেমন কটক জ্ঞান তিরোহিত হইলেই সুবর্ণ জ্ঞান স্থায়ী হয়, তেমনি, কল্পিত দৃশ্যজালের জ্ঞান তিরোহিত হইলেই সেই একাদ্বয় পরম নির্ম্মল প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত হন৪৯। তিনি সর্ব্বত্বহেতুক সদ্রূপ এবং দুর্লক্ষ্যত্ব প্রযুক্ত অসদ্রূপ। (উঃ ২১) সেই আত্মা আত্মত্বরূপে চেতন এবং জগদ্রূপতা প্রযুক্ত চেতন নহেন অর্থাৎ অচেতন৫০। (উঃ ২২) এই বায়ুসমান চঞ্চল জগৎ চৈতন্য ব্যতীত অন্য কিছু নহে৫১। যেমন প্রচণ্ড আতপের বিস্ফুরণ মৃগতৃষ্ণা তেমনি, চৈতন্যের প্রাচুর্য্য অদ্বৈত এবং চৈতন্যের প্রচ্ছাদন জগৎ৫২। সূর্য্যাকরণ যে কাঞ্চনকণা নির্মাণ করে, তাহাতে যেমন অস্তি নাস্তি দ্বিভাব বিরাজিত তেমনি, ব্রহ্মে সৃষ্টিও অস্তি নাস্তি এই দ্বিভাবে পরিচিত৫৩। অনেক সময়ে আকাশে কিরণ কণিকা সকলকে সুবর্ণ-কণিকা বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিতে দেখা যায়। সে ভ্রান্তির মূল অজ্ঞান। তদনুরূপে চিন্ময় আত্মাতে অজ্ঞানের বিলাসে ভ্রান্তির মহিমারূপ সৃষ্টিদর্শন হইতেছে৫৫।

অহে রাক্ষসি! এই জগৎ স্বপ্নদৃষ্ট, গন্ধর্বনগর ও সঙ্কল্পপুরীর ন্যায় অসৎ। ইহা এক প্রকার দীর্ঘ ভ্রম ব্যতীত অন্য কিছু নহে৫৫। যে সকল মহাত্মা জগৎ মিথ্যাত্ব উপপাদক যুক্তিবিষয়ে পটু, পরিভাবিত ও অভ্যস্ত, সেই সকল মহাপুরুষ নির্মলান্তঃকরণ হইয়া সর্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করেন৫৬। অজ্ঞান বিনষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের চিদাকাশে আর মিথ্যা সৃষ্টি উদিত হয় না। যুক্তিপরিষ্কৃতচিত্ত তত্ত্বজ্ঞদিগের দৃষ্টিতে সৃষ্টি আদৌ হয় নাই এবং তাহার স্থিতিও নাই।

দৃশ্যই দর্শনের (জ্ঞানের) ভেদক। যখন দৃশ্য জ্ঞান লুপ্ত থাকে, তখন কুড্য ও আকাশ অভিন্ন হইয়া যায়। ইহা ব্রহ্মা হইতে সামান্য তৃণ পর্য্যন্ত সমুদায় জীবের অনুভূতিগম্য৫৭।৫৮। যেমন বীজের অন্তর্গত বৃক্ষ অতি-সূক্ষ্মতা নিবন্ধন ব্যোমসদৃশ, তদ্রূপ, ব্রহ্মের অন্তর্গত জগৎও চিদেকরূপতা বিধায়ে ব্রহ্মসদৃশ সূক্ষ্ম, ইহা উক্ত সেই সেই দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝিতে হইবে৫৯-৬১।

অহে নিশাচরি! সেই শান্ত সর্বময় অজ অনাদি অনন্ত দ্বন্দ্ব রহিত একমাত্র আত্মাই আভাসরূপে সর্বত্র সর্বপ্রকারে প্রকাশমান রহিয়াছেন। তিনি ভিন্ন আর কিছু নাই৬২ *।

অশাতিতম সর্গ সমাপ্ত।

---

* মন্ত্রী এই পর্য্যন্ত বলিয়া বিরত হইলেন। মন্ত্রীর অভিপ্রায় রাজা অবশিষ্ট প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিরেন। কেননা· রাজমর্য্যাদা রক্ষা করা মন্ত্রীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

একাশীতিতম সর্গ

—–*—–

রাক্ষসী বলিল, মন্ত্রিন্! তোমার কথিত আশ্চর্য্য পরমার্থ বাক্য শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে রাজীবলোচন রাজা অবশিষ্ট প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দান করুন১।

রাজা বলিলেন, নিশাচরি! পণ্ডিতেরা যাহাকে জগৎপ্রত্যয়নিবৃত্তিরূপী উৎকৃষ্টপ্রত্যয় (তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান) বলেন * এবং যাহা সর্বসঙ্কল্পপরিত্যাগরূপী বা সর্বসঙ্কল্পের বিরামস্থল, এবং যাহা তন্মাত্র নিষ্ঠতারূপ চিত্ত-পরিগ্রহের (চিত্তসংযমের) ফলস্বরূপ২, যাঁহার মায়িক সঙ্কোচ ও বিকাশ দ্বারা জগতের প্রলয় ও সৃষ্টি সম্পাদিত হইতেছে, যিনি বাক্যের অগোচর অথচ বেদান্ত বাক্যের নিষ্ঠা (তাৎপর্য্য), যিনি অস্তি নাস্তি উভয়ের মধ্যবর্ত্তী অথচ উক্ত উভয় যাহার স্বরূপে সন্নিবিষ্ট, এই চরাচর জগৎ যাঁহার চিত্তময়ী লীলা এবং বিশ্বাত্মা হইলেও যাঁহার অপরিচ্ছিন্নতা অলুপ্ত, আমি মনে করিতেছি, তুমি সেই শাশ্বত ব্রহ্মের কথাই বলিতেছ৩-৫। হে ভদ্রে! উক্ত শাশ্বত ব্রহ্ম পরম সূক্ষ্ম বলিয়া অণু। এবং উক্ত ব্রহ্মাণু আপনাকে বায়ুভাবে দর্শন করিয়া মায়ার বিবর্ত্তনে বায়ু হইয়াছেন। সেই-জন্য তাহা অন্যথাগ্রহরূপ (গ্রহ=জ্ঞান) ভ্রান্তির মহিমা। সুতরাং পরমার্থ

---

* জগৎপ্রত্যয়=জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই অবস্থাত্রিতয় বিষয়ক বোধ। অর্থাৎ দ্বৈত বিজ্ঞান। তাহার নিবৃত্তি=তত্ত্ববোধ বা তত্ত্বজ্ঞান। অথবা অদ্বয় আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার। এই অদ্বয়াত্মসাক্ষাৎকার শাস্ত্রে পরপ্রত্যয় ও উৎকৃষ্টপ্রত্যয় প্রভৃতি নামে পরিভাবিত হইয়াছে। অপিচ, তাহাই এতন্মতের ব্রহ্মতত্ত্ব এবং তাহাই সর্ব্বসঙ্কল্পের তিরোধানের পর অর্থাৎ সমুদায় চিত্তবৃত্তি নিরোধের পর প্রতিষ্ঠিত হয়।

দর্শনে তিনি অবায়ু ও ভ্রান্তিদর্শনে তিনি বায়ু। যাহা বায়ু, বস্তুতঃ তাহা শুদ্ধ চেতন ব্যতীত বস্ত্বন্তর নহে৬। (উঃ ২৩) সেইরূপ, তিনিই শব্দসংবেদন দ্বারা শব্দ এবং তাহা ভ্রান্তিদর্শনমূলক বলিয়া শব্দ নহে। অর্থাৎ পরমার্থ দর্শনে তিনি অশব্দ। অশব্দ অর্থাৎ শব্দের দ্বারা অবোধ্য। (উঃ ২৪) অপিচ সেই অণু সর্বস্বরূপ অথচ তাহা কিছুই নহে। কিছুই নহে কথার অর্থ—ভেদ-বর্জ্জিত, অথবা অদ্বৈত। (উঃ ২৫) ঐরূপ, অহন্তাবতা নিবন্ধন তিনি অহং এবং অহন্তাববিহীনতাপ্রযুক্ত তিনি নাহং। (উঃ ২৬) অপিচ তিনিই বাস্তব ও অবাস্তব বৈচিত্র্যের কারণ ও সর্বশক্তিমান্। তাঁহারই আবিদ্যক ভ্রান্তিপ্রতিভা অবাস্তবের ও স্বাভাবিক প্রতিভা বাস্তবের কারণ৭।৮। সেই আত্মা যত্নশতদ্বারা প্রাপ্য, এবং তিনি অহংরূপে লব্ধ থাকিয়াও প্রকৃত পক্ষে অলব্ধ। তাঁহাকে লাভ করিলেও উক্তরূপে লাভ করা লাভ না করা বলিয়া গণ্য হয়৯ *। (উঃ ২৭) যাবৎ না মূলাজ্ঞাননাশক বোধ উদিত হয় তাবৎ জন্ম বসন্ত ও সংসার লতা বিকশিত হইবেই হইবে। যে অণু-ব্রহ্মের আকার চিৎসত্তা বলিলাম, সে অণু সাকারভাব প্রাপ্তির পর দৃশ্যতুল্য হইয়াছে। সেইজন্য বলা যায়, তিনি স্বস্থ ও জীবিত থাকিয়াও আত্মহারা১০।১১। (উঃ ২৮) এই সম্বিদাণুই (সূক্ষ্ম চিদ্বস্তুই) ত্রিভুবনকে তৃণতুল্য ও সুমেরুকে ক্রোড়ীকৃত করিয়াছেন। (উঃ ২৯) সেই বিমল সংবিদ্ বাহ্যে ও অন্তরে আপনাকে মায়াময়রূপে অবলোকন করেন১২। বস্তুতঃই চিদণুর অন্তরে যে যে দৃশ্য বিদ্যমান, বাহিরেও সেই সেই দৃশ্য বিদ্যমান। ইহার দৃষ্টান্ত—অনুরাগীদিগের সাঙ্কল্পিক অঙ্গনালিঙ্গন১৩। সৃষ্টির আদিতে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন নিত্য চিৎ যেরূপে সমুদিত হন, উদয়ের পরেও তিনি তদ্রূপেই পরিদৃষ্ট অথবা

---

* কেননা, উক্ত প্রকারের লাভ মোক্ষ কারণ নহে। জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ কারণ অদ্বৈত লাভ করা অত্যন্ত দুষ্কর। আত্মাদ্বৈত সাক্ষাৎকার ব্যতীত মোক্ষ নাই। সুতরাং ব্রহ্ম আছেন, এই মাত্র জানা না জানার সহিত সমান।

পরিলক্ষিত হন। তাঁহার সেই প্রাথমিক সংকল্প নিয়তি নামে খ্যাত১৪। চিৎ যখন যে ভাবে আবির্ভূত হন তিনি তখনই সেই বিষয়ই দেখেন, তাহার অন্যথা হয় না শিশুদিগের মনঃ উক্ত বিষয়ের অন্যতম উদাহরণ১৫। সূক্ষতম চিদণুর দ্বারা শতযোজনের কথা দূরে থাকুক, সমস্ত বিশ্ব পরিপূরিত হইয়া আছে১৬। (উঃ ৩০) উক্ত অণু সর্বগামী অনাদি ও রূপাদিবিহীন, অথচ তাহা লক্ষ লক্ষ যোজনেও মিত হয় না, অর্থাৎ ধরে না১৭। (উঃ ৩১) যেমন ধূর্ত্ত লম্পট পুরুষেরা অপাঙ্গবিক্ষেপণাদির দ্বারা যুবতী দিগকে বশীভূত করে, তেমনি, শুদ্ধ চিদালোক (চিদাত্মা) উপাধিচেষ্টানুসারে (উপাধি=মন ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি তদ্দ্বারা) এই পর্ব্বতাদি ও তৃণাদি শালী জগৎকে নর্ত্তিত করিতেছে১৮।১৯। (উঃ ৩২) সেই অনন্ত অণু ব্রহ্ম (সূক্ষ্ম অর্থাৎ, দুর্ব্বিজ্ঞেয় পরমাত্মা) স্বীয় সম্বিদ্ দ্বারা বস্ত্রের ন্যায় মেরু প্রভৃতিকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন২০। (উঃ ৩৩) *এই অণু দিক্‌কালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সুতরাং সুমেরু মহাশৈল অপেক্ষাও বৃহৎ এবং মনোরূপী বা জীবরূপী বলিয়া সূক্ষ্ম। (উঃ ৩৪) তিনি উক্তপ্রকারে বৃহৎ বলিয়া স্থূলতরাকৃতি ও উচ্চ এবং জীব বলিয়া কেশাগ্রের শত ভাগের এক ভাগ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। অর্থাৎ দুর্লক্ষ্য২১।

হে রাক্ষসি! যেমন মেরুর সহিত সর্ষপের তুলনা হয় না. তেমনি, সেই শুদ্ধ সংবেদন স্বরূপ আকাশাত্মা পরমাত্মার সহিত পরমাণু তুলিত হইতে পারে না। তবে যে, তাঁহাতে অণু ও পরমাণু শব্দের প্রয়োগ করা হয়, তাহা গৌণ প্রয়োগ, মুখ্য নহে। পরমাণু নিতান্ত দুর্লক্ষ্য, পরমাত্মাও নিতান্ত দুর্লক্ষ্য। সেই ভাবে অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মায় পরিচ্ছিন্নতম পরমাণু ও অণু শব্দ প্রয়োজিত হয়২২। মায়াই পরমাত্মায় অণুত্ব

* বস্ত্র ঘটিত করিয়া তদ্গাত্রে পর্ব্বত চিত্রিত করে। সেই চিত্রিত পর্ব্বতকে বস্ত্র বেষ্টিত বলা যাইতে পারে। বস্ত্র গুটাইলে তন্মধ্যে চিত্রিত পর্ব্বত অবস্থিত করে। চিত্রিত পর্ব্বত যেমন মিথ্যা আত্মচৈতন্যে চিত্রিত জগৎব্রহ্মাণ্ডও তদ্রূপ মিথ্যা।

সৃজন করিয়াছে। মায়ার তাদৃশী সৃষ্টি অবিরুদ্ধ। যেমন সুবর্ণে বলয়ের সৃষ্টি, তেমনি, পরমাত্মায় নানাত্বের সৃষ্টি২৩। (উঃ ৩৫) অভিহিত পরমাত্মদীপ আলোক অন্ধকার উভয়েরই প্রকাশক। কেননা, আত্মা ব্যতীত অন্য কাহারও স্বাতন্ত্র্যে প্রকাশসামর্থ্য নাই। অপিচ, কোনও কালে আত্মপ্রকাশের অভাব নাই। আছে বলিতে গেলে "আমি নাই" বলিতে হয়। চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, সমস্তই জড়, সুতরাং আত্মার অভাবে সমুদায় পদার্থের নাস্তিত্ব ও আত্মার অস্তিত্বে সমুদায়ের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে হয়। পরন্তু আত্মার অভাব প্রমাণ ও অনুভব উভয় বিরুদ্ধ। যাহা শুদ্ধ ও কেবল সৎ, তাহাই আত্মা। তাহাতে যে চিত্ত অবস্থিতি করিতেছে, আত্মা তাহারই দ্বারা অন্তরে ও বাহিরে আলোক ও অন্ধকারের কল্পনা করেন২৪-২৬। সূর্য্যের, চন্দ্রের ও বহ্নির তেজ তেজস্থে ভিন্ন নহে। ভিন্নতা বর্ণে। অর্থাৎ রঙ্গের প্রভেদ২৭। অপিচ, উহারা সকলেই জড়, সুতরাং উহারা কোন কিছুর প্রকাশক নহে। কজ্জলবর্ণ নিবিড় নীহার (বাষ্প)ই মেঘ। অতএব, মেঘের ও নীহারের যদ্রূপ প্রভেদ, আলোকের ও অন্ধকারের বস্তুতঃ সেই রূপই প্রভেদ। অধিক কি বলিব, সমুদয় জড়ের উপলব্ধির অর্থাৎ প্রকাশের নিমিত্ত একমাত্র চিদ্রূপ মহান্ সূর্য্য নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন। তিনিই ঐ সকলের অস্তিত্বাদি প্রমাণিত করিতেছেন। তিনি না থাকিলে ঐ সকল থাকিত না২৮।২৯। সেই চিৎস্বরূপ আদিত্য আলস্য-পরিহীন হইয়া দিবারাত্র সমান সর্ব্বত্র এমন কি প্রস্তর মধ্যেও আলোক প্রদান করিতেছেন৩০। তাঁহারই কর্ত্তৃক ত্রিলোক প্রকাশিত হইতেছে। চৈতন্যের প্রকাশ সর্ব্বত্র বিদ্যমান। এখনও তাহা দুর্লভ নহে। এমন কি, শিলোচ্চয়ের অভ্যন্তরেও তদীয় প্রকাশ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই দেহ যৎপরোনাস্তি তমঃ। অথচ চৈতন্যালোক ইহাকে বিনাশ করে না, অধিকন্তু গ্রহণ অর্থাৎ প্রকাশ করে। প্রথমে ইহাকে (দেহকে), পরে জগৎকে প্রকাশ করে।

যদ্রূপ প্রতাপশালী সূর্য্য কর্ত্তৃক পদ্ম ও উৎপল প্রকাশিত (বিকশিত) হয়, তদ্রূপ, চিত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ ও তমঃ উভয়ই প্রকাশিত হয় (আছে বলিয়া অবধারিত হয়)। সূর্য্য অহোরাত্র সৃজন করিয়া স্বীয় আকৃতি প্রদর্শন করেন, সেইরূপ চিৎসূর্য্যও সৎ ও অসৎ অবভাসিত করিয়া স্বকীয় স্বরূপ (আকৃতি) প্রদর্শন করেন৩১-৩৪। (উঃ ৩৬) যেমন বসন্তশ্রীর (বাসন্তী শোভার) মধ্যে পত্রফলপুষ্পাদির শোভা নিবিষ্ট থাকে, তেমনি, প্রোক্ত চিদণুর অন্তরেই সমস্ত অনুভব (জ্ঞানকণা বা বৃত্তি-জ্ঞান) বিদ্যমান রহিয়াছে। (উঃ ৩৭) যেমন বসন্ত ঋতুর উদয়ে সৌন্দর্য্যপরম্পরা সমুদিত হয় সেইরূপ, সমস্ত অনুভবই চিদণু হইতে সমুদিত হয়৩৫-৩৬। সেই পরমাত্মাণু রসাদিবিহীন, সুতরাং নিঃস্বাদু, অথচ তাহা হইতে সমগ্র স্বাদুসত্তার আবির্ভাব হয়। সুতরাং তিনি স্বয়ং নিঃস্বাদু হইয়াও স্বাদ গ্রহণ করেন বা স্বাদ বিজ্ঞাত হন৩৭। যে কোন রস, সমস্তই জলে অবস্থিত। সুতরাং জলই রসস্বরূপ। তাদৃশ জল আবার আত্মমূলক, সুতরাং মূল রস আত্মা (উঃ ৩৮) সেই চিৎপরমাণু সর্ব্বত্যাগী অথচ সকল পদার্থে অবস্থিত। সেই জন্য বলা যায়, সমগ্র জগৎ তাঁহারই আশ্রিত। তাঁহার অস্ফুরণে জগতের অভাব এবং স্ফুরণে জগতের ভাব পরিত্যাগ হয়। সুতরাং তাঁহারই স্ফুরণ সকল পদার্থের আশ্রয়৩৮-৩৯। (উঃ ৩৯) তিনি আপনাকে গোপন করিতে অসমর্থ হইয়া চিত্তরূপ অণু বিস্তার করতঃ তদ্দ্বারা এই জগৎ আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছেন। যদ্রূপ, হস্তী দূর্ব্বাক্ষেত্রে আত্মগোপন করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ, আকাশাত্মা পরব্রহ্মও কোনও স্থলে আত্মগোপন করিতে সমর্থ নহেন৪০-৪১। (উঃ ৪০) যদ্রূপ বাসন্তী রসের উদ্বোধে বনাবলী বিচিত্র শ্রীসম্পন্ন হয়, তদ্রূপ, এই জগৎ প্রলয়পরিলীন হইলেও সেই চিৎপরমাণু অবলম্বনে সজীব (পুনরুত্থানযোগ্য) থাকে। বস্তুতঃই বসন্তরসোদ্বোধে বনখণ্ডের উল্লাসের ন্যায় একমাত্র চিত্তসত্ত্বা দ্বারা জগৎ সর্ব্বদা সমুদিত হইয়া

থাকে। যেমন পল্লব ও গুল্ম বসন্তকালীন রস হইতে ভিন্ন নহে, তদ্রূপ এই জগৎকে তুমি সেই চিন্ময় হইতে অভিন্ন বলিয়া জানিবে৪২-৪৫। (উঃ ৪১) চিদ্বপুঃ পরমাত্মা সর্ব্বভূতের (প্রাণীর) সার (আত্মা) বলিয়া সহস্রকরলোচন, এবং যৎপরোনাস্তি সূক্ষ্ম বলিয়া অনবয়ব৪৬। (উঃ ৪২) সেই চিদণু নিমেষও বটে এবং কল্পও বটে। স্বপ্নদৃষ্ট বার্দ্ধক্য ও বাল্য যদ্রূপ, নিমেষ, মহাকল্প, ও কোটীকল্প তদ্রূপ৪৭। * অভুক্ত ব্যক্তির "আমি ভোজন করিয়াছি" এতদ্রূপ ব্যর্থ জ্ঞানের ন্যায় এবং ভোজন না করিয়াও "আমি ভোজন করিলাম" এতদ্রূপ জ্ঞানশালীর জ্ঞানের ন্যায় এবং স্বপ্নানুভূত মরণ জ্ঞানের ন্যায় নিমেষকেও কল্প বলিয়া অবধারণ হইয়া থাকে৪৮-৫০। (উঃ ৪৩) প্রলয়কালে এই জগজ্জাল চিদাত্মরূপ পরমাণুতে অবস্থিত থাকে। বীজে বৃক্ষাবস্থানের ন্যায় সমুদায় জগৎ সেই চিৎ পরমাণুতে অবস্থান করে। যাহাতে যাহা থাকে, তাহা হইতেই তাহা আবির্ভূত হয়। বিকার (বিকৃতি) সাবয়ব পদার্থেই দৃষ্ট হয়, নিরাকার বা নিরবয়ব পদার্থে নহে৫১। (উঃ ৪৪) এই সমুদায় ভূত (যাহা হয় তাহা ভূত) বৃক্ষ যেমন বীজে অবস্থান করে, সেইরূপ, চিৎ পরমাণু মধ্যে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই কালত্রয় বিশিষ্ট জগৎ অবস্থিতি করে৫২।৫৩। তণ্ডুল যেমন তুষ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে তেমনি, নিমেষ ও কল্প, উভয়ই অণু আত্মার একদেশ আশ্রয় করতঃ তদ্বেষ্টিত রূপে অবস্থিত রহিয়াছে৫৪। (উঃ ৪৫, ৪৬) আত্মাণু উদাসীনবৎ অবস্থান করেন কিছুতেই সংস্পৃষ্ট হন না, অথচ স্বমায়ায় ভোক্তৃত্ব ও কর্ত্তৃত্ব অর্জ্জন করতঃ সর্ব্বজগতের কর্ত্তা হন৫৫। আত্মরূপে পরমাণু হইতেই জগৎ সমুদিত হয় পরন্তু যাহা বিশুদ্ধ চিৎ তাহা ভোগসম্বন্ধরহিত হইয়াই অবস্থিতি করে। ফলতঃ পরমার্থ দৃষ্টিতে তিনি জগতের কর্ত্তা ও ভোক্তা নহেন। অপিচ, ইহার কিছু মাত্র বিলীন হয় না। ইহা সেই চিতের

* লীলোপাখ্যানে এই বিষয় উত্তম রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্যবহার দৃষ্টি মাত্র। (উঃ ৪৭) হে নিশাচরি! জগত্ত্ব হেতুক তিনি "ঘনচিৎ" এই উপশব্দে (নামে) ব্যবহৃত হন। সেই চিদণু দৃশ্যভোগসিদ্ধির নিমিত্ত স্বসংস্থিত আন্তরিক চিচ্চমৎকৃতিকে বাহ্যরূপে ধারণ পূর্ব্বক নেত্রবিহীন হইয়াও তাহা দর্শন করিয়া থাকেন৫৬-৫৯। (উঃ ৪৮) *

হে রাক্ষসি! ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু না থাকিলেও সাধকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত "অন্তঃস্থ" "বহিষ্ঠ" ইত্যাদি ইত্যাদি কথা পরিকল্পিত হয়৬০। বস্তুতঃ পূর্ণস্বভাব পরমাত্মায় পদার্থান্তরের অবস্থান অসম্ভব। সুতরাং বুঝা উচিত যে, তিনিই দ্রষ্টা এবং তিনিই দৃশ্য। অর্থাৎ আপনিই আপনাকে দর্শন করিতেছেন অথচ নিজে অখণ্ডিত অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন! (উঃ ৪৯) হে নিশাচরি, পরমাত্মাতে কিছুই বিস্তৃত হয় না। সুতরাং তিনি বাস্তব দ্রষ্টৃত্ব ও দৃশ্যত্ব প্রাপ্ত হন না৬১-৬২। আত্মচৈতন্যই প্রকৃত লোচন, চক্ষু তাহার দ্বার মাত্র। সেই চেতনরূপ দৃষ্টি বাসনা-ভাবরহিত স্বীয় বপুকে দৃশ্যরূপে কল্পনা করতঃ দ্রষ্টৃরূপে সমুদিত হন৬৩। যেমন পুত্র ব্যতিরেকে পিতৃতা ও দ্বিত্ব ব্যাতিরেকে একত্ব সম্ভাবিত হয় না, তেমনি, দ্রষ্টৃতা ব্যতিরেকে দৃশ্যতা কদাচ সম্ভাবিত হয় না। যেমন পিতা ব্যাতিরেকে পুত্র ও ভোক্তা ব্যতিরেকে ভোগ্য সম্ভাবিত নহে, তেমনি, দ্রষ্টৃতা ব্যতিরেকে দৃশ্যতাও সম্ভাবিত নহে৬৪।৬৫। (উঃ ৫০) সুবর্ণ শক্তির দ্বারা বিনির্ম্মিত কটকাদির ন্যায় চিৎশক্তির দ্বারা দ্রষ্টা ও দৃশ্য পরিনিম্মিত হয়। সুবর্ণই কটক নির্ম্মাণ করে, কটক সুবর্ণ নির্ম্মাণ করে না৬৬। দৃশ্য সকল জড়ত্ব হেতু দ্রষ্টৃনির্ম্মাণে সমর্থ নহে। যেমন সুবর্ণে কটকভ্রম হয় তেমনি, চিৎই জগদ্ভাব প্রকাশন-সমর্থতা

---

* চিৎচমৎকৃতি—অর্থাৎ চৈতন্যব্যাপ্ত মায়া শক্তি। সেই মায়াশক্তি বাহ্যিকরূপে অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে বিস্তৃত হইয়াছে। ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের ন্যায় প্রতিভাসিত হইতেছে। ফলিতার্থ—দৃশ্যপ্রপঞ্চ স্বপ্ন ভ্রান্তির ন্যায় মায়িক ভ্রান্তির মহিমা মাত্র।

প্রযুক্ত মোহের কারণীভূত অসৎ দৃশ্যকে সৎস্বরূপে আরোপিত অর্থাৎ কল্পনা করিয়া থাকে। কটকতা অবভাসিত হইলে যেমন হেমের হেমত্ব থাকে না, তদ্রূপ, দৃশ্যতা অবভাসিত হইলে দ্রষ্টৃবপুঃ প্রকাশিত হয় না। কিন্তু কটকসংবিত্তিকালেও কাঞ্চন কাঞ্চনভাবেই অবস্থিতি করে, এবং দ্রষ্টার দৃশ্যভাবে অবস্থান কালেও তাঁহার দ্রষ্টৃভাব বিদ্যমান থাকে। বস্তুতঃ দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই দুই সত্তার অন্যতর সত্তা অবভাসিত হইলে তৎকালে কদাচ উভয়সত্তা প্রতিভাসিত হয় না। যেমন পুরুষজ্ঞান নিশ্চয় হইলে তৎকালে তাহাতে আর পশুজ্ঞানের সম্ভাবনা থাকে না৬৭-৭১। সেইরূপ, যৎকালে বলয়জ্ঞান না থাকে, তৎকালে হেমের অকটকতা অর্থাৎ কেবল হেমত্ব প্রতিভাসিত হয়। উক্ত দৃষ্টান্ত অগ্রসর করিয়া বুঝিতে হইবে যে, দৃশ্যবোধ বিগলিত হইলে দ্রষ্টৃসত্তাই ভাসমান থাকে৭২।৭৩। সেই চিদ্বপুঃ আত্মা দ্রষ্টা হইয়া দৃশ্য দর্শন করেন। দ্রষ্টৃত্ব কালে দৃশ্যতা দর্শন অবশ্যম্ভাবী। অপিচ, দৃশ্য সকল দ্রষ্টাতেই অবভাসিত হয়। যদি দৃশ্যজ্ঞান বিগলিত হয় তবে অহং দ্রষ্টা—আমি দেখিতেছি, এ জ্ঞানও বিলুপ্ত হয় এবং অহং দ্রষ্টা, এ জ্ঞান লুপ্ত হইলেও ইহা আমি দেখি তেছি, এ জ্ঞানও বাধিত হয় অর্থাৎ লুপ্ত হয়। যে কালে দৃশ্য ও দ্রষ্টৃজ্ঞান তিরোহিত হয়, সে কালে (সমাধিকালে) বাক্য পথাতীত স্বস্থতত্ত্ব অবশেষিত হয়। অর্থাৎ মাত্র তাহাই থাকে। দীপ যেমন স্ব-পর প্রকাশক, অর্থাৎ আপনাকে ও দৃশ্য বস্তুকে প্রকাশ করে, তেমনি, সেই চিদ্বপুঃ পরমাত্মাও আপনাকে, স্বনিষ্ঠদ্রষ্টৃত্বজ্ঞানকে ও দৃশ্যকে অবভাসিত করিতেছেন। অধিক কি বলিব, সেই চিন্ময় আত্মাণু কর্ত্তৃক এ সমস্তই সুসম্পন্ন হইতেছে৭৪-৭৬। প্রমাতৃত্ব, প্রমাণত্ব ও প্রমেয়ত্ব, এই তিনই অসৎ ও আগন্তুক। সেইজ্ঞান ঐ তিন জ্ঞানকে (প্রভেদবিজ্ঞানকে) গ্রাস করে৭৭। যেমন কোনও ভৌতিক পদার্থ জলভূম্যাদি পদার্থ হইতে ব্যতিরিক্ত নহে, সেইরূপ, সেই স্বতঃসিদ্ধ অণূ (আত্মা) হইতে কোনও পদার্থ ব্যতিরিক্ত নহে৭৮। যেহেতু তিনি সর্ব্বগামী ও সর্ব্বানুভবরূপী, সেইহেতু একত্বানুভবরূপ যুক্তিতে আত্মাদ্বৈত নিরূঢ় হইয়া

থাকে৭৯। (উঃ ৫১) তাঁহারই ইচ্ছায় ইচ্ছানুরূপ প্রভেদ সম্পন্ন হইতেছে। তরঙ্গ যেমন জলরাশি হইতে অপৃথক্, তেমনি এ সমস্তই তদীয় ইচ্ছা হইতে অপৃথক্। (উঃ ৫২) এবং তাঁহারই ইচ্ছায় অর্থাৎ মায়ার দ্বারা এ সকল সলিল রাশি হইতে তরঙ্গমালার পার্থক্যের ন্যায় পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হয়৮০। (উঃ ৫৩) কেবল অর্থাৎ অনবচ্ছিন্ন এক পরমাত্মাই আছেন। এবং তিনি সকলের আত্মা ও স্বতঃসিদ্ধ ও সাক্ষাৎ অনুভুতি৮১। তিনি সর্ব্বভূতের চেতন ও দর্শনের (চক্ষুরাদির) অগোচর এই নিমিত্ত তিনি সৎ ও অসৎ। চেতন ভাবে সৎ এবং ইন্দ্রিয়াগোচরভাবে অসৎ। চিদ্রূপী বলিয়া তিনিই অসতের প্রকাশক। (উঃ ৫৪) অপিচ, উক্ত মহান্ আত্মায় দ্বিত্ব ও একত্ব উভয়ই উক্ত প্রকারে বিদ্যমান। পরন্তু বিবেচ্য এই যে, যদি দ্বিতীয় থাকে, তবে একত্ব সিদ্ধ হয়। কেননা, দ্বিত্ব একত্ব আতপ ও ছায়ার ন্যায় পরস্পর পরস্পরের সাধক৮২।৮৩। উক্ত নিয়মের ফল এই যে, যখন দ্বিত্ব নাই তখন একত্বও নাই। অপিচ, একত্বের অসিদ্ধিতে উভয়ের অসিদ্ধতা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ। যাহা তত্ত্ব তাহা দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয় ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত। যাহা উক্ত উভয় ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইয়াও উক্ত উভয় ধর্ম্মীর ন্যায় অবস্থিত আছে, তাহা তদবভাসিত দ্বৈতাদ্বৈত হইতে অপৃথক্। যেমন দ্রবত্ব জল হইতে অপৃথক্, সেইরূপ৮৪।৮৫। (উঃ ৫৫) যেমন বীজের মধ্যে বৃক্ষের অবস্থিতি, তেমনি, ব্রহ্মের অন্তরে (একাংশে) ত্রিজগতের অবস্থিতি৮৬। বলয় যেভাবে স্বর্ণ হইতে পৃথক্, দ্বৈতও সেই ভাবে অদ্বৈত হইতে পৃথক্। তত্ত্ববোধ উদিত হইলে দ্বৈতভাব সৎ বলিয়া অনুভূত হয় না৮৭। বস্তুতঃ, যেমন দ্রবতা সলিল হইতে, স্পন্দন বায়ু হইতে ও শূন্য ব্যোম হইতে পৃথক্ নহে, তেমনি, দ্বৈতও অদ্বয় ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে৮৮। ইহা দ্বৈত ইহা অদ্বৈত এতদ্রূপ জ্ঞান দুঃখের প্রকৃত কারণ। যাহা উভয়ভাববর্জ্জিত সুতরাং কেবল সত্তা, শাস্ত্রকারেরা তাহাকেই পরম বলেন৮৯। উক্ত পরম ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই তিন কালের কোনও কালে অনবস্থিত নহেন। তাদৃশ সর্ব্বসাক্ষি-চিদাত্মারূপ পরমাণুতে দ্রষ্টা, দর্শন, ও দৃশ্য, সমস্তই কল্পিত জানিবে। যেমন,

পবনাঙ্গে স্পন্দন, তেমনি, এই জগৎরূপ অণু (ক্ষুদ্র পদার্থ) পরমাত্মাণুর অঙ্গে (একাংশে) বিস্তৃত এবং উপসংহৃত হইতেছে৯০-৯১। (উঃ ৫৬) অহো! মায়া কি ভীষণা শক্তি! মায়ার কি আশ্চর্য্য শক্তি! পরমাণুর (সূক্ষ্ম চৈতন্যের) অন্তরে ত্রিজগৎ, ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে৯২। অহো! আশ্চর্য্য! বাস্তব সত্তা না থাকিলেও চিৎপরমাণুতে জগতের অবস্থান। অথবা অসম্ভব নহে। মায়ার দ্বারা সমস্তই সুসম্ভব হয়। ত্রিজগৎ কি? ত্রিজগৎ এক প্রকার বৃহৎ ভ্রম। এমন কিছুই নাই, যাহা ভ্রমের অপ্রদর্শনীয়। (উঃ ৫৭) যেমন ভাণ্ডস্থ বীজে বৃহৎ বৃক্ষের অবস্থান, তেমনি, চিদণুর অন্তরে জগতের অবস্থান৯৩-৯৪। বৃক্ষ যেমন বীজকোটরে শাখা, পল্লব, ফল ও পুষ্প সহ বৃক্ষে অবস্থিতি করে, তদ্রূপ, চিদণুর উদরে জগৎ অবস্থিতি করিতেছে৯৫। সেই জন্য তাহা কেবল যোগীদিগেরই দৃষ্টিগোচর হয়। বৃক্ষ আপনার পত্র পুষ্পাদি সমন্বিত বপুঃ পরিত্যাগ না করিয়া বীজমধ্যে অবস্থিত করে, জগৎও আপনার দ্বৈতাদ্বৈতরূপ অপরিত্যাগে চিৎপরমাণুর অন্তরে অবস্থিতি করে৯৬। (উঃ ৫৮) চিৎপরমাণুর অন্তরস্থিত দ্বৈতরূপ জগৎকে যিনি অদ্বৈতরূপে দেখেন, তিনিই যথার্থ দেখেন৯৭। বস্তুতঃ দ্বৈত বা অদ্বৈত দুএর কিছুই তত্ত্ব নহে। ইহা জাতও নহে, অজাতও নহে৯৮। ইহার বিদ্যমানতাও নাই, অবিদ্যমানতাও নাই। ইহা প্রশান্তও নহে, ক্ষুব্ধও নহে। আকাশ ও বায়ু প্রভৃতি জগৎ চিদণুর অন্তরে বিদ্যমান নাই৯৯। একমাত্র শুভ চিৎই বিদ্যমান আছে, আর সব তুচ্ছ অর্থাৎ নাই। সর্ব্বাত্মিকা চিৎ যখন যেখানে যেরূপ সৃষ্টিপ্রভার দ্বারা সমুদিতা হন, তখন সেস্থানে তিনি সেই রূপেই ব্যবহার প্রাপ্ত হন১০০। এই পরমাত্মারূপ পরমাণু অনুদিতস্বভাব হইয়াও প্রতিভাসক্রমে (মায়িক প্রচ্ছাদনে বা প্রতিবিম্বনে) সৃষ্টিস্বরূপে উদিত হইয়া থাকেন। ইনি প্রপঞ্চরহিত ও একাত্মা হইয়াও সর্ব্বাত্মকস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। সেই পরম তত্ত্বই এই জগৎ রূপে সমুদিত হইয়া জন্মমরণাদির বশীভূত হইতেছেন। হে নিশাচরপুত্রি! সেই পরম তত্ত্ব এই জগৎভঙ্গীতে প্রকটিত। সে তত্ত্ব ত্যাগাত্যাগরূপী। অসঙ্গস্বভাব বলিয়া সর্ব্ব-

ত্যাগী এবং সর্ব্বগত বলিয়া সর্ব্ব অত্যাগী। সে তত্ত্ব স্বভাবতঃ নির্ব্বিকার১০১-১০৩। পরমাণুর নিকট মৃণালতন্তু মহামেরু। কেননা, মৃণাল তন্তু দেখা যায়, পরমাণু দেখা যায় না। সুতরাং সেভাবে তাহা মহামেরু। আবার আত্মার নিকট পরমাণু মহামেরু। কেননা, পরমাণু দৃষ্টির অগোচর থাকিলেও বুদ্ধিগম্য কিন্তু পরমাত্মা সেরূপ নহেন। পরমাণু অপেক্ষা সুদুর্লক্ষ্য পরমাত্মারূপ পরমাণু মধ্যে শত শত মেরু মন্দরাদি ভূধর অবস্থিত রহিয়াছে১০৪।১০৫।

হে রাক্ষসি! একমাত্র সেই শ্রেষ্ঠ পরমাণুই সর্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন, এবং তৎকর্ত্তৃক এই জগৎ বিস্তৃত, বিরচিত, কৃত ও তাহা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। এই বিরচিত বিশ্বপ্রপঞ্চ আকাশে গন্ধর্ব্ব-নগরের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। ইহা বিবিধ বিচিত্র হইলেও শূন্য ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সচ্চিদানন্দ সুন্দর দ্বৈতহীন ক্ষুদ্র জগৎ উক্ত প্রকারে পরমার্থপিণ্ডরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে১০৬.১০৭।

একাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ

—·*·—

বশিষ্ঠ বলিলেন, নিশাচরী কর্কটী কিরাতরাজ সকাশে আপন প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়া ব্রহ্মপদপ্রচ্যুতিকারক সংসার-চাপল্য পরিত্যাগ করিল১। এবং সন্তাপশূন্যা হইয়া যেমন বর্ষাগমে ময়ূর ও কৌমুদীসমাগমে কুমুদ্বতী অন্তঃশীতলতা প্রাপ্ত হয় সেইরূপ অন্তঃশীতলতা ও পরম বিশ্রান্তি পদ লাভ করিল২। যেমন মেঘরব শ্রবণে বকীর আনন্দোদয় হয়, রাজার তদ্বিধ বচনপরম্পরা শ্রবণে নিশাচরীর সেইরূপ আনন্দোদয় হইল৩। তখন সে কহিল, হে ধীরদ্বয়! এখন বুঝিলাম, আপনাদিগের বুদ্ধি অতি পবিত্র ও সারসম্পন্ন জ্ঞানার্কে উদ্ভাসিত৪। যেমন নির্ম্মল শশিমণ্ডল হইতে শুভ্র সুশীতল জ্যোৎস্না প্রসৃত হয়, সেইরূপ, ভবদীয় বিশুদ্ধ বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে বিবেকামৃত প্রসৃত হইয়া আমাকে সুশীতল করিয়াছে। আমার মনে হইতেছে, ভবাদৃশ বিবেকিগণ পরম পূজ্য ও সেবনীয়। যেহেতু কুমুদ্বতী যেমন চন্দ্রসংসর্গে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, আমি আজ সেইরূপ আপনাদের সংসর্গে পরম প্রফুল্লতা লাভ করিলাম৫।৬। যেমন কুসুম সৎসর্গে সৌরভ লাভ হয়, সেইরূপ, সাধুসংসর্গে শুভ লাভ হইয়া থাকে। যেমন অর্ক সংসর্গে পদ্মিনীর ম্লানতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মহতের সংসর্গে দুঃখ সংযোগের বিনাশ হইয়া থাকে। প্রজ্বলিত দীপ হস্তে থাকিলে কোন্ ব্যক্তি অন্ধকারে অভিভূত হয়৭।৮? আমি আজ জঙ্গল মধ্যে ভূভাস্করসদৃশ আপনাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনারা আমার সৎকারার্হ। সেইজন্য আমার ইচ্ছা—আমি বর প্রদান দ্বারা আপনাদিগের সৎকার করি। অতএব হে নরবরদ্বয়! আপনাদিগের বাঞ্ছিত কি তাহা শীঘ্র বলুন৯।

রাজা বলিলেন, হে রাক্ষসকুলকাননমঞ্জরি! এই জনপদে জনগণ বিসূচিকা পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া সাতিশয় সন্তাপ ভোগ করে। সেই হৃদয়শূলন রোগ ঔষধে শমতা প্রাপ্ত হয় না দেখিয়া আমি রাত্রিচর্য্যায় বহির্গত হইয়াছি। আমাদিগের অভিপ্রায়—ভবদ্বিধ ব্যক্তির নিকট মন্ত্র (মন্ত্রণা) লাভ করি। যাহারা তোমার ন্যায় অজ্ঞলোকবিনাশী, তাহা দিগকে দমন করিব। ইহাও আমাদের অন্যতম বাসনা। হে শুভে! এক্ষণে তোমার নিকট আমাদের প্রার্থনা এই যে, তুমি যেন আর প্রাণিহিংসা না কর। সম্প্রতি আমাদের প্রার্থনা পূরণে অঙ্গীকার করিলে আমরা কৃতকৃতার্থ হই১০-১৪।

রাক্ষসী হৃষ্টা হইয়া বলিল, রাজন্! আমি সত্য বলিতেছি, অদ্য-প্রভৃতি আর প্রাণিহিংসা করিব না১৫।

রাজা বলিলেন, হে ফুল্লপদ্মাক্ষি! পরদেহ ভক্ষণ করাই তোমার একমাত্র জীবিকা। সেজন্য আমার আশঙ্কা—যদি তুমি পরশরীর ভক্ষণ না কর, তাহা হইলে মৎসমীহিত অহিংসা ব্রত গ্রহণ করিলে কিরূপে তোমার দেহরক্ষা হইবে১৬? রাক্ষসী কহিল রাজন্। আমি এই পর্ব্বতে ছয় মাস সমাধিস্থা ছিলাম। সম্প্রতি সমাধি হইতে উত্থিতা হওয়ার আমার ভোজনবাসনা হইয়াছিল। এক্ষণে পুনর্ব্বার পর্ব্বতশিখরে গমন পূর্ব্বক সমাধি গ্রহণ করিয়া যত কাল ইচ্ছা, শালভঞ্জিকার ন্যায় নিশ্চল ভাবে সুখে অবস্থিতি করিব১৭-১৮। আমি স্থির করিতেছি যে, আমি ধ্যানাবলম্বন করতঃ যত দিন ইচ্ছা, দেহ ধারণ করিব, পরে যথা-কালে দেহ পরিত্যাগ করিব। মহারাজ! যত দিন শরীর ধারণ করিব তত দিন আর আমি পরপ্রাণ বিনাশ করিব না। এক্ষণে আমি যাহা বলি, তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর১৯।

উত্তর দিকে হিমবান্ নামে এক উন্নত মহাশৈল অবস্থিত রহিয়াছে। ঐ শৈল জ্যোৎস্নাসদৃশ সুশুভ্র ও পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

আমি সেই মহাশৈলের হেমশৃঙ্গ নামক শৃঙ্গে তত্রস্থ দরীরূপ গৃহে (দরী=পর্ব্বতের গুহা) আয়সী (লৌহসূচী) হইয়া মেঘলেখার ন্যায় বাস করিতাম। আমি রাক্ষসকুলসম্ভূতা এবং আমার নাম কর্কটী২০-২২। একদা আমি জনবিনাশ বাসনায় ব্রহ্মার আরাধনা করিলে, তিনি আমার তপস্যায় বশীভূত হইয়া আমার প্রার্থনানুসারে আমাকে প্রাণঘাতিনী সূচী ও বিসূচী হওয়ার বর প্রদান করিলেন২৩। আমি বর প্রাপ্তা হইয়া বহুবর্ষ পর্য্যন্ত বিসূচিকারূপে অসংখ্য প্রাণী ভক্ষণ করিয়াছি। পরন্তু আমি তাঁহারই নিয়মানুসারে তৎপ্রকাশিত মহামন্ত্রের বশবর্ত্তিনী হওয়ায় গুণবান্ ব্যক্তিকে হিংসা করিতে সমর্থ হই না২৪-২৫। হে রাজন্! আপনি সেই মহামন্ত্র গ্রহণ করুন। তাহাতে সর্ব্বপ্রকার হৃদয়শূলন উপশান্ত হইবে। পূর্ব্বে আমি জনগণের হৃদয় আক্রমণ করতঃ শোণিত শোষণ করিলে তাহাদের নাড়ী সকল বিকল (রক্তশূন্য) হইয়া যাইত। আমি রক্ত মাংস ভক্ষণ করিয়া যে সমস্ত জনগণকে পরিত্যাগ করিতাম সেই সুদুর্ব্বলনাড়ী ব্যক্তি হইতে যাহরা জন্ম গ্রহণ করিত, তাহারাও তদনুরূপ বিকলনাড়ী (রক্তশূন্য) হইত। পরিষ্কার কথা এই যে, মদীয় আক্রমণ সাংঘতিক। পরন্তু যদি দৈবাৎ মদীয় আক্রমণ হইতে মুক্তি পাইত তাহা হইলে তাহাদের সন্তানপরম্পরা রুগ্ণ ভুগ্ন বিকলেন্দ্রিয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিত২৬-২৮।

হে রাজন্! সত্ত্বশালী জনগণের অসাধ্য কিছুই নাই। অতএব, আপনি সেই বিসূচিকা মন্ত্র অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন। হে নরপতে! নাড়ীকোশস্থিত শূলের পরিশান্তির নিমিত্ত ভগবান্ ব্রহ্মা যে মন্ত্র কহিয়াছিলেন, আপনি শীঘ্র তাহা গ্রহণ করুন। হে ভূমিপাল! আসুন, আমরা নদীতীরে গমন করি; কৃতাচমন ও সংযত হই, পরে আপনি আমার নিকট সেই মহামন্ত্র গ্রহণ করুন২৯-৩১।

বশিষ্ঠ বলিলেন, সেই রাত্রে সেই রাক্ষসী সেই মন্ত্রী ও ভূপতির সহিত মিলিত হইয়া পরস্পর সুহৃদ্ভাবে নদীতীরে গমন করিল৩২।

রাজা ও মন্ত্রী রাক্ষসীর সৌহৃদ্য অবগত হইয়া তাহার শিষ্য হইলেন৩৩। পরে রাক্ষসী ব্রহ্মার নিকট প্রাপ্ত সেই বিসূচিকামন্ত্র তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন। অনন্তর নিশাচরী সুহৃদ্ভাবাপন্ন রাজাকে ও রাজমন্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া গমনোদ্যতা হইলে, রাজা তাহাকে কহিলেন, হে মহাদেহশালিনি! আপনি আমাদিগের গুরু ও বয়স্যা। অতএব, হে সুন্দরি! আমরা প্রযত্নসহকারে আপনাকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিতেছি; আপনি কদাচ আমাদিগের প্রণয় মিথ্যা করিবেন না। আমরা জানি, সুজনের সৌহার্দ্দ, দর্শন মাত্রেই পরিবর্দ্ধিত হয়। তাই আমাদের প্রার্থনা—আপনি স্বীয় শরীরকে অল্পমাত্র অলঙ্কারাদি দ্বারা সুশোভিত করিয়া আমার গৃহে আগমন পূর্ব্বক যথাসুখে অবস্থিতি করুন৩৪-৩৮।

রাক্ষসী বলিল, রাজন্! আমি মানবী রূপ ধারণ করিলে আপনি আমাকে মনুষ্যোচিত ভোজন পানাদি দানে সমর্থ হইবেন। যদি রাক্ষসী মূর্ত্তিতে থাকি, তাহা হইলে কি দিয়া আমার তৃপ্তিসাধন করিবেন? রাক্ষসদিগের ভক্ষ্য বস্তু আমার তৃপ্তিজনক হইতে পারিবে, পরন্তু সামান্য জনগণের খাদ্যে আমার তৃপ্তিসাধন হইবে না। কেননা, যাবৎ দেহ, তাবৎ পূর্ব্বসিদ্ধ স্বভাব নিবৃত্ত হয় না৩৯।৪০।

রাজা বলিলেন, হে অনিন্দিতে! তুমি কিছুদিন মানব স্ত্রীরূপ ধারণ করতঃ মাল্যধারিণী হইয়া ইচ্ছানুসারে আমার গৃহে বাস কর। পরে শত শত পাপাচারপরায়ণ চৌর ও অন্যান্য বধার্হ ব্যক্তি রাজ্য হইতে আনয়ন পূর্ব্বক তোমাকে সুভোজন প্রদান করিব। তুমি তখন মানবীরূপ পরিত্যাগ ও রাক্ষসীরূপ গ্রহণ পূর্ব্বক সেই সমস্ত গ্রহণ করতঃ হিমালয়শৃঙ্গে গমন করিয়া যথাসুখে ভক্ষণ করিবে। যাহারা মহাভোজী, নির্জনে ভোজন করা তাহাদের সুখের হেতু। ঐরূপে, তৃপ্তিলাভ করিয়া কিঞ্চিৎ কাল নিদ্রাসুখ অনুভব করিবে। পরে পুনর্ব্বার সমাধিস্থা হইবে। সমাধি হইতে বিরতা হইয়া পুনর্ব্বার আগমন পূর্ব্বক অন্যান্য

বধ্য জনগণ লইয়া যাইবে। এরূপ হিংসা তোমার অধর্ম্মজনক হইবে না। ধর্ম্মবিৎগণের নির্ণয়—ধর্ম্মানুসারে হিংসা করুণার সদৃশ। ভদ্রে! ভরসা করি, তুমি সমাধিবিরতা হইলে অবশ্যই আমার নিকট আগমন করিবে। আমরা জানি—অসৎদিগেরও বদ্ধমূল সৌহৃদ্য নিবৃত্ত হয় না৪১-৪৭।

রাক্ষসী কহিল, রাজন্! আপনি উপযুক্ত বাক্য বলিয়াছেন। অবশ্যই আমি আপনার বাক্য প্রতিপালন করিব। কোন্ ব্যক্তি সুহৃদ্-বাক্য অবহেলন করে৪৮?

বশিষ্ঠ বলিলেন, অতঃপর সেই রজনীতে রাক্ষসী হার, কেয়ূর, কটক ও স্রগ্দাম ধারিণী বিলাসপরায়ণা রমণী হইয়া "মহারাজ! আগমন করুন।" এই বাক্য কহিয়া সেই গমনশীল ভূপতির ও মন্ত্রীর অনুগামিনী হইল৪৯।৫০। পরে রাজসদন প্রাপ্ত হইয়া এক রমণীয় গৃহে গমন করতঃ তাহারা পরস্পর কথোপকথন দ্বারা সেই রজনী অতিবাহিত করিল। পরে রাক্ষসী প্রভাতকালাবধি স্ত্রীরূপে অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিতে লাগিল এবং রাজা ও মন্ত্রী ইঁহারা জনপালন ও বধ্য বধ প্রভৃতি স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন৫১।৫২।

অনন্তর ছয় দিবসের মধ্যে রাজা স্বরাজ্য ও পররাজ্য হইতে তিন সহস্র বধ্য সংগ্রহ করিয়া রাক্ষসীকে প্রদান করিলেন। তখন সে নিশাকালে কৃষ্ণবর্ণা ভীষণা রাক্ষসী হইয়া রাজার অনুমতিক্রমে দরিদ্রলব্ধ হেমের ন্যায় সেই তিন সহস্র লোককে ভুজমণ্ডলে গ্রহণ পূর্ব্বক হিমাচলশৃঙ্গে গমন করিল৫৩-৫৬। পরে সেই সমস্ত লোক ভক্ষণ পূর্ব্বক তৃপ্তি লাভ করতঃ দিনত্রয় সুখে নিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া পুনর্ব্বার সমাধিস্থা হইল। রাক্ষসী সেই প্রকারে চারি বা পাঁচ বৎসর অন্তর প্রবুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার সেই রাজসভায় গমন পূর্ব্বক বিশ্রম্ভালাপ দ্বারা কিঞ্চিৎকাল অতিবাহিত করিয়া পুনর্বার বধ্য গ্রহণ করতঃ পূর্ব্ববৎ ভক্ষণ করিত৫৭-৫৯।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! অদ্যাপি সেই রাক্ষসী জীবন্মুক্ত হইয়া সেই গিরিস্থিত অরণ্যে ধ্যানপরায়ণা হইয়া অবস্থিতি করে এবং সমাধি হইতে উত্থিত হইয়া সৌহৃদ্য বশতঃ সেই কিরাতরাজসমীপে আগমন পূর্ব্বক বধ্য সংগ্রহ করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে৬০।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্র্যশীতিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, তদবধি সেই কিরাতরাজ্যে যে সমস্ত ভূপাল জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের সহিত সেই রাক্ষসীর মিত্রতা জন্মিয়া থাকে১। রাক্ষসী তদবধি সেই কিরাতরাজ্যের পিশাচভয় প্রভৃতি সর্বপ্রকার মহোৎপাত ও সর্বপ্রকার রোগ নিবারণ করে২। রাক্ষসী বহুবর্ষ পর্য্যন্ত ধ্যাননিরতা থাকে, ধ্যানভঙ্গের পর কিরাতমণ্ডলে গমনপূর্ব্বক রাজ-সঞ্চিত বধ্যদিগকে গ্রহণ করে৩। অদ্যাপি তত্রত্য মহীপালগণ সুহৃদের সম্মান রক্ষার্থ বধ্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন৪। সেই রাক্ষসী কিরাত-জনপদে "কন্দরা" ও "মঙ্গলা' এই দুই নামে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া তত্রত্য গগনস্পর্শী প্রাসাদোদরে অবস্থিত রহিয়াছেন। তদবধি তথায় যিনি ভূপালপদে অধিরূঢ় হন, ভগবতী কন্দরার প্রতিমা নষ্ট হইলে তিনি অন্যপ্রতিমা নির্ম্মাণ করতঃ পুনঃ প্রতিষ্ঠাপিত করেন৫-৭। যে নৃপাধম ভগবতী কন্দরাদেবীর প্রতিষ্ঠা না করে, কন্দরা তাহার সমস্ত প্রজা বিনষ্ট করেন৮। তাঁহার পূজা করিলে জনগণের বাসনা পূর্ণ হয় এবং তাঁহার পূজা না করিলে কাহার কোন প্রকার বাসনা পূর্ণ হয় না। অধিক কি বলিব, সেই ব্যক্তি বহুবিধ অনর্থপরম্পরার ভাজন হয়৯। সেই দেবী বধ্যলোকোপহারদ্বারা পূজিত হইয়া থাকেন। অদ্যাপি তথায় তাঁহার ফলদায়িনী চিত্রস্থা প্রতিমা বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি সর্ব্বপ্রকারে বালবৎসগণের মঙ্গল বিধান করেন এবং পরমবোধবতী সেই রাক্ষসী কিরাতমণ্ডলের দেবতা হইয়া জয়যুক্তা হইতেছেন১০।১১।

ত্র্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুরশীতিতম সর্গ

---*---

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! আমি হিমপর্ব্বতস্থিতা কর্কটী রাক্ষসীর মনোহর উপ্যাখ্যান তোমার নিকট আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম১। রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! হিমালয়গহ্বর-স্থিতা রাক্ষসী কিরূপে কৃষ্ণ-বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইল? এবং তাহার কর্কটী নাম হইবারই বা কারণ কি? আমার নিকট তাহা বর্ণনা করুন২।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাক্ষসদিগের কুল (বংশ) অসংখ্য। তাহারা স্বভা-বতঃ কেহ শুক্ল, কেহ কৃষ্ণ, কেহ হরিত এবং কেহবা উজ্জ্বল বর্ণ৩। এই রাক্ষসীর কৃষ্ণবর্ণতা কুলানুরূপ এবং কর্কটপ্রণিসদৃশ কর্কট নামক রাক্ষস হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া কর্কটী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল৪। ইহারও আকৃতি কর্কটের সদৃশ (কাঁকড়ার ন্যায় দীর্ঘ হস্তপদাদি) ছিল। রাঘব! আমি বিশ্বরূপ (ব্রহ্ম) নিরূপণোদ্দেশে ও অধ্যাত্মকথা প্রসঙ্গে কর্কটীর প্রশ্ন স্মরণ করতঃ সেই পরমার্থনিরূপিকা আখ্যায়িকা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম৫।

এই আদ্যন্তরহিত অসম্পন্ন জগৎ সেই একমাত্র পরম কারণ হইতে সম্পন্নবৎ প্রকাশ পাইতেছে৬। যদ্রূপ বারিমধ্যে অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান অসংখ্য তরঙ্গ অবস্থিতি করে সেইরূপ এই সৃষ্টিপরম্পরাও সেই পরম পদে অবস্থিত রহিয়াছে৭। যেমন কাষ্ঠমধ্যগত বহ্নি অপ্র-জ্বলিত অবস্থাতেও মর্কটাদির শীত নিবারণ করে, তেমনি, ব্রহ্ম, নানা কর্ত্তার ন্যায় হইয়া নানাপ্রকার জগৎ সৃষ্টি করেন অথচ তাঁহার স্বাভাবিক সৌম্যতা পরিত্যাগ হয় না৮।৯। যেমন কাষ্ঠে বৃথা শালভঞ্জিকা

(প্রতিমা) বুদ্ধি উদিত হয়, তেমনি, এই জগৎ, সৃষ্ট না হইলেও সৃষ্টরূপে অনুভূত হয়১০। অঙ্কুর ও বীজ অভিন্ন অর্থাৎ একই বস্তু, অথচ তদ্দ্বয় মনোমধ্যে ভিন্ন প্রকারে সমুদিত হয়। সেইরূপ চিত্ত ও চেত্য (চিত্তের জগৎ দর্শন শক্তি) অভিন্ন বা এক, অথচ তদ্দ্বয় ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়১১-১২। ভেদ অবিচারমূলক। সুতরাং তাহা বাস্তব নহে। ভেদের অবাস্তবতা এইজন্য বলা যায় যে, সদ্বিচার উদিত হইলে তখন আর ভেদ থাকে না১৩। হে রঘুনাথ! এ ভ্রান্তি যেস্থানে হইতে আসিয়াছে, সেই স্থানেই গমন করুক। অথবা তুমি প্রকৃষ্টরূপে ব্রহ্ম অবগত হইয়া এই ভ্রান্তি পরিত্যাগ কর১৪। মদীয় বাক্যরূপ অস্ত্রদ্বারা তোমার ভ্রান্তিগ্রন্থি ছিন্ন হইলে, তুমি অভেদ বুদ্ধির দ্বারা সেই পরম বস্তু অবগত হইতে পারিবে। অবশ্যই তুমি মদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া এই চিৎসমুৎপন্ন অনর্থশ্রী ও ইহার মূল কারণ অবিদ্যা বিনষ্ট করিতে পারিবে। তুমি আমার বাক্যাবলম্বনে প্রবুদ্ধ হইলে "জগৎ ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন, সুতরাং সমস্তই ব্রহ্ম" এই সম্যক্ বোধ প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই১৫-১৭।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! ভিন্নরূপে পরিদৃশ্যমান এই পাঞ্চভৌতিক জগৎ কি প্রকারে সেই পরম পদ হইতে অভিন্ন? বশিষ্ঠ বলিলেন, অভিন্নতাই বাস্তব; ভিন্নতা কাল্পনিক। কেবল উপদেশের নিমিত্তই অর্থাৎ শিষ্যদিগকে বুঝাইবার নিমিত্তই ভেদবোধক শব্দরাশি সৃষ্ট হইয়াছে। অতএব, পরমাত্মার সহিত জগতের যে ভেদ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা ব্যবহারিক মাত্র। বাস্তবিক নহে। যেমন বালকের উপদেশ উদ্দেশে উপদেশকগণ বেতালাদির কল্পনা করেন, সেইরূপ১৮-২০। ফলতঃ যাহাতে দ্বিত্ব বা একত্ব কিছুই নাই, তাহাতে সঙ্কল্প বিকল্পের সম্ভাবনা কি? অজ্ঞানীরাই ভেদ জ্ঞান বহন করতঃ বহুবিধ বিবাদ করে। কারণ-কার্য্য, স্বত্ব-স্বামিত্ব, হেতু-হেতুমান্, অবয়ব-অবয়বী, ব্যতিরেক-অব্যতিরেক, পরিণাম-অপরিণাম, বিদ্যা-অবিদ্যা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি ইত্যাদি যে কিছু ভেদ ব্যব-

হার সমস্তই অজ্ঞদিগের মিথ্যাময়ী কল্পনা ও অনভিজ্ঞবোধার্থ অনুবাদ। যাহা বস্তু তাহাতে কোনও প্রকার ভেদ নাই। তাহা এক অখণ্ড অদ্বৈত। তত্ত্বজ্ঞান হইলে অদ্বৈতই অবশেষিত হয়২১-২৫। রাম! যখন তোমার তত্ত্ববোধ উদিত হইবে তখন তুমি বুঝিবে যে, আদ্যন্তবর্জ্জিত, বিভাগ-রহিত এবং এক অখণ্ডিত পরমাত্মাই সর্ব্বময় এবং তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই২৬। হে রঘুনাথ! যাহারা বুদ্ধ নহে, তাহারাই আপন আপন বিকল্প জ্ঞানের (শব্দশ্রবণজনিত মিথ্যা ভেদজ্ঞানের) প্রশ্রয়ে ঐরূপ ঐরূপ বিবাদ করে পরন্তু যাহারা বুদ্ধ, বোধপ্রাপ্ত, তাহাদের দ্বিধাভাব থাকে না, অস্তমিত হইয়া যায়। দ্বৈত মিথ্যা হইলেও তাহা ব্যবহারদশায় অর্থাৎ তত্ত্ববোধের পূর্ব্বে প্রয়োজনীয় অর্থাৎ উপদেশের নিমিত্ত গৃহীত হয়। যেমন মিথ্যা রজ্জুসর্প দর্শনে সত্য ভয়কম্পাদি ফল উদ্ভূত হয়, তেমনি, মিথ্যা দ্বৈতের অনুবাদ করিয়া উপদেষ্টৃগণ সত্য ব্রহ্ম বুঝাইয়া থাকেন। ব্যবহারসিদ্ধ দ্বৈত অবলম্বন না করিলে অদ্বৈত বুঝান যায় না। যাহার শব্দশক্তির গ্রহ (জ্ঞান) নাই অর্থাৎ অমুক শব্দ অমুক বস্তুর বাচক, অমুক বস্তু অমুক শব্দের বাচ্য, ইত্যাদিবিধ বোধ নাই, সে ব্যক্তিকে কোন কিছু বুঝান যায় না। সেইজন্য ব্যবহার সিদ্ধ দ্বৈত গ্রহণীয় হয়। নচেৎ বিচার দৃষ্টির অগ্রে দ্বৈতের অবস্থান অসিদ্ধ২৭-২৮। অতএব, হে রাঘব! তুমি শব্দজনিত ভেদ অনাদর করিয়া, মিথ্যা বিবেচনা করিয়া, বুদ্ধিকে মহাবাক্যার্থে নিমগ্ন করতঃ অর্থাৎ চিত্তকে এক অখণ্ডাদ্বৈতাকার করিয়া, আমার বাক্য সকল শ্রবণ করিবে। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, এই জগৎ এক অখণ্ড মৌন অর্থাৎ অদ্বৈত অবশেষিত হইয়াছে২৯। এই জগৎ গন্ধর্ব্বপুর পত্তনের ন্যায় ভ্রান্তিমাত্র। হে অনঘ! যে প্রকারে এই জগদ্রূপিণী মায়া বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা আমি দৃষ্টান্ত সহ তোমার নিকট কীর্ত্তন করি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। শ্রবণের দ্বারা ইহার ভ্রান্তিময়তা অবধারণ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই তোমার বাসনারাশি বিনষ্ট হইবে৩০-৩২। এই ত্রিজগৎ মনের মনন (কল্পনা) দ্বারা

নির্ম্মিত। ইহা পরিত্যাগ করিতে পারিলে তুমি শান্তাত্মা হইবে ও আপনি আপনাতেই থাকিবে৩৩। রাম! নানারূপ ব্যাধির চিকিৎসার্থ মদীয় বাক্যে মনঃসংযোগ করিবে ও বিবেকরূপ ঔষধের প্রতি যত্নবান্ হইবে৩৪। তুমি বক্ষ্যমাণ আখ্যায়িকা শ্রবণ করতঃ তদনুসারে অবস্থিত হইতে পারিলে, জানিতে পারিবে, সংসারে একমাত্র চিত্তই প্রকাশমান আছে; তদ্ব্যতীত অন্য কিছু নাই। এমন কি, শরীরাদিও নাই। বস্তুতঃ রাগদ্বেষদূষিত চিত্তই সংসার; তাহা হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইতে পারিলে সংসারমুক্ত হওয়া যায়৩৫-৩৬। চিত্তই সাধ্য, পালনীয়, বিচারণীয়, আহরণীয়, ব্যবহরণীয়, সঞ্চারণীয় ও ধারণীয়। * আকাশসদৃশ (অশরীরী) চিত্ত স্বীয় অন্তরে ত্রিজগৎ (দৃশ্যজাল) ধারণ করিতেছে। চিত্তই অহন্তাবরূপে দেহাদিতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে৩৭।৩৮। যাহা চিত্তের চিদ্ভাগ (চৈতন্যভাগ) তাহাই সর্ব্বপ্রকার কল্পনার বা কল্পনা শক্তির বীজ। যাহা জড়ভাগ তাহাই ভ্রমাত্মক জগৎ৩৯। সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সমস্ত যখন অবিদ্যমান বা অস্পষ্ট ছিল তখন ব্রহ্মা এ সকল স্বপ্নের ন্যায় দেখিয়াও দেখিতেন না। পরে তিনি কালে সংবিদ্দ্বারা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, জড়সংবিদ্দ্বারা (জড়ভাবের বুদ্ধি) শৈলাদি ও সূক্ষ্মসংবিদ্দ্বারা লিঙ্গসমষ্টিরূপাত্মক সূক্ষ্ম হিরণ্য-গর্ভ, এই ত্রিবিধ দেহ অনুভব করেন৪০।৪১। অথচ উক্ত দেহত্রয় শূন্যস্বরূপ; সুতরাং বাস্তব নহে। সেই মনোময় আত্মবপু সর্ব্বগামী সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। চিত্তরূপ বালক অবোধতা প্রযুক্তই জগৎকে যক্ষস্বরূপে (অপূর্ব্ব-

---

* যাহা সিদ্ধ হয় নাই, তাহা সাধনপ্রয়োগে সাধ্য হয়। যাহা সিদ্ধ হইয়াছে তাহা পালনীয় অর্থাৎ রক্ষণীয় হয়। অসিদ্ধ সাধনের নানা পথ বা নানা উপায় থাকিলে কোন্ উপায় সুগম? তাহা বিবেচনা করার নাম বিচার। যাহা তদ্যোগ্য তাহা বিচারণীয়। দেশান্তরে বা সময়ান্তরে সিদ্ধ আছে, কিন্তু তাহা নিকটে বা বর্ত্তমানে অসিদ্ধ আছে, সেরূপ হইলে উপায় প্রয়োগে নিকটস্থ ও বর্ত্তমান করা হইলে তাহা আহরণ নাম প্রাপ্ত হয়। আয়ত্তাধীন বস্তুকে যথেচ্ছ বিনিয়োগ করার নাম ব্যবহার। তদ্যোগ্য করার নাম ব্যবহরণীয়। ব্যবহার্য্য বস্তুর মধ্যে অশ্বাদি সঞ্চারণীয় এবং ভূষণাদি স্থাবর বস্তু ধারণীয়। এই কয়েকটী সংজ্ঞায় জগতের সর্ব্বপ্রকার পদার্থ নিবিষ্ট আছে।

বস্তু) অবলোকন করিতেছে। আবার প্রবুদ্ধ হইলে ইহাকে নিরাময় আত্মা-রূপে দর্শন করিবে। আত্মা যে প্রকারে দ্বিত্ব ও ভ্রমদায়ক রূপে দৃষ্ট হন, আমি বক্ষ্যমাণ বাক্যাবলির দ্বারা তোমার নিকট তাহা ব্যক্ত করি, তুমি প্রণিহিত হও৪২-৪৪। আমি যুক্তি সমবেত মধুর পদপদার্থ যুক্ত, ঐন্দবোপাখ্যান কীর্ত্তন করিব, তুমি তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিবে। সে উপাখ্যান শ্রবণ করিলে শ্রোতার হৃদয় সুশীতল হয়। হে অনঘ! এক মাত্র স্বাত্মভ্রান্তিই আপনাকে জগৎ স্বরূপে বিস্তৃত করিয়াছে। যেরূপে জগন্মায়া বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর৪৫-৪৭।

চতুরশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ।

—-*—

ঐন্দবোপাখ্যান

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে অনঘ ! পূর্ব্বে আমি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে এই জগৎ সম্বন্ধীয় কথা যাহা বলিয়াছিলেন, তৎসমুদায় আমি তোমার নিকট বর্ণন করি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে আমি একদা পিতামহ ব্রহ্মাকে “ভগবন্ ! এই সমুদায় দৃশ্য কি প্রকারে সমুৎপন্ন হইয়াছে” এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমার নিকট এক বৃহৎ ঐন্দবোপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন১-৩।

ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস ! যেমন জলাশয়ের জল বিচিত্র আবর্ত্তাকারে প্রস্ফুরিত হয়, তেমনি, একমাত্র জগৎশক্তিসম্পন্ন মনই দৃশ্য জগদ্রূপে প্রস্ফুরিত হইতেছে৪। পূর্ব্বকালে আমি কোন এক কল্পের আদিতে প্রবুদ্ধ হইয়া জগৎ স্বষ্টির অভিলাষ করিলে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর৫।

একদা আমি দিবাবসানে নিখিল সৃষ্টি পরম্পরা সংহার করিয়া স্বস্থ ও একাগ্রচিত্ত হইয়া যামিনী যাপন করিলাম৬। * অনন্তর নিশাবসানে প্রবুদ্ধ হইয়া যথাবিধি সন্ধ্যাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করতঃ প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত বিস্তৃত নভোমণ্ডলে নয়নদ্বয় সংযোজিত করিলাম৭। দেখিলাম, কেবল মাত্র অসীম আকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে। তাহাতে আলোক ও অন্ধকার দুএর কিছুই নাই। অনন্তর

---

* ব্রহ্মার দিনে সৃষ্টি এবং রাত্রিতে মহাপ্রলয়। তাঁহার এক দিকে আমাদের এক কল্প। কল্পের আদি ও সৃষ্ট্যারম্ভ সমান কথা। এস্থলে আকাশ ও নভোমণ্ডল প্রভৃতি শব্দের অর্থ মায়াশক্তি।

আমি মনে করিলাম, এই গগনে আমি সৃষ্টি অনুসন্ধান করিব। পরে ঐরূপ দৃঢ় সংকল্প করিয়া আমি একাগ্র চিত্তে স্রষ্টব্য বস্তু সকল পর্য্যালোচনা বা অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে আমি মনের দ্বারা সেই বিস্তৃত অব্যক্তাকাশে পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টি অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পাইলাম। সে সকল ব্যাঘাত রহিত অর্থাৎ বিশেষ সুশৃঙ্খল, ও মহারম্ভযুক্ত৮-১০। আরও দেখিলাম, সেই ব্রহ্মাণ্ডে দশ ব্রহ্মা অবস্থান করিতেছেন। তাহারা সকলেই অবিকল আমার ন্যায় এবং সকলেই আমার ন্যায় পদ্মকোষনিবাসী ও রাজহংস সমারূঢ়১১। সে সকল সৃষ্টি (ব্রহ্মাণ্ড) বিষ্ণু প্রভৃতির দ্বারা পালনাদি ব্যবস্থায় নিরর্গল অর্থাৎ নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহিত হইতেছে। সে সকল ব্রহ্মাণ্ডেও স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ; অণ্ডজ ও জরায়ুজ, এই চতুর্ব্বিধ প্রাণী, ও বর্ষণকারী মেঘ রহিয়াছে এবং সে সমস্তই অনাবৃষ্ট্যাদিদোষরহিত। সে সকল ব্রহ্মাণ্ডেও নদী প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য্য উষ্ণস্পর্শ মরীচিমালা বিস্তার করিতেছে, নভোমণ্ডলে সমীরণ প্রস্ফুরিত হইতেছে১২।১৩। স্বর্গে দেবগণ ও ভূতলে মানবগণ ক্রীড়া করিতেছে, পাতালে দানব ও ভোগিগণ (সর্পগণ) বিচরণ করিতেছে১৪, কালচক্র স্থাপিত রহিয়াছে; শীতগ্রীষ্মাদি ঋতু শীতাতপ প্রদান করিতেছে, কালানুসারে ফল পুষ্পাদি উদ্ভূত হইয়া মহীমণ্ডল বিভূষিত করিতেছে১৫। সর্ব্বত্রই বিহিত ও নিষিদ্ধ আচার প্রতিষ্ঠিত। সর্ব্বত্র তদ্বোধক স্মৃত্যাদি গ্রন্থ, এবং সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় রহিয়াছে। তত্রস্থ প্রাণিগণ ভোগমোক্ষফলার্থী হইয়া তাহা লাভের নিমিত্ত স্বেচ্ছানুসারে কালে কালে প্রযত্ন করিতেছে ও তাহারা স্বর্গ নরকাদিফলভোগও করিতেছে১৬।১৭। সর্ব্বত্রই প্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী সপ্ত লোক, সপ্ত দ্বীপ, সপ্ত সমুদ্র ও অষ্ট কুলাচল প্রস্ফুরিত হইতেছে১৮। তমঃপুঞ্জ কোন স্থানে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, কোন স্থানে স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছে এবং কুঞ্জাদিতে (লতার ঝোপ্‌কে কুঞ্জ বলে) যেন সস্নেহে তেজের সহিত সংমিলিত হইতেছে১৯। তারকা-নিকররূপ-কেশরসম্পন্ন-নীলবর্ণনভোরূপনীলোৎপলে অভ্র-খণ্ডরূপ ভ্রমররাজি পরিভ্রমণ করিতেছে২০। যেমন সুশুভ্র শাল্মলীর তূলা তদীয়

অষ্ঠীলায় (ফলকর্পরে কর্পর=আবরণ ছাল) অবস্থিত থাকে, তেমনি, হিমালয়ের গুহাদি প্রদেশে ঘনীভূত সুশুভ্র নীহার রাশি অবস্থিত রহিয়াছে২১। লোকালেক পর্ব্বত যাহার মেখলা, অর্ণবের ঘোর গর্জ্জন যাহার অলঙ্কার ধ্বনি, তমঃখণ্ড যাহার ইন্দ্রনীলমণিপ্রভা, যিনি অন্তর্গত রত্নরাজি-দ্বারা রত্নসম্পন্ন, ধান্যাদি শস্য সকল যাহার অধরসুধা, প্রাণিগণের বাক্যালাপ যাহার বাক্‌বিলাস, তাদৃশী পৃথিবী দেবী সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডে অন্তঃপুরাঙ্গনার ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছেন২২-২৩। সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডেই সম্বৎসরলক্ষ্মী (শ্রী) শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষীয় রজনীর দ্বারা রঞ্জিত হইয়া উৎপলমালাধারিণীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন২৪। অহো! অন্তরালে অন্তরালে ভিন্ন ভিন্ন লোক সকল সন্নিবিষ্ট থাকায় ব্রহ্মাণ্ডগণ তদালোকে আলোকিত দাড়িম ফলের ন্যায় আরক্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল২৫। ত্রিপ্রবাহা ও ত্রিপথগা গঙ্গানদী জগতের উর্দ্ধ, অধঃ মধ্য এই ত্রিস্থানে বিরাজিত থাকিয়া যজ্ঞোপবীতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন২৬। দিক্‌রূপ লতানিকরে তড়িতরূপ পুষ্পসমন্বিত মেঘরূপ পল্লব সকল বায়ুকর্ত্তৃক বিতাড়িত ও ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে২৭। মদ্‌দৃষ্ট এবম্বিধ জগৎ, যাহাতে সমুদ্র, ভূমি ও আকাশ, এই তিনের সমাবেশ, তাহা গন্ধর্ব্ব-নগরীয় উদ্যানে অবস্থিত লতার অনুরূপ অনুভূত হইল। * ভুবনান্তরালে দেব, অসুর, নর ও উরগগণ উড়ম্বরমধ্যস্থিত মশকের ন্যায় ঘুমঘুম রব করতঃ অবস্থিত রহিয়াছে। অতর্কিত সর্ব্বনাশ প্রতীক্ষাকারী কাল যুগ, কল্প, ক্ষণ, কলা ও কাষ্ঠাদিরূপে নিরন্তর বহমান হইতেছে২৮-৩০।

বৎস! আমি স্বীয় বিশুদ্ধ চিত্তের দ্বারা এই সমস্ত অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। ভাবিলাম, ইহা কি! কি দেখিলাম!

---

* গন্ধর্ব্বনগর=ভ্রমক্রমে আকাশে পরিদৃষ্ট পুর। মেঘবিশেষের সংস্থান অনুসারে আকাশে কখন কখন ক্ষণিক দৃষ্টিবিভ্রম হইয়া থাকে। হঠাৎ বোধ হয়, যেন একটা নগর। তাদৃশ নগর গন্ধর্ব্বনগর। তত্রস্থ উদ্যান, ও তন্মধ্যবর্ত্তী লতা। সমস্তই মিথ্যার বা ভ্রান্তির বিলাস। তাহার ন্যায় বর্ণিত জগৎও ভ্রান্তির বিলাস।

আমি মাংসময় চক্ষুদ্বারা যাহা কখন দেখি নাই সেই মায়িক সৃষ্টি আজ আমি চিত্তাকাশে দর্শন করিলাম! কি আশ্চর্য্য! ৩১-৩২।

পরে আমি আকাশস্থিত সেই সকল জগৎ হইতে এক সূর্য্যকে সমাহ্বান করিলাম। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে দেবদেব! হে ভাস্কর! হে মহাদ্যুতে! আসুন, আপনার মঙ্গল হউক। আমি জানিতে চাহি, তুমি কে? তোমার সম্বন্ধীয় এই জগৎ এবং অন্যান্য জগৎ কাহার দ্বারা সৃষ্ট? হে অনঘ! যদি তুমি অবগত থাক, তাহা হইলে আমার নিকট কীর্ত্তন কর৩৩-৩৫।

তাঁহাকে ঐরূপ কহিলে তিনি আমাকে অবলোকন পূর্ব্বক পরিজ্ঞাত হইলেন। অনন্তর নমস্কার পূর্ব্বক আমাকে উদার বাক্যে পশ্চাদুক্ত কথা বলিলেন। বলিলেন, হে ঈশ্বর! আপনি সমুদার দৃশ্য প্রপঞ্চের কারণ, অথচ আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহা সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয়। যদি জানিয়াও মদুক্তি শ্রবণে আপনার কৌতূহল জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে আমি আমার অচিন্তিত উৎপত্তির বিষয় কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন৩৬-৩৮। হে মহাত্মন্! হে ঈশ্বরাত্মন্! আপনি ইহাই জানুন যে, যাহা নিরন্তরিত জগদ্রচনাশক্তিশালিনী, যাহা কখন কোথাও সৎ ও কখন কোথাও অসৎ বলিয়া প্রতীত হয়, সুতরাং যাহাকে সৎ কি অসৎ নির্দ্দিষ্ট প্রকারে জানা সুকঠিন, অতএব, ব্যামোহ (ভ্রান্তি)-দায়িনী, এবং যাহাতে কাল দেশাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন জগৎসত্তা প্রদর্শনের কৌশল নিহিত আছে, তাহার দ্বারা এই দৃশ্য (অনির্ব্বাচ্য) বিস্তৃত হইয়াছে সত্য; পরন্তু এ সমস্তই মন বা মনের বিলাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে৩৯।

পঞ্চাশীতিতমসর্গ সমাপ্ত।

ষড়শীতিতম সর্গ

—–*—–

অন্তঃপর সূর্য্য বলিলেন, হে মহাদেব! আপনার কল্পনামক পূর্ব্ব-দিবসে (এতৎকল্পের পূর্ব্বকল্পে) জম্বুদ্বীপের এক কোণে কৈলাস নামক যে শৈল আছে তাহার সমতল প্রদেশে স্বর্ণজটনামে প্রসিদ্ধ এক স্থানে আছে। সেই স্থানে আপনার মরীচি প্রভৃতি পুণ্যবান্ তনয়গণ প্রজা (নিজ সন্তান পরম্পরার) নিবাসার্থ উৎকৃষ্ট ও সুখপ্রদ মণ্ডল (বাসযোগ্য ভূমি বা স্থান) কল্পনা করিয়া ছিলেন১-২। সেই মণ্ডলে (বাসভূমে) কশ্যপকুলোদ্ভব ধর্ম্মপরায়ণ বেদবিৎশ্রেষ্ঠ শান্তস্বভাব ইন্দু নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন৩। মহাত্মা ইন্দু সেই সর্ব্বসুখপ্রদ মণ্ডলে (রাজ্যে) বাস করিতেন এবং তাঁহার অপরিজ্ঞাতনামা প্রাণসমা ভার্য্যাও তৎসঙ্গে বাস করিতেন৪। যেমন মরুভূমিতে তৃণের উৎপত্তি হয় না, তেমনি, সেই ভার্য্যাতে তাঁহার সন্তানোৎপন্ন হইল না। শরলতা (তৃণগুচ্ছ) যেমন পত্র-পুষ্প-ফল-বিহীন বলিয়া শোভা প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ, তদীয় ভার্য্যা ঋজু, গৌরী ও বিশুদ্ধচরিত্রা হইলেও অপুত্রতানিবন্ধন শোভা প্রাপ্ত হইল না।

অনন্তর, অপুত্রতা-নিবন্ধন খিন্নমনা সেই বিপ্রদম্পতী তপস্যার্থ কৈলাস ভূধরের কোন এক প্রদেশে অধিরূঢ় হইলেন এবং তথায় জনশূন্য অনাবৃত প্রদেশে গিয়া মহীরুহের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থিতি করতঃ সলিলমাত্র ভক্ষণ করিয়া ঘোরতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা দিবাবসানে কেবলমাত্র এক গণ্ডূষ জল পান করিতেন, অবশিষ্ট কাল বৃক্ষবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক (বৃক্ষবৃত্তি=বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চল নিষ্পন্দ হইয়া

থাকা) তপস্যা করিতেন। যাবৎ ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের অবসান না হইয়াছিল, তাবৎ তাঁহারা তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। অনন্তর ইন্দু যেমন কুমুদের প্রতি প্রসন্ন হন, সেইরূপ, শশিকলাধর মহেশ, সেই আতপ-তাপিত বিপ্রদম্পতীর প্রতি পরিতুষ্ট হইলেন। এবং যে স্থানে তাঁহারা তপস্যা করিতেছিলেন, তন্নিকটস্থ লতাপাদপসমাচ্ছন্নপ্রদেশে সাক্ষাৎ বসন্তের ন্যায় আবির্ভূত হইলেন। তখন বিপ্রদম্পতী সেই তুষারধবল বৃষভারূঢ় সোমার্দ্ধশেখর সোমদেবকে দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলেন৫-১৩। কুমুদ যেমম কৌমুদী দর্শনে পুলকিত হয়, বিপ্রদম্পতী ইষ্টদেব দর্শনে সেইরূপ পুলকিত হইলেন। যেমন পূর্ণ চন্দ্রের উদয়ে পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ সুপ্রসন্ন হয়, বিপ্রদম্পতী সেইরূপ প্রসন্নমনা হইলেন।

অনন্তর মহাদেব লাবণ্যপূর্ণ মুখমণ্ডলে মৃদুমধুর হাস্য প্রকট করতঃ সুমধুর বাক্যে কহিলেন, বিপ্র! আমি তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি তুমি অভিলষিত বর গ্রহণ করিয়া বসন্তানুগৃহীত বৃক্ষের ন্যায় প্রমুদিত হও। ব্রাহ্মণ বলিলেন হে দেবদেবেশ! হে ভগবন্! যাহাদের দ্বারা আমি পুনঃ শোকাক্রান্ত না হই, এইরূপ কল্যাণগুণাচারশালী মহাধীসম্পন্ন দশ পুত্র আমার হউক।

ভানু বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! অনন্তর মহাবপু মহেশ্বর "তাহাই হউক" বলিয়া আকাশে অন্তর্হিত হইলেন। তখন সেই উমামহেশ্বরসদৃশ বিপ্রদম্পতী মহাদেবের নিকট বর লাভ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কিছুকাল গৃহে থাকিলে ব্রাহ্মণী গর্ব্ভিণী হইলেন ১৪-১৯। দেখিতে দেখিতে তিনি পূর্ণগর্ভা হইলেন এবং বারির দ্বারা মেঘলেখার ন্যায় শ্যামকলেবর ধারণ করিলেন। তদনন্তর সেই বিপ্রভার্য্যা যথাকালে পরম সুন্দর প্রতিপচ্চন্দ্রলেখার ন্যার সুশোভন দশ পুত্র প্রসব করিলেন। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ অল্পকাল মধ্যেই তনয়গণের ব্রাহ্মণোচিত জাতকর্ম্মাদি সংস্কার সকল সমাপিত করিলেন। বিপ্রতনয়গণ দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত

হইতে লাগিল এবং ক্রমে তাহারা সপ্তম বর্ষ অতিবাহিত করিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রম কালেই তাঁহারা বেদাদি সমস্ত শাস্ত্র অবগত হইলেন এবং স্ব স্ব তেজঃপ্রভাবে নভোমণ্ডলস্থিত নির্ম্মল গ্রহের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে সেই তনয়গণের ব্রহ্মকোবিদ পিতা মাতা দেহ পরিত্যাগ করতঃ পরমগতি প্রাপ্ত হইলেন। তখন সেই দশজন ব্রাহ্মণ পিতৃ মাতৃ বিহীন হইয়া সাতিশয় দুঃখিতচিত্তে স্বগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৈলাসাচলে গমন করিলেন। তথায় সেই বান্ধববিহীন ব্রাহ্মণগণ উদ্বিগ্ন-চিত্ত হইয়া "এখন আমাদিগের শ্রেয়ঃ কি" এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, হে ভ্রাতৃগণ! এখানে আমাদিগের সমুচিত কর্ত্তব্য কি? কিই বা পরিণামে অদুঃখ-দায়ক? আমিই বা কি? তুমিই বা কি? এই সমস্ত জনগণের ঐশ্বর্য্যই বা কি? ইহাদের অপেক্ষা সামন্তগণ অধিক ঐশ্বর্য্যশালী কি না? সামন্তগণ অপেক্ষা রাজগণ, রাজগণ অপেক্ষা সম্রাট্ ও সম্রাট্ অপেক্ষা ইন্দ্র সমধিক ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন দেখা যাইতেছে। আবার ইহাও দেখা যায়, ইন্দ্রত্ব পদ প্রজাপতির এক মুহূর্ত্তমাত্র স্থায়ী। অতএব ইহাদের (জনগণের) ঐশ্বর্য্য কি? যাহা কল্পান্তেও বিনষ্ট হয় না, ইহ জগতে এমন কোন. বস্তু বিদ্যমান আছে তাহা বিচারের দ্বারা বিজ্ঞাত হওয়া উচিত২০-২৯।

ভ্রাতৃগণ পরস্পর ঐরূপ বলাবলি করিতেছেন, এমন সময় তাঁহাদিগের মহামতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গম্ভীরস্বরে কহিয়া উঠিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! আমার বিবেচনায় সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ব্রাহ্ম ঐশ্বর্য্যই শ্রেষ্ঠ। কেননা, ব্রহ্মা ব্যতিরেকে কল্পান্তে আর কিছুই অবিনাশী থাকে না। জ্যেষ্ঠ ঐরূপ কহিলে, অন্যান্য ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান ও পরম সৎকার করতঃ কহিলেন, হে তাত! আমরা কি প্রকারে সর্ব্বদুঃখ-বিনাশন জগৎপূজ্য পদ্মাসন বিরিঞ্চির পদ প্রাপ্ত হইব৩০-৩৩? তখন

জ্যেষ্ঠ পুনর্ব্বার বলিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! আমিই সেই পদ্মাসন সমারূঢ় পরমতেজঃসম্পন্ন ব্রহ্মা। আমিই চিত্তদ্বারা সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকি। তোমাদের অন্তরে এইরূপ জ্ঞান বদ্ধমূল হউক৩৪।৩৫।

তখন অন্যান্য ভ্রাতৃগণ জ্যেষ্ঠের বাক্য অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার সহিত ধ্যানাবলম্বন পূর্বক অবস্থিতি করতঃ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। "আমিই সকল জগতের স্রষ্টা, কর্ত্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর। যজ্ঞমূর্ত্তি যাজকগণ, মহর্ষিগণ, শিক্ষাকল্পাদি বেদাঙ্গ, ও পুরাণাদি, সরস্বতী ও গায়ত্রীযুক্ত বেদ, নরগণ, এ সমস্তই আমার অন্তরে অবস্থিত রহিয়াছে। লোকপাল ও সঞ্চরমাণ সিদ্ধমণ্ডল পরিপূর্ণ এই শোভমান স্বর্গ, দ্বীপ, কানন ও জলধিসমলঙ্কৃত ত্রিলোকীর কুণ্ডলস্বরূপ এই ভূমণ্ডল, দৈত্য দানব প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ পাতালকুহর, অমরস্ত্রীগণপূর্ণ গৃহসম্পন্ন গগনরাজ্য (অমরাবতী), যিনি সকল রাজার শ্রেষ্ঠ ও যিনি একাকী এই লোকত্রয় পালন করিতেছেন, সেই পবিত্র যজ্ঞভোজী মহাবাহু ইন্দ্র, যিনি স্বীয় কান্তিরূপ পাশদ্বারা দিক্ সকলকে বন্ধন করিয়াই যেন সন্তাপিত করিতেছেন সেই প্রভূতকিরণশালী দ্বাদশ আদিত্য, গোপালগণের গোযূথ রক্ষার ন্যায় যাঁহারা বিশুদ্ধ মর্য্যাদা দ্বারা লোক সকলকে রক্ষা করিতেছেন, সেই সমস্ত লোকপালগণ আমাতেই অবস্থিত রহিয়াছে৩৬-৪৫। এই সমস্ত প্রজাগণ সলিলতরঙ্গের ন্যায় আমাতে আবির্ভূত, আমাতেই তিরোহিত, আমার দ্বারা বিরাজিত ও আমাতে নিপতিত হইতেছে। আমিই সৃষ্টি বিস্তার ও সংহার করিয়া থাকি। আমি আপনাতে অবস্থিত ও আপনাতে বিলীন হইতেছি। যে আত্মা সম্বৎসররূপে জাত ও যুগরূপে পরিণত হইতেছে, যাহা সৃষ্টি ও সংহারের কাল এবং যাহা ব্রহ্মার কল্প (দিন) এবং রাত্রি স্বরূপ, আমি সেই পূর্ণাত্মা পরমেশ্বর"৪৬-৪৯।

ইন্দুতনয়গণ একাগ্রচিত্তে দৃঢ়বদ্ধাসনে উপবিষ্ট ও চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় হইয়া মনে মনে ঐরূপ চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ

হইতে ইতর বৃত্তি সকল বিগলিত হইল। তখন তাঁহারা কমলাসনবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক স্ব স্ব কুশাসনকে পঙ্কজাসন কল্পনা করতঃ বিরাজমান হইতে লাগিলেন৫০।৫১।

ষড়শীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তাশীতিতম সর্গ

—–—*—–—

ভানু বলিলেন, হে ব্রাহ্মন্! আপনি যেমন সৃষ্টিকর্ত্তার পদে অধিরূঢ় থাকিয়া সৃষ্টি কার্য্যে ব্যাসক্তচিত্ত আছেন, সেইরূপ, সেই দশ ইন্দুপুত্র উপাসনায় সিদ্ধ হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার পদে অবস্থান করতঃ ভাবময় সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে অর্থাৎ মনে মনে জগৎ রচনা কার্য্যে ব্যাসক্তচিত্ত থাকিলেন। যাবৎ তাঁহাদের দেহ বিগলিত না হইয়াছিল তাবৎ তাঁহারা ঐ কার্য্যে অবস্থিত ছিলেন। অনন্তর তাঁহাদের দেহ যথাকালে শীর্ণ পর্ণবৎ বিগলিত হইলে ক্রব্যাদগণ তাঁহাদিগের সেই দেহ ভক্ষণ করিল। তাঁহাদের বাহ্যবস্তুবিষয়ক জ্ঞান আত্যন্তিক রূপে নিবৃত্ত হইল। এবং ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া কল্প শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকিলেন। অনন্তর কল্প শেষ হইলে দ্বাদশ আদিত্য সমুদিত, পুষ্করাবর্ত্ত মেঘের ঘর্ঘরা রবে দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ কল্পান্তবায়ু প্রবাহিত ও জগৎ একার্ণবীকৃত এবং সমুদায় ভূত বিনাশ প্রাপ্ত হইল। কিন্তু ইন্দুসন্তানগণ সেই ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন১-৬। হে ভগবন্! আপনি যখন আপনার রাত্র্যাগমে সর্ব্ব সংহার করতঃ যোগনিদ্রায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখনও তাঁহারা সেই ভাবে (মানসিক সৃষ্টি কার্য্যে ব্যাপৃত) অবস্থিত ছিলেন৭। আজ আপনি নিদ্রোত্থিত হইয়া পুনঃ সংসার সৃজন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সেইরূপ অবস্থায় অবস্থিত আছেন৮। হে ব্রাহ্মন্! হে ভগবন্! সেই দশ জন ব্রাহ্মণরূপ ব্রহ্মার দশ সংসার (জগৎ) তাঁহাদের চিত্তাকাশে অবস্থিত রহিয়াছে। হে বিভো! আমি সেই দশ সংসারের একতমের ছিদ্রভূত আকাশে তৎসংসারের ভানু হইয়া কালবিভাগকার্য্যে নিয়োজিত রহিয়াছি৯-১০। হে পদ্মজ! আমি আকাশস্থিত দশ সর্গের বিবরণ

আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহা করিতে পারেন। এই মহাড়ম্বরসম্পন্ন জগৎ ঐ দশ জন ব্রহ্মার চিত্তের কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে১১-১২।

সপ্তাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতম সর্গ

—*—
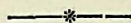
ব্রহ্মা বশিষ্ঠকে সম্বোধন করতঃ কহিলেন, হে ব্রহ্মবিদ্‌শ্রেষ্ঠ! ভানুদেব ব্রহ্মাকে সম্বোধন সহকারে "সেই দশ ব্রাহ্মণই দশ ব্রহ্মা" এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন১। অনন্তর ব্রহ্মা কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে ভানো! এক্ষণে আমি আর কি সৃষ্টি করিব তাহা শীঘ্র বল২-৩। হে ভাস্কর! যেখানে দশ জন ব্রহ্মা বিদ্যমান রহিয়াছেন, সেখানে আর আমার স্রষ্টব্য কি? ব্রহ্মা ঐরূপ বলিলে ভানুদেব ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন৪, প্রভো! আপনি নিরীহ ও নিরিচ্ছ। সুতরাং আপনার সৃষ্টি কার্য্যে কোন প্রয়োজন নাই। হে জগৎপতে! সৃষ্টি কেবল আপনার বিনোদমাত্র (লীলা)৫। হে মহামতে! যেমন সূর্য্য হইতে জলে প্রতিবিম্বাত্মক সূর্য্যের উদ্ভব হয় তেমনি, কামনাবিহীন আপনা হইতে সৃষ্টি সমুৎপন্ন হয়৬। আপনি যখন-শরীর-বিষয়েও নিষ্কাম, অর্থাৎ তাহার ত্যাগ ও অহং-অভিমান স্থাপন দ্বারা তাহা গ্রহণ, এই দুই দুষ্পরিহার্য্য বিষয়েও আপনি উদাসীন, তখন আর আপনার সৃষ্টিবিষয়ক নিষ্কামতার কথা কি বলিব? হে দেব! হে ভূতপতে! তবে যে আপনি সৃজন করেন, তাহা বিনোদ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যেমন দিনপতি, বিনা স্ব-প্রয়োজনে দিন সৃজন করেন, তেমনি, আপনিও বিনা স্বপ্রায়াজনে এই সকল সংহার করেন, করিয়া পুনর্ব্বার সৃজন করেন। আপনি উদ্যম ও ইচ্ছা পূর্ব্বক কোন কিছু করেন না। দিবাকরের দিবাসৃষ্টির ন্যায় কেবল বিনোদের নিমিত্তই জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। হে মহেশ! আপনি যদি সৃষ্টি না করেন, তাহা হইলে নিত্যকর্ম্ম অর্থাৎ আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করা হয়। কর্ত্তব্য পরিত্যাগেই বা আপনি অন্য কি ফল পাইবেন৭-১০? শাস্ত্রের শাসন এই যে, সদা আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিবেক। সে ভাবে কর্ম্ম করিলে যে ফলসংসর্গ হয়

তাহা নির্ম্মল মুকুরে প্রতিবিম্বপাতের সমান। অর্থাৎ প্রতিবিম্ব যেমন স্বীয় আধারকে লিপ্ত করে না সেইরূপ কর্ম্মফলও তদ্রূপ কর্ত্তায় লিপ্ত হয় না১১। জ্ঞানী ব্যক্তিরা কর্ম্মকরণে যদ্রূপ অনাসক্ত, কর্ম্ম পরিত্যাগেও তদ্রূপ অনাসক্ত অর্থাৎ কামনাবিহীন১২। আপনি সুষুপ্তিতুল্য নিষ্কাম বুদ্ধি অবলম্বন করতঃ কার্য্য করণের ন্যায় যথোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন১৩। হে সুরেশ্বর! যদি ইন্দুতনয়গণের সৃষ্টির দ্বারা আপনার সন্তোষ সাধন হয়, তাহা হইলে, তাঁহারাও সৃষ্টির দ্বারা আপনার সন্তোষসাধন করিবেন১৪। আপনি ইন্দুতনয়গণের সৃষ্টি চিত্ত-নেত্রের দ্বারাই দর্শন করিতেছেন,নয়নদ্বারা নহে। যিনি যাহা সৃজন করেন, তিনিই তাহা চক্ষে দর্শন করিতে সমর্থ হন। অন্যের মানসী সৃষ্টিতে অন্যের পরোক্ষজ্ঞান হইলেও অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না। কিন্তু নিজ মনের সৃষ্টিতে নিজের অপরোক্ষানু-ভব হইয়া থাকে। ভাবার্থ ইন্দুপুত্রগণের সৃষ্টিতে আপনার যে পরোক্ষ জ্ঞান হইতেছে তাহাও বিনোদ বিশেষ। কারণ এই যে, মনের দ্বারা যিনি যাহা নির্ম্মাণ করেন, তিনিই তাহা মাংসময় চক্ষুতেও দর্শন করিতে সমর্থ হন। অন্যে তাহা নেত্রদ্বারা দর্শন করিতে সমর্থ নহে১৫।১৬। ঐ দশ ব্রহ্মার দশ সর্গ কেহ বিনাশ করিতেও সমর্থ নহে। যাহা কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কৃত হয়, তাহাই বিনাশনীয়। যাহা চিত্তদ্বারা কৃত হয়, তাহা কেহ বিনাশ করিতে সমর্থ নহে১৭। হে ব্রাহ্মন্! যাহার মনে যাহা নিশ্চয়রূপে বদ্ধমূল হয়,, তাহা সেই ব্যক্তি ভিন্ন অন্যে নিবারণ করিতে সমর্থ নহে। যাহা বহুকালের অভ্যস্ত ও দৃঢ়মূল, মহাত্মাদিগের অভি-সাপেও তাহা বিনষ্ট হয় না। শরীর বিনষ্ট হইবে তথাপি তাহার মানস রচনা বিনষ্ট হইবেক না। মনে যাহা নিশ্চয়রূপে বদ্ধমূল হয়, পুরুষ বা আত্মা সেইরূপই হইয়া থাকে। সেই বদ্ধমূল বোধের বৈপরীত্য করিবার নিমিত্ত ইতর উপায় অবলম্বন বা চেষ্টা করিলে তাহা অঙ্কুরোৎপাদনার্থ উপলখণ্ডে সলিল সেকের ন্যায় বৃথা হয়১৮-২১।

ইন্দু পুত্রগণের উপাখ্যান সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

একোনৱবতিতম সর্গ

—-*—-

ইন্দ্র ও অহল্যার ইতিবৃত্ত।

ভানু বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! মনই জগতের কর্ত্তা এবং মনই পরম পুরুষ। যাহা কিছু কৃত হয়, সমস্তই মনের দ্বারা, শরীর দ্বারা নহে১। দেখুন, ইন্দুতনয়গণ ব্রাহ্মণ হইয়াও ভাবনার দ্বারা (মানসিক উপাসনায়) ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন২। মনের দ্বারা দেহ ভাব ভাবনা করিলে দেহ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং দেহ ভাবনা না করিলে দেহধর্ম্ম (জন্মমরণাদি) হইতে মুক্ত হওয়া যায়৩। যাহারা বাহ্যদর্শী তাহারা নিয়ত সুখদুঃখ অনুভব করে। যাহারা বাহ্যদৃষ্টিবিহীন অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নযোগী, তাহারা দেহে প্রিয় অপ্রিয় কিছুই অনুভব করে না৪। হে ব্রহ্মন্! মনই এই ভ্রমময় জগতের মূল কারণ। ইন্দ্র ও অহল্যার সংবাদ তাহার পুষ্কল দৃষ্টান্ত৫।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে ভানো! যাহাদিগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে মন পবিত্র হয় সেই অহল্যা ও ইন্দ্র কে? ভানু বলিলেন, হে দেব! শ্রবণ করিয়াছি, পূর্ব্বকালে মগধরাজ্যে ইন্দ্রদ্যুম্নসদৃশ ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক মহীপতি বাস করিতেন৬।৭। শশাঙ্কের রোহিণীর ন্যায় সেই মহীপতির ইন্দুবিম্বপ্রতিমা কমললোচনা অহল্যা নাম্নী ভার্য্যা ছিল৮। সেই রাজপুরে কামশাস্ত্রবিশারদ কামুকপ্রধান ইন্দ্র নামে অপর এক ব্রাহ্মণকুমার বাস করিতেন৯। একদা রাজমহিষী অহল্যা কথপ্রসঙ্গে পূর্বে গৌতমপত্নী অহল্যা যে দেবরাজ ইন্দ্রের পরম প্রণয়িনী হইয়াছিলেন, ইহা শ্রবণ করতঃ তদবধি সেই পুরবরস্থিত ইন্দ্রের প্রতি সাতিশয় অনুরাগিণী হইলেন এবং সেই ব্রাহ্মণকুমার ইন্দ্রও তাঁহার প্রতি অত্যাসক্ত হন; ইন্দ্র অন্য কোন স্থানে গমন না করেন, সে নিমিত্ত অহল্যা একান্ত সমুৎসুকা হইলেন১০।১১। অহল্যা ইন্দ্রের জন্য এত সন্তপ্তা হইল যে, মৃণালশয্যা ও কদলীপল্লবাস্তরণ তাহার

দাহ পীড়ার হ্রাস করিতে অসমর্থ হইল১২। ভূপতির তত ঐশ্বর্য্য, তথাপি সে, নিদাঘতপ্তসলিলস্থিত মৎসীর ন্যায় খেদ প্রাপ্ত হইতে লাগিল১৩। অহল্যা সর্ব্বদাই "এই ইন্দ্র, এই ইন্দ্র" এইরূপ প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ করতঃ লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধীরা হইয়া উঠিল১৪। অনন্তর তাহার কোন বয়স্যা তাহাকে তদ্রূপ কাতরা দেখিয়া কহিল, সখি! আমি শীঘ্রই ইন্দ্রকে তোমার নিকটে নির্ব্বিঘ্নে আনয়ন করিব, তুমি উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ কর। সে ঐ কথা শুনিয়া এক নলিনী যেমন অন্য নলিনীর মূলদেশে নিপতিত হয়, তেমনিই অহল্যা প্রিয়-বয়স্যার পদতলে নিপতিত হইল১৫।১৬।

অনন্তর দিবা অবসান ও রাত্রি সমাগত হইলে সেই বয়স্যা সেই ইন্দ্রনামক দ্বিজকুমার সমীপে গমন পূর্ব্বক সমুচিত প্রবোধ প্রদান করতঃ তাঁহাকে সেই রজনীতে অহল্যার নিকট আনয়ন করিল১৭।১৮। যুবতী অহল্যা মনোহর মাল্য, হার ও অঙ্গদাদিদ্বারা বিভূষিতা, চন্দনাদি বিলেপিতা ও মন্মথের একান্ত বশীভূতা হইয়া কোন গোপনীয় গৃহে সেই কামুক ইন্দ্রের সহিত রতিক্রীড়া সমাপন করিল। অহল্যা ক্রমেই ইন্দ্রের প্রতি অধিক অনুরাগিণী হইতে লাগিল এবং জগৎকে তন্ময় জ্ঞান করিতে লাগিল। সুতরাং তখন সে সেই বহুগুণসম্পন্ন ভর্ত্তাকে (রাজাকে) আর গুণশালী বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিল না১৯-২১।

কিয়ৎকাল অতিক্রান্ত হইলে রাজা তাহার অনুরাগের বিষয় অবগত হইলেন। অহল্যা যতক্ষণ মনে মনে ইন্দ্রকে ভাবিতেন, ততক্ষণ তাহার মুখ প্রফুল্ল কৈরবের ন্যায় বিরাজ করিত২২।২৩। ইন্দ্রও অহল্যার প্রতি এত অনুরক্ত হইয়াছিল যে, ক্ষণকালও অহল্যাদর্শন বর্জ্জিত হইয়া থাকিতে পারিত না২৪। তাহাদিগের তাদৃশ দৃঢ়ানুরাগ ও অপ্রচ্ছন্নচেষ্টাজনিত দুর্নীতি রাজার বিশেষ পীড়াদায়ক হইয়া উঠিল২৫। ভূপতি তখন বহুবিধ দণ্ডদ্বারা তাহাদিগকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাহারা ক্লেশ বোধ করিল না। হিমকালে জলাশয়ে নিক্ষেপ করিতেন কিন্তু তাহারা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণচিত্ত হইত না প্রত্যুত হৃষ্ট হইয়া রাজাকে উপহাস করিত২৬।২৭। রাজা সেই সলিলনিক্ষিপ্ত

দুর্ম্মতিদ্বয়ের দুঃখ না হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা জল হইতে সমুদ্ধৃত হইয়া বলিতে লাগিল। "আমরা পরস্পর পরস্পরের মুখকান্তি স্মরণ করতঃ ভাবে নিমগ্ন থাকি, শরীর কি হইয়াছে না হইয়াছে তাহা জানি না ২৮।২৯। আমাদিগের পরস্পরের মন নিতান্ত নিঃশঙ্ক। সেইজন্য আমরা আপনার শাসনে শঙ্কিত না হইয়া বরং হৃষ্ট হই। হে মহীপাল! আমাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাটিয়া ফেলিলেও ক্লেশ বোধ করি না৩০।"

তাহারা উত্তপ্ত ভর্জ্জনপাত্রে নিক্ষিপ্ত, গজপাদে মর্দ্দিত ও কশার (কশা= চর্ম্মরজ্জু, চাবুক) দ্বারা সন্তাড়িত হইয়াও কিছুমাত্র খেদ প্রাপ্ত হইত না। রাজা তাহাদিগকে অদুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা পূর্ব্বোক্ত কারণই নির্দ্দেশ করিত। রাজা অন্য প্রকার শাসন করিলেও তাহারা উদ্ধার লাভ করতঃ রাজা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পুনঃ পুনঃ হর্ষের পূর্ব্বোক্ত কারণই নির্দ্দেশ করিত। অবশেষে ইন্দ্র মহীপালকে কহিল, হে ভূপাল! আমি সমুদায় জগৎকে আমার দয়িতাময় বলিয়া জ্ঞান করিতেছি। অধিক কি বলিব, আমি বিনাশ দুঃখেও কাতর নহি। রাজন্! আমার এই দয়িতাও এই জগৎকে মন্ময় অবলোকন করিতেছেন। সেই হেতু শাসন দ্বারা আমাদিগের কিছুমাত্র দুঃখ হয় না। মহারাজ! আমি কি? আমি মনোমাত্র। মনই পুরুষ অর্থাৎ জীব৩১-৩৬। এই দেহ মনেরই কাল্পনিক প্রতিচ্ছায়া ব্যতীত অন্য কিছু নহে। বহু দণ্ড প্রয়োগ করিলেও বীররূপ মনকে আপনি অল্পমাত্রও ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন না। কে মনকে বাহ্যিক দণ্ডের দ্বারা ভেদ করিতে সমর্থ হয়? দেহ শীর্ণ বিশীর্ণ হউক, আর অবস্থান্তর প্রাপ্ত হউক, পরন্তু মন সমভাবে অবস্থিতি করিবে। দৃঢ়নিশ্চয়বান্ মনকে ভেদ করিবার জন্য কাহার কি শক্তি আছে? হে নৃপ! মন যদি কোন প্রকার বাঞ্ছিত বিষয়ে একান্ত সমাবিষ্ট ও তদ্গত ভাব প্রাপ্ত হইয়া যায় তাহা হইলে তখন শরীরস্থ ভাব ও অভাব সমুদায়ই বাধিত হইয়া যায়। হে মহীপতে! তীব্রবেগে মনে যাহা চিন্তা করা যায়, তাহাই স্থিরভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। শারীরিক চেষ্টার ফল সেরূপ নহে। হে রাজন্! বর ও

শাপ প্রভৃতি কোন প্রকার ক্রিয়া বাঞ্ছিত বিষয়ে দৃঢ়াভিনিবিষ্ট মনকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। মৃগ যেমন মহাশৈলকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি, মনুষ্যগণও বাঞ্ছিত বিষয়ে দৃঢ় নিবিষ্ট মনকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। হে ভূপতে! এই অসিতাপাঙ্গী রমণী দেবগৃহে প্রতিষ্ঠিতা দেবীর ন্যায় আমার মনঃকোষে প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছে৩৭-৪৫। মেঘমালা বেষ্টিত গিরি যেমন গ্রীষ্মদাহ অনুভব করে না, তেমনি, অমিও জীবিতেশ্বরী প্রিয়ার সহিত মিলিত থাকিয়া কোন প্রকার দুঃখ অনুভব করি না। হে নরপতে! আমি যেখানে যেখানে অবস্থিতি করি, সেই সেই স্থানে বাঞ্ছিতার্থ লাভ ব্যতীত অন্য কিছু অনুভব করি না। (বাঞ্ছিতার্থলাভ =প্রিয়াপ্রীতি অনুভব)। আমি আমার দয়িতা অহল্যার মনঃস্বরূপ৪৬।৪৭। ইহাতে আমি এরূপ আসক্ত হইয়াছি যে, যত্নশতদ্বারাও বিচলিত হইতে সমর্থ নহি। হে ভূপতে! ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে, সুমেরু যেমন শত বজ্রপাতেও বিচলিত হয় না, সেইরূপ, ধীর ব্যক্তির একাগ্রতাপন্ন চিত্তকে বিচলিত করিতে করিতে পারা যায় না। হে মহারাজ! বর ও অভিশাপ শরীরের অন্যথা করিতে পারে, মনের কিছুই করিতে পারে না। মন বিজিগীষুর ন্যায় সতেজে অবস্থান করে ৪৮।৪৯। হে রাজন্! এই যে জীবশরীর দৃষ্ট হইতেছে, এ সকল মনেরই কল্পনা বিশেষ। শরীর মনের উৎপাদক নহে; কিন্তু মনঃ শরীরের উৎপাদক। অর্থাৎ এই সকল শরীর মনোভ্রান্তির দ্বারা নির্ম্মিত। জল যেমন বৃক্ষলতাদিরসের কারণ, সেইরূপ, চিত্তকে আপনি এই সমস্ত শরীরের কারণ বলিয়া জানিবেন৫০। হে মহাত্মন্! মনঃই আত্মার প্রথম শরীর অর্থাৎ প্রথম ভোগায়তন। প্রথমে "অহং" এই অভিমান দ্বারা তাহার আবির্ভাব হয়। সুতরাং তাহা মানস সংকল্পের ফল ব্যতীত অন্য কিছু নহে৫১। মন জগতের প্রথম অঙ্কুর। সেই মনোরূপ অঙ্কুর হইতে ফলপল্লবাদিশালী দেহতরু বিস্তৃত হইয়া থাকে। অঙ্কুর বিনষ্ট হইলে পল্লবশ্রী সমুদিত হয় না, কিন্তু পল্লব বিনষ্ট হইলে পুনর্ব্বার পল্লব হয়; এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, দেহ বিনষ্ট হইলে

চিত্ত অভিনব দেহ বিস্তৃত করিতে পারে, কিন্তু চিত্ত বিনষ্ট হইলে তখন সর্ব্বাভাব ঘটনা হয়। অতএব হে মহারাজ! আপনি সর্ব্বতোভাবে চিত্তরত্ন পরিপালন করুন।

হে মহারাজ! আমি তন্মনস্ক হইয়া সর্ব্বদিকে এই হরিণনয়না যুবতীকে দর্শন করতঃ পরমানন্দ অনুভব করিতেছি। সেইজন্য আপনার ভৃত্য প্রভৃতি পুরবাসীরা আমাকে শস্ত্রাদিদ্বারা ক্লেশ প্রদান করিতে পারে না। করিলেও আমার ক্লেশানুভব হয় না। কারণ, আমি ক্ষণকালের নিমিত্ত ভৃত্যাদির কথা দূরে থাকুক, প্রেয়সী ব্যতীত অন্য কোন কিছু দেখিতে পাই না॥৫২-৫৪।

একোননবতিতম সর্গ সমাপ্ত

নবতিতম সর্গ ।

---*---

ভানুদেব বলিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! অনন্তর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ঐরূপ উক্ত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী ভরত নামক মুনিকে বলিলেন বলিলেন, ভগবন্ ! আমার দারাপহারী এই দুরাত্মা ইন্দ্র বহুবিধ কটুবাক্য প্রয়োগ করিতেছে । হে মহামুনে ! অবধ্য ব্যক্তির বধ ও বধ্য ব্যক্তি পরিত্যাগ করিলে যে পাপ হয়, তদনুরূপ পাপপরায়ণ এই দুরাত্মাকে অভিশাপ প্রদান করুন১-৩ ।

মহামুনি ভরত রাজশার্দ্দূল কর্ত্তৃক ঐরূপে অভিহিত হইয়া দুরাত্মার পাপ বিচার করতঃ "রে দুর্ব্বুদ্ধে ! তুই এই ভর্ত্তৃদ্রোহকারিণী দুর্ভাগিণী অহল্যার সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হ" এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন৪।৫ । তৎশ্রবণে ইন্দ্র ও অহল্যা রাজাকে ও ভরতকে বলিলেন, তোমরা নিতান্ত দুর্মতি । যাহারা দুশ্চর তপস্যা বৃথা ক্ষয় করে, তাহাদের শাপে আমাদের কিছুই হইবে না । কারণ, আমাদের দেহ নাই, পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়াছে । আমরা উভয়ে এখন কেবল মন । সুতরাং আমরা সূক্ষ্ম, চিন্ময় ও দুর্লক্ষ্য । কে ঈদৃশ আমাদিগকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয়৬-৮ ?

ভানু বলিলেন, অনন্তর প্রগাঢ়স্নেহসম্বদ্ধ ও পরস্পরতন্মনস্কচিত্ত অহল্যা ও ইন্দ্র মহামুনি ভরতের শাপে বৃক্ষবিচ্যুত পল্লবের ন্যায় ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল৯ । পরে তাহারা সুদৃঢ় বিষয়ানুরাগ বশতঃ মৃগযোনি, তদনন্তর বিহঙ্গমযোনি প্রাপ্ত হইল । সে যোনিতেও তাহারা পরস্পরানুরক্ত দম্পতীভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল১০ । অদনন্তর তাহারা বহু জন্মের পর আমাদিগের এই সৃষ্টিতে তপঃপরায়ণ পুণ্যশীল ব্রাহ্মণদম্পতী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন১১ । সে সময়ে ভরতের শাপ তাহাদের শরীর মাত্র আক্রমণে সমর্থ হইয়াছিল, মন আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় নাই১২ । তাহারা মোহের বশীভূত হইয়া যে যে যোনিতে

জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, সেই সেই যোনিতেই তাহারা দম্পতীভাবে অবস্থিতি করিয়াছিল১৩। অন্যের কথা দূরে থাকুক, তাহাদের অকৃত্রিমপ্রেম-রসসম্বন্ধ স্নেহ দর্শনে বৃক্ষেরাও প্রেমরসানুবিদ্ধ হইয়া শৃঙ্গারচেষ্টাকুলিত হইয়াছিল১৪।

ইতিহাস সমাপ্ত।

নবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

একনবতিতম সর্গ।

—-—*—-—

ভানু বলিলেন, হে ভগবন্! আমি ইন্দ্র অহল্যার ইতিবৃত্ত স্মরণ করিয়া বলিতেছি যে, মন বড়ই দুরাসদ। মন শাপাদির দ্বারা নিগ্রাহ্য বা ভিন্ন হইবার নহে১। হে ব্রহ্মন্! আপনি উক্ত কারণে ইন্দুসন্তানগণের সৃষ্টি বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন। বিশেষতঃ সেরূপ চেষ্টা বা ইচ্ছা মহাত্মাদিগের পক্ষে নিতান্ত অসমুচিত। হে নাথ! এই জগতে অথবা অন্যান্য জগতে এমন কোন্ বস্তু বিদ্যমান আছে, যাহা আপনার খেদের কারণ হইতে পারে২।৩? হে ব্রহ্মন্! মনঃই জগতের কর্ত্তা এবং মনঃই পুরুষ। মন যাহা নিশ্চয় করে, সৃজন করে, তাহা দ্রব্য, ওষধি ও দণ্ডদ্বারা বিনিবৃত্ত হয় না। যেমন কেহ মণিস্থ প্রাতিবিম্বিক দেহ ভেদ করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি, মানস সৃষ্টিও কেহ নাশ করিতে পারক হয় না। সেই কারণে বলিতেছি, ইন্দুতনয়গণ ভাস্বর সৃষ্টিভ্রান্তিতে অবস্থিতি করুন, তাহাতে আপনার ক্ষতি হইবেক না৪।৫। হে জগৎপতে! আপনিও প্রজা সৃষ্টি করতঃ অবস্থিতি করুন। যদি বলেন, কোথায় করিব? তদুত্তরে বলিতেছি, চিত্তাকাশ, চিদাকাশ এবং পরমাকাশ অনন্ত। আপনি স্বীয় চিত্তাকাশে এক, দুই বা বহু সৃষ্টি রচনা করতঃ স্বেচ্ছানুসারে অবস্থিতি করুন। ইন্দুতনয়গণ আপনার কোন কিছু গ্রহণ করে নাই৬।৭।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে মহামুনে! ভানু ঐরূপ কহিলে আমি কিয়ৎকাল চিন্তা করিলাম। পরে বলিলাম, ভানো! তুমি যোগ্য কথাই বলিয়াছ। এই আকাশ, মন ও চিদাকাশ, বিস্তৃত রহিয়াছে। আমি ইহাতেই অভিমত সৃষ্টি স্থাপন করিয়া নিত্যকর্ম সাধন করিব৮-১০। হে ভাস্কর! আমি শীঘ্রই বহু-প্রকার ভূতজাল কল্পনা করিব। কিন্তু হে ভগবন্! এক্ষণে আপনি মৎকৃত সৃষ্টির প্রথম (স্বায়ম্ভূব) মনু হউন এবং আমার অভিমত কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন।

অনন্তর মহাতেজা ভাস্কর মদীয় বাক্য অঙ্গীকার করিয়া আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করতঃ এক ভাগের দ্বারা ঐন্দবসর্গে সূর্য্যত্ব পদে অধিরূঢ় হইলেন ও আকাশমার্গে পরিভ্রমণ পুর্ব্বক দিবসাবলি বিস্তার করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় দ্বিতীয় ভাগে মনু হইয়া মনুর কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন ও মদীয় অভিপ্রেত সৃষ্টি বিস্তৃত করিতে লাগিলেন১১-১৫।

হে বশিষ্ঠ! হে মুনে! এই আমি তোমার নিকট মনের স্বরূপ, কার্য্য ও শক্তি কীর্ত্তন করিলাম১৬। যে যে রূপে চিত্তের প্রতিভাস সমুদিত হয়, চিত্ত সেই সেই রূপেই প্রকাশিত ও দর্শিত হয়১৭। তাহার উদাহরণ দেখ, ইন্দু-তনয়গণ সামান্য ব্রাহ্মণ হইয়া চিত্ত প্রতিভাস বলে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছিল১৮। যেমন ঐন্দবজীবগণ চৈতন্য ভাব হইতে চিত্তভাব ও চিত্তভাব হইতে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ হইয়াছিল, তেমনি, আমরাও প্রোক্ত প্রণালীতে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি১৯। প্রতিভাসস্বভাব চিত্তের যে প্রতিভাস, তাহাই দেহাদিরূপে প্রতিভাত হয়। চিত্ত ব্যতীত আর কেহ দেহদ্রষ্টা নাই২০। চিত্তই কামকর্ম্মাদি-বাসনার অনুসারী হইয়া আত্মাতে চমৎকারিত্ব বিস্তার করে২১। চিত্তময় আতিবাহিকনামক সূক্ষ্ম দেহও সুনিবিড় ভ্রান্তির ফল। আবার তাহাই অত্যন্ত স্থূল ভ্রান্তির যোগে জীব এবং ভ্রান্তিবিগমে ব্রহ্ম২২-২৩। হে বশিষ্ঠ! চিত্ত ব্যতিরেকে আমি বা দেহশালী অন্য কিছু নাই। এই যে দেহাদি দেখিতেছ, এ সকল ঐন্দবসম্বিদের ন্যায় অসৎ২৪। ইন্দুসন্তানগণের ব্রহ্মত্বও মদীয় চিত্তের একাংশ। অর্থাৎ তাহাও মদীয় চিত্তের কল্পনা২৫। আমি যে এখানে ব্রহ্মা হইয়া অবস্থিতি করিতেছি, ইহাও চিত্তের অন্য এক প্রকার বিলাস। পরমাত্মাই সর্ব্বপ্রপঞ্চশূন্য শূন্যরূপী আত্মাকাশ হইতে যেন পৃথক্ হইয়া দেহাদি আকারে অবস্থিত রহিয়াছেন২৬। যাহা বিশুদ্ধ চিৎ তাহাই পরম এবং তাহাই স্বমোহের প্রচ্ছাদনে জীব। সেই জীব মন হইয়া বৃথা দেহাদিভাব অনুভব করে। চিদ্বপু পরমাত্মাই সর্ব্বাত্মা এবং তিনিই ঐন্দব সৃষ্টির ন্যায় মদীয় সৃষ্টির আকারে প্রতিভাত হইতেছেন। অপিচ, তিনি আপন মায়া শক্তিতে এতদ্রূপ

(ব্রহ্মাণ্ডরূপ) দীর্ঘ স্বপ্ন অনুভব করিতেছেন। যেমন ইন্দুপুত্রগণের বিশ্ব দ্বিচন্দ্রাদি-দর্শনের ন্যায় ভ্রান্তিবিশেষ, সেইরূপ, মদীয় বিশ্বও ভ্রান্তি বিশেষ অর্থাৎ চিত্তময় ও চিত্তপরিকল্পিত২৭-২৯। ইহা সৎ ও অসৎ দুএর বহির্ভূত। কেননা উপলব্ধি কালে সৎ ও অনুপলব্ধি কালে অসৎ বলিয়া অবধারিত হয়৩০। সেই সংকল্পাত্মা বৃহদ্বপু মন জড়ও বটে, অজড়ও বটে। যেহেতু দৃশ্য, সেই হেতু জড়, এবং যে হেতু ব্রহ্ম, সেই হেতু অজড়৩১। মন দৃশ্যানুভব কালে দৃশ্যের ন্যায় এবং ব্রহ্মানুভব কালে ব্রহ্মের সমান হয়। যেমন সুবর্ণে সুবর্ণত্ব ও কটকত্ব অবিরুদ্ধ, তেমনি, মনে জড়াজড়ত্ব অবিরুদ্ধ৩২। ব্রহ্ম সর্ব্বময়; সে ভাবে সমস্তই জড় ও সমস্তই চেতন। বলিতে কি, আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ বস্তুতঃ জড়াজড়ধর্ম্মবর্জ্জিত। যুক্তি চক্ষে দেখিতে গেলে একের উক্ত উভয়বিধতা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় সত্য; পরন্তু পরমার্থ দর্শনে তাহা নির্ধর্ম্মক। অর্থাৎ পরমতত্ত্বে জড়ত্ব ও চেতনত্ব কোনও ধর্ম্মের অবস্থান সিদ্ধ হয় না৩৩। যদি বৃক্ষাদি পদার্থ চিন্ময় না হইত, তাহা হইলে ইহ জগতে উপলব্ধি কথা প্রসিদ্ধ থাকিত না। (চৈতন্যোপাদানক) উপলব্ধি ব্যবস্থার নিয়ম এই যে, চৈতন্যে চৈতন্যে সমান হইলে তবে তাহা (উপলব্ধি) প্রসিদ্ধ হয়৩৪। * যাহা উপলব্ধির বিষয় হয়, বস্তুতঃ তাহাও জড় নহে; কিন্তু অজড়। সুতরাং বুঝিতে হইবেক, সমস্তই অজড় এবং চিত্তের রূপ৩৫। ‡ অতএব, ইহা জড়, ইহা অজড়, এ সকল কথার কোন বাস্তব অর্থ নাই, কেবল মাত্র কথা ব্যবহার আছে। সে পদ অর্থাৎ ব্রহ্মপদ অনির্দ্দিশ্য; তাহাতে মরুভূমে লতাদির

---

* দর্শন শাস্ত্রে লিখিত আছে, বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও মনোবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা অভেদ অর্থাৎ অপৃথক্ হইলেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে। যে বস্তু দূরে থাকে, ইন্দ্রিয়ের অগোচরে থাকে, অনুমানাদির দ্বারা সে বস্তুর জ্ঞান হইলেও তাহা পরোক্ষ, থাকে। প্রত্যক্ষ হয় না। এ স্থানে সেই কথাই বলা হইয়াছে।

‡ অভিপ্রায় এই যে, সর্ব্বত্র সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য বিদ্যমান, তদাশ্রয়ে চিত্তের যে ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম হয়, সেই সকল পরিণাম বিষয় বা ব্যবহার্য্য বস্তু নামে প্রসিদ্ধ।

অসম্ভবের ন্যায় ইত্থম্প্রকারে নির্দ্দেশ অসম্ভব৩৬। চিত্তের চেত্যাকার হওয়াই মনস্ত্ব এবং তাহাতেই জড়াজড় বিভাগের ব্যবস্থা। তাহার স্ফূর্ত্তিভাগ (চেতনাংশ) অজড় এবং অস্ফুর্ত্তিভাগ চেত্য বা জড়৩৭। যাহাকে অববোধ শব্দে বলা যায় তাহা চিদ্ভাগ এবং যাহাকে চেত্য (চিত্তে ভাসমান) বলা যায় তাহা জড়ভাগ। জীব উক্ত প্রণালীক্রমে জগদ্ভ্রান্তি অনুভব করতঃ তাহাতে লোল (অপৃথক্ ভাব প্রাপ্ত) হইতেছে৩৮। অতএব, যাহা শুদ্ধ চৈতন্য, তাহাই উক্ত ক্রমে চিত্ত ও জগৎ এই দ্বিধা আকারে অবস্থান করিতেছে। সুতরাং সমুদায় জগৎ চিদ্বুদ্ধিতে দেখিলে চিন্ময় (চিৎ পদার্থ ছাড়া নহে), এবং দ্বৈত বুদ্ধিতে দেখিলেও চিন্ময় (চিৎ ছাড়া অন্য কিছু নহে)৩৯। ফলিতার্থ— চিৎই ভ্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় আপনিই আপনাকে অন্যাকারে দেখিতেছ৪০। আবার ইহাও বুঝিতে হইবে যে, পরমার্থ পদে ভ্রান্তি নাই সুতরাং ভ্রান্ত আত্মাও নাই। যেমন জলপূর্ণ সমুদ্রে জল ব্যতীত পদার্থান্তর নাই, তেমনি, পূর্ণস্বভাব চিদ্বস্তুতেও পদার্থান্তর নাই৪১। চিত্তের রূপ সমুদায় জড় নামে প্রখ্যাত হইলেও চিতের অতিরিক্ত নহে। কেননা, সেই জড়ভাবেও চিতের ভাব অনুভূত হয়। চিদ্ভাব না থাকিলে স্ফূর্ত্তি পায় না এবং স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত না হইলেও "ইহা জড়" এরূপ অবধারণ হয় না। অতএব, যেমন জড়ে বোধের সত্তা, তেমনি, বোধও জড়ের প্রতিভাস। যাহা বোধ (চৈতন্য) তাহা চিদ্ভাগ এবং তাহাতে যে অহংএর উদয় হয় তাহা জড়ভাগ৪২। বস্তুতঃ পরমার্থদর্শনে (জ্ঞানদৃষ্টিতে) পরতত্ত্ব ব্রহ্মে অল্পমাত্রও অহংমমভাবের স্থিতি নাই। যাহা পরতত্ত্ব তাহা সংবিৎসার অর্থাৎ কেবল সংবিৎ (মুখ্যজ্ঞান)। তাহাতে অন্য কোন কিছু নাই৪৩। তাহাতে যে চেত্যের উদয় দেখা যায়, যাহা অহং বুদ্ধির দ্বারা দৃষ্ট হয়, তাহা মৃগতৃষ্ণিকার অনুরূপ৪৪। যাহাকে অহং বৃত্তির আস্পদ বলিয়া মনে হয়, তাহাকে তুমি নিরাময় পদ বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ তাহা বস্তুতঃ অহংএর আস্পদ বা আশ্রয় নহে। লোকে যেমন ঘনীভূত শৈত্যকে হিম বলিয়া জানে, তেমনি, ঘনীভূত বাসনাবিশিষ্ট চিৎকে অহং বলিয়া জানিতেছে৪৫। চিৎ

আপনিই আপনাতে স্বপ্নে স্বমরণ অনুভবের অনুরূপে জাড্য দর্শন করে। চিৎ যে আপনার বিচিত্রা শক্তি প্রদর্শন করিতেছে, বিস্তার করিতেছে, তাহা জ্ঞানের দৃঢ়তা ব্যতীত উপশান্ত হইবে না৪৬। নানাশক্ত্যাত্মক চিত্তরূপ দেহই আতিবাহিক দেহ। তাহা আকাশের ন্যায় বিশদ (স্বচ্ছ)। এবং মনঃ-প্রভৃতি পদার্থ তাহারই বিজৃম্ভণ৪৭। অতএব, স্থূল সূক্ষ্মাদি দেহ বিস্মৃত হইয়া চিত্তের দ্বারাই চিত্তের বিচার (স্বরূপ, শক্তি ও স্বাভাবাদি পরীক্ষা) করা কর্ত্তব্য৪৮। যদি চিত্তরূপ তাম্র (তামা) শোধিত হইয়া (রসায়ন দ্বারা) পরমার্থরূপ সুবর্ণে পরিণত হয়, তাহা হইলে অকৃত্রিম পরমানন্দ লব্ধ হয়। তখন তার দেহরূপ প্রস্তরখণ্ডে প্রয়োজন থাকে না৪৯। আরও দেখ, যাহা থাকে বা আছে, তাহারই শোধন কর্ত্তব্য। যাহা নাই তাহার আবার শোধন কি? যেমন আকাশে বৃক্ষ নাই, তেমনি, আত্মায় দেহাদিও নাই। "ইহা দেহ" এ প্রতীতি কেবল মিথ্যাজ্ঞানের প্রকারভেদ। যদি তাহা সৎ হইত তাহা হইলে তৎপ্রতি আগ্রহ করিতে (আমার বলিয়া অভিমান করিতে) আপত্তি উত্থাপিত হইত না৫০। যাহারা অসৎ দেহাদিতে বৃথা অহং মম (আমি ও আমার ইত্যাকার) অভিমান ধারণ করিতেছে তাহারাই আত্মাদি শব্দ সমূহকে দেহবাচী বলিয়া উপদেশ করে৫১। মূর্ত্তিরহিত চিত্ত দৃঢ় ভাবনার প্রভাবে মূর্ত্তের ন্যায় হইয়া থাকে। তাহার নিদর্শন—পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্র, অহল্যা এবং ইন্দুপুত্রগণ। তাহারা দৃঢ় ভাবনার প্রভাবে সেই সেই প্রকার হইয়াছিল৫২। চিত্ত যখন যে ভাবে স্ফূর্ত্তি পায় তখন তাহাই হয়। সুতরাং বুঝা উচিত যে, বাস্তব পক্ষে দেহও নাই, অহংও নাই। কেবল এক অখণ্ড বিজ্ঞান মাত্র আছে, তাহা বিজ্ঞাত হইয়া তুমি ইচ্ছাবিহীন হইয়া সুখে অবস্থান কর৫৩। বালক যেমন ভূতের কল্পনা করিয়া ভীত হয়, আবার কল্পনা পরিত্যাগ করিলে নির্ভয় হয়, তেমনি, "এই আমার দেহ" ইত্যাকার কল্পনা করিলে সংসারভয় ও ঐ কল্পনা পরিহার করিলে নির্ভয় হইতে পারা যায়৫৪।

একনবতিতম সর্গ সমাপ্ত

দ্বিনবতিতম সর্গ ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! সেই ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকে ঐরূপ কহিলে পুনর্ব্বার আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিলাম, হে ভগবন্! আপনি বলিলেন, শাপ মন্ত্রাদির শক্তি সমুদায় অমোঘ, অথচ সে সকলও ব্যর্থ হয়। কেন ব্যর্থ হয়? তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন। অপিচ, শাপ ও মন্ত্রের প্রভাবে জন্তুগণের মন, বুদ্ধি ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকল বিমূঢ় হইতে দেখা যায়। যেমন পবন ও স্পন্দন এবং তিল ও তৈল পরস্পর অভিন্ন; দেহ ও মন কি তদ্রূপ অভিন্ন? অথবা দেহ নাই? আপনার উপদেশ শ্রবণে আমার যে প্রকার জ্ঞান হইয়াছে তাহাতে মনে হয়, দেহ বিনষ্ট হইলে মনও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। আবার মনে হইতেছে, চিত্তই স্বপ্নের ও মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় বৃথা দেহভাব অনুভব করিতেছে। ঐ সকল বিচার করিয়া আমার এই সন্দেহ জন্মিতেছে যে, দেহ এবং মন, উভয়ের মধ্যে একের নাশ হইলে উভয় বিনষ্ট হয় কি না। অতএব, হে প্রভো! মন কেনইবা শাপাদির দ্বারা আক্রান্ত হয়? আবার কেনইবা শাপাদির দ্বারা আক্রান্ত হয় না? যাহা এই বিষয়ের গূঢ় রহস্য, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন১-৭। ব্রহ্মা বলিলেন, হে মহামতে! এই জগৎকোশে এমন কিছুই নাই, যাহা শুভকর্ম্মানুপাতী পুরুষকারের দ্বারা না পাওয়া যায়৮। এই জগতে ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সমুদায় দেহধারী দ্বিশরীরী। এক শরীর মনোময়, অপর শরীর মাংসময়। মনোময় শরীর অতিচঞ্চল এবং অতিক্ষিপ্রকারী। মাংসময় শরীর স্থূল এবং নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর৯।১০। সেইজন্য এই মাংসময় শরীর শাপ, অভিচার, বিদ্যা, শস্ত্র ও বিষাদির দ্বারা অভিভূত হয়১১। এ শরীর মূক, অশক্ত, দীন, ক্ষণভঙ্গুর ও পদ্মপত্রস্থ সলিলের ন্যায় চপল এবং দৈব, বাক্য ও প্রভু প্রভৃতির বশ্য হয়১২। শরীরীদিগের মনঃশরীর ভূতগণের আয়ত্তও বটে, অনায়ত্তও বটে১৩। পৌরুষ ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেও ঐ অনিন্দিত শরীরকে অনেক সময়ে আক্রমণ করা যায় না১৪। নিয়তির নিয়ম এই যে, দেহীদিগের মনোরূপ দেহ যে

প্রকার যত্নপরায়ণ হয় সেই প্রকারই হয়। কারণ, এই শরীরই আপন নিশ্চয়ের ফলভাগী১৫। মাংসদেহের চেষ্টা সফল হয় না, কিন্তু মনোময় দেহের সমুদায় চেষ্টা সফল হইয়া থাকে১৬। যে চিত্ত সর্ব্বদা পবিত্র বিষয়ের স্মরণ করে, অভিশাপাদি সে চিত্তে শিলানিক্ষিপ্ত সায়কের ন্যায় বিফল হয়১৭। মাংসশরীর জলমগ্ন, বহ্নিপ্রবিষ্ট বা কর্দ্দমপতিত হইলেও তাহার প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি মনের অনুসন্ধান অনুসারেই হইয়া থাকে১৮। হে মহামুনে! পুরুষকারান্বিত মন সর্ব্ববস্তু উপমর্দ্দন করিয়া ফলপ্রদ হয়১৯। স্মরণ কর, ইন্দ্র পুরুষকার দ্বারা চিত্তকে প্রিয়াময় করিয়া ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া অনুভব করে নাই২০। মাণ্ডব্য মুনিও পৌরুষ প্রযত্নে মনকে রাগবিহীন ও বিগত-সন্তাপ করিয়া শূলপ্রান্তে অবস্থিতি করিয়াও দুস্তরতর ক্লেশকে পরাজিত করিয়াছিলেন২১। দীর্ঘতপা নামে এক মহর্ষি কূপে নিপতিত হইয়া তথায় মানসিক যজ্ঞ করিয়া বিবুধপদ (দেবত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন২২। ইন্দুতনয়গণ নর হইয়াও ধ্যানরূপ পুরুষকারের দৃঢ়তায় ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল২৩। অন্যান্য অনেক ধীর মহর্ষিগণ ও দেবগণ চিত্ত হইতে স্বীয় অনুসন্ধান (ব্রহ্মাত্ম-উপাসনা) পরিত্যাগ করেন নাই২৪। যেমন শিলা, পদ্মের আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হয় না, তেমনি, সর্ব্বপ্রকার আধি, ব্যাধি, শাপ, রাক্ষস ও পিশাচাদি, চিত্তকে খণ্ডিত করিতে সমর্থ হয় না। যাহারা শাপাদির দ্বারা বিচলিত হয়, বুঝিতে হইবে, তাহাদিগের মনোবিবেকের অক্ষমতাই তাহার কারণ২৫।২৬। যাহারা সাবধানচিত্ত, তাহারা এই সংসারে কি স্বপ্ন, কি জাগ্রৎ, কোনও অবস্থায় দোষজালে জড়িত হয় না২৭। রামচন্দ্র! সেইজন্য ঋষিদিগের উপদেশ—পুরুষ পুরুষকার সহকৃত মনেব দ্বারা আপনিই আপনাকে পবিত্র পদে নিয়োজিত করিবেন২৮। মনে কোনও বিষয় অল্পমাত্র প্রতিভাত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা নিরূঢ় ও স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইয়া উপভোগক্ষম হয়২৯। যেমন কুম্ভকারের ব্যাপারের পর মৃৎপিণ্ড পিণ্ডভাব পরিত্যাগ করিয়া ঘটভাব ধারণ করে, সেইরূপ, পুরুষের দৃঢ় ভাবনার দ্বারাও তদীয় প্রাক্তনভাব বিনষ্ট হইয়া পরবর্ত্তী ভাব নিরূঢ় হয়৩০। হে মুনে! সলিল যেমন স্পন্দন মাত্রে

তরঙ্গতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, মনঃও ক্ষণমধ্যে ভাবনার দ্বারা অভিনব ভাব্যের প্রতিভাসত্ব প্রাপ্ত হয়·এবং প্রাক্তন ভাব পরিত্যাগ করে৩১। মন কেবল মাত্র ভাবনার দ্বারা সূর্য্যবিম্বে যামিনী ও চন্দ্রবিম্বে দ্বিত্ব দর্শন করে। (দিবসে অন্ধকার দেখে এবং রাত্রেও চন্দ্রদ্বয় দর্শন করে)৩২। চিত্ত ভাবনার দ্বারা চন্দ্রমণ্ডলকে শত শত অগ্নিশিখা সম্পন্ন দর্শন করে ও তৎকর্ত্তৃক দাহ অনুভব করে (বিরহী ব্যক্তি তাহার নিদর্শন। বিরহীরা জ্যোৎস্নার আলোকেও গাত্রদাহ অনুভব করে)৩৩।৩৪। চিত্ত প্রতিভার অনুগামী হইয়া লবণ রসকে মধুর জ্ঞানে পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করে৩৫। চিত্ত কখন কখন নভোমণ্ডলে মহাবন অবলোকন করে ও তাহা ছেদন করিয়া তাহাতে উৎপল রোপণ করে। মন এবম্প্রকারে ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় কল্পনাজাল বিস্তার করিয়া সে সকল দর্শন করিয়া কখন হৃষ্ট, কখন তুষ্ট, কখন পুষ্ট, কখন রুষ্ট, কখন সুখী, কখন দুঃখী হয়। হে তাত! তুমি এই জগৎকে সৎ ও অসৎ দুএর বহির্ভূত বিবেচনা করতঃ ভেদ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিবে৩৬।৩৭।

দ্বিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিনবতিতম সর্গ ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বর্ণন করিলাম১। অব্যক্তনামরূপ পরব্রহ্ম হইতে প্রথমতঃ নামোল্লেখের অযোগ্য (নিতান্ত সূক্ষ্ম বলিয়া নামোল্লেখের অযোগ্য) স্পন্দাত্মক ও নির্ব্বিকল্পজ্ঞান সদৃশ সর্ব্বপ্রপঞ্চবীজ উৎপন্ন হয়। কাল্পিক (কাল্পিক=কল্পারম্ভ সম্বন্ধীয়) পরিণামে তাহা স্বয়ং (আপনা আপনি) ঘনতা প্রাপ্ত হইয়া (নিবিড় হইয়া) সংকল্পবিকল্পশক্তিমৎ মনোরূপে উৎপন্ন হয়২। অনন্তর সেই মন আপনাতে সূক্ষ্ম ভূতের কল্পনা করে এবং তৎপরে তদ্দ্বারা আপনার স্বাপ্নশরীরের ন্যায় বাসনাময় শরীর কল্পনা করে। সেই তেজঃপ্রধান সমষ্টিসূক্ষ্মশরীর উপাধানে উৎপন্ন তৈজস পুরুষ (আত্মা) আপনার "পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা" এই নাম নির্দ্দেশ বা কল্পনা করেন৩। সুতরাং হে রামচন্দ্র! যিনি ব্রহ্মা তিনিই মন৪। এই মনস্তত্ত্বাকার ব্রহ্মা সঙ্কল্পময়ত্বহেতু যাহা সংকল্প করেন তাহাই দেখিতে পান৫। এই মন কর্ত্তৃক অনাত্মায় আত্মাভিমানরূপিণী অবিদ্যা পরিকল্পিত হইয়াছে। ব্রহ্মা তাদৃশী অবিদ্যার দ্বারা যথানুক্রমে এই গিরি, তৃণ ও জলধি সমন্বিত জগৎ রচনা করিয়াছেন৬। উক্ত প্রকারে, ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে এই জগৎ সমাগত হইলেও বুদ্ধিমোহ বশতঃ তার্কিকগণ ইহাকে কেহ প্রধান কেহ বা পরমাণু প্রভৃতি হইতে সমাগত বিবেচনা করেন৭। কিন্তু রাঘব! অর্ণবে তরঙ্গোৎপত্তির ন্যায় এই লোকত্রয় সেই ব্রহ্মেই সমুৎপন্ন হইয়াছে৮। পরমার্থতঃ অনুৎপন্ন এই জগতে ব্রহ্মার যে মনোরূপা চিৎ (চৈতন্য), তাহা সমষ্ট্যহংকাররূপ উপাধিতে আবিষ্ট হইয়া পরমেষ্ঠিতা (ব্রহ্মতা) প্রাপ্ত হয়৯। যাহা ব্যষ্ট্যহঙ্কারোপহিত অবান্তর চিৎশক্তি অর্থাৎ প্রতিবিম্বরূপা চিচ্ছক্তি এবং যাহা পিতামহরূপ মনোদ্বারা সমুল্লসিত হয়, সেই সকল পৃথক্ পৃথক্ চিদাভাস উপাধির অসংখ্যতায়

অসংখ্য ও সংসরণশীল জীব১০-১২। তাহারা চিদাকাশ হইতে সমুৎপন্ন ও মায়াকাশে ভূতোপাধির সহিত মিলিত হইয়া আকাশস্থ বাতস্কন্ধের অন্তর্ব্বর্ত্তী চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে, যে ভূতজাতিতে যেরূপ বাসনায় ও যেরূপ কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হয়, পরে সেই ভূত জাতির সাহায্যে প্রাণশক্তিদ্বারা হয় স্থাবর না হয় জঙ্গম শরীরে প্রবেশ করতঃ শুক্রশোণিতাদিরূপ বীজতা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে তাহা হইতে জন্মগ্রহণ করে১৩। অনন্তর তাহারা বাসনানুরূপ কর্ম্মকারী ও তৎফলভাগী হয়১৪। পরে তাহারা বাসনানুযায়ী কর্ম্মরজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ হইয়া কখন ভ্রান্ত, কখন উর্দ্ধ্বগামী ও কখন অধোগামী হইতে থাকে১৫। কর্ম্ম ও কর্ম্মবাসনার বীজ ইচ্ছা অর্থাৎ কাম বা রাগ১৬।১৭। ঐ সকল জীবের মধ্যে কেহ কেহ, যাবৎ না পরম তত্ত্ববোধ হয় তাবৎ, সহস্র সহস্র জন্মকর্ম্মরূপ বায়ুর দ্বারা পরিভ্রান্ত হইয়া বনপর্ণবৎ বিলুণ্ঠিত হইতে থাকে। কেহ বা অজ্ঞান-বিমোহিত হইয়া এই সংসারে বহুশত কল্প উত্তমাধমভাবে অবস্থিতি করতঃ অসংখ্য জন্মপরম্পরা ভোগ করে। কোন কোন জীব কতিপয় অশুভ জন্ম অতিক্রম করতঃ শুভকর্ম্মপরায়ণ হইয়া এই জগতে উত্তম জন্ম লাভ করতঃ বিহার করে১৮।১৯। বাতোদ্ধূত জলপরমাণু যেমন জলমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ, কেহ কেহ পরমাত্মায় বিলীন হয়২০। সেই অনাদি ব্রহ্মপদ হইতে এইরূপে জীব সমুদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। এ উৎপত্তি রজ্জুতে সর্পোৎপত্তির ন্যায় অসত্য। এই সারশূন্যা অসত্যা সৃষ্টি বাসনাবিষধারিণী, জরকারিণী, অনন্তসঙ্কটজননী, এবং অনর্থকার্য্যের সংকারকারিণী। ইহা নানা দিক্, নানা দেশ ও নানা কাল যুক্তা ও নানাপ্রকার শৈলকন্দরাদিধারিণী, আবির্ভাব ও তিরোভাবময়ী এবং অতীব বিচিত্রা২১-২৩।

হে রামভদ্র! এই মনোময় জগৎরূপা জীর্ণবল্লী তত্ত্বজ্ঞানরূপ কুঠার দ্বারা ছিন্না হইলে পুনর্ব্বার আর সমুৎপন্ন হয় না২৪।

ত্রিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্নবতিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! এক্ষণে তোমার নিকট আমি উত্তম, মধ্যম, ও অধম প্রাণি-নিবহের উৎপত্তি কীর্ত্তন করিব, প্রণিহিত হও।১ যে জীব পূর্ব্বকল্পীয় শেষ জন্মে শমদমাদি সাধন সম্পন্ন হইয়াও গুরুর অলাভে কিম্বা অন্য প্রতিবন্ধক বশতঃ তত্ত্বজ্ঞান লাভে অসমর্থ হইয়া মৃত হয়, সেই জীব এতৎকল্পের প্রথম জন্মেই জ্ঞানলাভের যোগ্য হইয়া উৎপন্ন হয়। এই শ্রেণীর জীবের তাদৃশ জন্ম প্রথম নামে বিখ্যাত। এ প্রথমতা পূর্ব্বকল্পীয় শুভাভ্যাসের ফল। প্রথম অর্থাৎ উত্তম। এরূপ উত্তম জন্ম পাইলে সে, সেই জন্মেই সংসারমুক্ত হয়। সে যদি বৈরাগ্যের অল্পতা বশতঃ শুভলোক প্রাপ্তির ইচ্ছায় উপাসনাদি করিয়া থাকে, এবং তৎপ্রযুক্ত তাহার বিচিত্র সংসারবাসনা সঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে, পর পর কতিপয় শুভ জন্ম গ্রহণ করিয়া বাসনা ক্ষয় করে এবং বাসনা-ক্ষয়ের পর সংসারমুক্ত হয়। তাদৃশ জন্ম মধ্যম ও গুণপীবর নামে অভিহিত হয়। আর যে জন্ম তাদৃশ তাদৃশ অর্থাৎ সেই সেই সুখ-দুঃখফলপ্রদানসমর্থ দুর্ব্বাসনা ও দুষ্কর্ম্ম-বহুল, সে জন্ম অধমসত্ত্ব নামে খ্যাত। যে জন্ম বিচিত্র সংসারবাসনাযুক্ত ও সহস্র সহস্র জন্মের পর জ্ঞানপ্রদ হয়, সে জন্ম ধর্ম্মানুমানদ নামের যোগ্য। সেইজন্য তাহা অধমসত্ত্ব নামে প্রসিদ্ধ। যে জন্ম অত্যন্তশাস্ত্রাদিবহির্মুখতা উৎপাদন করে, আর যদি অসংখ্য জন্মভোগের পরেও মোক্ষ লাভ সন্দিগ্ধ হয়, সে জন্ম অত্যন্ত তামস। পূর্ব্বকল্পীয় বাসনা অনুসারে এতৎকল্পে যে জন্ম হয়, এবং যদি তাহাতে তাহার সর্গ নরক প্রাপক চরিত্রাদি দৃষ্ট হয়, তবে তাদৃশ মনুষ্যরূপ জন্মকে রাজসজন্ম বলিয়া জানিবে ২-৯। রাজসজন্মোচিত দুঃখানুভবের পর বৈরাগ্যাদিসম্পন্ন হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিলে মুমুক্ষুগণ সেরূপ জন্মকে মোক্ষলাভের উপযুক্ত বলেন। পরন্তু আমি সেই উৎপত্তিকে রাজস-সাত্ত্বিক

বলিয়া অনুমান করি। আর যদি যক্ষ গন্ধর্ব্বাদি কতিপয় জন্মের পর মানব জন্ম লাভ ও তজ্জন্মে জ্ঞানপ্রাপ্তিক্রমে মোক্ষলাভ হয়, তবে, সে জন্ম আমার মতে রাজস-রাজস (রাজস=রজোগুণপ্রধান)। যেরূপ জন্মই হউক, শত শত জন্মের পরে চিরাভিলষিত মোক্ষ পদ উপস্থিত হইলে সাধুগণ সেরূপ জন্মকে রাজস-তামস বলেন। সহস্র সহস্র জন্মের পরেও যদি মোক্ষলাভ সন্দিগ্ধ হয় (সন্দেহ যুক্ত - মোক্ষ হয় কি না হয়, এরূপ মনে হয়) তাহা হইলে সে উৎপত্তি রাজসাত্যন্ততামস বলিয়া খ্যাত। যে উৎপত্তিতে সহস্র সহস্র জন্ম ভোগ হয় অথচ মোক্ষপথে মতি হয় না, সে উৎপত্তিকে মহর্ষিগণ তামস জন্ম বলেন। তামস জন্মের প্রথমেই যদি মোক্ষপথ দৃষ্ট হয় তাহা হইলে তাদৃশ জন্মকে তত্ত্বজ্ঞগণ তামস-সত্ত্ব নাম প্রদাম করেন। যদি কতিপয় জন্মের পরেই মোক্ষাধিকারী হইয়া উৎপন্ন হওয়া যায় তাহা হইলে সেই রজস্তমোগুণবহুলা উৎপত্তি তমোরাজস আখ্যা প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্ব সহস্র জন্ম ও আগামী শত জন্ম ভোগের পরে যদি মোক্ষের উপযুক্ত হওয়া যায় তাহা হইলে সে উৎপত্তিকে তামস-তামস (তামস=তমোগুণবহুল) বলিয়া জানিবে। পূর্ব্বলক্ষজন্ম ও ও আগামী লক্ষজন্ম অতিক্রম করিলেও যদি মোক্ষ সন্দিগ্ধ (মোক্ষ কখনও হইবে কি না এরূপ সন্দেহ) হয়, তাহা হইলে তাদৃশ জন্ম অত্যন্ত তামস বলিয়া জানিবে। যত প্রকার জন্মের কথা বলিলাম, সমস্তই সেই ব্রহ্ম হইতে পয়োরাশি হইতে উর্ম্মিমালার ন্যায় সমাগত হয় বলিয়া জানিবে১০-২০। সমুদায় জীব তেজোময় ও স্পন্দনস্বভাব দীপ হইতে রশ্মিমালা নির্গমের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইতেছে। দৃশ্যমান ভূতপংক্তি প্রজ্বলিত অনল হইতে স্ফুলিঙ্গ বিনির্গমের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। দৃশ্যদৃষ্টি মাত্রেই চন্দ্রবিম্ব হইতে অংশু সমূহের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে সমৎপন্ন হইয়াছে২১-২৩। কনক হইতে কটক ও অঙ্গদ কেয়ূরাদির উৎপত্তির ন্যায় এই সকল জীব ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। নির্ম্মল নির্ঝর সলিল হইতে বিন্দু (জলকণা) উদ্ভবনের ন্যায় এই নিখিল ভূত সেই অনাময় ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। যেরূপ সলিল হইতে

শীকর, আবর্ত্ত, লহরী ও বিন্দুসমূহের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ, এই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দৃশ্যদৃষ্টি ব্রহ্ম হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে। যেমন মৃগতৃষ্ণাতরঙ্গিণী মরু-নিপতিত ভাস্করতেজ হইতে ভিন্ন নহে, যেমন শীতরশ্মির আলোক চান্দ্র তেজ হইতে ভিন্ন নহে; সেইরূপ, এই ভূতজাতি যাহা হইতে সমাগত তাহা হইতে ভিন্ন নহে। এ সমস্তই তাঁহাতে উৎপন্ন ও তাঁহাতেই বিলীন হইতেছে।

হে রামচন্দ্র! পাবক হইতে স্ফুলিঙ্গরাশি উৎপত্তির ন্যায় এই ব্যবহারশালিনী শ্রী, (সংসার রূপ দৃশ্য সম্পত্তি) ভগবান্ ব্রহ্মার ইচ্ছায় বিবিধ জগতে সমাগত, নিপতিত, উৎপতিত ও জাত হইতেছে২৪-৩২।

চতুর্নবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চনবতিতম সর্গ ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যদ্রূপ তরু হইতে যুগপৎ (অভিন্ন সময়ে) পুষ্প ও গন্ধ সমুৎপন্ন হয় বলিয়া অভিন্ন, তেমনি, সেই পরম পদ হইতে যুগপৎ প্রকাশিত কর্ত্তা ও কর্ম্ম অভিন্ন১ । যদ্রূপ অনভিজ্ঞের দৃষ্টিতে নির্ম্মল নভোমণ্ডলে নীলিমা প্রস্ফুরিত হয়, তদ্রূপ নির্ম্মল ব্রহ্মে জীবভাবের প্রস্ফুরণ হইতেছে২ । হে রঘুনাথ ! অল্প বিবেক দৃষ্টি পরিচালন করিলেই দেখা যায়, যে অবস্থায় অজ্ঞসম্মত ব্যবহারের প্রচলন, সেই অবস্থার কথা—জীব ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন । কিন্তু ঐ কথা তত্ত্বজ্ঞগণের ব্যবহারে অশোভন অর্থাৎ যুক্তিবহির্ভূত। যুক্তিপক্ষ বা জ্ঞানিপক্ষ এই যে, যাহা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন তাহা বাস্তব উৎপন্ন নহে । উৎপন্ন না হইলেও, যাবৎ না দ্বৈতকল্পনা অপনীত হয়, তাবৎ উপদেশ্য, উপদেশক ও উপদেশ কার্য্যকারী হইয়া থাকে । অতএব, ভেদদর্শীদিগের প্রতি " জীব নিশ্চয়ই ব্রহ্ম " এরূপ উপদেশ অনুপযুক্ত নহে, প্রত্যুত উপযুক্ত৩-৬ । জ্ঞানচক্ষুঃ বিকশিত হইলে স্পষ্টই দেখা যায়, এই জগৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তু হইতে জলে তরঙ্গোৎপত্তির অনুরূপে উৎপন্ন হইয়াছে সুতরাং ইহা তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে। পরন্তু ভ্রান্তি বশতঃ পৃথক্ বলিয়া অনুভূত হইতেছে৭ । এ পর্য্যন্ত অনেক পর্ব্বতাকার জীবদেহ উক্ত পরম পদ হইতে উৎপন্ন হইয়া পুনঃ তাহাতে বিলীন হইয়াছে এবং অদ্যাপিও হইতেছে৮ । যদ্রূপ নিকুঞ্জস্থ পাদপে পল্লবের উৎপত্তি ও অবস্থিতি, সেইরূপ, ব্রহ্মেই অনন্ত জীবরাশির উৎপত্তি ও অবস্থিতি৯ । যেমন বসন্তকাল আগতে নূতন নূতন অঙ্কুরের উদ্ভব হয় ও গ্রীষ্ম সমাগমে সে সকল লয় প্রাপ্ত হয়, তেমনি, সৃষ্টিকালে জীব-সংখ্যার উৎপত্তি ও প্রলয়কালে সে সংখ্যার বিলয় হইয়া থাকে১০ । এ সকল, সে সকল ও অন্যান্য জীব সকল (যাহারা ভবিষ্যতে প্রকট প্রাপ্ত হইবে তাহারা) সমস্তই সেই পরম তত্ত্বে উৎপন্ন, স্থিত ও প্রলীন হয়১১ । হে রামচন্দ্র ! যেমন পুষ্প ও তদ্‌গন্ধ পৃথক্

নহে, তেমনি, পুরুষ ও কর্ম্ম পৃথক্ নহে। কেননা, উক্ত উভয়ই সেই পরমেশ হইতে সমাগত ও পরমেশে বিলীন হয়১২। দৈত্য, উরগ, নর ও অমরগণ বস্তুতঃ উৎপন্ন না হইলেও ভাবতঃ অর্থাৎ বাসনাপ্রবাহের দ্বারা উৎপন্নপ্রায় ও স্থিত হইতেছে১৩। হে সাধো! ঐরূপ উৎপত্ত্যাদির প্রতি আত্মবিস্মৃতি ব্যতীত কারণান্তর দৃষ্ট হয় না১৪।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! ধর্ম্ম বিষয়ে (ব্রহ্ম বিষয়েও বটে) শ্রুতি ব্যতীত প্রমাণান্তর নাই। একমাত্র শ্রুতিই উক্ত উভয়ের অস্তিত্বাদি সাধক প্রমাণ। যাঁহাদের জ্ঞান তৎপ্রসূত, তাঁহারা প্রামাণিক এবং তাঁহাদের দৃষ্টি প্রামাণিকদৃষ্টি নামে প্রসিদ্ধ। রাগদ্বেষাদিবিহীন প্রামাণিকদৃষ্টি মন্বাদি ঋষিগণ ধর্ম্মব্রহ্ম বিষয়ে অবিসম্বদিনী। তাঁহারা শ্রুতিমূলা যুক্তির দ্বারা যাহা নির্ণয় ও নিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাই এক্ষণে শাস্ত্রসংজ্ঞায় অবস্থিত। আর যাঁহারা বিশুদ্ধসত্ত্বগুণোপেত রাগদ্বেষাদিবিহীন ও নিরতিশয়ানন্দব্রহ্ম সাক্ষাৎকারী তাঁহারা সাধু সংজ্ঞায় পরিগণিত। সাধুদিগের আচার ও শাস্ত্র এই দুইটি ধর্ম্মব্রহ্ম দেখিবার দৃষ্টি অর্থাৎ চক্ষুঃ। যাহারা অবোধ, কার্য্য সংসাধনের নিমিত্ত তাহাদের ঐ দুই চক্ষুর (সদাচারের ও শাস্ত্রের) অনুগামী হওয়া উচিত১৫-১৭। যে ব্যক্তি স্বর্গের ও মোক্ষের উপায়ীভূত তাদৃশ শাস্ত্রের ও সদাচারের অনুবর্ত্তী না হয়, সে, ইহলোকে শিষ্টগণ কর্ত্তৃক বহিস্কৃত ও পরলোকে মহাদুঃখে নিপতিত হয়, ইহা সাধুগণের ও সৎশাস্ত্রের ঘোষণা। তাদৃশ শাস্ত্রের সাধুদিগের সমবায়ে (সমাজে) এ কথাও নিরূঢ় আছে যে, কর্ত্তা ও কর্ম্ম পরস্পর পর্যায়ক্রমে সংগত অর্থাৎ হেতু-ফল-ভাবে অবস্থিত। ফলিতার্থ এই যে, কখন কর্ম্মের ফল কর্ত্তা এবং কখন বা কর্ত্তার কর্ত্তৃত্বের ফল কর্ম্ম। কেননা, কর্ম্ম দ্বারা কর্ত্তা উৎপন্ন হন এবং কর্ত্তা কর্ত্তৃক কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়। আরও বিশদ কথা—জন্তুগণ বীজ লইতে অঙ্কুরের ন্যায় কর্ম্ম হইতে এবং অঙ্কুর হইতে বীজের ন্যায় জন্তুগণ হইতে কর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে।১৮-২১ জন্তুগণ

যেরূপ বাসনা লইয়া ভবপিঞ্জরে জন্ম গ্রহণ করে, জন্মের পর তাহারই অনুরূপ ফল অনুভব করে।২২ হে ব্রহ্মন্! যদি এই সিদ্ধান্তই খাঁটি হয় তাহা হইলে আপনি যে জন্মবীজ কর্ম্মের কথা না বলিয়া ব্রহ্মপদ হইতে ভূতগণের উৎপত্তি হওয়ার কথা বলিলেন, তাহা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে২৩? রিক্ত অর্থাৎ কারণপরিশূন্য মায়াশবল ব্রহ্মে আকাশাদি স্থূল দেহান্ত সৃষ্টিরূপ ফল বিদ্যমান আছে এবং স্থূল সূক্ষ্ম দেহাদিতে ভোগ ও ভোগসামগ্রী (কারণপুঞ্জ) সৃষ্টিরূপ ফল প্রসক্ত (সংলগ্ন) আছে, অপিচ, জন্মের সহিত কর্ম্মের, হেতু-ফল-ভাব নির্দ্ধারিত আছে, আপনার উক্তবিধ কথায় সে নির্দ্ধারণ প্রমার্জ্জিত হইয়া যাই-তেছে। আরও দেখুন, আপনি ঐ দুই সিদ্ধান্তকেও নিরাকৃত করিতেছেন২৪।২৫। অপিচ, এই এক বিশেষ দোষ প্রসক্ত হইতেছে যে, যদি কর্ম্মফল না থাকে, তাহা হইলে নরকাদি ভয়ের অভাবে লোক সকল পরস্পর পরস্পরকে হিংসন ভক্ষণাদি করিয়া ও সঙ্কর অতিসঙ্কর করিয়া অবশেষে বিনষ্ট হইয়া যাওয়াই সুসম্ভব হয়।২৬ হে বেদবিৎশ্রেষ্ঠ! নিষ্পাদিত কর্ম্ম, ফলে পরিণত হয় কি না, এই বিষয়ে যে আমার সংশয় হইয়াছে, সে বিষয়ের তত্ত্ব কি? রহস্য কি? আপনি তত্তাবৎ বর্ণন করিয়া আমার সংশয়ছেদ করুন।২৭

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! তুমি অতি উত্তম প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছ। যাহাতে তুমি ঐ বিষয়ে উত্তমরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পার, তাহা কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর।২৮

যাহা কর্ত্তব্যানুসন্ধানরূপ মানসী ক্রিয়া, মনের বিকাশ, তাহাই কর্ম্ম-বীজ। * কেননা, তাহারই অনন্তর ক্রিয়ানিষ্পত্তিরূপ ফল হইতে দেখা যায়২৯। সৃষ্টির আদিতে যে সময়ে পরম পদ হইতে মনোরূপ তত্ত্ব

*মনে যখন যেরূপ কর্ত্তব্য-বিষয়ক ক্রিয়ার উদয় হয়, অর্থাৎ মন যাহা চিন্তা করে, বাক্য তদনুরূপে বহির্গত হয়। এবং বাহিরে হস্তাদির পরিচালনাদিও সেই রূপে নির্ব্বাহিত হয়। সুতরাং মনের তাদৃশ তাদৃশ উন্মেষ কর্ম্মের (ক্রিয়ার) বীজ বা মূল কারণ।

(হিরণ্যগর্ভ) সমুৎপন্ন হইয়াছিল সেই সময় হইতেই জন্তগণের কর্ম্ম সমুত্থিত হইয়াছে ও তখন হইতেই জীব প্রাক্তন কর্ম্মানুরূপ দেহ ধারণ করিয়া আসিতেছে৩০। যেমন পুষ্প ও তদন্তর্গত সৌগন্ধ অভিন্ন ভাবে অবস্থিত, তেমনি, কর্ম্ম ও মন পরস্পর অভিন্ন ভাবে অবস্থিত। বুধগণ স্পন্দাত্মক ক্রিয়াকেই কর্ম্ম নামে নির্দ্দেশ করেন। (মনে যে কর্ম্মসংস্কারাত্মিকা ক্রিয়া লুক্কায়িত ভাবে অবস্থিত থাকে তাহারই নাম অদৃষ্ট। সেই অদৃষ্ট যথাকালে দেহাদি ও স্বর্গনরকাদি ফলে পর্যবসিত হইয়া থাকে) এই যে কর্ম্মের আশ্রয় দেহ, ইহাও পূর্ব্বে মনোরূপে অবস্থিত ছিল। কারণ, মনঃ অগ্রে ভবিষ্যদ্দেহাকারে পরিভাবিত হয়, পরে তাহার তদনুরূপ শরীর নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং যাহা চিত্ত নামের নামী তাহাও মন৩১।৩২। শৈল, বোম, সমুদ্র, স্বর্গ বা নরক, সমস্তই আত্মকৃত কর্ম্মের ফল, তদতিরিক্ত নহে৩৩। ঐহিক কর্ম্মই হউক, আর প্রাক্তন কর্ম্মই হউক, সমস্তই পৌরুষপ্রযত্ন বিশেষ। সুতরাং তাহা নিষ্ফল হইবার নহে৩৪। যেমন কৃষ্ণতা ক্ষীণ হইলে কজ্জলত্বও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, স্পন্দধর্ম্ম প্রাণের স্পন্দন বা কর্ম্ম বিরত হইলে মনও ক্ষীণ হইয়া যায়৩৫। কর্ম্মনাশে মনোনাশ ও মনোনাশে কর্ম্মনাশ অবশ্যম্ভাবী। মনোলয়-মূলক অকর্ম্মতা মুক্ত পুরুষে প্রসিদ্ধ। অন্যত্র নহে৩৬। যেমন বহ্নি ও ঔষ্ণ্য সদা সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ অপৃথক্, তেমনি, চিত্ত ও কর্ম্ম নিরন্তর সংশ্লিষ্ট সুতরাং একতরের অভাবে অন্যতরের বিলয় অবশ্যম্ভাবী ৩৭। চিত্ত সর্ব্বদাই স্পন্দনরূপ বিলাসে সমবেত হইয়া কর্ম্মসিদ্ধ আকারে (বিহিতনিষিদ্ধ নিষ্পাদন দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপে বা অদৃষ্টের আকারে) পরিণত হয়, এবং কর্ম্মও চিত্তের ফলভোগানুরূপ স্পন্দাত্মক বিলাসের সহিত মিলিত হইয়া চিত্তরূপে পরিণত হয়। এইরূপে চিত্ত ও কর্ম্ম পরস্পর ধর্ম্ম ও কর্ম্ম নাম প্রাপ্ত হইয়া লোক মধ্যে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম শব্দে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে৩৮।

পঞ্চনবতিতম সর্গ সমাপ্ত

ষণ্ণবতিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, মন কি? মন অন্য কিছু নহে, মন ভাবময়। যাহা পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের বিকল্পনা বা বিভাবনা, মন তদতিরিক্ত নহে। সেই বিভাবনা (ভাব বিশেষ) স্পন্দনধর্ম্মের উদয়ে বিহিতনিষিদ্ধ ক্রিয়ায় পরিণতা হয় এবং সেই ক্রিয়া আবার অদৃষ্টতা প্রাপ্ত হইয়া ফলের উৎপত্তি করে। সুতরাং জন্তুগণ তদনুগামী হইয়া তদনুরূপ ফল অনুভব করে১।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! মন জড় অথচ অজড়ের ন্যায়। তাদৃশ মনের সঙ্কল্পসমারূঢ় রূপ অর্থাৎ আকারে সবিস্তরে বর্ণন করুন২। বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! মন, সর্ব্বশক্তি অনন্ত আত্মতত্ত্বের সংকল্প শক্তির রচনা বিশেষ। আছে? কি নাই? এতদ্রূপ পক্ষদ্বয় উপস্থাপিত করিয়া মন যে তদ্দ্বয়ের মধ্যে সঞ্চরণ করে, দোদুল্যমান হয়, অর্থাৎ উভয় পক্ষে অবস্থান করতঃ একত্র অনবস্থিত হয়, তাহাই মনের সংকল্পারূঢ় অবস্থার রূপতা৪। আত্মা সদা চিদ্রূপ। তথাপি, সর্ব্বদা ভাসমানতা সত্ত্বেও যে "আমি জানি না" এতদ্রূপ প্রত্যয় যাহার দ্বারা উপস্থিত হয়, এবং কর্ত্তা না হইলেও যে অহং কর্ত্তা ইত্যাকার প্রতীতি যাহার দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহাকেই তুমি মন বলিয়া জানিবে৫। যেমন গুণী গুণহীন হয় না, তেমনি, মনও কল্পনাত্মিকা কর্ম্মশক্তি বিরহিত হয় না৬। যেমন বহ্নি ও ঔষ্ণ্য অভিন্ন, তেমনি, কর্ম্ম ও মন এবং মন ও জীব অভিন্ন৭। সেই চিত্তরূপী মন ফলজনক কর্ম্মদ্বারা আপনার সঙ্কল্প শরীরকে নানারূপে বিস্তৃত করিয়া মায়াময় বিশ্বকে অনেকাকারে বিস্তৃত করিতেছে৮।৯। যে স্থানে যাহার যে বাসনা উন্মেষিত হয় সেই স্থানেই তাহার সেই বাসনা ফলপ্রসূ হয়১০। বাসনা যেন বৃক্ষ, কর্ম্ম তাহার বীজ, মনঃস্পন্দ শরীর (গুঁড়ি), ক্রিয়া তাহার শাখা, সে সকল (শাখা সকল) বিচিত্রফলবিশিষ্ট১১। মন যাহা অনুসন্ধান করে, সমুদয়

কর্ম্মেন্দ্রিয় তাহা সুসম্পন্ন করে। সে ভাবেও কর্ম্ম মন বলিয়া গণ্য হয়১২। বলিতে কি—মন, বুদ্ধি,অহঙ্কার, চিত্ত, কর্ম্ম, কল্পনা, সংস্মৃতি, বাসনা, বিদ্যা, প্রযত্ন, স্মৃতি, ইন্দ্রিয়, প্রকৃতি, মায়া, ক্রিয়া, এ সকল শব্দবৈচিত্র্য ব্যতীত, বস্তুতঃ অন্য কিছু নহে। ফলত একই মন ঐ সকল ভাবে বিস্তৃত হইয়াছে। অপিচ, একাদ্বয় ব্রহ্মাত্মায় ঐ সমস্তের আরোপ হওয়ায় সুতরাং ঐ সকল, সংসারভ্রমের কারণ বলিয়া গণ্য হইতেছে১৩-১৪। কাকতালীয় যোগে অর্থাৎ আকস্মিক রূপে স্বরূপ বিস্মৃতির পরক্ষণে অপরিচ্ছিন্ন আত্মচৈতন্যে যে বাহ্য বস্তু কল্পনার উন্মেষ বা উদয় হয়, তাহা হইতে ঐ সকল পর্য্যায় (নামসঙ্কেত) কৃত অর্থাৎ সুসম্পন্ন হয়১৫।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রাহ্মন্! পরা সম্বিদের (বিশুদ্ধ চিদ্ব্রহ্মের)কল্পিত ঐ সকল বিচিত্র পর্য্যায় (নাম) কি প্রকারে রূঢ়িতা প্রাপ্ত হইয়াছে? অর্থাৎ লোকে ও শাস্ত্রে উভত্রই প্রসিদ্ধ হইয়াছে? তাহা বলুন১৬। বশিষ্ঠ বলিলেন, পরাসম্বিদ্ যখন স্বাশ্রিত অবিদ্যার দ্বারা কলঙ্কিতপ্রায় হইয়া উন্মেষরূপিণি (বিকারোদ্রেক বিশিষ্ট) হন, হইয়া "ইহা এই, তাহা সেই" ইত্যাদি প্রকার কল্পনা করেন, জানিবে—তখন তিনি মনঃ হইয়া অবস্থিতি করিতে-ছেন১৭। যখন তিনি বিবিধ কল্পনার মধ্য হইতে কোন এক কল্পনাকে নিশ্চয় করিয়া সুস্থির ভাবে অবস্থিতি করেন, তখন তিনি বুদ্ধি নামে প্রথিত হন। এই বুদ্ধিই ইয়ত্তা অবধারণ করে অর্থাৎ বস্তু-নিশ্চয় করে১৮। উক্ত সম্বিৎ যখন মিথ্যাভিমান অবলম্বনে আপনার সত্তা কল্পনা করেন, তখন তিনি অহঙ্কার সংজ্ঞায় প্রথিত হন। এই অহঙ্কার সর্ব্ব প্রকার অনর্থের বীজ, ও বন্ধনের কারণ১৯। যখন তিনি পূর্ব্বাপর প্রতিসন্ধান ত্যাগ করিয়া বালকের ন্যায় এক বিষয় ও অন্য বিষয়ের স্মরণ করেন, তখন তিনি চিত্ত নামে প্রথিত হন২০। সেই সম্বিৎ যখন আবার কর্ত্তাকে স্পন্দগুণে (স্পন্দ=ক্রিয়া) গুণী করেন ও স্পন্দফল প্রাপনার্থ অর্থাৎ শরীর প্রভৃতির দেশান্তর সংযোগে (এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়া) সম্পাদনার্থ প্রধাবিতের ন্যায় হন, তখন তিনি

কর্ম্ম নামে উদাহৃত হন২১। যখন তিনি কাকতালীয় ন্যায়ে অর্থাৎ অনির্দ্দিষ্ট আকস্মিক কারণে নিজ পূর্ণতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাঞ্ছিত বিষয়ের কল্পনা করেন, তখন তিনি কল্পনা নামে অভিহিত হন২২। "ইহা আমার পূর্ব্বদৃষ্ট অথবা ইহা আমি দেখি নাই।" এইরূপ আন্তরিক নিশ্চয় চেষ্টার উদ্ভবে তিনি স্মৃতি নামে কথিত হন২৩। সেই সম্বিৎ যখন সূক্ষ্ম পদার্থশক্তি রূপে অবস্থিতি করেন, তখন তিনি বাসনা নামে উক্ত হন২৪। যখন দেখিবে, তিনি, কেবল এক বিমল আত্মতত্ত্বই আছে, দ্বৈত দৃষ্টি তদীয় অবিদ্যাকলঙ্কের ফল বা প্রভাব, সুতরাং মিথ্যা, ইত্যাকারে প্রস্ফুরিত হইতেছেন, তখন তিনি বিদ্যানামে উক্ত হন২৫। সেই সম্বিদ্ যখন মিথ্যাবিকল্প কল্পনার দ্বারা আপনার পরমত্ব, অপরিচ্ছিন্নত্বও সর্ব্বেশ্বরত্বাদি বিস্মৃত হন, তখন তিনি মনোনামে (মনঃ শব্দে) কথিত হন২৬। * এই মনোভূতা সম্বিদ্ শ্রবণ, স্পন্দন, দর্শন, ঘ্রাণ ও ভোজনাদির দ্বারা জীবভাবাপন্ন ইন্দ্রকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে আনন্দিত করেন বলিয়া ইন্দ্রিয় নামে কথিত হন২৭। তিনিই স্বয়ং কর্ত্তা এবং উপাদান হইয়া এই দৃশ্য বিশ্ব নির্ম্মাণ করেন বলিয়া প্রকৃতি নামে উক্ত হন২৮। তিনি যখন সৎ অসৎ সদসদ্ অর্থাৎ অনির্ব্বাচ্য হন, তখন তিনি মায়া নামে কথিত হন২৯। তিনি দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, রসন ও ঘ্রাণ প্রভৃতির দ্বারা কার্য্যকারণভাব (সংসার-বীজত্ব) প্রাপ্ত হইয়া ক্রিয়া নামে অভিহিত হন৩০। একমাত্র পূর্ণস্বভাব চিদ্বস্তু অবিদ্যা কলঙ্কের যোগে উক্ত প্রকারে অনুপাতিনী অর্থাৎ সৃষ্টি কার্য্যে উন্মুখ সুতরাং রূপধর্ম্মী হওয়ায় ঐ সকল পর্যায় বৃত্তিতে (পর্য্যায়=নাম। বৃত্তি=তন্নামক অর্থ) রূঢ় হইয়াছে৩১।৩২। বিশুদ্ধরূপা চিৎ (পরমাত্মা বা ব্রহ্ম) "অহং অজ্ঞঃ" ইত্যাকার অজ্ঞান মালিন্যের সন্নিধান প্রভাবে অথবা দ্বৈতবাসনা কলঙ্কের সন্নিধান বশতঃ পূর্ণতাবিহীনের ন্যায় হওয়াতেই ঐ সকল

* প্রথমে যে মনের কথা বলা হইয়াছে তাহা সাঙ্খ্যের মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ প্রকৃতি প্রসূত বুদ্ধিতত্ত্ব। পুরাণাদি শাস্ত্রে তাহাকে হিরণ্যগর্ভ বলে। এবং এখানে যে উল্লেখ হইল, এ মন ইন্দ্রিয়াত্মক। অর্থাৎ শরীরস্থ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা অন্তঃকরণ।

চিদ্ভাগ ঐ ঐ রূপে (মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির আকারে) প্রস্ফুরিত হয়৩৩। সুতরাং সম্বিদ্ই জীব, মন, চিত্ত ও বুদ্ধি নামে কথিত হইতেছেন। অতএব, উক্ত বিষয়টি এইরূপে বুঝা উচিত যে, পরমাত্মপদ হইতে বিচ্যুত অজ্ঞানকলঙ্কযুক্ত একাদ্বয় সম্বিদেরই ঐরূপ ঐরূপ নানা সঙ্কল্প কল্পনাকে বুধগণ ঐ সকল নাম প্রদান করিয়া থাকেন৩৪।৩৫।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! মন জড়? কি চেতন? তাহা আমি ভাল রূপ বুঝিতে পারিতেছিনা৩৬। মন ও জীব অভিন্ন বলায় চেতন বলিয়া মনে হয়, আবার শাস্ত্র প্রসিদ্ধি দেখিলে জড় বলিয়া সংশয় হয়। বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! মন জড় নহে, চেতনও নহে, চেতনভাব প্রাপ্তও নহে। চিদ্বস্তু যখন সংসার দশায় আরূঢ় হওয়ায় উপাধিমালিন্য বহন করেন তখন তিনি মন আখ্যায় অভিহিত হন৩৭। মন যেমন চিৎ অচিৎ উভয়বৈলক্ষণ্য যুক্ত, তেমনি সদসদ্বৈলক্ষণ্য যুক্ত। প্রত্যেক প্রাণীতে অবস্থিত জগৎ কারকের যে আবিল (আবিল=অবিদ্যাগ্রস্ত) রূপ, তাহা চিত্ত নামে কথিত হইয়া থাকে৩৮। চিৎ যে অবস্থায় আপনার শাশ্বত ও নিশ্চিত একরূপতা পরিত্যাগ করিয়া অবস্থিতি করে, তাহার সেই অবস্থা অস্মন্মতে চিত্ত এবং তাহা হইতেই এই জগৎ জাত হইয়াছে৩৯। জড় ও অজড় উভয় ভাবের মধ্যগামী উভয় ভাবে দোলায়মান চিদ্বস্তু তত্তৎ শাস্ত্রে মনঃ নামে অভিহিত হয়৪০। হে রামভদ্র! সেইজন্য বলিয়াছি, মনঃ জড়ও নহে এবং চিন্ময়ও নহে। তাদৃশ মনের বক্ষ্যমাণ নানা নাম সংকল্পিত হয়। যথা—অহঙ্কার, মন, বুদ্ধি ও জীব প্রভৃতি। মন নটের ন্যায় কর্ম্মভেদে নাম ভেদ ধারণ করেন৪১-৪৩। নরগণ যেমন কর্ম্মবশতঃ পাচক পাঠক প্রভৃতি নাম ধারণ করে, তেমনি, মনঃও কর্ম্মভেদে নানা উপাধি ধারণ করে৪৪। হে রাঘব! আমি চিত্তের যে সকল নাম কীর্ত্তন করিলাম, বাদিগণ কল্পনা দ্বারা তাহার অন্যথা করিয়া থাকেন৪৫। তাহারা তর্ক উত্থাপন পূর্ব্বক মনের উপর দ্রব্যত্বাদি বুদ্ধি সমারোপিত করিয়া স্বেচ্ছানুসারে মদুক্ত মনের ভিন্ন ভিন্ন নাম কল্পনা করে৪৬। মনঃ কোন কোন বাদীর মতে

জড়, কোন কোন বাদীর মতে অজড়, কেহ উহাকে অহঙ্কৃতি এবং কেহ বা উহাকে বুদ্ধি বলিয়া নির্দ্দেশ করে৪৭। হে রঘুনন্দন! আমি সঙ্কল্পবিকল্পাদি বৃত্তি অনুসারে একই অন্তঃকরণের মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার নাম প্রদান করিয়াছি, কিন্তু নৈয়ায়িকগণ, সাংখ্যাধ্যায়িগণ, চার্ব্বাকমতানুসারী নাস্তিকগণ, জৈমিনীয়গণ, বৌদ্ধমতাবলম্বী তার্কিকগণ, আর্হতগণ (আর্হত=জৈন), ও অন্যান্য বাদিগণ (অর্থাৎ বৈষ্ণব পাশুপত প্রভৃতি) স্ব স্ব বুদ্ধি সমুত্থিত তর্কের ব্যামোহে তাহার অন্যথা করিয়া থাকেন৪৮-৫০। করিলেও তাহাদের সকলেরই গন্তব্য—পরম পদ। যেমন পান্থগণ আপন আপন ইচ্ছায় ভিন্ন ভিন্ন পথে গমন করিয়া অবশেষে সকলেই এক লক্ষ্যভূত নির্দ্দিষ্ট পুরে গমন করে, বাদিগণের পক্ষেও সেইরূপ জানিবে৫১। তাহারা পরমার্থ পদের অনববোধে বিপরীত যুদ্ধি যুক্ত হইয়া পরস্পর ইদমিত্থং নেদমিত্থং বলিয়া কলহ করে *। যেমন পথিকগণ আপন আপন বুদ্ধি ও রুচি অনুসারে স্ব স্ব গমনীয় পথের প্রশংসা করে, তেমনি, তাহারাও স্ব স্ব কল্পিত পক্ষের প্রশংসা করে। হে রামচন্দ্র! তাহাদের সেই সেই পক্ষ ফলেচ্ছার প্রাবল্যে পরিকল্পিত অথবা স্বকপোল-রচিত। অর্থাৎ প্রমাণশিরোমণি উপনিষৎ প্রমাণের সম্মত নহে। সেই কারণে সে সকল পক্ষ মুমুক্ষুগণের হেয়৫২-৫৪। যেমন একই পুরুষ স্নান, দান ও আদানাদি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া করিয়া স্নায়ী, দাতা ও গ্রহীতা ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, মনঃও বিচিত্র কার্য্যকারী হয় বলিয়া কার্য্য অনুসারে জীব, বাসনা ও কর্ম্ম, ইত্যাদি নানা নামে উক্ত হয়৫৫।৫৬। চিত্তই নিখিল বিশ্ব, এ রহস্য ব্যক্তিমাত্রের অনুভবনীয়। ভাবিয়া দেখ, যাহারা চিত্তবিহীন তাহারা বিশ্ব

---

* তাহাদের বুদ্ধির বৈচিত্র্য অর্থাৎ প্রভেদ উক্তবিধ কলহের মূল। রুচিভেদের মূল দেশকালপাত্রাদির প্রভেদ। কেহ রাজস অর্থাৎ রজোগুণপ্রধান, কেহ তামস—তমঃপ্রধান, কেহ মলিনসত্ত্বপ্রধান, কেহ বা অর্দ্ধমলিনসত্ত্বপ্রধান, ইত্যাদি। এ বিষয়ে পরিষ্কার কথা এই যে, যে যেমন বুঝে সে তেমনি বলে ও করে। তন্মধ্যে তত্ত্বসাক্ষাৎকারী নির্ম্মলসত্ত্ব প্রধান ঋষিদিগের বৈদিক জ্ঞানে যাহা বিজ্ঞেয় হইয়াছে তাহাই অভ্রান্ত এবং যাহা কেবল স্ববুদ্ধির উৎপ্রেক্ষিত তাহা প্রায়ই ভ্রান্ত, পরন্তু কাকতালীয় ন্যায়ে কদাচিৎ অভ্রান্ত।

দর্শনে অসমর্থ। সমনস্ক জীবেরাই শুভাশুভ বিষয় দর্শন,শ্রবণ স্পর্শন, ভোজন ঘ্রাণাদি দ্বারা হর্ষ ও বিষাদ অনুভব করে৫৭।৫৮। যেমন রূপ প্রতীতির কারণ আলোক,তেমনি, অর্থপ্রতীতির কারণ মনঃ। মনঃ আপনাকে বদ্ধ বলিয়া নিশ্চয় করিলে বদ্ধ এবং মুক্ত বলিয়া নিশ্চয় করিলে মুক্ত, মুক্ত বদ্ধ সম্বন্ধে ইহাই ব্যবস্থা৫৯। যাহারা মনকে জড় বলিয়া জানে, মনঃ তাহাদের নিকট জড়। যাহারা চেতন বলিয়া জানে, তাহাদের নিকট চেতন। পরন্তু তত্ত্বজ্ঞগণ জানেন, মনঃ অভিহিত প্রকারে সমুত্থিত। মনঃ বস্তুতঃ জড় নহে, চেতনও নহে। অথচ তাহা হইতে এই সুখ-দুঃখ-চেষ্টা সমন্বিত বিচিত্র জগৎ সমুত্থিত হইয়াছে৬০।৬১। তাদৃশ মনঃ যখন একরূপ হইয়া যায়, অর্থাৎ অদ্বয় ব্রহ্মে পর্য্যবসন্ন হয়, তখন এ সংসার থাকে না, রজ্জুসর্পের ন্যায় বিলীন হইবার কারণ—মলিনসত্ত্বোপহিত চিৎ ভ্রান্তির বশবর্ত্তি হওয়ায় এই জগৎ সমুদিত হইয়াছে, ভ্রান্তির অবসানে সুতরাং এ জগৎ মিথ্যায় পর্য্যবসন্ন হয়৬২।

হে রামচন্দ্র! অজড় মনঃ সংসারের কারণ নহে এবং প্রস্তরের মত জড় মনঃও বিশ্বের কারণ নহে। * রাম! সেইজন্য বলা যায়, জগতে জড় বা চেতন দুএর কোনটাই ঠিক নহে। কারণ, ইহা জড় তাহা অজড়, এ প্রতীতি কেবল মাত্র মনোমূলক৬৩।৬৪। যখন চিত্ত ব্যতিরেকে কোন কিছুর বিদ্যমানতা প্রমাণিত হয় না, এবং অচিত্তের অথবা লীন চিত্তের নিকট জগতের অস্তিত্ব অপ্রমাণিত, তখন ইহা অবশ্যই অবধারণীয় যে, চিত্তই জগৎ। জগৎ অন্য কিছু নহে৬৫। যেমন কাল, ঋতু বিশেষের আবির্ভাবে বিচিত্রাকার ধারণ করে, তেমনি, মনঃও বিচিত্র কর্ম্মের উদ্রেকে বিচিত্রাকার ধারণ করতঃ বিবিধ নামে প্রথিত হয়৬৬। ইন্দ্রিয়াদি যদি বিনা চিত্তের আভোগে শরীরকে ক্ষুভিত করিতে পারিত, তাহা হইলে বলিতে পারিতাম—জীবাদি পদার্থ চিত্তের অতিরিক্ত৬৭। ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে বাদিগণ তর্কের দ্বারা ঐ সকলের ভিন্নতা প্রচলন করিয়াছেন সত্য; পরন্তু সে সকল কুতর্কপরিকল্পিত; সুতরাং

*অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মবস্তুই স্বাশ্রিত অজ্ঞান জাড্যের আবরণে বিশ্বাকারে বিবর্ত্তিত হইয়াছে।

মিথ্যা৬৮। তাহাদের মনঃই তাহাদের কুতর্ক উদয়ের কারণ। অজ্ঞানাক্রান্ত ও সাম্প্রদায়িকশিক্ষাশূন্য মানবদিগের কুতর্কোদ্ভাবন-সামর্থ্য স্বতঃসিদ্ধ৬৯। যে দিন বিশুদ্ধ সম্বিদ্‌তত্ত্বে অজ্ঞান জাড্যের মিথ্যা উদ্রেকে জড় শক্তির উদ্রেক হইয়াছে, সেই দিনই এই জগদ্বৈচিত্র্য সমাগত হইয়াছে৭০। যেমন চেতন উর্ণনাভ (মাকড়শা) হইতে জড় বা অচেতন তন্তু (সূতা) উৎপন্ন হয়, তেমনি, চেতন ব্রহ্মপুরুষ হইতে অচেতনা প্রকৃতি আবির্ভূতা হইয়াছে। বাদিগণ শ্রুতিপরিশুদ্ধমতি নহেন, তাই তাহারা তাদৃশ অজ্ঞানের বশ্য হইয়া স্ব স্ব মনোভাবকে ঠিক বা অকাট্য বিবেচনা করেন। সুতরাং প্রোক্ত কারণে তাহারা ভ্রান্তিক্রমে চিত্তের নামাদি ভেদ কল্পনা করিয়া পরিতৃপ্ত হন৭১।৭২। অতএব, হে রামচন্দ্র! সেই নির্ম্মলা চিৎই জীব, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া এই জগতে চেতন, চিত্ত ও জীব ইত্যাদি নামে কথিত হইতেছেন। যাহা বস্তু, তাহাতে কোন বিবাদ নাই। কেবল মাত্র নামে ও রূপকল্পনায় বিবাদ৭৩।

ষণ্ণবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তনবতিতম সর্গ

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি এখন ভবদুক্ত বাক্যের অর্থাবগতি দ্বারা বুঝিলাম, ব্রহ্মাণ্ড মনঃ হইতেই বিস্তৃত হইয়াছে সুতরাং ইহা মনেরই কার্য্য১। বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! যেমন তেজের অপ্রতীতি বশতঃ মরুভূমে মৃগতৃষ্ণিকা-জল দৃষ্ট হয়, * তেমনি, পরমার্থ পদের অস্ফুরণ বশতঃ মূঢ়ভাবোপগত মনের দ্বারা পরমার্থ পদে এই বিশ্ব বিস্তৃত হইয়াছে২। মনঃই ব্রহ্মভূত জগতের স্থাপয়িতা। মনঃই সুররূপে, নররূপে, দৈত্যরূপে, যক্ষরূপে, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নররূপে উল্লসিত (তত্তদ্ভাবে অবস্থিত) হয় ৩।৪। আমরা মানস প্রত্যক্ষে দেখিতে পাই, মনঃই পুরপত্তনাদি বিচিত্র সংস্থানে বিরাজ করিতেছে এবং তৃণ, কাষ্ঠ ও লতা প্রভৃতি শরীরীর আকারে অবস্থিত রহিয়াছে। সুতরাং এ সকল বিচার্য্য নহে, কেবল একমাত্র মনঃই বিচার্য্য৫।৬। আমার মত এই যে, মনঃই জগৎ বিস্তৃত করিয়াছে, সুতরাং মনের অভাবে অদ্বয় পরমাত্মা অবশিষ্ট থাকেন৭। আত্মা সর্ব্বাতীত, অথচ সর্ব্বগ ও সর্ব্বাশ্রয়। তাহারই প্রভাবে মন বিশ্বাকারে ধাবিত প্রস্পন্দিত হইতেছে৮। মনঃই কর্ম্মশরীর সমুদায়ের কারণ এবং মনঃই জাত ও মৃত হয়। (জাত অর্থাৎ অভিব্যক্ত বা উত্থিত। মৃত অর্থাৎ তিরোভাব প্রাপ্ত বা লয় প্রাপ্ত)। আত্মার ঐসকল গুণ বা ধর্ম্ম নাই৯। আমি জানি, বিচার দ্বারা মন লয় প্রাপ্ত হয় এবং মনের বিলয়ে পরম শ্রেয়ঃ (মুক্তি) লাভ করা যায়১০। কর্ম্মানুরক্ত মনঃ জ্ঞানের দ্বারা বিশীর্ণ হইলেই মৃতি লাভ করে, পুনর্ব্বার আর প্রজাত হয় না১১।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আপনি বলিলেন, জীবজন্ম ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। অপিচ; সদসদাত্মক মনঃ তাহার মুখ্য

---

* প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণরূপ তেজঃই জলাকারে দৃষ্ট হয়।

কারণ১২। কিন্তু হে ভগবন্! বুদ্ধিবিবর্জ্জিত (প্রকৃতিযুক্ত) শুদ্ধচিৎ ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে জগচ্চিত্রকর মনঃ কি প্রকারে উত্থিত হইল তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি১৩। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! বিস্তৃতোদর চিত্তাকাশ, চিদাকাশ ও ভূতাকাশ, এই তিন সর্ব্বকার্য্যসাধারণ, অর্থাৎ জন্য মাত্রের কারণ সর্ব্বত্র অবস্থিত এবং বিশুদ্ধ চিত্তত্ত্বের সত্তায় (অস্তিতায়) লব্ধসত্ত্ব। অর্থাৎ ঐ তিনই চিদাত্মার প্রতিভাস১৪।১৫। যাহা বাহ্যে ও অভ্যন্তরে অবস্থিত, যাহা সত্তা ও অসত্তার অববোধক, যাহা সর্ব্বভূতে পরিব্যাপ্ত, তাহা চিদাকাশ নামে উক্ত হয়১৬। যাহা সমুদায় প্রাণীর সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার নির্ব্বাহের মূল, সর্ব্ববিধ কারণ-কার্য্য-ভাবের নিয়ন্তা, এবং যাহার কল্পনায় এই জগৎ বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাই চিত্তাকাশ নামের নামী১৭। যে আকাশ দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত, যাহা পবন ও মেঘাদির আশ্রয়, যাহা ভূমা অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন, সেই এই আকাশ ভূতাকাশ নামে প্রথিত১৮। এই ঈদৃশ ভূতাকাশ ও তাদৃশ সেই সর্ব্বমূল চিত্তাকাশ চিদাকাশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। দিন যেমন সমুদায় কার্য্যের কারণ, তেমনি, চিদাকাশও কার্য্যমাত্রের মূল কারণ১৯। চিত্তের যে "আমি জড় অথচ অজড়" এতদ্রূপ অবধারণ বা স্বাত্মপ্রকাশ, তাহা ব্রহ্ম নামক চিতের মালিন্য এবং তাদৃশ মালিন্যযুক্ত বা তাদৃশ কালুষ্যযুক্ত চিৎ মনঃসংজ্ঞাক্রান্ত। এই মনঃ তাঁহাতেই আকাশাদির কল্পনা করিয়াছে২০। শাস্ত্রে অপ্রবুদ্ধদিগের বোধার্থ ও উপদেশার্থ অভিহিত প্রকারের আকাশত্রয় পরিকল্পিত হইয়াছে, পরন্তু প্রবুদ্ধদিগের জ্ঞানে ঐ সকল বন্ধ্যাপুত্রাদির ন্যায় অলীক বা মিথ্যা২১। প্রবুদ্ধদিগের অধিকারে সর্ব্বপ্রকারকল্পনাবর্জ্জিত সর্ব্বব্যাপ্ত এক পরব্রহ্মই বিরাজমান। এবম্বিধ দ্বৈতাদ্বৈতাদিভেদঘটিত বাক্য সন্দর্ভ দ্বারা প্রবুদ্ধগণ উপদিষ্ট হন না, অজ্ঞগণই উপদিষ্ট হন। হে রাম! যাবৎ তুমি অপ্রবুদ্ধ থাকিবে, তাবৎ তোমার বোধার্থ আকাশত্রয় কল্পনা করিয়া তোমাকে উপদেশ প্রদানকরিব২২-২৪। যদ্রূপ মরুস্থলীনিপতিত দাবানলসদৃশ সূর্য্যকিরণ হইতে ভ্রান্তদিগের নিকট মিথ্যা জলপ্রবাহ

আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ, এই আকাশাদি অবিদ্যাকলঙ্কিত চিদাকাশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে২৫। চিৎ-ই অবিদ্যামালিন্যে চিত্ততা প্রাপ্ত হয়, পরে তাহা হইতে এই জগদ্রূপ ইন্দ্রজাল রচিত হয়২৬। যেমন ব্যবহারিক লোক (অর্থাৎ যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান হয় নাই তাহারা এবং যাহারা শাস্ত্রদর্শী নহে তাহারা) অজ্ঞানের উদ্রেকে শুক্তিখণ্ডে রজত দর্শন করে, তেমনি, অতত্ত্বজ্ঞ লোক, স্বনিষ্ঠ অজ্ঞানের দ্বারা মলিন চিদাত্মতত্ত্বে চিত্ততা অনুভব করে। যাহারা তত্ত্বজ্ঞ, তাহাদের নিকট ঐ ব্যবহার, কেবল ঐ ব্যবহার নহে, সর্ব্বপ্রকার ভেদ ব্যবহার লুপ্ত থাকে। অতএব, নিজ মূর্খতাই বন্ধন, এবং নিজ বোধই (নিজ বোধ অর্থাৎ যাহা আপনার যথার্থতত্ত্ব, তাহা সাক্ষাৎকার করা অর্থাৎ অসন্দিগ্ধ রূপে বুঝা) মোক্ষ২৭।

সপ্তনবতিতম সর্গ সমাপ্ত

অষ্টনবতিতম সর্গ

চিত্তোপাখ্যান

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে অনঘ! চিত্ত যাহা হইতে বা যে কোন প্রকারে উৎপন্ন হউক, সে অনুসন্ধান অপ্রয়োজনীয়। ঐ বিষয়ে এইমাত্র প্রয়োজন যে, মোক্ষ কামনায় তাহাকে যত্নপূর্ব্বক পরমাত্মায় যোজিত করিবেক১। চিত্ত পরম ব্রহ্মে সংযোজিত হইলে বাসনাহীন, কল্পনাশূন্য ও শুদ্ধতা প্রাপ্ত হন, অনন্তর ব্রহ্মসাৎ হইয়া যায়২। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ চিত্তের অধীন, সুতরাং বন্ধ ও মোক্ষ দু-ই চিত্তের অধীন৩। অভিহিত রহস্য বুদ্ধ্যারোহের নিমিত্ত আমি তোমাকে ব্রহ্মার কথিত বিচিত্র চিত্তাখ্যান বলি, শ্রবণ কর৪।

কোন এক দেশে মৃগপক্ষ্যাদিশূন্য সতত অস্থির ও অতিবিস্তৃত এক ভীষণ মহাটবী আছে। শতযোজনবিস্তৃত ভূমি এই অটবীর এক কণিকা৫। এই অটবীতে সহস্রকর ও সহস্রলোচন সম্পন্ন পর্য্যাকুলমতি বিস্তৃতশরীর এক পুরুষ অবস্থিতি করেন৬। একদা আমি দেখিলাম, উক্ত পুরুষ সহস্রবাহুর দ্বারা বহুসহস্র পরিঘ গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা আত্মপৃষ্ঠ আহত করিতেছে আর পলায়ন করিতেছে৭। সে আপনি আপনারই প্রহারে ভীত হইয়া শতযোজন দূরে বিদ্রবিত হইতেছে৮। এই পলায়নপর পুরুষ কাঁদিতে কাঁদিতে বহু দূরে গমন করিয়া শ্রান্ত, ক্লান্ত ও শীর্ণসর্ব্বাঙ্গ হইয়া অবশেষে এক অন্ধকূপে গিয়া নিপতিত হইল। এই কূপ অতি ভীষণ, অন্ধকারে পরিপূর্ণ ও অতি গভীর৯।১০। অনন্তর সে বহুকালের পর অন্ধকূপ হইতে সমুত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার আপনি আপনাকে প্রহার করিতে লাগিল ও পুনর্ব্বার বিদ্রবিত হইয়া দূরতর প্রদেশে গমন করতঃ শলভ যেমন অনলমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ, এক কণ্টকলতাসমাচ্ছন্ন করঞ্জবন মধ্যে গিয়া প্রবিষ্ট হইল ১১।১২। সে ক্ষণকাল

তথায় অবস্থান করিয়া সেই করঞ্জগহন হইতে বিনির্গত হইয়া পুনর্ব্বার আপনি আপনাকে প্রহার করিতে করিতে অতিবেগে অন্য এক দূরতর প্রদেশে গমন করিল এবং অবিলম্বে হাস্য করিতে করিতে এক শশাঙ্ককিরণ-সুশীতল কমনীয় কদলীকাননে গিয়া প্রবিষ্ট হইল১৩।১৪। ক্ষণকাল পরে কদলীবন হইতে বিনিঃসৃত হইয়া পুনরপি আপনি আপনাকে প্রহার করিতে লাগিল ও পুনর্ব্বার বিদ্রবিত হইয়া অন্য এক সুদূর প্রদেশে গমন করতঃ পুনর্ব্বার সেই অন্ধকূপে গিয়া নিপতিত হইল। ক্ষণমধ্যে সে শীর্ণকলেবর হইয়া অন্ধকূপ হইতে পুনঃ সমুত্থিত ও পুনঃ কদলীকাননস্থিত গর্ত্তে প্রবিষ্ট হইল। আবার তথা হইতে করঞ্জবনে, করঞ্জবন হইতে অন্ধকূপে, এবং অন্ধকূপ হইবে উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার আপনি আপনাকে প্রহার করিতে লাগিল১৫-১৮। উক্ত পুরুষকে আমি বহুকাল ঐরূপ কার্য্য করিতে দেখিলাম, পরে যোগবলে তাহাকে পথে অবরুদ্ধ (কিঞ্চিৎ কালের জন্য সুস্থির) করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিলাম, পুরুষপ্রবর! তুমি কে? কি নিমিত্ত তুমি ঐরূপ কার্য্য করিতেছ? কোন্ অভিপ্রায়ে তুমি উক্ত প্রকার কার্য্য করিতেছে?১৯।২০ হে রঘুনন্দন! অনন্তর তিনি আমা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন, মুনে! আমি কেহই নহি ও কিছুই করিতেছি না।২১। আমি তোমা কর্ত্তৃকই আভগ্ন ও মগ্ন হইতেছি, সুতরাং তুমিই আমার পরম শত্রু। * আমি তোমা কর্ত্তৃকই সুখ দুঃখে দৃষ্ট, নিপতিত নষ্ট হইতেছি২২।

অনন্তর পুরুষ আমাকে ঐ কথা বলিয়া আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবলোকন করতঃ বড়ই অসন্তুষ্ট হইল ও মেঘ যেমন গর্জন ও বর্ষণ করে, তেমনি সে ধ্বনি সহকারে রোদন ও অশ্রু বর্ষণ আরম্ভ করিল২৩। ক্ষণকাল পরে সে রোদনে ক্ষান্ত হইয়া স্বীয় কলেবর দর্শন করতঃ হাস্য ও গর্জন করিতে লাগিল২৪। কিয়ৎক্ষণ পরে

---

* তীরস্থবৃক্ষ ঘুরে না। তাহারা যে স্থির সেই স্থিরই থাকে। পরন্তু নৌকযায়ী ভ্রান্ত মানুষেরা ভ্রান্তিক্রমে তাহাদের ভ্রমণ দেখে, (যেন বৃক্ষেরাই ঘুরিতেছে, মনে করে) তেমনি, তুমিও আমাকে তদ্রূপাকার অর্থাৎ অভিহিত প্রকার দেখিতেছ।

দেখিলাম, সে আমার সম্মুখে আপনার অঙ্গ সকল ক্রমশঃপরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল২৫। প্রথমে তাহার ভীষণতম মস্তক নিপতিত হইল, তদনন্তর তাহার বাহু, তদনন্তর বক্ষঃ, তদনন্তর উদর নিপতিত হইল২৬। সে ঐরূপে অঙ্গ সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া নিয়তিশক্তির বশীভূত হইয়া কোন এক অনির্দ্দেশ্য স্থানে গমন করিল২৭। আমি অন্য এক নির্জন স্থানে অন্য আর এক নরকে ঐ প্রকার দেখিয়াছি। সেই নরও স্বীয় পীবর বাহুনিকর দ্বারা আপনাকে পীড়ন করতঃ পলায়ন করিতেছে ও কূপে নিপতিত ও তাহা হইতে সমুত্থিত হইয়া ধাবমান হইতেছে। পুনর্ব্বার সে অন্ধকূপমধ্যে নিপতিত ও তথা হইতে উত্থিত হইয়া অতিকাতর ভাবে পলায়ন করিতেছে২৮।২৯। সেও কখন করঞ্জকাননস্থ গর্ত্তে নিপতিত ও তথা হইতে সমুত্থিত হইয়া কদলীবনমধ্যে ধাবমান হইতেছে ও কখন কষ্ট স্বীকার ও কখন সন্তোষ লাভ করিতেছে এবং কখন বা আপনিই আপনাকে প্রহার করিতেছে। তাহাকেও আমি তদ্রূপ ব্যবহার করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম পরে তাহাকেও যোগবলে স্তম্ভিত করিয়া ঐ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। ইনিও পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির ন্যায় প্রথমে আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দর্শন, পরে রোদন, পরে হাস্য করতঃ অবশেষে নিয়তিশক্তি বিচার করিয়া কোথায় গেলেন, আর দেখা গেল না ৩০-৩২।

আমি অপর এক জনশূন্য প্রদেশে সেইরূপ আরও এক নর দেখিয়াছি। এ নরও পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের ন্যায় আপনি আপনাকে হতাহত করতঃ পলায়ন করিতেছিল ও অন্ধকূপে নিমগ্ন হইয়াছিল। সেই ব্যক্তি যাবৎ কূপ হইতে উত্থিত না হইল, তাবৎ আমি তাহার প্রতীক্ষায় দীর্ঘকাল সেই স্থানে অবস্থিতি করিয়া ছিলাম। পরে সে উত্থিত হইয়া গমন করিতে আরম্ভ করিলে তাহাকেও আমি যোগবলে সুস্থির করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কিন্তু সেই পুরুষ আমাকে কর্কশ স্বরে "আঃ পাপ! দুর্ব্বিজ! তুমি কিছুই জান না" এইমাত্র বলিয়া স্বব্যাপারে নিযুক্ত হইল।

রামচন্দ্র! আমি সেই মহারণ্যে তাদৃশ বহু পুরুষ দেখিয়াছি। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ জিজ্ঞাসিত হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছিল, কেহ বা আমার বাক্যে অনাদর করিয়াছিল। কেহ কেহ অন্ধকূপে নিপতিত ও তাহা হইতে পুনরায় উত্থিত হইয়া কদলীবনমধ্যে প্রবেশ করতঃ তথায় দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিয়াছিল, কেহ কেহ বিস্তৃত করঞ্জকুঞ্জ মধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছিল। আবার কোন কোন ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষ তাহাতে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয় নাই। রঘুনাথ! সেই বিস্তৃত মহাটবী অদ্যাপি বিদ্যমান আছে; পুরুষগণও তাহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অবস্থিতি করিতেছে। রাম! তুমিও সে মহাটবী দেখিয়াছ ও তন্মধ্যে ভ্রমণ করিয়াছ। অনববুদ্ধ বা অপূর্ণজ্ঞান বাল্যাবস্থায় দেখিয়াছ ও ব্যবহার করিয়াছ বলিয়া স্মরণ হইতেছে না। সেই কণ্টকসঙ্কটাঙ্গী মহাটবী যাহার পর নাই মহাভীষণা। তাহা নিতান্ত দুর্গম হইলেও জীবগণ তাহাতে গমনাগমন করে ও নির্ব্বোধতা বশতঃ পুষ্পবাটিকার (উদ্যানের) ন্যায় তাহার সেবা করে৩৩-৪৫।

অষ্টনবতিতম সর্গ সমাপ্ত

নবনবতিতম সর্গ

শ্রীরাম বলিলেন, ভগবন্! আমি কোথায় এবং কবে কোন্ মহাটবী দেখিয়াছি? যে সকল পুরুষের কথা বলিলেন, তাহারা কে? তাহাদের কৃত সেই সমস্ত উদ্যমই বা কি? তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন১। বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহাবাহো রাম! আমি তোমার নিকট সমস্তই বলি, শ্রবণ কর। সে মহাটবী ও সেই সমস্ত নরগণ দূরে অবস্থিত নহে২। এই যে সংসার, এই সংসারই উক্ত মহাটবী। ইহা অপার ও অতিগভীর। পরমার্থ দর্শনে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানে ইহা তুচ্ছ অর্থাৎ বন্ধ্যাপুত্র-সদৃশ মিথ্যা। এই নানাবিকারপরিপূর্ণ মিথ্যা সংসারকেই তুমি মহাটবী বলিয়া জানিবে৩। যখন অন্য সম্বন্ধ (বিকারসম্পর্ক) থাকে না, কেবল একাদ্বয় ব্রহ্ম বস্তু নির্ব্বিকার ও পূর্ণ থাকেন, তখন ইহা শূন্য অর্থাৎ নাই হয়। (অভিপ্রায় এই যে, মোক্ষদশায় ইহা থাকে না) ইহার সে অবস্থা বিবেকরূপ আলোকের দ্বারা দেখা যায়৪। ইহাতে যে পুরুষগণ পরিভ্রমণ করে বলিয়াছি, সে সকলকে তুমি দুঃখনিমগ্ন মন বলিয়া জানিবে৫। মনই দুঃখে নিপতিত হইয়া এই সংসারাটবীতে পরিভ্রমণ করিতেছে। হে মহামতি রামচন্দ্র! আমি তাহাদিগকে দেখিয়াছি, এ কথার অর্থ—বিবেকযুক্ত অহং তাহাদিগকে দেখিয়াছে। অর্থাৎ আমি বিবেককে অহং (আমি) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। অন্য অর্থাৎ অবিবেক তাহাদিগকে (ঐ সকলকে) দেখিতে পায় না৬। যদ্রূপ ভানুদেব স্বীয় প্রকাশে কমলবন প্রবোধিত করেন, তদ্রূপ, বিবেক-রূপ আমিও জ্ঞানালোক দ্বারা তাহাদিগকে প্রবোধিত করিয়াছি৭। হে মহামতে! সেই সমস্ত মনের মধ্যে কতকগুলি আমার অর্থাৎ বিবেকের প্রসাদে প্রবোধ (তত্ত্বজ্ঞান) প্রাপ্ত ও উপশম লাভ করিয়া পরম

হইয়াছে (মনোভাব-নাশহেতু মুক্ত হইয়াছে)৮। এবং অপর কতক গুলি মোহাধিক্য বশতঃ আমাকে অর্থাৎ বিবেককে বা বিচারকে উপেক্ষা করতঃ কূপমধ্যে নিপতিত হইয়াছে (অর্থাৎ অধঃপতিত হইয়াছে)৯। হে রঘূদ্বহ! পূর্ব্বোক্ত অন্ধকূপ নরক, এবং কদলীকানন স্বর্গ। পূর্ব্বে যে কদলীকানন প্রবেশের কথা বলিয়াছি, তদর্থে ইহাই বুঝিবে যে, তাহারা স্বর্গরসাস্বাদকারী মনঃ। যাহারা অন্ধকূপে প্রবিষ্ট হইয়া বিনির্গত হইতে পারে নাই বলিয়াছি, তাহাদিগকে তুমি মহাপাতকী বলিয়া জানিবে। আর যাহারা কদলীকানন প্রবেশ করিয়া বিনির্গত হয় নাই বলিয়াছি, তাহাদিগকে তুমি পুণ্যসম্ভারযুক্ত চিত্ত বলিয়া জানিবে। যাহারা করঞ্জ-বনপ্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়াছি, সেই সমস্ত চিত্তকে তুমি মানুষ্যে পরিণত বলিয়া জানিবে। তন্মধ্যে কেহ লব্ধজ্ঞান হইয়া বন্ধনমুক্ত হইয়াছে১০-১৪। এবং কোন কোন বহুরূপ মনঃ (দ্বৈতে অভিনিবিষ্ট চিত্ত) এক যোনি হইতে অন্য যোনিতে জন্ম গ্রহণ অনুভব করিতেছে। তাহারা ঐ রূপে কখন নিপতিত ও কখন উৎপতিত (অধোগামী ও ঊর্দ্ধগামী) হইতেছে১৫। সেই যে করঞ্জগহন, তাহা কলত্র রস। তাহা দুঃখরূপ কণ্টকে সমাকীর্ণ ও বিবিধ এষণায় (ইচ্ছায়) পরিপূর্ণ১৬। যে সকল মনঃ করঞ্জবনপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহারা মনুষ্যরূপে প্রজাত ও মনুষ্যোচিত চেষ্টায় লোল১৭। সেই কদলী-কাননের যে শশাঙ্ককিরণ-সম শীতলতা, তাহা আহ্লাদজনক স্বর্গ১৮। কোন কোন চিত্ত শাস্ত্রবিহিত পুণ্যকর্ম্ম, দান, তপস্যা, যোগধারণা ও উপাসনা দ্বারা অভ্যুদয়শালী হইয়া দীর্ঘকাল সপ্তর্ষি প্রভৃতি রূপে জগৎ অবলোকন করি-তেছে১৯। যে সমস্ত চিত্ত দ্বারা আমি (বিবেক) তিরস্কৃত হইয়াছিলাম বলিয়াছি, সে কথার অর্থ—সেই সকল অনাত্মজ্ঞ মনঃ আপন আপন বিবেককে তিরস্কৃত করিয়াছে২০। যে পুরুষ বলিয়াছিল, "আমি তোমাকর্ত্তৃক দৃষ্ট ও বিনষ্ট হইলাম, সুতরাং তুমি আমার পরম শত্রু।" সেই নির্ব্বোধচিত্ত ও তত্ত্ববোধ হইতে বিশীর্ণ হইয়া ঐরূপে বিলাপ করিয়াছিল২১। যে পুরুষ

ক্রন্দন করিতে লাগিল বলিয়াছি, বুঝিতে হইবে, তাহা ভোগ পরিত্যাগী অথচ অপ্রাপ্তবিবেক, এরূপ মনের রোদন২২। সে অর্দ্ধবিবেকী হইয়াছে, অথচ অমল পদ প্রাপ্ত হয় নাই। তাই ভোগসমূহ পরিত্যাগে তাহার মহান্ পরিতাপ উপস্থিত হইয়াছে২৩। ঐ পুরুষ করুণাপরতন্ত্র হইয়া স্বীয় অঙ্গ সকল দেখিয়াছিল, আর বলিয়াছিল, হায়! এ সকল ত্যাগ করিয়া আমি না জানি কি কষ্টই পাইব! (করুণা=স্ত্রীপুত্রাদি স্নেহ। অঙ্গ=লোভ প্রভৃতি। অল্প-বিবেকাবস্থায় স্নেহাদি পরিত্যাগ করিতে গেলে ঐরূপ ঐরূপ পরিতাপ বা মনের আলোচনা জন্মে)২৪। অমল পদ দর্শন (ব্রহ্মদর্শন) হয় নাই, অথচ অর্দ্ধবিবেকী হইয়াছে, সে অবস্থায় অঙ্গ (স্নেহ লোভাদি) পরিত্যাগ করা বড়ই কষ্টকর। তাহাতে চিত্তের পরিতাপ বৃদ্ধি হয় মাত্র২৫। পূর্ব্বে যে হাস্য করিতে লাগিল বলিয়াছি, তাহার অর্থ—সে চিত্ত আমার (বিবেকের) অববোধে প্রাপ্তবিবেক হওয়ায় পরিতুষ্ট হইয়াছিল, তাই সে হাসিয়াছিল২৬। সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্তবিবেক ও সংসারস্থিতি পরিত্যাগী হইলে আনন্দ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে২৭। যে পুরুষ আপনাকে ও আপন অঙ্গসমূহ দেখিয়া উপহাস-ব্যঞ্জক হাস্য করিয়াছিল, সে বুঝিতে পারিয়াছিল, এই গুলিই আমাকে এ পর্য্যন্ত বঞ্চনা করিয়া আসিয়াছে২৮। এ সমস্তই মিথ্যা বিকল্পের (ভ্রান্তির) রচনা২৯। বিবেকপ্রাপ্ত মনঃ ব্রহ্মপদে বিশ্রান্তি লাভ করে; সুতরাং সে তখন পূর্ব্বোক্ত প্রকার ক্লেশের আধার বিষয় সকলকে দূর হইতে অবলোকন করে এবং হাস্য করে৩০। আমি যে অবরুদ্ধ করিয়া যত্নসহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম, বলিয়াছি, তাহার অর্থ—বিবেক সহজে চিত্তকে গ্রহণ (স্ববশবর্ত্তী) করিতে পারে না। তাহাতে তাহার বিশেষ বলপ্রয়োগের আবশ্যক হয়৩১। বিশীর্ণ-কায় হইয়া অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইল, এই কথায় আমি দেখাইয়াছি, বিষয়তৃষ্ণার শান্তি হইলেই চিত্ত বিশীর্ণ হইয়া যায়৩২। সহস্রহস্ত ও সহস্রনেত্র ইত্যাদি কথা বলিয়াছি, তাহাতে দেখাইয়াছি, বা বলিয়াছি, চিত্তের আকৃতি (অবস্থা) অনন্ত৩৩। বহু পরিঘ দ্বারা আপনি আপনাকে প্রহার করিতেছে এ কথার

অর্থ— মনঃ আপনি আপনার কুকল্পনা সমূহের দ্বারা আপনাকে ব্যথিত করিতেছে৩৪। আপনাকে প্রহার করিয়া পলায়ন করিতেছে, এ কথার অর্থ—চিত্ত স্বকীয় বাসনা দ্বারা প্রহার প্রাপ্ত হইয়া (ত্রিতাপদগ্ধ হইয়া) অন্যত্র গমনে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ তাপ নাশের উপায় অন্বেষণ করে৩৫। আপনি আপনার ইচ্ছায় আপনাকে প্রহার করে আবার আপনার ইচ্ছায় পলায়ন করে, এ বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, অজ্ঞানের কার্য্য ঐরূপই৩৬। মনঃ স্বকীয় বাসনাগ্নির দ্বারা উপতপ্ত হইলে তখন সে ব্রহ্মপদ গমনে সমুদ্যত ও সংসার হইতে পলায়নপর হয়৩৭। মনঃ নিজের দুঃখসমূহ বিস্তার করে, আবার তাহাতে খেদান্বিত হয়, হইয়া পলায়ন চেষ্টা করে৩৮। কোশকার কীট যেমন আপনারই লালা-নির্ম্মিত কোশে স্বেচ্ছার দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, মনঃও স্ব-ইচ্ছায় স্বোপার্জ্জিত সঙ্কল্পবাসনাজাল দ্বারা জড়িত ও বন্ধন প্রাপ্ত হয়৩৯। চঞ্চলস্বভাব মনঃ, ভবিষ্যৎ পর্য্যালোচনা না করিয়া বালকের ন্যায় অনর্থ ক্রীড়ায় সমাসক্ত হয়। যেমন কিলোৎপাটী বানর কাষ্ঠছিদ্রস্থ বৃষণের (বৃষণ= অণ্ডকোশ) কাষ্ঠাক্রমণ বুঝিতে না পারায় দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিল, * সেইরূপ, মনঃও স্বকৃত কার্য্যের ভাবী ফল বুঝিতে না পারিয়া দুঃখে নিমগ্ন হয়৪০।৪১। দীর্ঘকাল অসঙ্গাত্মার ধ্যান (যোগ বা সমাধি) ও দীর্ঘকাল তাহার রক্ষা, বা পরিপালন, অভ্যাস দ্বারা দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইলে তখন আর শোক থাকে না৪২।

---

* ক্রকচ অস্ত্রে বড় কাষ্ঠ চেরাই করা হয়। চেরাই কালে ক্রকচ সহজে গমনাগমন করিবে বলিয়া ছুতারেরা বিদারিত কাষ্ঠের মধ্যে (কীল) প্রোথিত করে। কোন এক সময়ে ছুতারেরা একটা বৃহৎ কাষ্ঠ অর্দ্ধ বিদীর্ণ করিয়া মধ্যে কীল পুতিয়া রাখিয়া ভোজনার্থ গৃহে গমন করিলে পর এক চঞ্চলমতি বানর ঐ কাষ্ঠের উপরে বসিয়া সেই খিল নাড়িতে ছিল, তাহার অণ্ডকোষ বিদীর্ণ কাষ্ঠভাগের মধ্য ফাঁকে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। কীল পুনঃ পুনঃ সঞ্চালিত হইয়া খুলিয়া গেল। তখন দু পাশের দুই খণ্ড কাষ্ঠ সবেগে সংযুক্ত হইয়া গেল এবং তাহার চাপনে বানরের মুষ্ক চ্যাপটা হইয়া গেল। বানর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। বানর পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই যে, আমি কীল খুলিলে মরিব।

প্রমাদবশতঃই দুঃখপরম্পরা পর্ব্বতের ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং মনের বশ্যতায় দুঃখপরম্পরা সূর্য্যপ্রকাশে হিম-বিনাশের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়৪৩। মনঃ আগে শাস্ত্রসম্মত অনিন্দিত অনুষ্ঠান-জনিত সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া রাগ পরিশূন্য হয়, পশ্চাৎ বোধোদয় দ্বারা পরম পবিত্র জন্মাদিবিক্রিয়াশূন্য পূর্ণ শান্ত ব্রহ্মপদ প্রাপ্তে জীবন্মুক্ত হয়। তৎকালে মহা বিপদ্ উপস্থিত হইলেও কম্পিত ও তজ্জনিত শোক অনুভব করিতে হয় না৪৪।

নবনবতীতম সর্গ সমাপ্ত।

শততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, চিত্ত পরম পদ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন সাগর-সমুৎপন্ন তরঙ্গ একরূপে জলময় ও অন্যরূপে জলময় নহে, সেইরূপ, ব্রহ্মসমুৎপন্ন চিত্তও ব্রহ্মদৃষ্টিতে ব্রহ্মময় ও চিত্তদৃষ্টিতে চিত্ত১। হে রামচন্দ্র! যাহারা জলের স্বভাব বিজ্ঞাত আছে, তাহারা যেমন তরঙ্গকে জলের অতিরিক্ত মনে করে না, তেমনি, প্রবুদ্ধব্যক্তিগণও চিত্তকে ব্রহ্মাতিরিক্ত মনে করেন না২। অপ্রবুদ্ধ জনের চিত্তই সংসারভ্রমণের কারণ, জ্ঞানিচিত্ত সংসারভ্রমণের কারণ নহে৩। যাহারা জলের স্বরূপ ও স্বভাবাদি পরিজ্ঞাত আছে, তাহারা কি কখনও তরঙ্গকে জল হইতে পৃথক্ মনে করে? তাহা করে না৪। তত্ত্ব এক হইলেও অপ্রবুদ্ধগণের বোধ সৌকর্য্যার্থ বাচ্য, বাচক, সম্বন্ধ, এ সকল কৃত অর্থাৎ কল্পিত হইয়া থাকে। [অভিপ্রায়—শিষ্যদিগকে ইহা বাচক, (বোধক শব্দ) তাহা বাচ্য, এইরূপ কল্পিত ভেদ অবলম্বনে বুঝান হয়]৫। এমন কিছুই নাই যাহা সর্ব্বশক্তি, নিত্য, পূর্ণ ও অব্যয় পরব্রহ্মে নাই। সেই জন্য তাঁহাতে সর্ব্বপ্রকার কল্পনা সুসঙ্গত হয়৬। যিনি সর্ব্বশক্তি তিনিই ভগবান্ অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী। সেইজন্য তিনি যখন যাহা যেরূপে ইচ্ছা করেন তখন তাহা তদ্রূপে প্রকাশিত হয়৭। হে রামচন্দ্র! তাঁহারই চিৎশক্তি ভুতশরীরে, স্পন্দশক্তি বায়ুতে, জড়শক্তি উপলে, দ্রবশক্তি সলিলে, তেজঃশক্তি অনলে, শূন্যশক্তি আকাশে এবং ভাবশক্তি সংসারস্থিতিতে দৃষ্ট হইতেছে৮। তাঁহার সর্ব্বশক্তি সর্ব্বদিক্‌গামিনী। তাঁহার নাশশক্তি নাশে, শোকশক্তি শোকিগণ-মধ্যে, আনন্দশক্তি হর্ষে, বীর্য্যশক্তি যোদ্ধৃবর্গে সৃষ্টিশক্তি সৃজ্যবস্তুতে দৃষ্ট হয়৯।১০। যদ্রূপ বীজমধ্যে ফল, পুষ্প, লতা, শাখা ও মূলাদিযুক্ত বৃক্ষের অবস্থিতি, তেমনি, ব্রহ্মেও বিচিত্র বিশ্বের অবস্থিতি১১। ব্রহ্মের অভ্যন্তরে

আকস্মিক প্রতিভাস (আবরণ শক্তির আবির্ভাব) বশতঃ যে চিজ্জড়মধ্যগত চিত্ত সমুদিত হইয়াছে তাহাই এক্ষণে জীব আখ্যা প্রাপ্ত হইতেছে১২। যেহেতু এই বিচিত্র বিশ্ব অজ্ঞাত চিৎতত্ত্বের বিবর্ত্তন, সেই হেতু ইহা (বিশ্ব) সেই নির্ব্বিশেষ চিদ্বস্তুর অতিরিক্ত নহে। (যেমন রজ্জু জ্ঞানের অস্ফুরণ বশতঃ রজ্জুতে সর্প দর্শন হয়, তেমনি, ব্রহ্মতত্ত্বের অস্ফুরণে ব্রহ্মেই এই বিচিত্র বিশ্ব দৃষ্ট হয়)১৩। হে রামচন্দ্র! জগৎ ও অহংতত্ত্ব অর্থাৎ জীবতত্ত্ব, সমস্তই সেই সর্ব্বগ নিত্যোদিত মহাবপু ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে১৪। ব্রহ্মই সেই সেই শক্তির উদয়ে সেই সেই নামে খ্যাপিত হইতেছেন। তিনিই মনন শক্তির উদ্রেকে মন নাম প্রাপ্ত হন। ইহা মন, তাহা চিত্ত, তাহা জীব, এ সকল বুদ্ধিপ্রভেদ মাত্র, বস্তুপ্রভেদ নহে। স্থতরাং ঐ সকলের প্রতীতি আকাশে পিচ্ছ ভ্রান্তির (পিচ্ছ=ময়ুরের পালক) এবং সলিলে আবর্ত্তবুদ্ধির অনুরূপ। স্থতরাং মন বা জীব আত্মার আংশিক প্রতিভাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এই যে মননধর্ম্মী মন, ইহাও সেই অনির্ব্বাচ্যা ব্রাহ্মী শক্তি। যেহেতু শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন, সেই হেতু এ সমস্তই ব্রহ্মাভিন্ন বলিয়া বিজ্ঞাত হও। এই জগৎ, তিনি ব্রহ্ম, এই আমি, এ সকল বিভাগ প্রতিভাস প্রভব অর্থাৎ স্বাত্ম-ভ্রান্তির কার্য্য১৫-১৭। লোকে ও শাস্ত্রে কাম, কর্ম্ম অবিদ্যা প্রভৃতিকে মন, জীব, ব্রহ্ম, জগৎ, ইত্যাদি ইত্যাদি ভেদ ভ্রমের পরম কারণ বলিতে দেখা যায় সত্য; পরন্তু তাহাও সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মের ব্রহ্মতা। অর্থাৎ মনের আবির্ভাব তিরোভাব বশতঃ যে কিছু সৎ অসৎ (আছে ও নাই) ব্যবহার সম্পন্ন হয় সে সমস্তই মননশক্তিনাম্নী ব্রাহ্মী শক্তি১৮।১৯। সমুদায় ঋতুতে সমানরূপে সর্ব্বপুষ্পাদি প্রসবশক্তি থাকিলেও যেমন প্রদেশ, মৃত্তিকা, বীজ, সংস্কার (চাষ) প্রভৃতি অনুসারে স্থব্যবস্থায় পুষ্পাদি সমুদ্ভব হয়, সেইরূপ, জীবচেষ্টাও পরব্রহ্মে জীবের বাসনানুগৃহীত চিত্তের দ্বারা স্থব্যবস্থায় নির্ব্বাহিত হয়, সাঙ্কর্য্য প্রাপ্ত (এলো থেলো বা বিশৃঙ্খল) হয় না২০।২১। উৎপত্তি স্বীকার করিলেও উক্ত প্রকারে জগদ্ব্যবস্থার নিয়ম অসঙ্কর হইতে পারে বটে; পরন্তু সে সমস্তই

মানস প্রতিভাস অর্থাৎ মনের বিকল্পনা। যাহা প্রতিভাস তাহা বস্তু নহে; সেজন্য তাহা সত্যসত্য জন্মে না এবং সত্যরূপে দৃষ্ট হয় না। হে কিছু ভেদ, সমস্তই মনঃকল্পিত বিধায় শব্দের (নামের) অনতিরিক্ত। সেই জন্যই বলি-তেছি, তুমি মনঃপ্রসূত জগৎকে ব্রহ্মের অনতিরিক্ত বলিয়া অবধারণ করিবে২২।২৩। মনের তন্ময়তা যদ্রূপ, বস্তুদর্শনও তদ্রূপ। দৃষ্টান্ত—পূর্ব্বোক্ত ইন্দুতনয়গণের সৃষ্টি২৪। অক্ষুব্ধ বিমল সলিলে লহরীর উত্থান যদ্রূপ, পরমাত্মার সংসার কারণ জীবের উৎপত্তি তদ্রূপ। জগতের কথা দূরে থাকুক, জগৎকল্পক জীবও ব্রহ্ম২৫।

হে রামচন্দ্র! পূর্ণ চৈতন্য পরব্রহ্মই বিশ্বাকারে বিবর্ত্তিত। তাহাতে একই সত্তা বিদ্যমান, দ্বিতীয় সত্তা নাই। নাম, রূপ, ক্রিয়া, এ সকল সত্তা তাহাতে জলে তরঙ্গের ন্যায় দৃষ্টি প্রভেদ মাত্র২৬।২৭। জন্মিতেছে, বিনষ্ট হইতেছে, যাইতেছে, স্থিতি করিতেছে, এ সমস্তই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মে২৮। যেমন তীব্র আতপ, বিচিত্র মৃগতৃষ্ণিকা রূপে প্রস্ফুরিত হয়, সেইরূপ, নামরূপাদিরহিত পরমাত্মা বিচিত্র বিশ্বাকারে প্রস্ফুরিত হইতেছেন২৯। কারণ, কর্ম্ম, কর্ত্তা, জনন, মরণ ও স্থিতি, এ সমস্তই ব্রহ্ম। লোভ, মোহ, তৃষ্ণা, আহার, আসক্তি, এ সকল কিছুই নহে অর্থাৎ মিথ্যা। * আত্মাতে আত্মার আবার লোভাদি কি৩০।৩১? হেম যেমন বলয়াদিরূপে উৎপন্ন হয়, তেমনি, আত্মাও মন ও জগৎ উভয় আকারে উদিত হইয়াছে৩২। শাস্ত্রে অবুদ্ধ (অজ্ঞানাবৃত) আত্মাই চিত্ত ও জীব নামে উক্ত হইয়াছে। যেমন জানিতে না পারিলে বন্ধুও অবন্ধু হয়, তেমনি জানিতে না পারাতেই (আপনাকে) আত্মা জীব

---

* ঐ সকল শরীরের ধর্ম্ম, আত্মায় নহে। আত্মায় কোনরূপ ধর্ম্ম নাই, আত্মা নির্ধর্ম্মক। আত্মা নিত্য নির্ব্বিকার কুটস্থ চৈতন্য, সুতরাং তাঁহাতে কোন ধর্ম্ম বা ক্রিয়া নাই। অপিচ, ঐ সকল শারীর-ধর্ম্ম শরীরের সহিত কল্পিত। আজ কাল কল্পিত হয় নাই, উহা অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত আছে, এবং প্রবাহের ন্যায় কারণ কার্য্য ভাবে চলিয়া আসিতেছে।

হইয়া আছেন৩৩। চিন্ময় আত্মা স্বতঃই স্ব-অজ্ঞানের আবরণে আপনাকে জীব বলিয়া পরিচয় দিতেছেন৩৪। যেমন দৃষ্টির দোষে একই চন্দ্র দুই হয়, তেমনি, অজ্ঞানের দোষে আত্মা অনাত্মা রূপে প্রকটিত হন৩৫। বন্ধ ও মোক্ষ উভয়ই ব্যামোহমূলক। সুতরাং আত্মা বদ্ধ ও আত্মা মুক্ত, এ সকল কথা কথা মাত্র, বাস্তব নহে৩৬। আত্মায় "আমি বদ্ধ" এইরূপ কল্পনা কুকল্পনামাত্র। অপিচ, বন্ধন যখন কাল্পনিক, তখন মোক্ষও কাল্পনিক অর্থাৎ মিথ্যা৩৭।

শ্রীরাম বলিলেন, প্রভো! মন যাহা নিশ্চয় করে তাহাই যদি সমুদ্ভূত হয়, বাহিরে দৃষ্ট হয়, তবে মনের অন্যতর কল্পনা বন্ধন, তাহা কি নিমিত্ত নাই৩৮? বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! মুর্খদিগেরই বন্ধন কল্পনা সমুপস্থিত হয়। অতএব, পৃথক্ মোক্ষকল্পনা নিতান্ত অলীক৩৯। হে মহামতে! অজ্ঞতা বশতঃই ঐরূপ বন্ধমোক্ষ জ্ঞান সমুপস্থিত হয়৪০। যাহা কল্পনা তাহা কোন বস্তু নহে, ইহা প্রবুদ্ধ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। রজ্জুতত্ত্বানভিজ্ঞের নিকটেই রজ্জু সর্পরূপে প্রস্ফুরিত হয়, কিন্তু অভিজ্ঞের নিকট নহে। রাম! সেইজন্য, পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, প্রাজ্ঞ জনের বন্ধমোক্ষ ব্যামোহ নাই। ঐ সকল ব্যামোহ কেবল অজ্ঞ জীবেই বিরাজ করে৪১।৪২। অগ্রে মনঃ, পরে বন্ধমোক্ষজ্ঞান, পশ্চাৎ জগৎপ্রপঞ্চের রচনা অর্থাৎ ক্রমিক কারণ কার্য্যভাব পর পর নিরূঢ়-কল্পনায় নিষ্পন্ন হইয়াছে। মিথ্যা উপকথা যেমন বালকের সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তেমনি, অজ্ঞের নিকট এই মিথ্যা প্রপঞ্চ সত্যস্বরূপে প্রতীত হইতেছে৪৩।

শততম সর্গ সমাপ্ত

একাধিকশততম সর্গ।

—*—

বালকোপাখ্যান।

রাম বলিলেন, মুনে! মিথ্যা আখ্যায়িকা বালকের নিকট কিরূপ প্রতীবিষয় হয়? তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন।

বশিষ্ঠ বলিলেন, এক সম্মুগ্ধমতি বালক স্বীয় ধাত্রীকে কহিল, ধাত্রি! তুমি আমার নিকট একটি হর্ষপ্রদ উপন্যাস বল১।২। বালক ধাত্রীকে ঐরূপ কহিলে, ধাত্রী বালকের চিত্তবিনোদনার্থ শ্রুতিমধুর আখ্যায়িকা বলিতে লাগিল৩।

ধাত্রী কহিল, বৎস! পূর্ব্বকালে ধার্ম্মিক, সুন্দরদর্শন, শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন তিন রাজপুত্র ছিল। তাহারা অতিবিস্তীর্ণ শূন্যনগর রাজ্যের মধ্যে আকাশময় তারকার ন্যায় রাজধানীতে বাস করিত। ঐ তিন রাজপুত্রের দুইজন অজাত; আর এক জন মাতৃগর্ভেও ছিল না৪।৫। অনন্তর কোন এক সময়ে তাহারা মরক কারণে মৃতবান্ধব ও দুর্ভিক্ষ কারণে শুষ্কবদন ও শোকসন্তপ্ত হইয়া পরস্পর পরামর্শ করতঃ সেই শূন্যনগর রাজ্য হইতে কোন এক উত্তমনগর রাজ্যের উদ্দেশে আকাশ হইতে বুধ, শুক্র ও শনি গ্রহের ন্যায় বিনির্গত হইল৬।৭। সেই শিরীষকুসুমের ন্যায় সুকুমার বালকত্রয় গ্রীষ্মতাপার্ত্ত পল্লবের ন্যায় পথিমধ্যে দিবাকরকিরণে সাতিশয় ম্লান ও বিবর্ণ হইল৮। তাহাদিগের সুকোমল চরণতল সিকতাময় মার্গের উত্তপ্ত বালুকারাশির দ্বারা দগ্ধ হইতে লাগিল। তখন তাহারা যূথভ্রষ্ট মৃগকুলের ন্যায় কাতর হইয়া হা তাত! হা তাত! বলিয়া রোদন করিতে লাগিল৯। দর্ভাগ্রভাগ দ্বারা তাহাদিগের চরণ বিদ্ধ ও প্রচণ্ডমার্তণ্ডকিরণোত্তাপে শরীর পরিম্লান হইতে লাগিল। অতি কষ্টে তাহারা ধূলিধূষরিত মূর্ত্তিতে অতি দূর পথ অতিক্রম করিয়া পথপ্রান্তে

মঞ্জরীজলজটিল, প্রফুল্লপল্লব এবং মৃগপক্ষিকুলের বাসস্থান তিনটি বৃক্ষ দেখিতে পাইল। সেই তিনটি বৃক্ষের মধ্যে দুইটি অজাত, অপর একটি আজও বীজ হইতে বহির্গত হয় নাই১০-১২। অনন্তর সেই রাজপুত্রত্রয় পথপর্য্যটনে সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া স্বর্গস্থিত পারিজাত তলে বিশ্রান্ত ইন্দ্র, যম ও পবনের ন্যায় সেই বৃক্ষত্রিতয়ের অন্যতম বৃক্ষের তলে বিশ্রাম করিতে লাগিল। বিশ্রামের পর সেই বৃক্ষের অমৃতকল্প ফলসমূহ ভক্ষণ, ও তাহার সুস্বাদু রসরাশি পান করিল এবং তাহার পুষ্পগুচ্ছসমূহে মালা গ্রথন করিয়া লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল১৩।১৪।

পরে তথা হইতে বহুদূর গমন করিতে করিতে ক্রমে মধ্যাহ্নকাল সমুপস্থিত হইল। এই সময়ে তাহারা পথিমধ্যে তিনটি বিস্তীর্ণা নদী দেখিতে পাইল। ঐ সকল নদী ভয়ঙ্কর শব্দ সহকারে অত্যুত্তাল তরঙ্গ সকল বিস্তার করিতেছিল১৫। ঐ তিন নদীর একটি বহু কাল হইতে পরিশুষ্ক, অপর দুইটিতে অন্ধলোচনে দৃষ্টির ন্যায় কিছুমাত্রও জল ছিল না১৬। উক্ত নদীত্রয়ের মধ্যে যেটী চিরশুষ্ক, রাজপুত্রত্রয় ঘর্ম্মার্ত্ত হইয়া সেইটিতেই আদর সহকারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের গঙ্গাস্নানের ন্যায় স্নান করিলেন১৭। তথায় অবগাহন পূর্ব্বক বহুক্ষণ পর্য্যন্ত জলক্রীড়া ও সেই নদীর ক্ষীরোপম সলিলরাশি পান করিয়া প্রহৃষ্ট মনে তথা হইতে প্রস্থান করিল১৮।

অনন্তর দিবসের শেষভাগে দিবাকর লম্বমান (অস্তগামী) হইলে, সেই রাজকুমারত্রয় এক নবনির্ম্মিত, পর্ব্বতসম উচ্চ, পতাকালাঞ্ছিত, পদ্মিনীসমূহে পরিব্যাপ্ত, উল্লাসধ্বনিশালী, গীতাসক্ত নগরবাসী জনগণে সঙ্কুল ও অতি মনোহর ভবিষ্যৎ নগর প্রাপ্ত হইল১৯।২০। তাহারা তথায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল যে, নগরটীর মধ্যস্থলে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় শোভমান এবং মণি-কাঞ্চননির্ম্মিত গৃহসমূহে আকীর্ণ তিনটী সৎ (বিদ্যমান) ভবন রহিয়াছে২১। সেই তিনটী ভবনের দুইটি কখনও নির্ম্মিত হয় নাই, অপর একটির ভিত্তিও

নাই। অনন্তর সেই বরানন নরত্রয় ভিত্তিশূন্য মনোহর গৃহে প্রবেশ করতঃ তথায় উপবেশন পূর্ব্বক বিহার করিতে লাগিলেন, এবং তথায় দেখিতে পাইলেন, যে তিনটি কাঞ্চনকল্পিত স্থালী বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে দুইটি ভাঙ্গিয়া কর্পূরসদৃশ হইয়া গিয়াছে ও অপর একটি চূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। প্রশস্তবুদ্ধি ও বহুভোজী উক্ত বালকত্রয় অন্নপচনের নিমিত্ত সেই চূর্ণস্থালীটি গ্রহণ করিলেন। অনন্তর নবনবতিদ্রোণপরিমিত তণ্ডুল আহরণ করিয়া তন্মধ্য হইতে শত দ্রোণ তণ্ডুল গ্রহণ পূর্ব্বক উক্ত স্থালীতে পাক করিলেন। অনন্তর ভোজনার্থ তিন জন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই তিনটি ব্রাহ্মণের দুইটি ব্রাহ্মণ দেহহীন, অপর এক ব্রাহ্মণের মুখ নাই২২-২৬। যিনি নির্ম্মুখ ব্রাহ্মণ তিনি সেই নবনবতি দ্রোণ পরিমিত * তণ্ডুলোৎপন্ন অন্নের দ্রোণশত পরিমিত অন্ন ভক্ষণ করিলেন। অনন্তর সেই কুমারত্রয় তদীয় ভুক্তাবশিষ্টঅন্ন ভোজন করিয়া সাতিশয় পরিতৃপ্ত হইল।

বৎস! পরে সেই তিন রাজপুত্র সেই ভবিষ্যন্নগরে মৃগয়াক্রীড়ায় ব্যাসক্ত হইয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিল২৭।২৮। হে অনঘ শিশো! আমি তোমার নিকট রমণীর উপন্যাস কীর্ত্তন করিলাম। তুমি ইহা স্মরণে রাখিবে। ইহা না ভুলিলে তুমি পূর্ণ বয়সে পণ্ডিত হইতে পারিবে২৯।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! ধাত্রী বালকের নিকট এই মিথ্যা আখ্যায়িকা কীর্ত্তন করিলে, বালক তদুক্ত ঐ আখ্যান শ্রবণ করিয়া, সাতিশয় আনন্দিত হইল এবং সত্য বিবেচনায় তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিল৩০। হে কমললোচন রাম! আমি চিত্তাখ্যানকথাপ্রসঙ্গে তোমার নিকট বালকাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম৩১। রাঘব! এই সংসার উগ্রসঙ্কল্প ও দৃঢ়কল্পনার দ্বারাই রচিত; সুতরাং বালকাখ্যায়িকার ন্যায় রূঢ়িতা প্রাপ্ত। (রূঢ়িতা=আছে বলিয়া মনে হওয়া)। এই কল্পনাজালভাসিত প্রতিভাসাত্মিকা সংসাররচনা বন্ধমোক্ষ

---

* দ্রোণ অর্থাৎ আড়ক। ৩২ সেরে ১ দ্রোণ। নবনবতি ৯৯।

প্রভৃতি কল্পনাশত দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। বস্তুতঃ ইহা সঙ্কল্প ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যাহা সঙ্কল্প বশতঃ প্রতিভাত হয়, প্রকাশ পায়, তাহা অকিঞ্চিৎ ও কিঞ্চিৎ। অকিঞ্চিৎ অর্থাৎ রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যা। কিঞ্চিৎ অর্থাৎ ভ্রান্তির আধার ব্রহ্মচৈতন্য। অপিচ, এই পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, পর্ব্বত, সরিৎ ও দিঙ্মণ্ডল প্রভৃতি সকলই সেই সঙ্কল্পময়চিত্তের বৈচিত্র্য সুতরাং স্বপ্নসদৃশ। আখ্যায়িকান্তর্গত ভবিষ্যন্নগর, রাজপুত্র ও নদীত্রয় যদ্রূপ, স্বপ্নের ও সংকল্পের রচনা যদ্রূপ, এবং এই জগৎ স্থিতিও তদ্রূপ। সলিলাত্মক চঞ্চল অব্ধি যেমন আপনিই আপনাতে প্রস্ফুরিত হয়, তেমনি, এই জগৎও সঙ্কল্পময়চিত্তে প্রস্ফুরিত হইতেছে। এই জগৎ সেই পরমাত্মার প্রথম সঙ্কল্প হইতে সমুদিত হইয়াছিল, পরে ইহা দিবাকরের দিবস নির্ব্বাহের ন্যায় মনুষ্যাদির ব্যাপারে স্ফারতা (বিস্পষ্টভাব) প্রাপ্ত হইয়াছে৩২-৩৮। বস্তুতঃই একমাত্র সঙ্কল্পকল্পনা দ্বারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে। অপিচ, সেই একমাত্র সঙ্কল্পকল্পনা আবার চিতের অন্যতম চিৎবিলাস *। অতএব, হে রাম! তুমি এই সঙ্কল্প-জাল (অর্থাৎ কল্পিত জগৎভাব) পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র নির্ব্বিকল্প চিদ্রূপ আশ্রয় করিয়া পরমা শান্তি প্রাপ্ত হও ৩৯। (জদভাব বিস্মৃত না হইলে, বিকল্পকল্পনা পরিত্যাগ না করিলে, নিজের বিকার বর্জ্জিত স্বরূপ লাভে সমর্থ হইবে না।)

---

* চিত্তের অর্থাৎ চিদাত্মা পরব্রহ্মের। অন্যতম অর্থাৎ বহু প্রকারের মধ্যে এক প্রকার। চিৎ বিলাস অর্থাৎ মায়াশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্ম চৈতন্যের বিবর্ত্তন রূপ কার্য্য।

একাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ।

—✱—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! মূঢ়েরাই আপন আপন সংকল্পের দ্বারা মোহ প্রাপ্ত হয়, পণ্ডিতেরা নহে। শিশুরাই অক্ষয় পদার্থের অক্ষয়তা না জানিয়া ক্ষয়ের আশঙ্কায় বিমূঢ় হইয়া থাকে ১। রামচন্দ্র বলিলেন ব্রহ্মন! আপনি যে সঙ্কল্পের কথা বলিলেন, সেই বিনশ্বর সঙ্কল্প কি? কেই বা সঙ্কল্প করে? এবং অসৎ সঙ্কল্প কাহাকেই বা কিরূপে মোহিত করে? অর্থাৎ কোন্ মিথ্যার দ্বারা কে সংসারভ্রম প্রাপ্ত হয় ২? বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! যেমন অজ্ঞ শিশু কর্ত্তৃক মিথ্যা বেতাল (ভূত) কল্পিত হয়, তেমনি, অবিদ্যোপহিত পরমাত্মা পূর্ব্বকল্পীয় জীবভাবাপন্ন অহঙ্কারের সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া এতৎ কল্পে মিথ্যা অহং অভিমানী ও তন্নামধারী হন। অহং আমি, এ ভাব তাঁহারই নিজ অজ্ঞান কর্ত্তৃক কল্পিত, সুতরাং শিশুর বেতাল কল্পনার ন্যায় মিথ্যা ৩। যখন একই পূর্ণস্বভাব পরম বস্তু ব্যতীত অন্য কিছু নাই, তখন আর কে কোথা হইতে উদিত হইবে? অর্থাৎ পৃথক্ অহঙ্কার কোথা হইতে আসিবে ৪? যেমন অসম্যগ্‌দর্শন হেতু পান্থগণের মরীচিকায় অর্থাৎ বালুকাভূমিস্থ সৌরাতপে (সূর্য্যকিরণে) জলভ্রম হয়, তেমনি, স্ব-অজ্ঞান বশতঃই একাদ্বয় পরমাত্মায় মিথ্যা অহঙ্কার সমুদিত হয়। সুতরাং বাস্তব পক্ষে অহঙ্কার নাই ৫। এবং মনেরই সঙ্কল্প বিশেষ সংসার। অর্থাৎ মনঃই আপনি আপনাকে আশ্রয় করিয়া জগৎরূপে প্রস্ফূরিত হইতেছে। যেমন জলই আবর্ত্ত, তেমনি, মনঃই সংসার ৬। রাঘব! তুমি অসম্যগ্‌দর্শন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্যস্বরূপ আনন্দজনক ও মোক্ষকারণ সম্যগ্দর্শন আশ্রয় কর ৭।

মোহের আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া বিচারধর্ম্মিণী বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক বিচারপরায়ণ হও। অর্থাৎ যাহা সত্য তাহাই বুদ্ধিস্থ কর এবং যাহা অসৎ তাহা পরিত্যাগ কর৮। তুমি বস্তুতঃ অবদ্ধ, অথচ বদ্ধ আছি ভাবিয়া বৃথা শোক করিতেছ। যখন একই আত্মতত্ত্ব অদ্বিতীয় ও অপরিসীম, তখন আর কে কাহার দ্বারা বদ্ধ হইবে ৯? নানাত্ব অনানাত্ব উভয়ই ব্রহ্মবস্তুতে কল্পিত। কল্পনার পরিহার হইলে যখন বিশুদ্ধ ব্রহ্মতত্ত্ব বিদ্যমান থাকে, তখন আর কেই বা বদ্ধ থাকিবে? এবং কেই বা মুক্ত হইবে ১০? আত্মাতে ভেদাভেদ বিকার নাই। সুতরাং দেহ নষ্ট, ক্ষত ও ক্ষীণ হইলে তাহাতে আত্মার ক্ষতি হয় না। ভস্ত্রা (জাঁতা) দগ্ধ হইলে কি কখন ভস্ত্রাপূর (বায়ু) দগ্ধ হয় ১১।১২? যেমন পুষ্প বিনষ্ট হইলে গন্ধ বিনষ্ট হয় না তেমনি, এই দেহ পতিত বা উদিত হউক, তাহাতে আত্মার কোন ক্ষতি হয় না ১৩। এই দেহ পতিত, উৎপতিত, নিপতিত, যাহা হয় হইক, আমি যাহা তাহাই থাকিব এবং সুখ দুঃখাদিও নিজ আধারে (অজ্ঞান বিকার অন্তঃকরণে) থাকিবেক। মেঘের সহিত বায়ুর ও পদ্মের সহিত ভ্রমরের যেরূপ সম্বন্ধ, শরীরের সহিত তোমার সেইরূপ সম্বন্ধ ১৫।১৬। রাঘব! মনঃই জগতের শরীর অর্থাৎ মনঃই জগতের আকারে দৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং মনঃই দৃশ্য জগতের মূল বীজ; এবং আদ্যাশক্তিস্বরূপ। অপিচ, যাহা অধ্যাত্মচিৎ অর্থাৎ শরীরোপহিত চৈতন্য, তাহা কোনও কালে বিনষ্ট হয় না ১৭। হে মহাপ্রাজ্ঞ! আত্মা কদাচ বিনাশ প্রাপ্ত বা কোথাও গতাগত হন না। তুমি বৃথা পরিতাপ করিতেছ ১৮। যেমন মেঘ বিশীর্ণ হইলে বায়ু, ও পদ্ম শুষ্ক হইলে ষট্‌পদ আকাশে অবস্থিতি করে, সেইরূপ, দেহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে এই উপাধিপরিচ্ছিন্ন জীবাত্মাও অনন্তাত্মায় মিলিত হয় ১৯। আত্মনাশের কথা দূরে থাকুক, জ্ঞানাগ্নি ব্যতিরেকে সংসারবিহারী মনঃও বিনষ্ট হয় না২০। যেমন ঘট ভগ্ন হইলে তদন্তর্গত আকাশ আকাশে একতাপ্রাপ্ত

হয়, তদ্রূপ, স্থূল দেহ ক্ষয় হইলেও তদভিমানী জীবাত্মা সেই পরমাত্মায় বিলীন হয়। কুণ্ড ও বদর (কুণ্ড=আধার পাত্র। বদর=কুল ফল।) উভয়ের অবস্থিতি যদ্রূপ, ঘট ও আকাশ উভয়ের স্থিতি যদ্রূপ, দেহে আত্মার অবস্থিতিও তদ্রূপ। দেহ বিনাশী এবং আত্মা অবিনাশী। বদর কুণ্ডভঙ্গে হস্তগত বা অন্যাধার গত হয়, আত্মাও দেহ ভঙ্গের পর পরমাত্মগত হয়২১।২৩। মনঃই মরণরূপ শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মুহূর্ত্ত কালের জন্য দেশ কালাদি হইতে তিরোহিত হয় মাত্র। সুতরাং তাহার জন্য আক্রোশ কেন? কেনই বা তাহার জন্য লোকে ভীত ও ত্রস্ত হয়? পক্ষিশাবক যেমন উড্ডয়নোৎসুক হইয়া ভঙ্গপ্রবণ অণ্ড পরিত্যাগ করে, সেইরূপ, তুমিও পরমাকাশ গমনের জন্য জন্য অহন্ভাব সম্পন্না বাসনা পরিত্যাগ কর২৪।২৬। মনের তাদৃশী শক্তিই (অহন্তাবই) ইষ্টানিষ্টের কারণ এবং তাহারই সামর্থ্যে ভ্রমপ্রাপ্ত হইয়া জীবগণ বৃথা স্বপ্নতুল্য সংসার দর্শন করিতেছে২৭। উহাই অবিদ্যা, উহাই দূরুচ্ছেদ্যা, এবং উহাই দুঃখ প্রদানার্থ বৃথা পরিবৰ্দ্ধিত হয়। যে উহাকে না জানে, উহা তাহারই নিকট এই অসন্ময় বিশ্ব বিস্তার করে২৮। যেমন কোয়াশা হইলে ভ্রান্ত লোক আকাশকে মলিন অর্থাৎ অনির্ম্মল মনে করে, সেইরূপ, তুচ্ছ মনঃশক্তির প্রচ্ছাদনে ভ্রান্ত জীবেরা আপনাকে অন্তস্থ ও মলিন মনে করে২৯। ঐ শক্তির দ্বারাই এই আরম্ভমন্থর (মহা আড়ম্বরযুক্ত) বিশ্ব দীর্ঘস্বপ্নের ন্যায় অসৎ হইয়াও কল্পিত সৎস্বরূপে সমুদিত হইয়াছে৩০। মাত্র ভাবনাই ইহার কর্ত্তা এবং তাহার (ভাবনার) জগৎ রচনাও তদ্রূপ। অর্থাৎ ইহার কর্ত্তৃত্বও ভাবনা এবং কার্য্যও ভাবনা। তদতিরিক্ত বাস্তব কর্ত্তৃত্বাদি নাই। যেমন দোষদুষ্ট চক্ষুঃ আকাশে কেশগুচ্ছাদি (এক প্রকার ভ্রান্তি দর্শন। যেন চুলের গুছি) দেখে, তেমনি, অজ্ঞানমলিন আত্মাও আপনাতে জগদ্দর্শন করে৩১। হে রামচন্দ্র! যেমন দিবসাধিপ দিবাকর স্বীয় আতপ দ্বারা হিমশিলা (বরফ) বিনষ্ট করেন, তদ্রূপ, তুমিও বিচারদ্বারা ঐ শক্তিকে বিনষ্ট কর৩২। যাহারা হিম বিনাশ কামনা করে, তাহারা যেমন সূর্য্যের উদয় প্রার্থনা করে, সেইরূপ,

যাহারা মনোবিনাশপ্রার্থী, তাহারা বিচারের উদয় কামনা করুক৩৩। অবিদ্যারূপ মেঘ যতদিন না উত্তমরূপে বিজ্ঞাত হইবে তত দিনই সে শম্বরাস্থরেব ন্যায় বিশ্ব প্রদর্শন রূপ ইন্দ্রজালময় স্থবর্ণ বর্ষণ করিবে৩৪। (শম্বর= ময় দানবের ন্যায় এক অস্থর। এই ব্যক্তি ইন্দ্রজাল বিদ্যার অন্যতম স্রষ্টা) মনঃ স্বরচিত আত্মবধ নাটক দেখিয়া নৃত্য করিতেছে বটে; অর্থাৎ জগতের বিলাস দেখিয়া আমোদ করিতেছে বটে; পরন্তু তাহাই উহার আত্মবিনাশের কারণ। কেননা, যে মুহূর্ত্তে আত্মা উহাকে (বিশ্বকে) দেখিবে অথবা বিশ্ব আত্মাকে দেখিবে, সেই মুহূর্ত্তেই আত্মা সংসার দশা প্রাপ্ত হইবে। (বিশ্ব আত্মাকে দেখিবে, এ কথার অর্থ—বিশ্ব মনের সাহায্যে আত্মায় প্রতিফলিত হইবে) দুর্ব্বুদ্ধি মনঃ জানিতেছে না যে তাহার বিনাশ নিকট—অতি নিকট৩৫।৩৬। যাহারা মনোনাশের উপায় অনুসন্ধান করে, তাহারা কেবলমাত্র সঙ্কল্পের দ্বারাই তাহা সিদ্ধ করিতে পারে। স্থতরাং তন্নিমিত্ত তপস্যাদি ক্লেশ করিতে হয় না। রাম! তুমিও বিবেক দ্বারা সঙ্কল্প উত্থাপন করতঃ বিশ্ববিকল্পক মনঃকে জয় কর এবং অধ্যাত্মজ্ঞান উদিত কর৩৭।৩৮। হে রাঘব! মনের নাশই মহান্ অভ্যুদয় এবং মনের উদয়ই মহান্ অনর্থের মূল। অতএব, তুমি মনোনাশার্থ যত্নবান্ হও৩৯। হে স্থভগ! যে মনের বর্ণনা করিলাম, সেই মনঃই এই স্থখদুঃখরূপবৃক্ষসমাকীর্ণ কৃতান্তরূপ মহোরগযুক্ত (উরগ=সর্প) সংসাররূপ নিবিড় অরণ্যের প্রভু এবং তত্রত্য অধিবাসিগণের মহাবিপদের হেতু৪০।

বাল্মীকি বলিলেন, হে ভরদ্বাজ! মহর্ষি বশিষ্ঠ এই সকল কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে দিবা অবসান হইল। দিবাকর যেন সায়ন্তন কার্য্য সমাধা করিবার জন্য অস্তাচল গমন করিলেন। তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ সভাস্থ ব্যক্তিবর্গকে যথাযোগ্য সম্ভাষণাদি করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি সায়ংকালের কর্ত্তব্য কার্য্যের নিমিত্ত গমন করিলেন। অনন্তর রজনী প্রভাতা ও দিবাকর সমুদিত হইলে পুনর্ব্বার সভায় সমাগত হইলেন৪১।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

ত্র্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠদেব পুনর্ব্বার বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন অর্ণব সমুত্থিত কল্লোল, তেমনি, পরব্রহ্ম সমুত্থিত মনঃ। চিত্ত বা মনঃ স্ব-স্বভাবে তরঙ্গমালার ন্যায় বিস্তৃতি প্রাপ্ত হয়১। এই মনঃ হ্রস্বকে দীর্ঘ এবং দীর্ঘকে হ্রস্ব করে। কখন বা আপনাকে পর ও পরকে আপনার করে২। মনঃ প্রাদেশপ্রমাণ বস্তুকে ভাবনার দ্বারা অদ্রির ন্যায় দর্শন করায়৩। উল্লাসযুক্ত মনঃ পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) লাভ করিয়া নিমেষ মধ্যে সংসারপরম্পরা বিস্তার করে এবং কখন বা সংসার বিস্তৃতি বিষয়ে বিরত থাকে৪। এই বহুবস্তুপূর্ণ স্থাবর জঙ্গমাত্মক পরিদৃশ্যমান জগৎ সেই মনঃ হইতেই সমাগত হইয়াছে৫। চঞ্চলস্বভাব মনঃ দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দ্রব্যশক্তির দ্বারা পর্য্যাকুলীকৃত হইয়া নটের ন্যায় এক ভাব (আকার) হইতে অন্য ভাবে গমন করে৬। অপিচ, মনঃই সৎকে অসৎ ও অসৎকে সৎ করিতেছে ও তদনুরূপে সুখ দুঃখ প্রদান করিতেছে। যাহা যাহা করিতেছে সে সমস্তই ভাবের দ্বারা করিতেছে৭। এই চঞ্চল মনঃ যখনই স্বকর্ম্মোপস্থাপিত ভোগ্যকে যে ভাবে ভাবিত করে অর্থাৎ যে প্রকার কল্পনার অধীন করে, (ফলিতার্থ—ইচ্ছা করে), তখন তাহার কল্পিত হস্তপদাদিমান্ এই দেহ তদনুরূপেই স্পন্দিত অথবা অস্পন্দিত হয়৮। এবং সেই সেই সময়েই ক্রিয়ার দ্বারা সে তখন বারিপরিষিক্ত লতার অঙ্কুর গ্রহণের ন্যায় চিত্তসঙ্কল্পিত সুখদুঃখপরম্পরা গ্রহণ করিতে থাকে৯। হে রামচন্দ্র! যেমন, শিশুগণ আর্দ্র মৃৎপিণ্ড লইয়া বহুবিধ খেলানা নির্ম্মাণ করে, তেমনি, মনঃও স্বান্তঃস্থ ভাব মাত্র লইয়া এই বিচিত্র

জগৎ নির্ম্মাণ করে১০। মনঃ স্বকল্পিত পদার্থরূপ পঙ্ক দ্বারা যে সকল নরদেহাদিরূপ ক্রীড়নক (খেলনা) প্রস্তুত করিয়াছে, সে সকল কিছুই নহে অর্থাৎ সমস্তই মৃগতৃষ্ণাজলের ন্যায় অলীক বা মিথ্যা১১। ঋতুকর কাল যেমন বৃক্ষ দিগের ভিন্নরূপত্ব সম্পাদন করে, তেমনি, মনঃও এই সমস্ত পদার্থের ভিন্নরূপ সম্পাদন করিতেছে১২। মনোরাজ্য, স্বপ্ন ও সঙ্কল্প, এই সকল চিত্তকার্য্য অনুসন্ধান কর, দেখিতে পাইবে, চিত্তেরই লীলায় বহুযোজনও গোস্পদের ন্যায় এবং অত্যল্পও বহুযোজনের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এই বিশ্ব অবিবেকীয় দৃষ্টিতে বহুযোজন এবং বিবেকীর দৃষ্টিতে গোস্পদ১৩। অধিক কি, উক্ত মনঃ কল্পকে ক্ষণ এবং ক্ষণকে কল্প করিতে পারে। দেশ, কাল, ক্রিয়াক্রম, সমস্তই মনের আয়ত্ত বা অধীন। পরন্তু তাহার সংযোগাদির অল্পতা ও আধিক্য অনুসারে শীঘ্রতা ও বিলম্বতা ঘটনা হয়। যদ্রূপ বৃক্ষ হইতে পল্লবাদির বিনির্গম দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ মোহ, সংভ্রম, অর্থ, অনর্থ, দেশ, কাল ও গতি অগতি, সমস্তই মনের প্রভাব বা মনঃ হইতে সমাগত১৪।১৬। সমুদ্র যেমন জল ব্যতিরেকে ও অনল যেমন উষ্ণতা ব্যতিরেকে পদার্থান্তর নহে, সেইরূপ, এই বিবিধ আরম্ভসম্পন্ন সংসার চিত্ত ব্যতিরেকে বস্বন্তর নহে১৭। কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য প্রভৃতি সঙ্কুল এইযে জগৎ, ইহা চিত্তেরই রূপভেদ, বস্বন্তর নহে১৮। যেমন কাঞ্চনবুদ্ধিশালী মানবের দৃষ্টিতে কেয়ূরাঙ্গদাদি কল্পিত; এবং তত্রস্থ কল্পনাভাগ পরিত্যাগে হেম মাত্রই লক্ষিত হয়, তেমনি, তত্ত্বদর্শী জনগণের দৃষ্টিতে চিত্তের কল্পিত স্বরূপভেদ হইতে সমুত্থিত এই বন পর্ব্বত ও সমুদ্রাদি সঙ্কুল জগৎও চিত্ত বলিয়া সংলক্ষিত হইয়া থাকে১৯।

ত্র্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

চতুরধিকশততম সর্গ।

—*—

লবণরাজার উপাখ্যান।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! এই জগদ্রূপ ইন্দ্রজাল যে প্রকারে চিত্তের অধীন, অর্থাৎ চিত্তকল্পনার অনতিরিক্ত, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত আমি এক উত্তম উপাখ্যান বলিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর১।

এই অবনীমণ্ডলে অরণ্যসঙ্কুল "উত্তরাপাণ্ডব" নামে এক অতি বৃহৎ জনপদ আছে২। তাপসগণ তাহার নিবিড় অরণ্যপ্রদেশে বিশ্রান্তচিত্তে অবস্থান করেন এবং বিদ্যাধরীগণ আনন্দ চিত্তে তাহার উপবন বিভাগে দোলায়মান লতাসমূহ আন্দোলিত করতঃ দোলক্রীড়া করিয়া থাকেন৩। এই স্থানের ভূধর সকল বায়ুসমাহৃত নিকটস্থ সরোবরজাত সরোজরাশির রজোদ্বারা অর্থাৎ পদ্মপরাগ দ্বারা সর্ব্বদা পীত বা পিঙ্গলবর্ণ হইয়া রহিয়াছে এবং অন্যান্য কুসুমরাজি প্রস্ফুটিত হইয়া অরণ্যশ্রেণীর শিরোভূষণরূপে অবস্থিতি করিতেছে৪। গ্রামসন্নিহিত ক্ষুদ্র অরণ্যসমূহও করঞ্জমঞ্জরী, কুঞ্জ ও গুচ্ছ প্রভৃতির দ্বারা পরম শোভা প্রাপ্ত এবং সে সকল স্থান খর্জ্জুর-তরুশ্রেণী পরিবৃত ও মধুমক্ষিকাগণের ঘুণ ঘুণ ধ্বনিতে সমাকুল দৃষ্ট হয়৫। অপিচ, তদন্তর্গত হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র সমূহের পিঙ্গলবর্ণ সুপক্ক ওষধি সকল পিঙ্গলবর্ণ মণির ন্যায় শোভমান হইতেছে এবং নীলকণ্ঠবিহঙ্গমগণের ও সারসপক্ষিসমূহের মনোহর কলরব দ্বারা তৎপার্শ্বস্থবর্ত্তী কনকবর্ণ সুদৃশ্য কানন সকল ধ্বনিত হইতেছে। তদ্‌জনপদস্থ গিরিগ্রাম সকল তমাল ও পাটলাবৃক্ষে পরিবৃত থাকায় অপূর্ব্ব নীল শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে৬।৭। ঐ সকল বৃক্ষের উপরিভাগে বিচিত্রবর্ণ বিহঙ্গমকুল

অব্যক্ত কাকলীধ্বনি করিতেছে। নদীতীরে কুসুমিত পারিভদ্র প্রভৃতি তরুনিকর মনোহর শোভা বিস্তার করিতেছে৮। ফলপুষ্পনিপাতনকারী পবন অমন্দবেগে প্রবাহিত হইয়া কুসুমরাজি বিধূত (কম্পিত) করিতেছে এবং গন্ধর্ব্বগণ মধুর স্বরে আনন্দ গান করিতেছে। যে সকল প্রদেশ মৃদুমন্দসঞ্চারী সমীরণের সন্ সন্ ধ্বনিতে পরিব্যাপ্ত এবং বন ও উপবন দ্বারা সর্ব্বত্র সুষুমান্বিত। এই স্বর্গসম মনোহর জনপদ দর্শন মাত্র বোধ হয়, যেন সুমেরুকন্দর নিষ্ক্রান্ত সিদ্ধচারণগণে ও বন্দিগণে পরিবৃত অমর নিবাস স্বর্গ বিধাতা কর্ত্তৃক ভূতলে সমানীত হইয়াছে৯।১১।

তাদৃশ মনোহর উত্তরাপাণ্ডব নামক জনপদে হরিশ্চন্দ্রবংশসম্ভূত পরম ধার্ম্মিক লবণ নামে এক সুবিখ্যাত মহীপাল বাস করিতেন১২। তাঁহার যশঃ কুসুমের পরাগরাজির দ্বারা সমীপবর্ত্তী শৈল সকল যেন পাণ্ডরবর্ণ হইয়া বিভূতিভূষিত বৃষভ বাহনের শোভার অনুকার করিতেছে১৩। এই রাজার স্বীয় কৃপাণে (তরবারিতে) অরাতিকূল ছিন্ন ভিন্ন ও নিঃশেষিত হইয়াছিল। এমন কি, অরাতিগণ তাঁহার আকৃতি মনে করিয়াই জরাক্রান্ত হইত১৪। সজ্জনগণও এই রাজার বিষ্ণুচরিতোপম আর্য্যমনোরঞ্জন উদার চরিত অদ্যাপি স্মৃতিপথে সংস্থাপন করিয়া থাকেন১৫। অপ্সরাগণ ইহার সদ্‌গুণ পুলকোল্লাস সহকারে অদ্রীন্দ্র (হিমালয়) শিখরস্থিত অমরসভা সমূহে অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন১৬। তত্রস্থ লোকপালগণ অপ্সরাগণের মুখে এই রাজার গুণগান শ্রবণ করেন এবং বিরিঞ্চিবাহন হংসেরা তাহা অভ্যস্ত করিয়া আত্মচরিতার্থ বোধ করে১৭। হে রামচন্দ্র! তাঁহার ন্যায় উদারচরিত অন্য কোন ভূপাল তৎকালে বিদ্যমান ছিলেন না। এমন কি, তাঁহার কোনও রূপ দৈন্যদোষযুক্ত কার্য্য কেহ কখন স্বপ্নেও শ্রুতিগোচর করে নাই১৮। কুটিলতা কি তাহা তিনি জানিতেন না। ধৃষ্টতা কি তিনি তাহা বুঝিতেন না। গৃধ্নুতা কি তিনি

তাহা জ্ঞাত ছিলেন না। উদারতা কি, তিনি কেবল তাহাই জানিতেন ও বুঝিতেন। যদ্রূপ ব্রহ্মার করে অক্ষমালা নিয়ত অবস্থিত, তদ্রূপ, উদারতা তাঁহার হৃদয়ে নিয়তকাল অবস্থিত থাকিত১৯।

একদা দিবসাধিপ সূর্য্য নভোমণ্ডলের যে স্থানে উদিত হইলে ৪ দণ্ড বেলা হয়, সেই স্থানে উদিত হইয়াছেন, এমন সময়ে এই নরপতি রাজকীয় সভায় আগমন করতঃ সিংহাসনারূঢ় হইলেন২০। যেমন আকাশে চন্দ্র উদিত হন তাহার ন্যায় এই নরপাল উচ্চ সিংহাসনোপরি সুখোপবিষ্ট হইলেন। সামন্তগণ ও সৈন্যপতিগণ তৎসকাশে সসম্ভ্রমে সমাগত হইলেন। গায়কীগণের গান আরম্ভ হইল. বীণা বেণু প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রের ধ্বনিতে রাজন্যবর্গের চিত্ত বিকসিত হইল, চামরধারিণী সুন্দরীকুল চামরব্যজন করিতে লাগিল। অনন্তর সুরগুরু বৃহস্পতির ও অসুরাচার্য্য উশনার ন্যায় মন্ত্রিগণ স্থির ও গম্ভীর চিত্তে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় মনোনিবেশ করিলেন২১।২৩। মন্ত্রীর আদেশ ও নির্দ্দেশ অনুসারে রাজকার্য্য সকল নির্ব্বাহিত হইতেছে, বার্ত্তাবহগণ বার্ত্তা সকল শুনাইতেছে, নানা দেশের ইতিহাস পঠিত হইতেছে, বন্দিগণ বিনয়াবনত মস্তকে পবিত্রভাবে স্তুতি পাঠ করিতেছে, এমন সময়ে মহাড়ম্বরসম্পন্ন মেঘের ন্যায় এক বহ্বাড়ম্বরযুক্ত অপরিচিত ঐন্দ্রজালিক সদর্পে সেই রাজ-সভায় প্রবেশ করিল২৪।২৬। কপিরাজ যেমন ফলসম্পন্ন বৃক্ষের সম্মুখে গমন করে, তেমনি এই ঐন্দ্রজালিক সেই মহীপালের সম্মুখে সাটোপে গমন করিল। যেমন ফলসম্ভারাক্রান্ত পার্ব্বতীয় তরু (বৃক্ষ) পর্ব্বতের পাদদেশে মস্তক অবনত করে, তেমনি এ ব্যক্তিও কিরীট-মুকুট-ধারী ভূপালের চরণে স্বীয় মস্তক অবনত করিল। ভৃঙ্গ যেমন কমলকে আহ্বান করে, তাহার ন্যায় এই আগন্তুক সিংহাসনগত মহীপালকে মধুর বাক্যে সম্বোধন পূর্ব্বক উৎকন্ধর হইয়া কহিল, হে বিভো! চন্দ্র যেমন আকাশে থাকিয়া পৃথিবী দর্শন করেন, তেমনি, আপনি এই সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া এক

অত্যদ্ভুত মিথ্যা কৌতুকক্রীড়া দর্শন করুন২৭।৩০। ঐন্দ্রজালিক ঐরূপ সম্ভাষণ করিয়া হস্তস্থিত ভ্রমদায়িনী পিচ্ছিকা (গুচ্ছীকৃত ময়ূরপুচ্ছ) বিঘূর্ণিত করিতে লাগিল। যেমন মায়াশক্তি নানারচনার বীজ, তেমনি, এই পিচ্ছিকাও নানা ভ্রম রচনার বীজ৩১। অনন্তর যেমন বিমানারোহী মহেন্দ্র স্বকীয় কার্ম্মুক দর্শন করেন, সেইরূপ, সিংহাসনস্থ মহীপাল দেখিলেন, যেন চতুর্দ্দিকে তেজোরেণু বিরাজিত শক্রধনু (রামধনু) লতাকারে বিরাজ করিতেছে৩২। ক্ষণকাল পরে দেখিলেন, সেই সভায় এক অশ্বপাল আগমন করিল৩৩। যেমন উচ্চৈঃশ্রবা দেবরাজের অনুগমন করে, তেমনি, এক মনোহর বেগমান্ অশ্ব সেই অশ্বপালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিল। ৩৪। ইন্দ্র যেমন ক্ষীরসাগরোত্থিত উচ্চৈঃশ্রবা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই প্রকার এই অশ্বপালও স্বানুগত সেই অশ্ব গ্রহণ করতঃ ভূপতি লবণকে কহিল, হে রাজন্! মদীয় প্রভু উচ্চৈঃশ্রবা সদৃশ এই হয়রত্ন আপনার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছেন। কেন না, উত্তম বস্তু উত্তমে সমর্পিত হইলেই শোভমান হয়৩৫।৩৭।

পরে অশ্বপাল মহীপালকে ঐরূপ কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলে সেই ঐন্দ্রজালিক মহীপতিকে মধুরবাক্যে কহিল, প্রভো! ভগবান্ সহস্ররশ্মি যেমন প্রচণ্ড প্রতাপে মহীমণ্ডল সুশোভিত করতঃ নভোমণ্ডলে বিহার করেন, সেইরূপ আপনিও এই সদশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক প্রচণ্ড প্রতাপে এই মেদিনীমণ্ডলে বিহার করুন৩৮।৩৯। সমাগত ঐন্দ্রজালিক ঐরূপ কহিলে রাজা নির্নিমেষ নয়নে সেই অশ্ব অবলোকন করিতে লাগিলেন। রাজা যে মুহূর্ত্তে অশ্বের প্রতি বদ্ধদৃষ্টি হইলেন, তন্মুহূর্ত্তেই তিনি নিষ্পন্দ ও নিষ্ক্রিয় চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন৪০।৪১। সমুদ্র যেমন এক সময়ে অগস্ত্য মুনিকে দেখিয়া স্বান্তর্গত মীন মকরাদির সহিত স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ, এই মঙ্গলালয় মহীপাল অশ্ব দর্শন মাত্রেই অন্তরে ও বাহ্যে স্তম্ভিত হইয়া ধ্যানাসক্ত মুনির ন্যায় নিশ্চল নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করিতে

লাগিলেন। এইরূপে অন্যূন দুই মূহূর্ত্ত অতিবাহিত হইল, তথাপি কাহার এমন সাধ্য হইল না যে, "কি হইয়াছে ?" জিজ্ঞাসা করে। সভাস্থ সকলেই চিন্তায় নিমগ্ন, বিস্ময়ে পরিপূর্ণ, ভয়ে ও মোহে স্তম্ভিত, নিরুৎ-সাহ ও মুকের ন্যায় বাক্যবিবর্জ্জিত হইয়া রহিল। সুন্দরীগণের হস্ত-স্থিত চন্দ্রাংশুসদৃশ সিত চামর সকল নিস্পন্দভাব ধারণ করিল। ৪২।৪৫ সভাসদ্গগণ বিস্ময়পূর্ণ হইয়া নিস্প্রন্দভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। এই সময়ে অল্পমাত্রও জনকোলাহল রহিল না। মন্ত্রিগণ অসুরসংগ্রামে দেবগণের ন্যায় মহাসন্দেহ সাগরে নিমগ্ন হইয়া মনে মনে "এ কি ঘটনা!" ভাবিতে লাগিলেন৪৬। ৯।

চতুরধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাধিকশততম সর্গ।

—*—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! দুই মুহূর্ত্ত অতীত হইলে মহীপালের বাহ্যজ্ঞান আগমন করিল। সেই স্তিমিতনয়ন ভূপতি বর্ষাবিনির্ম্মুক্ত অম্ভোরুহের ন্যায় প্রবুদ্ধ হইয়া ভূকম্পে পর্ব্বতশৃঙ্গের কম্পনের ন্যায় কাঁপিতে লাগি-লেন১।২। যেমন পাতালস্থ দিগ্‌গজ বিচলিত হইলে কৈলাশ পর্ব্বত কম্পিত হয়, তেমনি, নৃপতি লবণ প্রবুদ্ধ হইয়া আসনোপরি কম্পিত হইতে লাগিলেন৩। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে পতনোন্মুখ হইলে, কুলশৈলগণ যেমন প্রলয়বিক্ষুব্ধ সুমেরুকে তটদ্বারা ধারণ করে, সেইরূপ, পুরোবর্ত্তী জনগণ সেই কম্পিতকলেবর পতনোন্মুখ রাজাকে স্ব স্ব বাহুর দ্বারা ধারণ করিলেন৪। তখন সেই ব্যাকুলেন্দ্রিয় নৃপতি পুরোবর্ত্তী জনগণ কর্ত্তৃক ধার্য্যমাণ হইয়া, জলনিমগ্ন পদ্মকোশ গত ভ্রমরের ন্যায় অস্ফুটবাক্যে কহিলেন, ইহা কোন প্রদেশ? এ কাহার সভা?৫।৬। তচ্ছ্রবণে সভ্যগণ সাদর বাক্যে বলিতে লাগিলেন, হে দেব! একি! আপনি কি নিমিত্ত এরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছেন? পরে অমরগণ যেমন প্রলয়োল্লাসত্রস্ত মার্কণ্ডেয় মুনিকে বলিয়াছিলেন, তেমনি, পুরোবর্ত্তী জন-গণ ও মন্ত্রিগণ নৃপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হে দেব! আপনি তাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আমরা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলাম। হে নৃপ! ভবদীয় নির্ম্মল মনঃ অভেদ্য হইয়াও কি নিমিত্ত ভ্রমদ্বারা নির্ভিন্ন হইল?৭।৯। আপনার মনঃ কোন্ আপাতরমণীয় পরিণামবিরস বিকল্প-ভোগে লুণ্ঠিত হইয়াছিল?১০। হে রাজন্! সম্যক্ সুশীতল ও নির্ম্মল ভবদীয় মনঃ কি নিমিত্ত তাদৃশ মহাভ্রমে নিমগ্ন হইয়াছিল?১১। হে

দেব! বিষয়ভোগ অতি তুচ্ছ! যাহাদের মনঃ তুচ্ছ বিষয়ভোগে লম্পট, তাহাদেরই মনঃ বিষযের বিলয়ে ও শীর্ণতায় ছিন্নভিন্ন বিশীর্ণ ও মুগ্ধতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাহাদের মনঃ মহত্ত্বে বিজৃম্ভিত অর্থাৎ বিবেকপরিষ্কৃত, তাহাদের মনঃ কদাচ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় না১২। যাহাদের শারীর মদ অর্থাৎ দেহাভিমান প্রবল, তাহাদেরই মনঃ অবিবেক দশায় ঐ সকল দুর্দ্দশার বশতাপন্ন হয়। কেন না, তাহাদের মনে সর্ব্বদাই স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়িনী বুদ্ধি উদিত হইয়া তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন দুর্দ্দশায় প্রধাবিত করে১৩।

হে রাজন্! আপনার মনঃ ত সেরূপ নহে! আপনার মনঃ অতুচ্ছাবলম্বী, ধীর, গম্ভীর, প্রবুদ্ধ ও সদ্‌গুণশালী। তবে কেন আপনার মনঃ সেরূপ হইল? আপনার মনঃ তাদৃশ গুণসম্পন্ন হইলেও আজ কেন বিচ্ছিন্নের ন্যায় দেখিলাম?১৪। আমরা জানি, দেশকালের বশবর্ত্তী অনভ্যস্তবিবেক মনঃই মন্ত্রৌষধির বশীভূত হয়, কিন্তু বিবেকবিস্তৃত উদারবৃত্তি মনঃ কদাচ কিছুর বশীভূত হয় না। বিবেকযুক্ত মনঃ কি নিমিত্ত অবসন্ন হইবে? বাত্যার দ্বারা কি কখন সুমেরু শৈল বিকম্পিত হয়?১৫।১৬।

স্বজনগণের ঐরূপ ঐরূপ অনুকুল বাক্যে আশ্বাসিত হইলে রাজার মুখমণ্ডল অল্পে অল্পে পূর্ণ শশধরের ন্যায় কান্তি ধারণ করিল১৭।

তখন তিনি উন্মীলিতলোচন ও প্রশান্তমুখমণ্ডল হইয়া হিমান্তে বসন্তশোভার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন১৮। অনন্তর রাজা লবণ সেই ঐন্দ্রজালিককে নিরীক্ষণ করিয়া অস্তগমনোম্মুখ চন্দ্র যেমন রাহুকে দেখিয়া ভীত কম্পিত ও খেদ প্রাপ্ত হয়, তেমনি, ভয়ে ও বিস্ময়ে এবং মোহকালের ঘটনাবলি স্মরণে খিন্ন, উদ্বিগ্ন ও নির্ব্বিন্ন হইয়া অভূতপূর্ব্ব মুখশ্রী ধারণ করিলেন১৯। পরে সর্পরূপী তক্ষক যেমন হিংসক নকুলের (বেজীনামক জন্তুর) প্রতি দৃষ্টি পরিচালন করে, সেইরূপ, রাজা সেই ঐন্দ্রজালিকের প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করতঃ সহাস্য আস্যে বলিতে লাগিলেন২০। বলিলেন, অরে জাল্ম! মায়াবিস্তার দ্বারা তুই এ কি কার্য্য করিলি? যে

কার্য্যে সুস্থির সমুদ্রও অস্থির হইয়াছে?২১। যাহার প্রভাবে আমার বিবেকপরিষ্কৃত সুদৃঢ় চিত্তও মোহে নিমগ্ন হইল, সে শক্তি বা সে বস্তুশক্তি না জানি কি অদ্ভুত!২২। কোথায় আমরা লোক ব্যবহারের রহস্যবেত্তা পণ্ডিত এবং কোথায় সেই আপদ অর্থাৎ মোহকালানুভূত দুর্গতি!২৩। আমি এখন বুঝিলাম, মন মহাজ্ঞানে অভ্যস্ত হইলেও যাবৎ দেহে থাকে তাবৎ কোন না কোন সময়ে মোহকালুষ্য গ্রহণ করে, সন্দেহ নাই২৪। অহে সভাসদ্গণ! এই শাম্বরিক (মায়াবী) মুহূর্ত্ত মধ্যে যাহা করিয়াছে বা যাহা আমাকে দেখাইয়াছে তাহা বলিতে গেলে এক দীর্ঘ উপাখ্যান হয় এবং তাহা যার পর নাই অদ্ভুত বলিয়া গণ্য হয়! আমি তাহা আনুপুর্ব্বিক বর্ণন করি তোমরা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর২৫। আমি এই স্থানে থাকিয়াই মুহূর্ত্তকাল মধ্যে বলি কর্ত্তৃক প্রার্থিত ব্রহ্মার অধ্যস্ত ইন্দ্র-সৃষ্টি (মায়া কৌতুক) প্রদর্শনের ন্যায় শত শত ক্ষণিক কার্য্যদশা অনুভব (কর্ম্মফল ভোগ) করিয়াছি২৬। * অনন্তর নরনাথ লবণ ঐ কথা বলিলে, তত্রত্য সমস্ত লোক শ্রবণ লালসায় উন্মুখ হইল। নরনাথ লবণ স্মিত মুখে স্বানুভূত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা বলিলেন, শুন —বিবিধ পদার্থ সংকুল হ্রদ নদ জনপদ বন পর্ব্বত কুলপর্ব্বত ও সমুদ্র যুক্ত পৃথিবীর মধ্যে আমার এই প্রদেশ—২৭।২৮। (এইরূপে কথারম্ভ করিয়া অল্পক্ষণ মৌন রহিলেন, পরে পুনঃ কথারম্ভ করিলেন)।

---

* অধ্যস্ত শক্রসৃষ্ট কথাটী একটী পৌরাণিক আখ্যায়িকার দ্বারা বুঝিতে হয়। পুরাণে লিখিত আছে যে, শক্র অর্থাৎ ইন্দ্র কোন এক সময়ে বলিকে একাকী দেখিয়া ধৃত করিবার অভিপ্রায়ে মায়া বিস্তার করতঃ অসংখ্য মায়িক সৈন্য সৃজন করতঃ তাহাদের দ্বারা ধৃত ও পাশ দ্বারা বদ্ধ করেন। বলি তখন বন্ধন মোচন কামনায় ব্রহ্মার স্তব স্তুতি করেন। ব্রহ্মা বলি সকাশে আসিয়া দেখিলেন, সমস্তই ইন্দ্রের মায়া। অনন্তর ব্রহ্মা বলির প্রার্থনায় সেই শক্রসৃষ্ট মায়াসৈন্য ধ্বংস করিলেন। বলি তাহা মুহূর্ত্তমাত্র অনুভব করিয়াছিলেন, পরে মায়াবিমুক্ত হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগত হন।

পঞ্চাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

ষড়ধিকশততম সর্গ।

রাজা বলিলেন, শ্রবণ কর। নানাপদার্থসঙ্কুল, নদী, হ্রদ, বন উপবন ও পত্তন সমূহে পরিব্যাপ্ত এবং পর্ব্বত ও সমুদ্রে পরিবৃত বসুধা মণ্ডলের অনুজ সদৃশ এই দেশ, ইহা বিস্তৃত ও নানাবিভবশালী। ইহাতে আমি পৌরগণের অভিমত বৃত্তিমান্ রাজা। রসাতল হইতে অভ্যুদিত মূর্ত্তিমতী মায়ার ন্যায় যাবৎ এই শাম্বরিক দূর প্রদেশ হইতে এই সভায় সমাগত না হইয়াছিল, তাবৎ আমি স্বর্গমধ্যে মহেন্দ্রের ন্যায় এই মহাসভা মধ্যে উপবিষ্ট ছিলাম১।৩। পরে এই মায়াবী সভায় সমাগত হইয়া কল্পান্ত-বাতবিধৃত মেঘমণ্ডলের ন্যায় অথবা ভ্রামিত ইন্দ্রধনুর ন্যায় তেজোময়ী ভ্রমদায়িনী পিচ্ছিকা বিঘূর্ণিত করিলে৪, আমি এই মায়াবীর প্রেরিত অশ্বের পুরোভাগে অবস্থান করিয়া এবং সেই বিলোল তেজঃপুঞ্জ পিচ্ছিকা দর্শন করিয়া এরূপ ভ্রান্তচিত্ত হইয়াছিলাম যে যেন আমি উহারই প্ররোচনায় একাকী সেই অশ্বে আরোহণ করিলাম৫। অনন্তর পুষ্কর ও আবর্ত্ত নামক মেঘরাজ যেমন প্রলয়কালে পর্ব্বতরাজকে সঞ্চালিত করে, তদ্রূপ, আমি সেই অতি বেগশালী তুরঙ্গম কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া অতিবেগে মৃগয়া গমনে প্রবৃত্ত হইলাম ৬।৭। পরে সেই অনিলসদৃশ তরস্বী ও লোলস্বভাব তুরগেন্দ্র কর্ত্তৃক বহুদূরে নীত হইয়া প্রলয়দগ্ধ ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় এক ভীষণ ও বিস্তীর্ণ অরণ্য প্রাপ্ত হইলাম ৮। ঐ অরণ্য পশুপক্ষিবিবর্জ্জিত, নীহারপ্রধান, জল-বৃক্ষাদি রহিত ও অসীম। এই শুষ্ক অরণ্য তত্ত্বজ্ঞজনগণের চেতনার ন্যায় ও দ্বিতীয় আকাশের ও অষ্টম সমুদ্রের ন্যায় বিস্তৃত এবং অজ্ঞজনগণের ক্রোধের ন্যায় অতীব ভীষণ। ইহার পুরোভাগস্থ দিঙ্মুখ সকল যেন মরীচিকা সলিল দ্বারা সতত আপ্লুত রহিয়াছে।

আমি সেই জনসঞ্চাররিহীন অজাততৃণপল্লব জীববাস বিবর্জিত অরণ্য প্রাপ্ত হইলে, আমার সেই বাহন সাতিশয় পরিশ্রান্ত এবং আমার মনঃও অনল্পদারিদ্রদশা প্রাপ্ত কুল-ললনার ন্যায় খেদ প্রাপ্ত হইল ৯।১০। কি করি, অতি কষ্টে আমি সেই গহন বনে ধৈর্য্য সহকারে সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিলাম ১১।১৪। অনন্ত যখন দিবাকর ভুবন ভ্রমণে পরিশ্রান্ত হইয়া গগনপথে অস্তাচল শিখরে গমন করিলেন, তখন আমার অশ্বও তাঁহার ন্যায় পথপর্য্যটনে সাতিশয় শ্রান্ত হইয়া গগনপথে গমন করতঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ জম্বুকদম্বপ্রভৃতি বৃক্ষসঙ্কুল অপর এক মহা অরণ্য প্রাপ্ত হইল। এই অরণ্যে পান্থগণের বান্ধবস্বরূপ পক্ষিগণের অস্ফুট কোলাহল শ্রুতিগোচর হইল।১৫।১৭। অধার্ম্মিকের হৃদয়ে আনন্দবৃত্তি যদ্রূপ বিরল, এই অরণ্যের তৃণশ্রেণী তদ্রূপ বিরলভাবে ব্যবস্থিত ১৮। পূর্ব্বপ্রাপ্ত অরণ্য অপেক্ষা এ অরণ্য অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ সুখাবহ। যেমন অত্যন্তদুঃখ মরণ অপেক্ষা ব্যাধিত জীবন কিঞ্চিৎ সুখাবহ, সেইরূপ ১৯। অনন্তর, মার্কণ্ডেয় যেমন প্রলয়ার্ণব পরিভ্রমণ করিতে করিতে নগেন্দ্রশিখর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ, আমিও সেই অরণ্য পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক জম্বীরবৃক্ষ প্রাপ্ত হইলাম। পরে তাপতপ্ত ভূভৃৎ যেমন নীলবর্ণ জলদমালা ধারণ করে, সেইরূপ, আমি সেই পাদপ স্কন্ধাবলম্বিনী এক লতা অবলম্বন করিলাম। তখন গঙ্গাবলম্বী হইলে যেমন জনগণের পাপরাশি দূরে পলায়ন করে, সেইরূপ, আমি সেই লতা ধারণ করিলে, আমার সেই তুরঙ্গম পলায়ন করিল ২০।২২।

ঐ সময়ে দিনমণি যেন দীর্ঘকাল অবনীভ্রমণে পরিশ্রান্ত হইয়া দৈবসিক ব্যবহারের সহিত বিশ্রামার্থ অস্তাচল ক্রোড়ে গমন করিলেন। এবং পর্য্যটনশ্রান্ত আমিও সেই বৃক্ষের তলদেশে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলাম ২৩। ক্রমে অন্ধকার সমুপস্থিত হইয়া যেন সমস্ত ভূমণ্ডল গ্রাস করিল। তখন সেই অরণ্যানীমধ্যে রাত্রিব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইল ২৪।২৫। পক্ষী যেমন স্বনীড়ে নিলীন হয়, তেমনি, আমি তখন অনন্য উপায় হইয়া সেই

তরুর কোটরে লীনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলাম ২৬। ঐরূপে আমি বিষমূর্চ্ছিতের ন্যায়, মুমুর্ষুর ন্যায় বিক্রীত ভৃত্যের ন্যায়, অন্ধকূপে নিমগ্নের ন্যায় ও একার্ণবে উহ্যমান মার্কণ্ডেয় মুনির ন্যায় অতিকষ্টে সেই কল্পসমা যামিনী অতিবাহিত করিলাম ২৭।২৮। কি স্নান, কি দেবার্চ্চনা কি ভোজনাদি, কিছুই করা হইল না। একে সেই আপদবহুল রাত্রি, তাহাতে আবার সেই ভয়াবহ স্থান। কি করি, অগত্যা সেই রাত্রি উক্তবিধ অবস্থায় অতিবাহিত করিতে হইল২৯। নিদ্রাহীন ও অধৈর্য্য হইয়া বৃক্ষপল্লবের সহিত ভয়ে বিকম্পিতকলেবর হইয়া কোনরূপে সেই সুদীর্ঘ শর্ব্বরী যাপন করিলাম ৩০।

অতঃপর বোধ হইল, যেন উষাকাল নিকট। এই সময়ে দেখিলাম সেই মহারণ্যে দুঃসহ শীতনিপীড়িত জন্তুগণের কটকটায়মান দন্তসংঘট্টন ধ্বনি এবং বেতাল ও সিংহব্যাঘ্রাদি গণের ক্ষেড়ারব স্থগিত হইয়াছে; এবং ভীষণ তামসী যামিনী তারা, ইন্দু ও কৈরবগণের সহিত প্রশান্ত হইয়াছে। সেই সময়ে আমি অজ্ঞ ব্যক্তির অকস্মাৎ জ্ঞান প্রাপ্তির ন্যায় ও দরিদ্রের কাঞ্চন প্রাপ্তির ন্যায় অরুণিত পূর্ব্বদিক্ দেখিয়া সুখী হইলাম। আমার বোধ হইল, যেন ঐ দিগঙ্গনা মধুপানে অরুণবর্ণা হইয়া ও নিতান্ত নিপীড়িত আমাকে দেখিয়া হাস্য করিতেছেন এবং ভগবান্ সহস্ররশ্মি যেন পূর্ব্বদিগ্ গজে (ঐরাবতে) আরোহণোন্মুখ হইয়াছেন ৩১।৩৪। তখন আমি আহ্লাদ সহকারে সেই বৃক্ষকোটর হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া আস্তরণ বস্ত্র আস্ফোটন করতঃ পুনর্ব্বার সেই অরণ্য মধ্যে পর্য্যটন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ৩৫।৩৬। যেমন মূর্খশরীরে গুণের লেশও দৃষ্ট হয় না, তেমনি, বহুক্ষণ বিচরণ করিয়াও আমি একটীও লোক বা প্রাণী দেখিতে পাইলাম না ৩৭। দেখিলাম, ঐ জঙ্গলে কেবল বাত-আন্দোলিত তৃণ ও অস্ফুটকোলাহলধ্বনিকারী বিগতাশঙ্ক বিহঙ্গ বিচরণ করিতেছে ৩৮।

ক্রমে বেলা দুই প্রহর অতীত হইল। দিনমণি মধ্যাম্বরসীমা অতিক্রম করিয়া প্রখর কিরণ বিস্তার করিতেছেন, তখনও আমি ভ্রমণ করিতেছি, পরন্তু ক্ষুধায় ও পরিশ্রমে নিতান্ত কাতর হইয়াছি। ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ অবস্থায় সহসা এক অন্নপাত্রধারিণী কামিনী দেখিতে পাইলাম ৩৯।৪০। এই রমণী অতীব কৃষ্ণবর্ণা ও লোলনয়না। তাহার সেই কৃষ্ণবর্ণ দেহ অতি কুৎসিত মলিনবস্ত্রে অর্দ্ধাবৃত। চন্দ্রের অন্ধকারের নিকটগামী হওয়া যেরূপ, সেইরূপ আমি তাহার নিকটগামী হইয়া বলিলাম, বালে! তুমি কৃপা বিতরণ পূর্ব্বক শীঘ্র আমাকে এই বিপদ্ সময়ে কিঞ্চিৎ অন্ন প্রদান কর। জনগণের বিপদ্ ভঞ্জন করিলে সম্পদ স্বার্থক ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ৪১।৪২। হে বালে! আমি ক্ষুধার দ্বারা নিতান্ত প্রপীড়িত হইয়াছি। এই মহতী দুঃসহ ক্ষুধা ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আমার অন্তর দগ্ধ করিতেছে। আর ক্ষণকাল অন্ন না পাইলে আমার প্রাণ দেহবিমুক্ত হইবে ৪৩।

আমি সেই রমণীর নিকট উক্ত প্রকারে অন্ন প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু লক্ষ্মী যেমন যত্নসহকারে অর্চ্চিত হইলেও দুষ্কৃত ব্যক্তিকে ধন প্রদান করেন না, তেমনি, উক্ত কামিনী আমাকে কিঞ্চিন্মাত্রও অন্ন প্রদান করিল না ৪৪। তথাপি আমি অন্নলাভ লালসায় ছায়ার ন্যায় হইয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার অনুগমন করতঃ বন হইতে বনান্তর প্রাপ্ত হইলাম ৪৫। আমি অন্নপ্রার্থী হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি দেখিয়া সেই রমণী আমাকে কহিল, ওহে হারকেয়ূরধারিন্! আমি পুরুষ, অশ্ব ও গজ প্রভৃতি ভক্ষণকারিণী ক্রূরা রাক্ষসীর ন্যায় ক্রূরস্বভাবা চণ্ডালী ৪৬। অতএব হে সুন্দর! তুমি আমার নিকট কেবল প্রার্থনায় ভোজনান্ন প্রাপ্ত হইবে না। চণ্ডালী এই বলিয়া পদে পদে লীলাভাব প্রকাশ করত গমন করিতে লাগিল, এবং অনতিবিলম্বে এক লতামণ্ডপতুল্য বনভাগে প্রবেশ করিয়া লীলাবনত হইয়া আমাকে বলিল, হে সুন্দর! যদি তুমি আমার ভর্ত্তা হইতে স্বীকার কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে কিঞ্চিৎ অন্ন প্রদান করি। সামান্য জনগণ বিনা স্বার্থে উপ-

কার করে না ৪৫।৪৯। আমার পিতা ধূলিধুষরিত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া শ্মশানস্থিত বেতালের ন্যায় এই অরণ্যের নিকটবর্ত্তী শস্য ক্ষেত্রে বৃষভদ্বয় বাহন করিতেছেন। আমি তাঁহারই নিমিত্ত এই অন্ন লইয়া যাইতেছি। কিন্তু যদি তুমি আমার স্বামী হইতে স্বীকার কর তাহা হইলে আমি তোমাকে ইহার কিয়দংশ প্রদান করিব; কেন না, স্বামী প্রাণদ্বারাও রক্ষণীয় ও পূজ্য৪০। চণ্ডালী ঐরূপ কহিলে, তখন আমি অগত্যা তাহাকে কহিলাম, সুব্রতে! আমি তোমার ভর্ত্তা হইলাম, শীঘ্র অন্নপ্রদান কর। অহো! বিপদ্ সময়ে কোন্ ব্যক্তি বর্ণ, ধর্ম্ম, জাতি ও কুলক্রম বিচার করিতে সমর্থ হয়?৫১।৫২ ঐরূপ অঙ্গীকার করিলে তখন সেই চণ্ডালী সেই অন্নের এক অর্দ্ধ ভাগ আমাকে প্রদান করিল৫৩। মোহোপহৃতচিত্ত আমিও সেই চণ্ডালী প্রদত্ত পক্কান্ন ভোজন ও জম্বুফলের রস পান করিলাম। পান ভোজনে শ্রান্তিদূর হইলে, বর্ষাকালের কাল মেঘ যেমন সূর্য্যকে অভিভূত (প্রচ্ছাদিত) করে, তদ্রূপ, সেই কৃষ্ণবর্ণা চাণ্ডালী আমাকে যেন অভিভূত করিয়া হস্ত দ্বারা বহিঃস্থিত প্রাণের ন্যায় গ্রহণ করতঃ যাতনা (পাপ) যেমন জীবকে অবীচি-নামক নরকে লইয়া যায়, তেমনি, সে আমাকে স্বীয় ভয়ঙ্কর দুরাচার কদর্য্যাকৃতি পীবরকায় পিতার নিকট লইয়া গেল৫৪।৫৬। মদনুসাঙ্গিনী সেই চাণ্ডালী পিতৃ সন্নিধানে উপনীতা হইয়া তাহার কাণে কাণে আপনার স্বার্থ কথা বলিল। বলিল, "পিতঃ! যদি আপনার মত হয় তাহা হইলে ইনি আমার ভর্ত্তা হইবেন।" চণ্ডাল তথাস্তু বলিয়া কন্যাকে সমাশ্বাসিত করিল ও তৎপ্রদত্ত অন্নার্দ্ধ ভক্ষণ করিল৫৭।৫৮।

ঐ সময় সায়ংকাল সমাগত হইতেছিল। যম যেমন পাশবন্ধ অপরাধী দূত দিগকে বন্ধনমুক্ত করেন, তেমনি, সেই চণ্ডাল এখন হলবাহী বৃষভদ্বয়কে হলবন্ধন হইতে মুক্ত করিল। এ দিকে দিঙ্মণ্ডল নীহারাবলিত মেঘমালার ন্যায় পিঙ্গলবর্ণে রঞ্জিত হইল এবং সমুড্ডীন ধূলিপটলে নিবিড়িত (দর্শনের অযোগ্য) হইল। আমরাও সমবেত হইয়া শ্মশান হইতে শ্মশানান্তরে বেতাল-

গণের গমনের ন্যায় সেই বেতালসঙ্কুল অরণ্য হইতে বহিরাগত হইয়া অল্প-কাল মধ্যে চণ্ডালপুরে উপস্থিত হইলাম৫৯।৬০। দেখিলাম, সেই চণ্ডাল-পল্লীর গৃহস্থেরা কপি, কুক্কুট ও বায়স প্রভৃতি ছেদন করিয়া তৎসমুদয়ের মাংসাদি বিভাগ করিতেছে। মক্ষিকাগণ তত্রত্য শোণিতসিক্ত ভূভাগে ভণ ভণ রবে ভ্রমণ করিতেছে৬১। মাংসাদ শ্বাপদ ও পক্ষিগণ ইতস্ততোনিক্ষিপ্ত শোণিতার্দ্র অন্ত্রজালে নিপতিত হইতেছে। ছোট ছোট ঘরের নিকটবর্ত্তী বৃক্ষের শিখরে পক্ষিগণ কাকলী রব করিতেছে৬২। বিহগগণ ও কুক্কুরগণ শুষ্কবসাপূর্ণ বহির্দ্বারপ্রকোষ্ঠে উল্লাস সহকারে বিচরণ করিতেছে। শোণিতাক্ত চর্ম্ম হইতে বিন্দু বিন্দু শোণিত নিপতিত হইতেছে৬৩। মক্ষিকাগণ দলে দলে বালকগণের হস্তস্থিত মাংসপিণ্ডে আসিয়া উপবিষ্ট হইতেছে, তাহারা বহুযত্নে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতেছে। বৃদ্ধ চণ্ডালেরা বালকদিগকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া শাসনাধীন করিতেছে৬৪। যেমন মহাপ্রলয়ে সর্ব্বপ্রাণী বিনষ্ট হইলে কৃতান্তের অনুচরেরা ভীষণ জগৎরূপ গৃহে প্রবেশ করে, তেমনি, আমরা সেই রক্ত মাংস শিরা ও অন্ত্রসমূহে সমাকীর্ণ সেই ভীষণ চণ্ডালগৃহে প্রবিষ্ট হইলাম৬৫। প্রবিষ্ট হইবামাত্র গৃহস্থিত লোকেরা আমাকে দর্শন করিয়া সম্ভ্রম সহকারে ও পরম সমাদরে কদলীত্বকের এক আসন আনয়ন পূর্ব্বক আমাকে প্রদান করিল। আমিও সেই অভিনব শ্বশুর গৃহে গমন পূর্ব্বক সেই আসনে উপবিষ্ট হইলাম৬৬। তখন সেই লোহিতনেত্র চণ্ডাল, মদীয় কেকর নয়না (ট্যারা) শ্বশ্রূকে "ইনি জামাতা" এইরূপ কহিলে, সেই কেকরাক্ষী ভাবভঙ্গীর দ্বারা অনেক আনন্দ প্রকাশ করিল৬৭।

ঐরূপে আমি কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, পাপিষ্ঠগণ যেমন সঞ্চিত দুষ্কৃতের ফলোভোগ করে, সেইরূপ, আমিও সেই অজিনাসনসঞ্চিত চণ্ডাল-ভক্ষ্য ভোজন করিলাম এবং অনন্ত দুঃখের বীজস্বরূপ অশুভদায়ক প্রণয় বাক্য সকল শ্রবণ করিলাম৬৮।৬৯।

অনন্তর নক্ষত্রপরিপূর্ণ ও নির্ম্মল কোন এক দিবসে সেই চণ্ডাল বৈবাহিক উৎসবে প্রবৃত্ত হইয়া, দুষ্কৃত যেমন যাতনা প্রদান করে, তাহার ন্যায়, প্রচুর মদ্যমাংসাদি দ্রব্য আয়োজন করতঃ ঘোর সংরম্ভ সহকারে আমাকে চণ্ডাল-ব্যবহার্য্য বস্ত্র ও বিভবের সহিত সেই কৃষ্ণবর্ণা ভয়দায়িনী কুমারী সমর্পণ করিল। সাক্ষাৎ বা মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মহত্যাদি পাপের ন্যায় চণ্ডালগণ এই বিবাহোৎসবে মদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া পটহ বাদন পূর্ব্বক বিলাস সহকারে আমার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল৭৩।৭৪।

ষড়ধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তাধিকশততম সর্গ।

—–০—–

রাজা বলিলেন, হে সভাসদ্গণ! অধিক আর কি বলিব, আমি সেই বিবাহোৎসবে বশীভূতচিত্ত হইলাম এবং সেই দিন হইতে আমি এক জন হৃষ্টপুষ্ট ভাল চণ্ডাল হইলাম। আমার সেই বিবাহোৎসব অবিচ্ছেদে সাতদিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। পরে বহু চণ্ডাল পরিবৃত হইয়া তথায় ক্রমে আট মাস ক্ষেপণ করিলাম। আট মাসের পর আমার সেই ভার্য্যা ঋতুমতী ও গর্ব্ভবতী হইল। পরে, বিপদ যেমন দুঃখ প্রসব করে, তাহার ন্যায় আমার সেই চণ্ডালী ভার্য্যা এক দুঃখদা কন্যা প্রসব করিল। সে কন্যা মুর্খ দিগের চিন্তার ন্যায় শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিতা হইতে লাগিল১।৩। বর্ষত্রয় অতিক্রান্ত হইলে, পুনর্ব্বার সেই চণ্ডালী দুর্ব্বুদ্ধি যেমন অনর্থ প্রসব করে, তাহার ন্যায় এক অশোভন পুত্র প্রসব করিল৪। ঐরূপ আমার সেই পুক্কশীভার্য্যা পুনর্ব্বার এক কন্যা ও তৎপরে আর এক পুত্র প্রসব করিল। তখন আমি সেই বনে পুত্রকলত্রসম্পন্ন বৃদ্ধ পুক্কশ হইয়া ব্রহ্মঘ্ন যেমন চিন্তার সহিত বহুযাতনা ভোগ করে, তেমনি, আমিও সেই পুক্কশী ভার্য্যার সহিত বহুবর্ষ দুঃখপরম্পরা অনুভব করিলাম৫।৬। কর্দ্দমপূর্ণ পল্বলে বৃদ্ধ কচ্ছপের ন্যায় সেই বনস্থ চণ্ডাল গৃহে আমি শীত, বাত ও আতপ প্রভৃতি ক্লেশ পরম্পরা দ্বারা বিবশীকৃত হইয়া বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলম। এবং পুত্রকলত্রাদির জন্য প্রবল চিন্তায় আমার মন নিরন্তর আহত ও দগ্ধ হইতে লাগিল। এই সময়ে আমি সমস্ত দিঙ্মণ্ডল প্রজ্জ্বলিতপ্রায় ও কষ্টসংরম্ভময় বোধ করিতে লাগিলাম৭।৮।

হে অমাত্যগণ! আমি বহুকালের জীর্ণ অতসীত্বকের বস্ত্র পরিধান ও মস্তকে চেণ্ডক নামক শিরস্ত্রাণ (ভাষা নাম আট্‌লা ও বিড়া) বাঁধিয়া মূর্ত্তি-

মান্ দুস্কৃতের ন্যায় বনে বনে কাষ্ঠভার বহন করিয়াছি। যূকসমাকীর্ণ জীর্ণ শীর্ণ ক্লিন্ন ও দুর্গন্ধ কৌপীন পরিয়া চণ্ডালপল্লী ভ্রমণ করিয়াছি। ভার বহনে পরিশ্রান্ত হইয়া ধবলিক বৃক্ষের মূলে বিশ্রাম করিয়াছি॥১০। কোন কোন দিন পুত্রকলত্রগণের ভরণপোষণোৎকণ্ঠায় ও শীত বাত প্রভৃতির দ্বারা জর্জ্জরদেহ হইয়া দুরন্ত হেমন্তকালে দর্দ্দুরের ন্যায় বনকোটরে বিলীন হইয়া থাকিতাম১১। কত দিন আমি নানা কলহে ও মনস্তাপে তপ্ত হইয়া অশ্রু বর্জন চলে নেত্রদ্বারা রক্ত বর্ষণ করিয়াছি১২। (অর্থাৎ চক্ষুর কোণ ভাগ-দিয়া অনেক সময়ে রক্তস্রাব হইত। ইহা একপ্রকার মদ্যপায়ীদিগের রোগবিশেষ)। দিবসে বনে বনে কোলফলাদি ও রাত্রিকালে গৃহে আসিয়া বরাহ মাংস ভক্ষণ করিতাম। বর্ষাকালে শৈলপাদবর্ত্তী কুটীর কোষে জীমূতের উপদ্রব সহ্য করতঃ সেই পয়োদ-ঘন-গম্ভীর বর্ষাকাল অতিক্রম করিতাম১৩। কতদিন বান্ধবগণের সহিত অসৌহার্দ্দপ্রযুক্ত নানা কলহ সম্পাত দ্বারা সাতশঙ্কে ও দুঃখিতচিত্তে অতিবাহন করিয়াছি এবং কতদিন মুখর চণ্ডাল বালকগণের সহিত অতি কষ্টে অবস্থান করিয়াছি১৪।১৫। চন্দ্র যেমন রাহুর দশনে নিষ্পিষ্ট ও জর্জ্জরিত হয়, সেইরূপ, আমিও চাণ্ডালিনীদিগের কলহে সমুদ্বিগ্ন হইতাম। প্রচণ্ড চণ্ডালদিগের ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জনে আমার মুখ ম্লান ও বিবর্ণ হইয়া যাইত১৬। এবং নরক হইতে আনীত ও নারকীর নিকট বিক্রীত নরকে নারকীরা যেমন অন্ত্ররজ্জু চর্ব্বণ করে, তেমনি, আমাকেও অতিকষ্টে ব্যাঘ্রাদির মাংসাদি চর্ব্বণ করিতে হইত১৭। হিমকালে হিমালয়কন্দরসমুদ্গীর্ণ প্রচণ্ড তুষার (বরফ) আমাকে বস্ত্রবিহীন দেহে মৃত্যু-নির্মুক্ত বাণের ন্যায় সহ্য করিতে হইয়াছে। প্রবল জরায় আক্রান্ত হইয়াও উদর ভরণের নিমিত্ত আমাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষের মূল সমুৎপাটন করিতে হইত। আমি কু-কলত্র-যুক্ত ও সাধুজনের অস্পৃশ্য হইয়া বনমধ্যে, শরীরে সমানীত চণ্ডাল-পক্ক মাংস অতি আদরের সহিত ভোজন করিতাম। নারকীরা যেমন নরক-মধ্যে নারক ভক্ষ্য ক্রয় ও বিক্রয় করে, তেমনি, আমিও সেই বিপিনমধ্যে মৃগমাংস

ও মেষমাংস অন্যান্য চণ্ডালের নিকট ক্রয় ও বিক্রয় করিতাম এবং সেই সমস্ত মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন ও লৌহ শলাকায় সংস্থাপন পূর্ব্বক অগ্নিসংস্কার করতঃ অধিকতর লাভের প্রত্যাশায় বিক্রয় করিতাম। যাহা বিক্রয় না হইত তাহা শুষ্ক করিবার নিমিত্ত সেই অতিজুগুপ্সিত মলমূত্রসঙ্কুল চণ্ডালগণের আরাম ভূমিতে পরিব্যাপ্ত করিতাম। উপার্জ্জনের বিঘ্নপ্রদ সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইলে আমি মাংস বিক্রয়ে ক্ষান্ত হইয়া সেই বিন্ধ্যাচলের গুল্মনিচয়ের আশ্রয়ে কুদ্দাল ধারণ করিতাম। (অর্থাৎ রাত্রিকালে আমাকে কৃষকের কার্য্য করিতে হইত) ১৮।২৪। আমি চণ্ডাল দেহ ধারণ করিয়া তথায় রৌরবনিপতিত নারকিগণের ন্যায় ঈদৃশ দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম যে, লগুড় হস্তে কুক্কুরের দৌরাত্ম্য নিবারণ-পূর্ব্বক কুগ্রামবাসী অন্ধগণের ভোজনোচিত অতি যৎসামান্য কোদ্রবকণা ও তিলকল্ক প্রভৃতি কুৎসিত অন্নদ্বারা আমার সেই দৈবসমর্পিত স্ত্রীপুত্রগণের তৃপ্তিসাধন করিতাম। আমি শীতকালে শব্দায়মান শুষ্কতালতরুতলে বন্য বানরগণের সহিত শীতদ্বারা রণিতদন্ত হইয়া যামিনী যাপন করিতাম। তৎ-কালে আমার শরীরের লোম সকল সূচীর ন্যায় আকার ধারণ করিত২৫।২৮। আমি বর্ষাকালে জলদনিঃসৃত বারিবিন্দু সকল মুক্তাফলের ন্যায় অঙ্গে ধারণ করিতাম। সেই বনমধ্যে আমি প্রচণ্ড শীতে সমাক্রান্ত, রণিতদন্ত, কেকরাক্ষ ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া পুত্রকলত্র গণের সহিত তুচ্ছ মাংসখণ্ডের নিমিত্ত কলহ করিতাম২৯।৩০। কৃতান্ত যেমন প্রলয়কালে প্রাণিবিনাশের নিমিত্ত পাশহস্ত হইয়া জগজ্জঙ্গলে ভ্রমণ করেন, সেই রূপ, আমিও মসীমলিন দেহ ও বড়শধারী হইয়া মৎস্যবধার্থ বেতালের ন্যায় নদীতীরে ভ্রমণ করিতাম দু পাঁচ দিন খাওয়া হইল না, উপবাসে কাল হরণ হইল, এমত অবস্থায় এক এক দিন শরদ্বারা মৃগের বক্ষঃস্থল ছিন্ন করতঃ তদ্‌বিনিঃসৃত উষ্ণ রুধির মাতৃস্তন-নিঃসৃত দুগ্ধধারার ন্যায় পরম সমাদরে পান করিতাম। আমি যখন মৃগ শোণিতে সিক্তকলেবর হইয়া শ্মশানে পরিভ্রমণ করিতাম, তখন বনবেতালগণ আমার সেই রুধির-রঞ্জিত ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইয়া দূরে পলায়ন করিত। আশা যেমন বিস্তৃত

হয় তেমনি বিপিন মধ্যে আমি পক্ষিবন্ধনার্থ বাগুরা বিস্তার করিতাম৩১।৩৫। বিহগকুল আমার সেই প্রসারিত জালে বদ্ধ হইয়া মায়াজাল জড়িত জনগণের ন্যায় জর্জ্জরিত হইত।

ওঃ! কি ভয়ঙ্কর! আমি আমার মনকে ঈদৃশ পাপ কর্ম্মে রত করিয়াছিলাম! আমার সেই সেই পাপপিপাসা তখন বর্ষাকালের তরঙ্গণীর ন্যায় প্রসারিত হইয়াছিল। সর্পাশনা ভল্লুকীর সমীপ হইতে বিদ্রুত সর্পের ন্যায় আমি সদ্বুদ্ধির নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছিলাম৩৬।৩৭। আমি ভুজঙ্গপরিত্যক্ত নির্ম্মোকের ন্যায় দয়াকে দূরে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। নিদাঘান্তে কাল মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া আমি প্রাণিদেহে শরনিকর বর্ষণ করিতাম এবং তাদৃশ ক্রূরকার্য্য করিয়াও সুখবোধ করিতাম। ভূতগণের মধ্যে পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় আমি মৃগকূলমধ্যে বাগুরাহস্তে বিচরণ করিতাম। আমার অঙ্গম্রক্ষিত রক্তের উগ্রতমগন্ধে ভূতগণও পলায়ন করিত৩৮।৩৬। আমি আমারই কল্পিত ও পরিমিত কালরূপ অসির-দ্বারা বেষ্টিত নরকরূপ ক্ষেত্রে শত শত দুষ্ক্রিয়াবীজ মুষ্টিগ্রহ (মুট্ মুট্) করিয়া বপন করিয়াছি। আমার মোহরূপ বৃষ্টি ক্রমে তাহার অঙ্কুরাদি উৎপাদন করিয়াছে। আমি দয়াশূন্য হইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতের গুহাস্থিত মৃগ দিগকে পাশদ্বারা বদ্ধ করিয়াছি। পরিশ্রান্ত হইয়া শেষাঙ্গে শৌরীর ন্যায় আমি সেই পামরী ভার্য্যার কণ্ঠদেশে মস্তক সংস্থাপন পূর্ব্বক বিশ্রান্ত ও সুখ-সুপ্ত হইয়াছি। পক্ষিপক্ষরচিত অম্বর (পালকের বস্ত্র) ধারণ করিতাম। ধৃত মৃগাদি জন্তুগণ দ্বারা উল্লাসিত ও রৌদ্রে ধূম্রবর্ণ হইয়া থাকিতাম। অধিক কি বলিব, আমি পক্ষিগণের ও শব্দায়মান ব্যাঘ্রাদি জন্তুগণের দ্বারা উল্লাসিত ধূম্রবর্ণ বিন্ধ্যাচলকন্দরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতাম। গ্রীষ্মকালেও আমি যূকমৎকুণাদিকীট বহুল জীর্ণ কন্থা বহন করিতাম। গ্রীষ্মকালে ঐ দেশে ভূতদাহন ভীষণ হুতাশন যেন প্রলয়ের আজ্ঞায় তত্রত্য ভবন সমূহে সমুত্থিত হইতেন।

হে সভ্যগণ! আমি ভ্রান্তির দ্বারা চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইলে, আমার সেই পুক্কশী ভার্য্যা, দুর্গ্রহ যেমন অনর্থপরম্পরা উৎপাদন করে, তাহার ন্যায় বহুদুঃখপ্রদ বহু অপত্য প্রসব করিয়াছিল। আমি রাজপুত্র হইলেও ভ্রান্তির দ্বারা নানা দুঃখ পরম্পরায় আকৃষ্ট ও দুর্ব্বাসনারূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া বিপদে রোদন, কুৎসিৎ অন্ন ভক্ষণ ও ভগ্নচণ্ডাল গৃহে বাস করতঃ কল্পতুল্য বৎসর সমূহ অতিকষ্টে অতিবাহিত করিয়াছি ৪৩।৪৮।

সপ্তাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাধিকশততম সর্গ।

রাজা বলিলেন, হে সভ্যগণ! শ্রবণ কর। ঐরূপে সেই চণ্ডাল ভবনে বহুকাল অতীত হইলে, আমি জরাজর্জ্জরিতদেহ হইলাম। বার্দ্ধক্যের প্রভাবে আমার কেশ ও শ্মশ্রু কাশপুষ্পের ন্যায় শুভ্রবর্ণ হইল১। তখন বাতনিপতিত সরস ও বিরস পত্র সমূহের ন্যায় আমার সুখদুঃখ সংযুক্ত বয়স ও বর্ষ প্রক্ষেপিত হইতে লাগিল২। সমরক্ষেত্রে শরনিকর নিপাতের ন্যায় আমার সুখ দুঃখ পরম্পরা তখন কেবলমাত্র অকার্য্য কলহেই আপতিত হইতে লাগিল৩। সমুদ্রস্থিত কল্লোল সমূহের ন্যায় আমি কল্পনারূপ আবর্ত্তে আবর্ত্তিত ও ভ্রান্তির দ্বারা ভ্রামিতচিত্ত হইয়া যেন তৃণের ন্যায় নিরবলম্বে উহ্যমান (ভ্রামিত) হইতে লাগিলাম৪।৫। বিন্ধ্যাচলস্থিত শুক-পক্ষীর ন্যায় তৎকালে একমাত্র ভোজনই আমার জীবনের লক্ষ্যস্বরূপ হইল। মৃত ব্যক্তি যেমন স্বীয় প্রাক্তন মহাগতি বিস্মৃত হয়, তেমনি, আমি ভ্রান্তি বিমোহিত হইয়া স্বীয় ভূপত্ব বিস্মরণ পূর্ব্বক ছিন্নপক্ষ অচলের (পর্ব্বতের) * ন্যায় চণ্ডালত্বে স্থিরীভূত হইয়া বহুবর্ষ অতিক্রম করিলাম৬।৭।

ঐ অবস্থায় একদা সংসারে কল্পান্ত কালের ন্যায়, কাননে দাবাগ্নির ন্যায়, তটে সাগরতরঙ্গের ন্যায় ও শুষ্কবৃক্ষে অশনিপতনের ন্যায় সেই প্রচণ্ড চণ্ডালমণ্ডলের আবাস ভূমি বিন্ধ্যকচ্ছ নামক প্রদেশে অকাণ্ড ভুতবিনা-শন মহাদুর্ভিক্ষ সমুপস্থিত হইল। চণ্ডালগণ সেই বিষম দুর্ভিক্ষে নিপী-ড়িত হইয়া একে একে পরলোক গমন করিতে লাগিল। ক্রমে ঐ প্রদেশ অন্নবিবর্জ্জিত তৃণপত্রবিহীন ও জলশূন্য হইয়া নিতান্ত ভীষণ হইয়া উঠিল। জলদমণ্ডল জল বর্ষণ করে না। কেবলমাত্র আকাশে দৃষ্ট হয়,

---

* পুরান লেখকেরা বলেন, পুর্ব্বকালে মৈনাক প্রভৃতি পর্ব্বত পক্ষযুক্ত ছিল।

তন্মুহূর্ত্তে আবার কোথায় বিলীন হইয়া যায়। সমীরণ বহ্নিকণার ন্যায়। উষ্ণস্পর্শ হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল৮।১০। বনস্থলী সকল শীর্ণপর্ণ সংযুক্ত ও দাবাগ্নিবলিত হইয়া জটধারিণী চিরপ্রব্রজিতার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল১১। সেই দাবাগ্নিসঙ্কুল ও পাংশুধূষর ভয়ানক দুর্ভিক্ষ বন সকল পরিশোষিত ও তৃণ নিকর ভস্মীভূতপ্রায় করিল এবং মানবগণ ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া তৃণান্নবারি বর্জ্জিত হইয়া কেহ যমভবনে গমন কেহ বা অতিকষ্টে অবস্থান করিতে লাগিল১২।১৩। মহিষগণ আতপসন্তপ্ত হইয়া মহামরীচিসলিলে অবগাহন (অর্থাৎ জলভ্রমে দাবানলতুল্য উত্তপ্ত বালুকাময় স্থানে গিয়া পতন) করিয়া মরিতে লাগিল। জীবগণ "জল" "জল" করিয়া ব্যাকুল, পরন্তু বায়ুও বনমধ্যে জলকণা বহন করে না১৪। চতুর্দ্দিকে তৃষ্ণাতুর জীবগণের পানীয় প্রার্থনার শব্দ (জল-জল) শ্রুত হইতে লাগিল। মানবগণ আতপসংশুষ্ক ও ঘর্ম্মাক্ত হইতে লাগিল১৫। ক্ষুধিতগণের জীবন যেন স্বয়ং গ্রাসার্থ উদ্যত হইয়াই তাহাদিগের নিকট হইতে বহির্গমন করিতে লাগিল১৬। প্রাণিগণ ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া কেহ স্বীয় অঙ্গ চর্ব্বণ বাসনায় দন্তনিষ্পেষণ, কেহ মাংসভ্রমে খদিরকাষ্ঠানল নিগীরণ এবং কেহ বা পিষ্টক বিবেচনায় বনপাষাণ ভক্ষণ করিতে সমুদ্যত হইল১৭। পিতা, মাতা, পুত্র, ইহারা পরস্পর পরস্পরের স্নেহে কাতর হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে লাগিল। গৃধ্রাদি মাংসাশী পক্ষী সারিকাদি পক্ষী গ্রাস করিতে লাগিল১৮। জনগণ পরস্পর পরস্পরের অঙ্গ কর্ত্তন করত ভক্ষণারম্ভ করিল। তদ্বিনিঃসৃত রুধিরে ধরাতল অভিষিক্ত হইতে লাগিল। ক্ষুধিত বারণগণ সিংহকেও ভক্ষণ করিবার ইচ্ছা করিতে লাগিল১৯। এবং সিংহগণও বারণ গণের ভয়ে ভীত হইয়া জনপদ অভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিল। জনগণ পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিবার আশায় আস্ফালন করিতে লাগিল২০। জলিতাঙ্গারসম বায়ু প্রবাহিত হইয়া শূন্যপত্র পাদপসমূহ সমুড্ডীন করিতে লাগিল। শোণিতপানেচ্ছু মার্জ্জারগণ মেদ-বসাদি-সংলগ্ন

ভূতল লেহন করিতে প্রবৃত্ত হইল২১। শুষ্ক বায়ুমণ্ডল অগ্নিশিখার ন্যায় হইয়া আবর্ত্ত সহকারে বনসমূহে প্রবাহিত হইতে লাগিল২২। দাবদগ্ধ অজগরগণের ধূমে গুল্মসমূহ সমাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে বায়ুসহায় অগ্নি সমুত্থিত হইয়া সন্ধ্যাকালীন অরুণিম জীমূত মণ্ডলের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল২৩। কোথাও রোরুদ্যমানা নারীগণের সম্মুখে ক্ষুধার্ত্ত বালকগণ চীৎকার স্বরে রোদন করিতেছে২৪। কোথাও সংভ্রান্ত পুরুষগণ দন্ত দ্বারা বৃহৎ মৃত দেহ সকলের মাংস উৎকর্ত্তন করিয়া ভক্ষণের ত্বরতা নিবন্ধন স্বীয় অধর দংশন করিতেছে, ২৫ কোথাও বা ক্ষুধিত জন্তুগণ সুশ্যামল লতাপত্রভ্রমে বনদাহসমুত্থিত নিবিড়িত ধুম্ররাশি পান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কোন কোন স্থলে গৃধ্রগণ নভোগত উগ্র জ্বলদঙ্গার খণ্ড সমূহ আমিষ জ্ঞানে ভক্ষণ করিতে উড্ডীন হইতেছে২৬, অতি-প্রজ্বলিত জাঠর হুতাশনের তেজে অসংখ্য অসংখ্য মানুষের হৃদয় ও উদর বিদীর্ণ হইতেছে, কোন কোন স্থলে পরস্পর পরস্পরের অঙ্গমাংস ছেদনের জন্য ভীষণ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছে,২৭ গর্ত্তপ্রবেশ কারি মারুতের ক্রাঙ্কার ধ্বনির ন্যায় ধ্বনিসম্পন্ন ভীষণ দাবাগ্নি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, দাবানলের অঙ্গারীকৃত বৃহৎ বৃহৎ পাদপসমূহ ভীত অজগর গণের ফুৎকারবলে ভূমিসাৎ হইতেছে দেখিলাম২৮। একম্প্রকার ভূতবিনাশন মহাদুর্ভিক্ষ সেই শূন্যকোটর বিন্ধ্যকচ্ছ প্রদেশে সমুপস্থিত হইয়া দ্বাদশাদিত্য নির্দ্দগ্ধ জগতের তুল্যতাপ্রাপ্ত হইলে, ঐ প্রদেশ তখন জ্বলিতদাবাগ্নিজটিল বৃক্ষসমূহ বিলোড়নকারী প্রতপ্ত অনলের দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত জীবগণে পরিপূর্ণ হওয়ায় ভাস্করাত্মজ শনিগ্রহের ক্রীড়া ভূমির সমতাপ্রাপ্ত হইল২৯।৩০।

অষ্টাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

নবাধিকশততম সর্গ।

—–৫—–

রাজা বলিলেন, হে সভাসদগণ! ঐ প্রকারে তথায় সন্তাপপ্রদ ঘোর কষ্টপ্রদ বিধিবিপর্য্যয় সমুপস্থিত হইলে তত্রত্য অসংখ্য অসংখ্য অসংখ্য লোক স্বস্ব কলত্র ও সুহৃদ্‌গণ সহ নভোমণ্ডলস্থ শারদীয় মেঘমালার ন্যায় সেই দেশ হইতে দেশান্তর গমন করিল। কেহ কেহ দেহসংলগ্ন অবয়বের ন্যায় পুত্র ও আপ্তবন্ধু সংলগ্ন হইয়া অরণ্যমধ্যে ছিন্নদ্রুমের ন্যায় বিশীর্ণ হইল। কেহ কেহ নীড়নির্গত অজাতপক্ষ পক্ষিশাবকের ন্যায় স্বীয় মন্দির হইতে বিনির্গত হইয়া ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক ভুক্ত হইল। কেহ কেহ অনলে প্রবিষ্ট হইয়া শলভের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হইল, এবং কেহ কেহ শৈলচ্যুত শিলাখণ্ড সমূহের ন্যায় শ্বভ্রে নিপতিত হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করিল১।৫। কিন্তু আমি আমার সেই সমস্ত শ্বশুরাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র পুত্র ও কলত্রের সহিত তথা হইতে অতিকষ্টে বহির্গত হইলাম।

আমি কথিত প্রকারের দারা ও পুত্র সহ তথা হইতে বহির্গত হইয়া অনল, অনিল, ব্যাঘ্র ও সর্পাদি হিংস্র জন্তুগণকে বঞ্চনা করতঃ মৃত্যুভয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া তদ্‌দেশের প্রান্তভাগ প্রাপ্ত হইলাম। এবং তত্রস্থ তাল-তরুতলে মদীয় স্কন্ধ হইতে অনর্থরাশির ন্যায় সেই সন্তানগণকে অবতারিত করিলাম৬।৮। পাপীরা যেমন পাপভোগান্তে রৌরব নরক হইতে নির্গত হয়, তাহার ন্যায় আমি সেই চণ্ডালপুরী হইতে বিনির্গত হইলাম এবং গ্রীষ্মতাপে তাপিত ভেক যেমন সুশীতল পদ্মিনী মূলে বিশ্রাম সুখ অনুভব করে, তাহার ন্যায় দাবাগ্নি উত্তাপে নিপীড়িত ও পথপর্য্যটনে পরিশ্রান্ত আমিও সেই তাল-তরুমূলে বহুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম৯।

অনন্তর সেই চণ্ডালকন্যা পুত্রদ্বয় ক্রোড়ে লইয়া তরুতলস্থ শীতল ছায়ায় শ্রান্তির অপগমে নিদ্রিত হইল১০। সেই সময়ে আমাদিগের অত্যন্ত প্রিয় পৃচ্ছানামক কনিষ্ঠ পুত্র মদীয় সম্মুখে আগমন করতঃ বাষ্প-পুরিত-লোচনে দীনভাবে কহিল, হে পিতঃ! সত্বর আমাকে ভোজনার্থ মাংস ও পানার্থ শোণিত প্রদান করুন১১।১২। সেই বালক আমার সম্মুখে পুনঃ পুনঃ ঐরূপ বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। পরে প্রাণান্তিকী দশা প্রাপ্ত হইয়া শুষ্কবদনে কেবল 'ক্ষুধা ক্ষুধা' এই বলিতে লাগিল ও তাহার নেত্রে অবিরল ধারে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল১৩। কি করি, আমি তখন অনেক বুঝাইয়া বলিলাম। বলিলাম পুত্র! আমার নিকট মাংস নাই। তথাপি সে আমার সে বাক্যে প্রবোধিত না হইয়া কেবল "আমাকে মাংস দাও মাংস দাও" এই বলিয়া অতিকাতরে পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে লাগিল১৪। অগত্যা তখন আমি পুত্রবাৎসল্যে মুগ্ধ ও দুঃখভারে সমাক্রান্ত হইয়া কহিলাম, পুত্র! তুমি আমার এই বৃদ্ধশরীরস্থ স্বভাবপক্ক মাংস ভোজন কর১৫। ক্ষুধিত বালক তখন তাহাই অঙ্গীকার করিল, এবং সন্তুষ্ট চিত্তে আমাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক আমার দেহমাংস ভক্ষণের নিমিত্ত "দাও দাও" বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। তখন আমি তাহাকে নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া স্নেহে ও কারুণ্যে বিমোহিত, দুঃখসম্ভারে সমাক্রান্ত হইয়া এবং তদ্‌বিধ তীব্র আপদ্ পরম্পরা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া সর্ব্বদুঃখাপনোদনকারী মৃত্যুকে তখন পরম মিত্র বলিয়া স্থির করিলাম১৬।১৮।

অনন্তর আমি মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া তথায় কাষ্ঠরাশি আহরণ পূর্ব্বক চিতা প্রস্তুত করিলাম। চিতা প্রজলিত হইল এবং আমাকে গ্রহণ করিবার বাসনায় চটচটা শব্দ করতঃ আমার পতন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল১৯। তৎপরে আমি সেই চিতাতে যেমন আত্মনিক্ষেপ করিবার উদ্যোগ করিলাম, অমনি এই রাজসিংহাসন হইতে সেই আমি সবেগে বিচলিত হইলাম। * জনগণ যেমন

* অর্থাৎ স্বপ্নের ন্যায় ঐ পর্য্যন্ত অনুভব করার পর, আমার ঐন্দ্রজালিক মোহ অপগত হইল এবং পূর্ব্ববৎ স্বভাবিক সংজ্ঞা বা জ্ঞান লাভ করিলাম।

ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া শয্যা হইতে বিচলিত হয়, উঠিয়া বৈসে, আমিও ঠিক সেই-রূপ হইলাম। এক্ষণে আমি প্রবোধিত হইয়া তূর্য্যধ্বনি ও জয় শব্দ শ্রবণ করিতেছি। হে সভ্যগণ! অজ্ঞান যেমন জীবকে দুর্দ্দশায় নিপাতিত করে, তেমনি সম্মুখস্থ এই শাম্বরিক কর্ত্তৃক আমার শতদুর্দ্দশা সমন্বিত মোহ সমুৎপন্ন হইয়াছিল।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! মহাপরাক্রম রাজেন্দ্র লবণ ঐরূপ কহিলে, সেই শাম্বরিক অর্থাৎ সেই সমাগত ঐন্দ্রজালিক তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল, আর তাহাকে কেহ দেখিতে পাইল না। তদ্দর্শনে সভ্যগণ বিস্ময়োৎফুল্ল লোচন হইয়া বলিল, ২০।২৩ হে মহারাজ! এই ব্যক্তি শাম্বরিক নহে। কেন না, ইহার অর্থস্পৃহা থাকা অনুভূত হইল না। বোধ হয় ইহা কোন দৈবী মায়া অর্থাৎ কোন দেবতা আপনার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া সংসার গতি বুঝাইবার জন্য ঐরূপ মায়া প্রদর্শন করিয়াছেন২৪। বস্তুতঃ "এই সংসার মনোবিলাস ব্যতীত অন্য কোন সার পদার্থ নহে। মনঃও অনন্ত অপ্রমেয় পরমেশ্বরের বিলাস এবং তাদৃশ মনঃই জগৎ২৫। সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বরের শক্তি অনন্ত, এবং তাহা শত শত ব্রহ্মার পক্ষেও বিচিত্র। কেন না, শক্তিবিবেকিগণের মনঃও তদীয় মায়ায় বিমোহিত হয়২৬। ওঃ কি আশ্চর্য্য! লোকরহস্যবিৎ (রহস্য= তত্ত্ব) এই রাজার মহীপতি নামই বা কোথায়, আর সামান্যমনোবৃত্তি জনগণের ন্যায় ইহার এতাদৃশ বিপুল ভ্রমই বা কোথায়?২৭। আমাদের মনে হইতেছে, এই মনোমোহিনী মায়া কখনই শাম্বরিকের নহে। কেন না, শাম্বরিকগণ সর্ব্বদা ধনাদি প্রার্থনায় ধনিগণকে ঐন্দ্রজালিক কৌতুকাদি প্রদর্শন করিয়া থাকে এবং তাহারা কৌতুক প্রদর্শনান্তে যত্নপূর্ব্বক অর্থই প্রার্থনা করে, এ রূপে অন্তর্হিত হয় না২৮।২৯।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! যে সময়ে শাম্বরিকী মায়ায় হরিশ্চন্দ্র-কুলোদ্ভব মহামতি লবণ রাজার চণ্ডালভ্রম সমুপস্থিত হইয়াছিল, সেই সময়ে আমি সেই রাজেন্দ্রের মহাসভায় উপস্থিত ছিলাম। উপস্থিত থাকিয়া আমি ঐ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি; কাহারও নিকট শ্রবণ করি নাই। হে

মহামতে! এই প্রকার বহুকল্পনারূপ ফলপল্লব ও শাখাপ্রশাখাসম্পন্ন বিস্তৃত মনোরূপ তরুকে বিচার দ্বারা জয় করিয়া পরম স্বভাবে বাসনাসমাপ্তিরূপ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইলে তুমি অনায়াসে সেই পরম পবিত্র ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইবে৩০।৩১।

নবাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

দশাধিকশততম সর্গ।

---*---

বশিষ্ঠ বলিলেন, প্রথমে অজ্ঞানসম্বলিত চিদ্বস্তুরূপ পরম কারণ বিচিত্র বিষয়োন্মুখতা প্রাপ্ত হয়। সেই বিকারীভূত প্রথম বাসনাত্মক উল্লাস প্রথমাঙ্কুর১। চিৎবস্তু বস্তুতঃ অবিকারী; পরন্তু বিকারবতী তুচ্ছ মায়ার বিমোহনে বশীভূত হইয়া মনোরূপে অবস্থিতি করে। সুতরাং চিরকাল জন্মমরণাদি ভ্রমে মুগ্ধ হইয়া অসৎ দুঃখপরম্পরা বিস্তার করিয়া শিশুগণ যেমন মিথ্যা ভূত প্রেত কল্পনা করিয়া ভয়াদি দুঃখ অনুভব করে, তাহার ন্যায় চিদ্বস্তুও (আত্মাও) মিথ্যা অজ্ঞানের কল্পনায় সংসার দুঃখ ভোগ করে২।৩। সূর্য্যকিরণ যেমন ক্ষণমধ্যে অন্ধকার বিনষ্ট করে, তেমনি, সদা সৎস্বরূপ ও গতবাসন চিদ্বস্তু মনের আলিঙ্গনে অসৎ মহাদুঃখকেও ক্ষণমধ্যে আনয়ন করিয়া থাকে৪। সেইজন্য বলিতেছি, মনঃ নিতান্ত তুচ্ছ। মনঃ নিকটস্থ বস্তুকে দূরে নীত এবং দূরস্থ বস্তুকে নিকটে আনীত করে। শিশুরা যেমন পক্ষিশাবকের অনুসরণে দৌড়া-দৌড়ি করে, তেমনি, মনঃ ও বিবিধ বিষয়ের অনুসরণে ভ্রমণ করে৫। মনঃ বাস্তব ভয়প্রদ না হইলেও বাসনার আবেশ বশে অতি ভীষণ হইয়া থাকে। স্থাণু বাস্তবতঃ ভয়ের কারণ নহে, পরন্তু মোহগ্রস্ত পথিকের তাহাতে পিশাচ জ্ঞান সমুদিত হওয়ায় ভয়প্রদ হয়৬। মনঃ মলিন হইলে মিত্রকেও শত্রু বলিয়া শঙ্কা করে। ভূতল ভ্রমণ না করিলেও মদোন্মত্তগণ মনে করে ভূতল ভ্রমণ করিতেছে। (তাহারা নিজের ঘুর ভূতলে আরোপিত করিয়া ভূতলের ভ্রমণ অনুভব করে)৭। পর্য্যাকুলমনা ব্যক্তি শশিকেও শনিজ্ঞান করে এবং অমৃতও বিষভাবে ভুক্ত হইলে বিষবৎ কার্য্যকারী হয়৭। আকাশে পরিদৃষ্ট গন্ধর্ব্বনগর বস্তুতঃ অসৎ, অর্থাৎ কোন বস্তু নহে পরন্তু তাহা ভ্রান্ত মনের নিকট সৎ বলিয়া প্রতীত হয়। এই যেমন দৃষ্টান্ত; তেমনি, বাসনাযুক্ত মনঃ জাগ্রতেও স্বপ্নবৎ দর্শন করিয়া থাকে৯।

হে রামচন্দ্র! জন্তুগণের বাসনাপ্রবল মনঃই মোহের প্রধান কারণ। সেই জন্য প্রযত্ন সহকারে তাহার উচ্ছেদ কর্ত্তব্য। বাসনার উচ্ছেদ হইলেই মনের ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া যায়১০। নরগণের মনোরূপ মৃগ এই সংসাররূপ বনখণ্ডে বাসনারূপ বাগুরার দ্বারা বিজড়িত হইয়া নিতান্ত বিবশতা প্রাপ্ত হইতেছে১১। যিনি বিচারদ্বারা উক্ত বাসনাজাল ছেদন করিতে পারেন তিনিই নির্ম্মেঘ মার্ত্তণ্ড কিরণের ন্যায় বিরাজ করিতে পারক হন১২। হে অনঘ! মনকেই তুমি দেহসম্পন্ন নর বলিয়া জানিবে। পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, জন্তুগণের দেহ জড় কিন্তু মনঃ জড় নহে, অজড়ও নহে১৩। হে রাঘব! মনঃ যাহা করে তাহাই কৃত হয়, এবং যাহা পরিত্যাগ করে তাহাই পরিত্যক্ত হয়১৪। এক-মাত্র মনঃই ব্রহ্মাণ্ড, মনঃই সূর্য্যমণ্ডল, মনঃই ব্যোমমণ্ডল, মনঃই মহান্ বায়ুমণ্ডল এবং তুমি আমি সমস্তই মনঃ১৫। মনঃ যদি সূর্য্যাদি পদার্থকে প্রকাশাদিরূপী বলিয়া গ্রহণ না করে, তাহা হইলে এই সমস্ত সূর্য্যাদি কোনও ক্রমে প্রকাশ পাইতে পারে না১৬। যাহারা মনোমোহে সমাক্রান্ত, তাহারাই মূঢ় শব্দে অভিহিত হয়। শরীর মোহাপন্ন হইলে (অর্থাৎ মনঃপরিত্যক্ত হইলে) পণ্ডিতগণ তাহাকে মূঢ় বলেন না; পরন্তু শব বলেন (মৃত্যু বলেন)১৭। অত-এব, মনঃই দর্শনক্রিয়ায় চক্ষুঃ, শ্রবণক্রিয়ায় কর্ণ; স্পর্শন ক্রিয়ায় ত্বক্, ঘ্রাণক্রিয়ায় নাসিকা এবং আস্বাদনক্রিয়ায় জিহ্বা হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। দেহ একটা নাট্যশালা, মনঃ ইহাতে নট, বৃত্তি বা জ্ঞান সকল তাহার অভিনয়১৮।১৯। ফলতঃ মনঃ লঘুকে দীর্ঘ, সত্যকে অসত্য, কটুকে মধুর ও রিপুকে মিত্র ও মিত্রকে শত্রু করিয়া থাকে২০। যাহা বৃত্তিশালী চিত্ত, যাহা তাদৃশ চিত্তের প্রতিভাস অর্থাৎ যাহা চৈতন্যের দ্বারা উজ্জলিত মনের ঘটপটাদি বিষয়াকারা বৃত্তি, লোক মধ্যেও শাস্ত্রমধ্যে তাহারই নাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ২১। চিত্তের প্রতিভাস বশে অর্থাৎ চৈতন্যসম্বলিত তাদৃশী মনের উদয়ে হরিশ্চন্দ্রের এক রাত্রিকে দ্বাদশবৎসর অনুভূত হইয়াছিল২২। চিত্তের অনুভবাত্মক প্রতিভাস উদিত হইলে মুহূর্ত্তকালও যুগশতের ন্যায়, প্রতীয়মান হয়, এবং মনোজ্ঞ বৃত্তি

উদিত হইলে রৌরবও সুখজনক বলিয়া বোধ হয়। মনঃ যদি জানে রাজ্য পাইয়াছি, রাজা হইয়াছি, তাহা হইলে নারকীও রাজ্যসুখ অনুভব করে, এবং রাজ্যস্থ রাজার রাজ্যনাশ মনে হইলে রাজ্যস্থ রাজারও নরকযন্ত্রণা অনুভূত হয়। যেমন আধারসূত্র দগ্ধ হইলে আধেয় মুক্তাফল বিশীর্ণ হইয়া পড়ে, সেইরূপ, মনঃ বিজিত হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয় বিজিত হয়২৩।২৫।

হে রামচন্দ্র! মনঃ মূক অর্থাৎ বাক্‌শক্তি বিহীন হইলেও, সর্ব্বত্র স্থিতা, স্বচ্ছরূপিণী, বিকারহীনা, সূক্ষ্মা, সর্ব্বসাক্ষীরূপা ও সর্ব্বভাবানুগতা চিৎশক্তিরূপিণী আত্মসত্তার সহিত একলোল হইয়া দেহাদির অন্তরে এবং গিরি, নদী, সরিৎ, ব্যোম, সমুদ্র, পুর ও পত্তনাদিতে লীলা করিতেছে বা ব্যর্থ পরিভ্রমণ করিতেছে২৬।২৮। মনঃ যাহাতে অনুরক্ত হয় তাহা স্বাদুহীন উচ্ছিষ্ট হইলেও তাহাতে অমৃততুল্য বোধ জন্মায় এবং মনঃ যাহাতে অনুরক্ত না হয়, তাহা অমৃত হইলেও বিষ বলিয়া অবধারণ করায়। অতএব, মনঃই ব্যবহার্য্য বস্তুতে আপনার অভিমত আকার সৃজন করে।২৯।৩০। তাই বলিতেছি, মনঃ চিচ্ছক্তির দ্বারা প্রস্ফুরিত হইয়া স্পন্দশক্তিতে স্পন্দত্ব, প্রকাশশক্তিতে প্রকাশতা, দ্রবশক্তিতে দ্রবতা, পৃথিবীভূতে কঠিনতা ও শূন্যদৃষ্টিতে শূন্যতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বুঝা উচিত যে, মনঃই স্বীয় ইচ্ছানুসারে বিবিধরূপ ধারণ করে৩১।৩২। মনের সামর্থ্যের বিষয় ভাবিয়া দেখ, মনঃ দেশকালাদির প্রতীক্ষা করে না, যখন তখন শুক্লকে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণকে শুক্ল করিতে বিন্দুমাত্র ভ্রমবোধ বা শ্রমবোধ করে না ৩৩।

মনঃ যদি অন্যত্র আসক্ত থাকে, তাহা হইলে মধুর ভক্ষ্য চর্ব্বণ করিলেও তাহার মধুর স্বাদ অনুভূত হয় না।৩৫। চিত্ত যাহা দেখে তাহাই দৃষ্ট হয়; চিত্ত যাহা না দেখে তাহা কদাচ দৃষ্ট হয় না। যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় থাকিলেও অন্ধকারে দর্শন হয় না, তেমনি, ইন্দ্রিয়গণ থাকিলেও মনঃ ব্যতীত বস্তু দর্শন হয় না। এই ব্যাপারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহাই বুঝা যায় যে, ইন্দ্রিয়গণও মনে কল্পিত।৩৫। মনঃকল্পিত ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা মনঃ দেহসম্পন্ন বা দেহাদি

আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনঃ হইতেই ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে, ইন্দ্রিয় হইতে মনঃ উৎপন্ন হয় নাই।৩৬। চিত্ত ও শরীর আপাত দৃষ্টিতে অত্যন্ত বিভিন্ন। পরন্তু যে সকল অভিজ্ঞ লোক উক্ত উভয়কে অভিন্ন জ্ঞান করে, বস্তুতঃ তাঁহারাই. জ্ঞাতজ্ঞেয় ও সুপণ্ডিত এবং তাঁহারাই সকলের নমস্য।৩৭। আরও দেখ, কুসুমসুশোভিত কবরী লোলনয়না সুন্দরী অঙ্গনাগণ অমনস্ক পুরুষের অঙ্গে সংলগ্ন হইয়াও তদ্দেহের বিকার উৎপাদনে সমর্থ হয় না। কোন এক সময়ে বীতরাগ নামক এক মুনি বিপিনমধ্যে তপস্যা করিতেছিলেন, এমন সময় এক ক্রব্যাদ সহসা তাঁহার ক্রোড়নিহিত হস্ত চর্ব্বণ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মনঃ অন্যত্র (ধ্যেয় বস্তুতে) আসক্ত থাকায় সেই ক্রব্যাদের আক্রমণ তাঁহার অনুভূত হয় নাই।৩৮।৩৯। অন্যমনস্কের নিকট প্রযত্ন সহকারে কথা বলিলেও তাহা পরশুছিন্ন লতার ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।৪০। মনঃ যদি সমুদ্রতটে যায় তবে গৃহে থাকিয়াও সমুদ্রতীর অনুভব করে এবং মনঃ যদি পর্ব্বতকন্দরে যায় তবে গৃহে বসিয়াও পর্ব্বতারোহণের দুঃখ অনুভব করে। স্বপ্ন ও ভ্রান্তি তাহার নিদর্শন৪১।৪২। মনঃ স্বপ্নকালে অতি সঙ্কুচিত হৃদয়প্রদেশে পুর পর্ব্বতাদি ও আকাশাদি কেবলমাত্র কল্পনার দ্বারা প্রস্তুত করিয়া সত্য আকাশাদির ন্যায় দর্শন করিয়া থাকে৪৩। তথা সমুদ্র ও সমুদ্রের তরঙ্গ প্রত্যক্ষবৎ দেখিয়া ভীত হয়।৪৪। যেমন সমুদ্রান্তর্গত জল তরঙ্গমালায় পরিণত হয়, তেমনি, দেহান্তর্গত মনঃও স্বপ্নের আবেশে পুর পর্ব্বতাদির আকারে পরিণত হও।৪৫। পত্র, লতা, পুষ্প, ফল, এ সকল, যেমন একমাত্র অঙ্কুর হইতে সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ, জাগ্রৎ ও স্বপ্নাদিবিভ্রম সমুদয় একমাত্র মনঃ হইতেই সমুৎপন্ন হয়।৪৬। স্বর্ণ পুত্তলিকা যেমন হেম হইতে ভিন্ন নহে, তেমনি, কি জাগ্রৎ কি স্বপ্ন, চিত্ত হইতে ভিন্ন নহে।৪৭। ধারা, কণা, বিন্দু, ফেণ, বুদ্বুদ, তরঙ্গ, সমস্তই জলের বিকার বা অবস্থা বিশেষ। সেইরূপ বিবিধ সৃষ্টিবৈভবও মনের বিকার বা মনের অবস্থা বিশেষ।৪৮। নট যেমন বিবিধ ভূমিকা বিস্তার করে, তদ্রূপ, চিত্তই জাগ্রদ্দৃশ্য ও স্বপ্নদৃশ্য

বিস্তার করিয়া থাকে ৪৯। রাজা লবণ যেমন মনের কুহকে চণ্ডাল হইয়াছিলেন, তেমনি, এই জগৎও মনের মননে সম্পন্ন হইয়াছে।৫০। মনঃ যখন যাহাকে যেরূপে জানে তখনই তাহা সেইরূপ হয়। হে রাঘব! যখন সমস্তই মনোনির্ম্মিত, তখন তুমি অবশ্যই মনের দ্বারা ইচ্ছানুরূপ সৃষ্টি করিতে পার।৫১। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন-যুক্ত মনঃই পুর, পর্ব্বত, সরিৎ, শৈল ও সমুদ্রাদির আকারে দেহিগণের অন্তরে সমুদিত হয়৫২। লবণ রাজা যেমন ক্ষণমধ্যে মনের প্রতিভাসে চণ্ডাল হইয়া ছিলেন, তেমনি মনের প্রতিভাসে দেবতা দেবত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া দৈত্য, নাগ নাগত্ব ত্যাগ করিয়া নগ, নর নরত্ব পরিহারে নারী, পিতা পিতৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া পুত্র হইতেছে৫৩।৫৪ জন্ম, মরণ, জীবন সমস্তই মনের সঙ্কল্প। মনঃ আকারবিহীন হইয়াও চিরাভ্যাস বশতঃ সেই সেই ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়।৫৫। মনন (বৃত্তিরউদয়) সমুল্লসিত মনঃ বাসনা বিস্তৃত করিয়া ভয়াবহ যোনি প্রাপ্ত হয় ও সুখ দুঃখ অনুভব করে। তিল মধ্যে তৈলের অবস্থিতির ন্যায় সুখ দুঃখ মনেই অবস্থিতি করে। হে রামচন্দ্র! মনের বিশেষ বিশেষ সঙ্কল্পই দেশকালাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তাহার কারণ—মনের সঙ্কল্পই দেশকালাদির আকারে স্থিতি লাভ করে এবং তদনুরূপে সুখ দুঃখের ও ভয় অভয়ের বহুলতা ও অল্পতা প্রতীত করায়। তিল যন্ত্রনিষ্পীড়িত হইলে তাহা হইতে তৈল নিষ্কাশিত হয়। তাহার ন্যায় চিত্তস্থ নিবিড় সুখ দুঃখ মননের (বৃত্তির) দ্বারা বিস্পষ্ট হইয়া থাকে৫৬।৫৯। মনঃ যখন "অহং শরীরী" এতদ্রূপ দৃঢ় সঙ্কল্প করে তখন সে স্থূল শরীরী হইয়া উল্লসিত, বলগিত, আনন্দিত, গমন, আগমন প্রভৃতি করিতে থাকে। এতাদৃশ মনঃ অন্তঃপুর মধ্যে সাধ্বীগণের ন্যায় স্বীয় সঙ্কল্পকল্পিত বিবিধ উল্লাসের সহিত এই দেহমধ্যে বিচরণ করিতেছে। কিন্তু যিনি স্বীয় অন্তরে মনকে বিষয়ানু-সন্ধানে নিযুক্ত না করেন, তাঁহার মনঃ আলানবদ্ধ হস্তীর ন্যায় বিচলিত হইতে সমর্থ হয় না।৬০।৬২।

হে অনঘ! যাঁহার মনঃ সদ্বস্তু (ব্রহ্ম) হইতে স্পন্দিত অর্থাৎ বিচলিত না হয়, তিনিই উত্তম পুরুষ, অবশিষ্ট কর্দ্দমকীট বা কুপুরুষ৬৩। যাহার মনঃ একস্থানে অর্থাৎ ব্রহ্মে সংস্থিত হইয়াছে, স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি অনুত্তম ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। হে রাঘব! মন্দর ভূধরের বিলোড়ন স্থগিত হইলে পর ক্ষীর সমুদ্রের যদ্রূপ স্তিমিভাব হইয়াছিল, মনের সংযমে সংসার-বিভ্রম শান্তিপ্রাপ্ত হইলে মনঃ তদ্রূপ স্তৈমিত্য প্রাপ্ত হয়। ভোগসঙ্কল্প সমুদিত মানসিক বৃত্তি হইতেই সংসাররূপ বিষবৃক্ষের অঙ্কুর সমুৎপন্ন হয়। কুপুরুষরূপ ভ্রমরগণ সংসাররূপ প্রবাহবতী নদীতে চিত্তরূপ উৎপল পরিবেষ্টন করিয়া জাড্যপ্রবাহরূপ জলবেগে বিদীর্ণ ও বিশীর্ণকারী চিন্তারূপ আবর্ত্তে নিমগ্ন হইয়া থাকে৬৪।৬৭।

দশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশাধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, চিত্তরূপ মহাব্যাধির চিকিৎসার্থ স্বপুরুষকারই একমাত্র সাধু ও সুস্বাদু মহৌষধ। আমি তাহা বর্ণন করি, শ্রবণ কর১। বাহ্যবস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মসম্বেদনরূপ পূরুষকার দ্বারা চিত্তবেতালকে জয় করা যায়।২। যে ব্যক্তি মনোভিলষিত বিষয় (রূপরসাদি) পরিত্যাগপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে পারেন তিনিই চিত্তব্যাধিবিহীন হইতে পারেন এবং দন্তী যেমন কুদন্তীকে পরাজয় করে তাহার ন্যায় তিনিই মনোরূপ ব্যাধিকে জয় করিতে পারেন৩। কেবল তাহা নহে, যত্ন সহকারে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান অর্জ্জন দ্বারা চিত্তরূপ বালককে অবস্তু (বিষয় বা বাহ্যবস্তু) হইতে আনয়ন পূর্ব্বক সত্য বস্তুতে (ব্রহ্মপদে) সংযোজন করিয়া, তাহাকে বোধ প্রদান করিতে সমর্থ হন।৪। অতএব হে মননশীল সাধো! রামচন্দ্র! তুমিও শাস্ত্র ও সৎসঙ্গ দ্বারা ধীরতা লাভ করিয়া চিন্তারূপ অনলে অনুত্তপ্ত স্বীয় লৌহস্থানীয় মনের দ্বারা চিন্তানলতপ্ত লৌহান্তরস্থানীয়রূপ মনকে ছেদন কর।৫। যেমন বালক দিগকে সহজে নানা বিষয়ে সংযোজিত করা যায় তাহার ন্যায় চিত্তকেও অল্প যত্নে আত্মবস্তুতে যোজিত করা যায়। তাহা তত দুষ্কর নহে৬। মনকে পৌরুষদ্বারা ভাবী শুভ ফলের উদয়কারী সৎকর্ম্মে (সমাধি অভ্যাসে) নিযুক্ত করিবে৭। যে ব্যক্তি বিষয়াভিলাষ পরিত্যাগরূপ স্বাধীন বৈরাগ্যবৃত্তি অবলম্বনকে দুষ্কর জ্ঞান করে, সে পুরুষ-কীট, তাহাকে ধিক্।৮। এই সকল অরম্য বিষয়কে পরমরমণীয় রূপে (ব্রহ্মভাবে) ভাবিত করিয়া, মল্লগণ যেমন প্রতিকূল মল্ল দিগকে বলপূর্ব্বক জয় করে তাহার ন্যায় তুমি বিরোধী চিত্তকে জয় করিবে৯। পৌরুষ প্রযত্ন উদ্দীপিত করিলেই চিত্তরূপ শিশুকে শীঘ্র জয়

করা যায়। এবং চিত্ত উহার পর অচিত্ত হওয়ায় ব্রহ্মপদ লাভ করা যায়।১০। চিত্ত আপনার, সুতরাং তাহাকে আক্রমণ করা সুসাধ্য বৈ দুঃসাধ্য নহে। যাহারা আপনার চিত্তকে আপনার বশ্য করিতে না পারে, তাহার মানুষ্যকে এবং তাহাকে শত ধিক!১১। আপনিই আপনার দ্বারা বাঞ্ছিত ত্যাগ করিতে হয়, এবং তাহা আপনারই প্রযত্নসাধ্য। অতএব তুমি বাঞ্ছিত পরিত্যাগরূপ পুরুষকার দ্বারা অল্পে অল্পে মনকে শমিত করিবে। কেন না, মনের প্রশম ব্যতীত শুভ লাভের সম্ভাবনা নাই।১২। হে রাঘব! সেইজন্য বলিতেছি, তুমি পৌরুষ প্রয়োগ করিয়া মনকে সংহার কর, এবং নিঃশত্রু ও নিরাপদ হইয়া জীবন্মুক্ত দেহে আদ্যন্তরহিত অনন্ত সাম্রাজ্য (ব্রহ্ম সুখ) উপভোগ কর।১৩। মনঃ যদি প্রশমিত না হয় তাহা হইলে গুরূপদেশ, শাস্ত্রার্থবোধ ও মন্ত্রাদির সাধন সমুদয়ই বৃথা১৪। (যখন দেখিবে যে,) চিত্ত সঙ্কল্পপরিত্যাগরূপ তীক্ষ্ণাস্ত্রে ছিন্ন হইয়াছে তখনই জানিবে যে, সর্ব্বগত ও সর্ব্বময় শান্ত ব্রহ্মপদ লব্ধ হইয়াছে১৫। স্বসম্বেদন দ্বারা সঙ্কল্পরূপ অনর্থ পরিত্যক্ত হইলে জীবন্মুক্তি সিদ্ধ হয়। তখন পুরুষের শরীর থাকিলেও তাহা ক্লেশপ্রদ হয় না১৬। তুমি মূঢ়সঙ্কল্পকল্পিত দৈবকে অনাদর অর্থাৎ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া পুরুষার্থসম্বিত্তির দ্বারা চিত্তকে অচিত্ত কর১৭। সেই অচিত্ততারূপ মহাপথ অবলম্বন করিয়া চিত্তকে চিৎকর্তৃক বিনষ্ট করতঃ সাক্ষীর (ব্রহ্মের) স্বারূপ্য লাভ কর১৮। তুমি অগ্রে আপনাকে চিন্মাত্রে পরিভাবিত কর, পশ্চাৎ পরমার্থবুদ্ধিসম্পন্ন হও, তদনন্তর অব্যগ্র হইয়া গ্রস্তচিত্ত পরমাত্মাকে ধারণ এবং পরম পৌরুষ অবলম্বন পূর্ব্বক চিত্তকে অচিত্তে (ব্রহ্মে) সমাপণ করতঃ অবিনাশী মহাপদবীতে অবস্থান কর। ১৯।২০।

হে রামচন্দ্র! বিপর্য্যয়রূপিণী ভ্রান্তিজ্ঞানকে যেমন স্থির বুদ্ধির (প্রমাজ্ঞানের) দ্বারা জয় করা যায়, তেমনি, মনকেও পুরুষকার (যোগ সমাধির) দ্বারা জয় করা যায়।২১। যিনি সেইরূপে মনোজয় করিতে পারেন, তিনিই এই লোকত্রয় তৃণের ন্যায় জয় করিতে সমর্থ হন।২২। এই যুদ্ধে তাঁহার শস্ত্রদলন,

মৃত্যুমুখে গমন, মৃত্যুর পর স্বর্গ গমন, তদনন্তর পাপদ্বারা অধঃপতন প্রভৃতি ক্লেশপরম্পরা কিছুই ভোগ করিতে হয় না। কেবলমাত্র স্বভাবের পরিবর্ত্তন করিবে, তাহাতে আবার কষ্ট কি?২৩। যে নরাধম কেবল আপনার সম্বেদনকে আক্রমণ (পরিবর্ত্তন বা বশ্য) করিতে না পারে তাহারা কি প্রকারে ব্যবহার পরম্পরা নির্ব্বাহ করিবে ও সুখী হইবে?২৪।

আমি মৃত, আমি জাত, আমি জীবিত, এ সকল কুকল্পনা, অর্থাৎ কেবল চিত্তবৃত্তি। সুতরাং ঐ সমস্তই অসৎ।২৫। বস্তুতঃ, কেহই মৃত অথবা জাত হয় না। মনঃ আপনাকে মৃতবোধ করিয়া ইহলোক হইতে পরলোক গমন করতঃ প্রস্ফুরিত হয়। মনঃ যখন মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে, প্রকৃত প্রস্তাবে মরে না, তখন আর মৃত্যুভয় কোথায়?২৬।২৭। ইহলোকে ইহলোকের ভাবে বিচরণ করুক, আর পরলোকে পরলোকের ভাবেই বিচরণ করুক, চিত্ত মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিবেই করিবে২৮। সংসারের রূপ কি? চিত্তই সংসারের রূপ। ভ্রাতার মৃত্যু হইলে অথবা ভৃত্যাদির মরণ (দেহপাত) হইলে, যে মিথ্যা (আরোপিত) ক্লেশ হয়, তাহা আমার মতে চৈতন্যব্যাবৃত্ত (চৈতন্য হইতে পৃথক) চিত্তভিন্ন অন্য কিছু নহে২৯। চিত্তোপশম ব্যতীত, প্রমাণরাজ বেদান্তের প্রধান প্রমেয় মায়ামালিন্যবর্জ্জিত সৎস্বরূপ ও পরম হিত পরম পদ (প্রাপ্য) পাইবার অর্থাৎ মোক্ষলাভের অন্য কোন উপায় নাই ইহা ঊর্দ্ধ অধ ও তির্য্যক্ প্রভৃতি লোকে নির্দ্ধারিত আছে।৩০।৩১। * যে মুহূর্ত্তে মনোলয় হয় সেই মুহূর্ত্তেই পরম বিশ্রান্তি জন্মে। তৎ কারণে বলিতেছি, তুমি অতিবিস্তীর্ণ হৃদয়াকাশস্থ চিদ্ব্রহ্মে চিদ্রূপ চক্র ধারণ করতঃ মনকে সংহার কর৩২। * মনকে বিনাশ করিলে

* ঊর্দ্ধলোকে = দেবলোকে। অধোলোকে = পাতালাদিতে। তির্য্যক্ লোকে = দ্বীপান্তরাদিতে। অর্থাৎ সর্ব্বদেশীয় তত্ত্বজ্ঞগণের বিচারে ঐ সিদ্ধান্ত নিষ্পন্ন হইয়াছে।

* চিদ্রূপচক্র = তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য জনিত ব্রহ্মাকারা মনোবৃত্তি হৃদয়াকাশে উত্থাপিত করা। পুনঃ পুনঃ ঐরূপ মনোবৃত্তি উত্থাপন করিলে মায়িক মনঃ ক্রমে নিবৃত্তি অবস্থা পাইবে এবং অবশেষে লয়প্রাপ্ত হইবে।

দুঃখপরম্পরা উপস্থিত হইয়া তোমাকে আর বন্ধন করিতে পারিবে না। যদি তুমি আপাত রমণীয় বিষয়কে দোষানুসন্ধান পূর্ব্বক অরমণীয় বলিয়া অবধারণ করিতে পার, তাহা হইলে অবশ্যই মনোমারণে সমর্থ হইবে৩২।৩৩। এই আমি, এ সকল আমার, ইত্যাকার ভ্রমপরম্পরাই মনের শরীর। আমি আমার, ইত্যাদি কল্পনা অনুত্থিত বা বিনিবৃত্ত হইলে স্নুতরাং মনের উক্তবিধ শরীর ছিন্ন হইয়া যায়। যেমন বায়ু প্রবাহিত হইলে অতিনিবিড় মেঘ ছিন্ন ভিন্ন ও বিলীন হইয়া যায়, তেমনি, সঙ্কল্পবর্জনে মনঃও তিরোহিত হইয়া যায়। শস্ত্র, অগ্নি ও পবনাদির উৎপাতে লোকের ভয় হয়, পরন্তু অনায়াসসাধ্য ও স্বায়ত্ত সঙ্কল্পবর্জ্জনে কিসের ভয়? "ইহা শ্রেয়ঃ, ইহা শ্রেয়ো নহে" এ বোধ আবাল প্রসিদ্ধ৩৪।৩৭। সেইজন্য বলিতেছি, জনগণ শিশু পুত্রকে যেমন উদারভাবে নিয়োজিত করে তাহার ন্যায় তুমি ত্বদীয় মনকে শ্রেয়োবিষয়ে সংযোজিত কর। এই সংসার যাহার গর্জ্জন, সেই দুর্ব্বিনাশ্য চিত্তরূপ সিংহকে যিনি সংহার করিতে পারেন, তিনিই নির্ব্বাণ পদের অধিকারী শ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং তিনিই ইহলোকও জয়লাভে স্নুসমর্থ৩৮। মরুভূমিতে যেমন মৃগনদী প্রবাহিতা হয়, তাহার ন্যায় মনেরই সঙ্কল্পকামনা হইতে ভ্রমদায়িনী বিপদ্ সমুহ সমুত্থিত হইয়া থাকে৩৯। তাহা জানিয়া যিনি মনকে সংহার করিয়াছেন, কল্পান্ত পবন প্রবাহিত হউক, অর্ণব সকল এক হইয়া যাউক, দ্বাদশ মার্ত্তণ্ড উদিত হইয়া তাপ প্রদান করুক, কিছুতেই সেই নির্ম্মল পুরুষের কিছুমাত্র ক্ষতি নাই৪০। এই সপ্তলোকরূপ পল্লবসম্পন্ন সংসাররূপ বৃক্ষ মনোরূপ বীজ হইতে সমুদিত হইয়াছে ৪১। তুমি সঙ্কল্পত্যাগসাধ্য সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ পরম পদ আক্রমণ পূর্ব্বক অবস্থিতি কর।৪২। জ্বলন্ত অঙ্গার যেমন ক্রমে ভস্মীভূত হইয়া তাপোপশম-স্নুখার্থী দিগের আনন্দ উৎপাদন করে, তেমনি, এই মনঃও ক্রমে ক্ষীয়মাণ হইয়া চিত্তোপশমার্থী দিগকে অনুপম আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে৪৩। যদি তুমি সঙ্কল্প বাড়াও তাহা হইলে এরূপ লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড সেই একমাত্র চিদণুর অন্তরে কল্পিত, ব্যক্ত ও বিভক্ত দেখিতে পাইবে, অথচ তাহাতেও সঙ্কল্পের

পরিশেষ হইবে না।৪৪। যাহার প্রয়োজিত সঙ্কল্পমাত্র বিভাবনে এরূপ ব্রহ্মাণ্ড-কোটি ও জন্মমরণনিরয়াদি অনর্থ পরম্পরা বিস্তৃত হইয়াছে ও হইতেছে, তুমি বাসনাশূন্য হইয়া সন্তোষমাত্র বিভাবন দ্বারা সেই মনকে সম্যক্ প্রকারে জয় কর। আত্মবিদ্গণের পরম পাবন শান্ত অবৈষম্যবৃত্তিসম্পন্ন নির্ম্মন নিরস্ত-অহম্ভাব দ্বারা তাঁহাদিগের অন্তরে যে অজ অবিনাশী পরম পদ অবশিষ্ট বিরাজিত থাকে, তুমি স্বীয় নির্ম্মল বুদ্ধি অবলম্বনে অবিলম্বে তাহাই প্রাপ্ত হও ৪৫।৪৬।

একাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাদশাধিক শততম সর্গ।

—*—

বশিষ্ঠ বলিলেন, মনঃ যে পদার্থে ও যে যেরূপ বাসনায় তীব্রবেগসম্পন্ন হয়, সেই পদার্থ তাহার নিকট সেই প্রকারেই পরিদৃষ্ট ও বাঞ্ছিত হয়। মনের সেই বাসনানির্ম্মিত তীব্রবেগ জলবুদ্বুদের ন্যায় স্বাভাবিক; পরন্তু উপেক্ষা প্রাবল্যে তাহার অনুদয় বা অনুত্থান এবং নিরোধ প্রযত্নে তাহার বিলয় হইয়া থাকে। মনের তাদৃশ লোলস্বভাব (চঞ্চলতা) হিমের শীততার ও কজ্জলের কৃষ্ণতার অনুরূপ।১।৩।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! অতিচঞ্চল মনের বেগকে অর্থাৎ চাঞ্চল্যকে আপনি স্বাভাবিক বলিতেছেন। যদি তাহা স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে বলপূর্ব্বক তাহার নিবারণের সম্ভাবনা কি? কজ্জলের কৃষ্ণতা কি কেহ বলদ্বারা অপহার করিতে পারে?৪। বশিষ্ঠ বলিলেন, চাঞ্চল্য বিহীন মনঃ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সেইজন্য বলা যায়, মনের চঞ্চলতা বহ্নির উষ্ণতার ন্যায় স্বাভাবিক।৫। চিত্তে যে চঞ্চলা স্পন্দশক্তি রহিয়াছে, তুমি সেই মানসী শক্তিকে জগদাড়ম্বরাত্মিকা বলিয়া জানিবে। স্পন্দন ব্যতীত বায়ুর অস্তিতা কোথায়? যেমন স্পন্দ ব্যতীত বায়ুর পৃথগস্তিতা প্রতীত হয় না, তেমনি, চিত্তস্পন্দ ব্যতীত এই জগদ্রূপ পরিণতির অন্য কোন পৃথক্ উপাদান বা পৃথক রূপ অবধারণ করিবে না৬। জগৎ ব্যতীত পৃথকরূপে চিত্তের অস্তিতা অনুভূত হয় না৭। সেই কারণে চাঞ্চল্য বর্জিত মনকে মৃত বলা যায় এবং তাহাই শাস্ত্রবক্তা দিগের অনুমোদিত মোক্ষ। মনের বিলয়ে সর্ব্বদুঃখ প্রশান্তি এবং মনের সম্বেদনে দুঃখপরম্পরা সমুদিত হইয়া থাকে৮।৯। ঐ চিত্তরূপ রূপক (নাট্য) উত্থিত থাকিলে

সে অশেষ দুঃখ প্রদান করিবেই করিবে। তৎকারণে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি ; তুমি তাহাকে যত্নসহকারে বিনাশ কর, করিলে অসীম ও অনন্ত সুখের অধিকারী হইবে।১০।

রামচন্দ্র! শাস্ত্রকারেরা ঐ মানস চাঞ্চল্যকেই অবিদ্যা বলেন। শাস্ত্রকারগণ যাহাকে বাসনা বলেন, তাহাও মানস চাঞ্চল্যের প্রভেদ সুতরাং তাহাও অবিদ্যাপদের বাচ্য। তুমি ঐ বাসনানাম্নী অবিদ্যাকে বিদ্যার দ্বারা প্রযত্ন সহকারে বিনাশ করিবে১১। বিষয়ানুসন্ধান পরিত্যাগ দ্বারা বাসনানাম্নী ও অবিদ্যারূপিণী চিত্তসত্তাকে অন্তরে বিলীন করিবে। করিলে পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইবে১২। রামচন্দ্র! যাহা সৎ ও অসৎ এবং চিত্ত ও জাড্য, উভয়ের মধ্যে মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ সাক্ষী অথচ উভয় দিকেই লোল অর্থাৎ দোদুল্যমান, তাহাকেই তুমি মনঃ বলিয়া জানিবে। মনঃ জাড্যানুসন্ধানের দৃঢ়াভ্যাসে জাড্য প্রাপ্ত এবং বিবেকানুসন্ধানের দৃঢ়াভ্যাসে চিদংশারূঢ় হওয়াতে চিতের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়১৩।১৫। পুরুষকার প্রয়োগে অর্থাৎ শাস্ত্রীয় ধ্যানাদিরূপ প্রযত্নে ঐ মনকে যাহাতেই নিবিষ্ট করিবে, অভ্যাস দৃঢ় হইলে তুমি তাহাই লাভ করিবে১৬। অতএব তুমি পুনঃ পুনঃ পৌরুষ অবলম্বন ও চিৎ কর্ত্তৃক চিত্তকে আক্রমণ করিয়া বিশোকপদ লাভ কর, করিয়া নিঃশঙ্ক ও সুস্থির হও।১৭। হে রাঘব! সংসারচিন্তায় নিমগ্ন মনকে যদি তুমি শাস্ত্রীয় উপায়ে বলপূর্ব্বক উদ্ধার না কর, তাহা হইলে তদুদ্ধারের আর অন্য উপায় নাই।১৮। একমাত্র মনঃই মনের নিগ্রহে সমর্থ। বল দেখি, কোন্ অরাজা রাজার নিগ্রহে সমর্থ হয়?১৯। অপিচ, একমাত্র মনঃই এই সংসার সমুদ্রে বিষয়তৃষ্ণারূপ কুম্ভীরাদি ভীষণ জলজন্তুগণে আক্রান্ত ও বাসনাময় আবর্ত্ত সমূহে উহ্যমান মানবগণের নৌকাস্বরূপ২০। মনের দ্বারাই মনোরূপ বন্ধনরজ্জু ছেদন করিয়া আত্মাকে বিমুক্ত করিতে হয়। আত্মার বন্ধনবিমোচনের অন্য উপায় দৃষ্ট হয় না২১। বাসনাবাসিত মনঃ যখন যখনই উদয় প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ

যেমন যেমন বাহ্যার্থ বিষয়ে মনন বা ভাবনা উপস্থিত হইবে, বুদ্ধিমান্ পুরুষ তখন তখনই মিথ্যাবোধে সে সকল পরিহার করিবেন। বিষয়মনন পরিহার করা অভ্যস্ত হইলে অভ্যাসের ঘনতায় অবিদ্যাভিধ মনঃ বিলীন হইয়া যাইবেক২২। তুমি প্রথমতঃ, প্রয়াস ও ভোগবাসনা, পরে দ্বৈতবাসনা তৎপশ্চাৎ চিত্ত ও চেত্ত্য পরিত্যাগ করিয়া বিকল্পশূন্য অর্থাৎ কেবল চিৎ-স্বরূপ হও২৩। ভাব্যভাবনা পরিত্যাগ আর বাসনাক্ষয় সমান কথা। মনোনাশ ও অবিদ্যানাশ কথাও ঐ অর্থের বোধক২৪। পরমাত্মবিজ্ঞানের গোচরে যে কিছু জ্ঞাতব্য আগমন করিবে সে সকলকে প্রশ্রয় প্রদান না করিলেই অর্থাৎ আমি জানিতেছি, আমি জানিলাম, আমি করিলাম, এরূপ মনে না করিলেই ক্রমে অসম্বিত্তি অবস্থা পাইবে এবং তাহা স্থায়ী ও হইবে। সেই স্থায়ী অসম্বিত্তির অপর নাম নির্ব্বাণ ও মোক্ষ। যত দিন না অসম্বিত্তি দশা উপস্থিত হইবে ততদিন দুঃখ পরম্পরা হইবেই হইবে২৫। পুরুষ আপনার প্রযত্নে ঐরূপ অভাবন (ভাবনাবর্জ্জনরূপ মোক্ষ) সম্পাদন করিতে সক্ষম। সুতরাং তুমি উহা পুরুষকার দ্বারা আহরণ করিতে সক্ষম২৬। রাম! বিষয়ানুরাগ প্রভৃতি যে কিছু, সমস্তই মানসী ইচ্ছার বিকার, এইরূপ বুঝিয়া ঐ সকল মিথ্যা কল্পনা পরিত্যাগ করিবে। এবং হর্ষশোকাদিরূপ সংস্কারের বীজস্বরূপ বা অঙ্কুরস্বরূপ মনকে সংস্কার (হর্ষশোকাদিরূপ দোষের উন্মার্জ্জন) করতঃ স্বস্থ ও সুখী হইবে এবং মনের সহিত সর্ব্বদা বাস পরিহার করিবে। যদি তুমি মনের সঙ্গে বসতি না কর, তাহা হইলে স্বস্থ বা স্বপ্রতিষ্ঠ হইবার অধিকারী হইবে।২৭।

দ্বাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশাধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! অভিহিত বাসনা দ্বিচন্দ্রভ্রান্তির ন্যায় মিথ্যা, সেজন্য তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।১। যাহারা নষ্টপ্রজ্ঞ, তাহাদিগেরই হৃদয়ে ঐ মিথ্যাভূত বাসনা বিরাজ করে, পরন্তু যাহারা প্রাজ্ঞ, তাহাদের নিকট উহা বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অলীক২। হে রাম! তুমি অজ্ঞ না হইয়া প্রাজ্ঞ হও। আকাশে যে কদাচিৎ দ্বিতীয় চন্দ্র দৃষ্ট হয় তাহা ভ্রান্তি ব্যতীত বাস্তব নহে৩। সেইরূপ উক্ত চিত্তত্বও ব্রহ্ম, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যতীত অন্য কিছু নাই। যেমন জলতরঙ্গ জলভিন্ন অন্য কিছু নহে, তেমনি, বেদ্য সকল চিৎ অর্থাৎ ব্রহ্মচৈতন্য ব্যতীত অন্য কিছু নহে৪। ভাবাভাব অর্থাৎ চিত্ত ও চৈত্ত্য সমস্তই স্বাত্মকল্পনামূলক, সেজন্য অসৎ। তুমি আর সেই নিত্য মহান্ ব্যাপী পরমাত্মায় ঐ অসৎ সবিকল্প সমারোপ করিও না৫। তুমি যখন কর্ত্তা নহ, তখন আর তোমার ক্রিয়ায় মমতা কি? যখন এক বৈ দ্বিতীয় নাই, তখন আর কে কি করিবে?৬ আমি অকর্ত্তা, এরূপ অভিমানও করিও না। কেন না, তাহাও অসৎ সুতরাং তাহাতেও কোন ফল নাই। তুমি কর্ত্তা অকর্ত্তা, এই দুই প্রকার অভিমান রহিত ও স্বস্থ হও৭। হে রঘুকুলপাবন রাম! যদি তুমি অভিমান পরিত্যাগে অসমর্থ হইয়া কর্ত্তা হও তাহা হইলে তুমি দোষলিপ্ত হইবে। নচেৎ অকর্ত্তা হইয়া যদি অসমর্থতা ক্রমে কর্ত্তার মত হও (কার্য্যনির্ব্বাহ কর), তাহা হইলে তোমার পক্ষে তাহা দোষাবহ নহে। কেন না, যে নিষ্ক্রিয়াত্মজ্ঞানী, সে দেহের ক্রিয়া ও কর্ত্তৃত্বাদি আত্মায় সমারোপ করে না৮। ক্রিয়াফল সত্য হইলে তদানার্থ কর্ম্মাসক্ত হওয়া এবং মিথ্যা হইলে তাহার হেয়তায় স্থির হওয়া সঙ্গত। যখন দেখা যাইতেছে, সমুদায় হেয়োপাদেয় ইন্দ্রজাল তখন আর উক্ত উভয়ে আস্থা কি?৯।১০। হে রঘুনাথ! এই যে

অবিদ্যা, যাহা এই সংসারের সূক্ষ্মবীজ, ইহা অবিদ্যমান অর্থাৎ অসৎ হইলেও (না থাকিলেও) সত্যের ন্যায় স্ফারতা প্রাপ্ত হইয়াছে১১। এই যে ভোগপ্রদ সংসারাড়ম্বর, ইহা বাসনার বিকার ও চিত্তের আভোগবিস্তৃতি ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ইহা বংশ নামক উদ্ভিদের ন্যায় অন্তঃশূন্য অসার। ইহা নদীর তরঙ্গপরম্পরার ন্যায় অবিচ্ছিন্না দৃষ্ট হইলেও নশ্বরী১২।১৩। ইহা গৃহ্যমাণ হইলেও হস্তের অগ্রাহ্য এবং মৃদু হইলেও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট নদী স্বাপ্ন স্নান-পানাদি কার্য্যসাধনে সমর্থা হইলেও আকার মাত্রে (ভাবমাত্রে) পরিনিষ্ঠিত, পরন্ত প্রকৃত অর্থক্রিয়ায় পরিনিষ্ঠিত নহে, সেইরূপ, এই অবিদ্যাও বিভ্রান্ত কার্য্যসাধনে সমর্থা হইয়াও সদর্থক্রিয়ায় পরিনিষ্ঠিত নহে১৪।১৫। এই অবিদ্যা কখন বক্র, কখন অবক্র, কখন স্পষ্ট, কখন দীর্ঘ, কখন খর্ব্ব, কখন স্থির এবং কখন চঞ্চল আকারে আবির্ভূত হইতেছে। এই যে মহাড়ম্বরযুক্ত জগচ্চক্র, ইহা যাহার প্রসাদে সমুদ্ভুত তাহা হইতেই উহা ভেদ প্রাপ্ত হইতেছে ১৬। এই অবিদ্যা অন্তঃসার শূন্যা হইলেও সারময়ীর ন্যায় প্রতীতা হইতেছে। বস্তুতঃ উহা কোথাও নাই, অথচ সর্ব্বত্র বিদ্যমানার ন্যায় লক্ষিত হইতেছে১৭। চিত্ত-স্পন্দোপজীবিনী অবিদ্যা স্বয়ং জড়রূপিণী হইয়াও চিন্ময়ীর ন্যায় এবং নিমেষ অপেক্ষাও অস্থায়িনী হইয়াও চিরস্থায়িনীর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে১৮। ইহা সত্বগুয়েণর সম্ভ্রমে শুভ্রবর্ণা হইয়াও তমোগুণের উদ্রেকে কৃষ্ণবর্ণা। এই অবিদ্যা পরমাত্মার সান্নিধ্যে বিবিধ বিকার প্রসব করে, এবং তাহার সাক্ষাৎকার লাভে বিনষ্ট হয় ।১৯। অপিচ, অবিদ্যা পরমাত্মরূপ নির্ম্মল আলোকে থাকিলেও ম্লানা এবং তমোরূপ অন্ধকারে অবস্থিতি করিলেও রাজমানা। ইহা নানা বর্ণে (আকারে) বিলাস করিলেও মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় শুষ্ক ও স্বরূপশূন্যা২০। এই তৃষ্ণারূপিণী সূক্ষ্মা অবিদ্যা কৃষ্ণসর্পিণীর ন্যায় মৃদ্বী, স্বভাবে কর্কশা ও বিষময়ী এবং ললনার ন্যায় চপলা ও লুব্ধা ।২১। দীপ যেমন স্নেহ (তৈল) ক্ষয়ে ক্ষীণা হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, বর্ণিত অবিদ্যাও স্নেহ (মমতা) ক্ষয়ে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং বিনা রাগে (একপক্ষে বিনা স্নেহে, অন্যপক্ষে বিনা রঙে) সিন্দুরধুলীর

ন্যায় বিরাজ করে২২। দীপের ও বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণপ্রকাশিনী, চঞ্চলা, মুগ্ধজনগণের ভয়জননী অবিদ্যা কেবল আশার দ্বারা সজীব থাকে২৩। এই দুশ্চরিত্রা জীবকে যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করে, করিয়া দুঃখানলে দগ্ধ করে। এবং পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয় ও আবার পুনঃ পুনঃ লয়প্রাপ্ত হয়। ইহাকে অন্বেষণ করিতে হয় না, অথচ পাওয়া যায়। আবার বিদ্যুৎ চকিতের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়।২৪। ইহাকে কেহ প্রার্থনা করে না, অথচ এ উপস্থিতা হয়। ইহাকে রমণীয় মনে করা যায়, অথচ এ শত অনর্থের প্রদায়িনী। যেমন অকালজাত কুসুমের মালা দেখিতে সুন্দর হইলেও অমঙ্গলের কারণ, তেমনি, অবিদ্যাও ভবিষ্যৎ অনর্থের কারণ২৫। দুঃস্বপ্ন যেমন অনর্থের সূচক এবং তাহার বিস্মৃতি যেমন সুখের কারণ, তাহার ন্যায় এই অবিদ্যাও অনর্থের জননী এবং তাহার অত্যন্ত বিস্মরণ সুখাবহ২৬। ইহা মুহূর্ত্তমধ্যে ত্রিজগৎরূপ ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার তাহা ক্ষণমধ্যে গ্রাস করিয়া থাকে২৭। ইহারই প্রভাবে লবণ রাজার এক মুহূর্ত্তে বৎসরসমূহ ও হরিশ্চন্দ্রের এক রাত্রে দ্বাদশ বৎসর অনুভূত হইয়াছিল। ২৮। ইহারই প্রভাবে বিরহী দিগের এক রাত্রি বৎসরের অধিক বলিয়া অনুভূত হয়২৯। এবং দুঃখিত দিগের জীবিতকাল দীর্ঘ এবং সুখী দিগের সময় হ্রস্ব হইয়া থাকে।৩০। এই শক্তিরূপিণী অবিদ্যার বাস্তব কর্ত্তৃত্ব না থাকিলেও তাহার সত্তা বা সান্নিধ্য হেতু ব্রহ্মে জগৎ সৃষ্টি হয়।৩১। চিত্রলিখিত বা চিত্রবিস্তৃত স্ত্রীলক্ষণান্বিত নারী যেমন স্ত্রীকার্য্য (গৃহকার্য্যাদি) করে না, তেমনি, এই অবিদ্যাও কোন কিছু সৃষ্টি করে না। কারণ এই যে, অবিদ্যা কেবল পূর্ব্বানুভূতবাসনাময়ী৩২। যেহেতু তাহার আকার মনোরাজ্যের অনুরূপ সেই হেতু তাহাতে অল্পমাত্র ও সত্তা নাই। সুতরাং তাহা অলীক পদার্থ৩৩। মৃগতৃষ্ণিকা মিথ্যা আড়ম্বর সম্পন্না, অথচ মৃগ দিগকে প্রতারিত করে। এই অবিদ্যাও তেমনি মোহগ্রস্ত মানবদিগকে বিড়ম্বিত করে৩৪। ফেনবুদ্বুদাদিতুল্য, উৎপত্তিধ্বংসশালিনী, নীহারসদৃশী ও চাঞ্চল্যবতী এই অবিদ্যা অবিচ্ছেদে বহমানা হইতেছে অথচ কিছু গ্রহণ করিতেছে না৩৫। এই অবিদ্যাই ধূলি-

ধূসরমূর্ত্তি প্রচণ্ড মল্লের ন্যায় রজোগুণধূসরা হইয়া কল্পান্তপবনের ন্যায় বলদ্বারা ভুবনান্তর আক্রমণ করিয়া থাকে৩৬। এই দাহসদৃশ খেদপ্রদায়িনী অবিদ্যা জীবে সঙ্গতা হইয়া তাহাদের পরমাত্মরূপ রস পান করতঃ সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করে৩৭। এই অবিদ্যা মৃণালিনীর ন্যায় বহুছিদ্রা (দোষসম্পন্না) পঙ্ক (পাপ) সংলগ্না ও জড়াত্মিকা। ধারাজলের ন্যায় আয়তা (দীর্ঘা); তৃণনির্ম্মিত রজ্জুর ন্যায় সংসারসংস্কারে সুদৃঢ়া, পরিবল্গিত তরঙ্গে উৎপলমালার ন্যায় কল্পিতরূপিণী। ৩৮।৩৯। হে রাঘব! জনগণ ইহাকে বর্দ্ধনশীল অবলোকন করে পরন্তু উহা বর্দ্ধিত হয় না। অপিচ, বিষমিশ্রিত মোদকের ন্যায় আপাত মধুরা অথচ পরিণামে অত্যন্ত দারুণা।৪০। তত্ত্বজ্ঞানপ্রসঙ্গে ইহা যে কোথায় গমন করে তাহা জানা যায় না। যেমন নীহারধুম দেখা যায়, এবং পুনঃ বিনষ্ট হয়, অবিদ্যা ঠিক তদনুরূপা৪১। ইহা দ্বিচন্দ্রমোহরূপে উৎপন্ন হইয়া স্বপ্নবৎ সংভ্রম উৎপাদন করে। ধূলিনিক্ষেপ করিয়া দৃষ্টি পরিচালন করিলে যেমন আকাশে পরমাণু সম্বন্ধীয় নৈল্য দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার ন্যায় এই অবিদ্যাও বৃথা অনুভূতি-গোচর হইয়া থাকে। নৌকারোহীরা যেমন স্থাণুর (মুড়া গাছ) পরিভ্রমণ দর্শন করে, তাহার ন্যায় জনগণ ইহাকে পরিদৃশ্যমান হইতে দেখে৪২।৪৩। এই অবিদ্যা যখন চিত্তকে উপহত (আচ্ছন্ন) করে, তখনই জনগণ এই স্বপ্নবিভ্রম-রূপ দীর্ঘসংসার দর্শন করে।৪৪। সমুদ্রে যেমন তরঙ্গ জন্মে, তাহার ন্যায় অবিদ্যোপহত চিত্তে বিবিধ বিভ্রম জন্মে; আবার বিলীন হয়।৪৫। অবিদ্যা একভাবে সত্যও বটে ; মনোজ্ঞও বটে ; এবং অন্যভাবে অসত্যও বটে ; অমনোজ্ঞও বটে। অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে সত্য ও মনোজ্ঞ এবং অব্রহ্মভাবে অসত্য ও অমনোজ্ঞ৪৬। এই মহাপরাক্রমশালিনী বাসনারূপিণী অবিদ্যা পদার্থরূপ (বিষয়) রথে আরোহণ করতঃ বাগুরা দ্বারা (বাগুরা=জাল) বিহগ আক্র-মণের ন্যায় চিত্ত আক্রমণ করিয়া থাকে৪৭। এই অবিদ্যা করুণোৎফুল্লনয়না স্নেহসমুল্লাসিত জননী ও গৃহিণীর অনুরূপা৪৮। এই অবিদ্যা ত্রিজগৎশীতলকারী সুধার্দ্র চন্দ্রকিরণকেও ক্ষণমধ্যে বিষরূপে পরিণামিত করিয়া থাকে৪৯। স্থাণুরাও

ইহার প্রভাবে ভূত প্রেত পিশাচ হয়, এবং সন্ধ্যাদিকালে বালুলোষ্ট্রাদিও সর্প ও অজাগরাদিরূপে প্রতীয়মান হয় ৫০।৫১। এই উন্মত্তস্বভাবা অবিদ্যার প্রভাবে একই বস্তু দ্বিধারূপে সমুদিত এবং স্বপ্নে স্বমরণ অনুভবের ন্যায় দূরও সমীপ বলিয়া অনুভূত হয় ৫২। একটী সুদীর্ঘকালও ক্ষণ এবং ক্ষণও সুদীর্ঘ (বৎসর) হইয়া থাকে ৫৩।

হে রাঘব! অকিঞ্চন অর্থাৎ তুচ্ছ অবিদ্যার আশ্চর্য্য শক্তির কথা কি আর অধিক বলিব। অবিদ্যা যাহা না করে বা করিতে পারে এমন কিছুই নাই ৫৪। যেমন বিবেকবুদ্ধি বিষয়বুদ্ধিকে সংরুদ্ধ করে, যেমন স্রোতঃ রুদ্ধ হইলে নদী শুকাইয়া যায়, তেমনি, বিচারণায় ঐ অবিদ্যার নিরোধ এবং অবিদ্যার নিরোধে মনের অভাব হইয়া থাকে ৫৫।

রাম বলিলেন, কি আশ্চর্য্য! অবিদ্যমান, সুতরাং তুচ্ছ, অথচ মনোজ্ঞ অথচ মিথ্যাজ্ঞান, এরূপ রূপিণী অবিদ্যা সর্ব্বাশ্রয় আত্মাকে অন্ধীভূত করিয়া রাখিয়াছে ৫৬। রূপ নাই, রস নাই, আকার নাই, চেতনা নাই, সত্যতাও নাই, বিনাশ প্রাপ্তও হয় নাই, অথচ সে জগৎ অন্ধীকৃত করিয়া রাখিয়াছে! ৫৭। আরও অদ্ভুত এই যে, যে ত্রিজগৎ অন্ধীভূত করিয়াছে তাহা আলোকে বিনষ্ট হয় অথচ অন্ধকারে স্ফুরিত হয়। আমি দেখিতেছি, অবিদ্যা পেচক চক্ষুর সমধর্ম্মিণী। (দিবান্ধ পেচকেরা সূর্য্যের আলোকেও অন্ধকার দেখে) ৫৮। কুকর্ম্মে রত ও বোধ বিলোকনে অসমর্থ, জ্ঞানশক্তির অভাবে স্বীয় দেহ পর্য্যন্তও অপরিজ্ঞাত, অথচ সে ত্রিজগৎ অন্ধীকৃত করিয়াছে ইহা সামান্য আশ্চর্য্য নহে ৫৯। অনাচাররতা ও মূঢ় জীবের কমনীয়া, অসত্যা, প্রবাহরূপিণী দুঃখময়ী, মৃতকল্পা ও বোধবর্জিতা অবিদ্যা যে, জগৎ অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, ইহা সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয় বটে ৬০।৬১। কাম ও ক্রোধ যাহার অঙ্গ, তমঃ যাহার মুখ, সে যে ক্ষণমধ্যে ত্রিজগৎ অন্ধীভূত করে, ইহা অল্প আশ্চর্য্য নহে ৬২। যাহার আশ্রয় বা আশ্বাস স্থান অজ্ঞ জীব, যে জরা ও জাড্যজীর্ণা, যে দীর্ঘ-প্রলাপবাদিনী, সে যে ত্রিজগৎ অন্ধ করে, ইহা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য আর

কি হইতে পারে ৬৩। আরও আশ্চর্য্য এই যে, যে পুরুষের অঙ্গসঙ্গিনী ও অনুরাগিনী, যে বিকল্পরচনার তত্ত্ববিচার মাত্রে পলায়ন করে, যে অচেতনস্বভাবা, সেই নশ্বরী আবরণশক্তিসমন্বিতা স্ত্রীরূপিণী অবিদ্যা পুরুষকে একবারে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। হে ব্রহ্মন্! দুশ্চেষ্টা ও দুঃশীলা বিলাসকারিণী জন্ম-মরণাদিদুঃখ প্রদায়িনী ও মনোনিলয়া বাসনা কি প্রকারে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে তাহা আমাকে বলুন ৬৪।৬৭।

ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

ব্রহ্মণঃ সর্ব্বশক্তির্হি দৃশ্যতে দশদিগ্‌গতা।
নাশশক্তির্ব্বিনাশেষু শোকশক্তিশ্চ শোকিষু ॥ ৯ ॥
আনন্দশক্তির্ম্মুদিতে বীর্য্যশক্তিস্তথা ভটে।
সর্গেষু সর্গশক্তিশ্চ কল্পান্তে সর্ব্বশক্তিতা ॥ ১০ ॥
ফলপুষ্পলতাপত্রশাখাবিটপমূলবান্
বৃক্ষবীজে যথা বৃক্ষস্তথেদং ব্রহ্মণি স্থিতম্ ॥ ১১ ॥
প্রতিভাসবশাদেব মধ্যস্থং চিত্তজাড্যয়োঃ।
জীবেতরাভিধং চিত্তমন্তর্ব্রহ্মণি দৃশ্যতে ॥ ১২ ॥
নানাতরুলতাগুল্ম জালপল্লবশালয়ঃ।
নির্ব্বিকল্পকচিন্মাত্রং নানানির্জ্জাতকল্পনা ॥ ১৩ ॥
ব্রহ্মৈবেদমহং ভৎ ত্বং জগৎ পশ্যাত্ম রাঘব।
স আত্মা সর্ব্বগোনাম নিত্যোদিতমহাবপুঃ ॥ ১৪ ॥
যন্মনাজ্ঞননীং শক্তিং ধত্তে তন্মন উচ্যতে।
পিচ্ছভ্রান্তির্যথাব্যোম্নি পয়স্যাবর্ত্তধীর্যথা ॥ ১৫ ॥
প্রতিভাসকলামাত্রং মনোজীবস্তথাত্মনি।
যদেতন্মনসোরূপমুদিতং মননাত্মকম্ ॥ ১৬ ॥
ব্রাহ্মী শক্তিরসৌ তস্মাৎ ব্রহ্মৈব তদরিন্দম।
ইদং তদহমিত্যেব বিভাগঃ প্রতিভাসজঃ ॥ ১৭ ॥
মনসোব্রহ্মণোন্মূর্চ্ছ মোহে পরমকারণম্।
যদযচ্চৈতন্মনস্যেব কিঞ্চিৎ সদসদাত্মকম্ ॥ ১৮ ॥

রাম বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! বুঝিলাম, এই পরিদৃশ্যমান সকল বস্তুই অবিদ্যার রূপ এবং এ সমস্তই আত্মভাবনা দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। পরন্তু ভাব্যমান পরমাত্মা (পরমেশ্বর আত্মা) কিরূপ এক্ষণে তাহা আমাকে উপদেশ করুন? ১১। বশিষ্ঠ বলিলেন, হে অনঘ! যাহা বিষয়ব্যাপ্তি (সম্পর্ক) রহিত, অবিদ্যাসম্পর্ক বর্জ্জিত অর্থাৎ অবিদ্যার আবরণ ও বিক্ষেপ উভয় পরিশূন্য, সর্ব্বত্রাবস্থিত অর্থাৎ পূর্ণস্বভাব ও আখ্যা (নাম) বর্জিত, সেই চিন্ময় আত্মা পরমেশ্বর ১২। এই যে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সুবিস্তীর্ণ জগৎ, এ সমস্তই আত্মা ১৩। শ্রুতির উপদেশ—এ সমস্তই উদয়াস্ত বর্জিত ঘনচিৎ ব্রহ্ম। তাঁহাতে মনোনাম্নী কল্পনার অনস্তিতা ১৪। এই জগত্রয়ের কোনও কিছু জন্মে না ও মরে না। যাহা জন্মে ও মরে তাহার সত্তা নাই অর্থাৎ তাহা কেবল মায়িক প্রতিভাস (ভ্রান্তি) মাত্র ১৫। ব্রহ্ম কেবল অর্থাৎ বিশেষণ-বর্জিত, সর্ব্বকারণ, বিক্ষত, ও বিষয়সম্পর্কাতীত। ঈদৃশ ব্রহ্মনামক চিদ্বস্তুই আছে, তাহারই সত্তা, অবশিষ্ট প্রতিভাস মাত্র, সুতরাং সে সকলের সত্তা সত্তা নহে ১৬। সেই নিত্য, মহান্ ব্যাপী, শুদ্ধ, নিরুপদ্রব, শান্ত, নির্ব্বিকার ও চিদ্রূপ অধিষ্ঠানে যে চিৎস্বভাবের বিরোধী আবরণ রূপ প্রথম উল্লাস ও বিক্ষেপ বিশেষের কল্পনা আপনি সমুদিত হয়, তাহাই অধ্যাত্মশাস্ত্রের মনঃ ১৭।১৮। সেই সর্ব্বগ সর্ব্বশক্তি মহাত্মা মনোদেব হইতে সমুদ্রসমুত্থিত লহরীর ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ কল্পনা সকল নিষ্পন্ন হইয়াছে ১৯। সেই বিতত পরম শান্ত পরমাত্মায়, যাহাতে বস্তুতঃ কিছুই নাই, তাহাতে কেবলমাত্র বিক্ষেপ (বিক্ষেপ=সৃষ্টি) কল্পনায়, এ সকল সিদ্ধবৎ উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং যেমন বায়ুতে বেগ উৎপন্ন হয়, আবার বায়ুতেই তাহা বিলীন হয়, সেইরূপ, এই সঙ্কল্পময় সংসারও সঙ্কল্পের দ্বারা উৎপন্ন ও সঙ্কল্পান্তে বিনাশ প্রাপ্ত হয় ২০।২১। ভোগাশারূপিণী অবিদ্যা পৌরুষোদ্যোগসিদ্ধ অসঙ্কল্পন অর্থাৎ সঙ্কল্প পরিত্যাগ দ্বারা বিলীন বা লুক্কায়িত হইয়া থাকে, অন্য কিছুতে নহে ২২। জনগণ, আমি ব্রহ্ম নহি, এইরূপ সঙ্কল্পে বদ্ধ এবং কেবল আমি নহি, সমস্তই ব্রহ্ম, এই-

রূপ দৃঢ় সঙ্কল্পে মুক্ত হইয়া থাকে ২৩। রাম! সঙ্কল্পই বন্ধন এবং অসঙ্কল্পই মোক্ষ; ইহা অবগত হইয়া তুমি অন্তঃস্থ সঙ্কল্প জয় করিয়া পরে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিও ২৪। আকাশে কিছুই নাই, অথচ অজ্ঞ লোক তাহাতে ভ্রান্তির প্রতারণায় নানারূপ (রঙ্) দর্শন করে। সুবর্ণের "পঙ্ক (কর্দ্দম), তদুদ্ভব পদ্ম, তাহাতে বৈদূর্য্যমণির ভ্রমর, তাহার সুরভিতে দিঙ্মণ্ডল সুবাসিত, এবম্বিধ হেমনলিনী স্বীয় সুবিস্তীর্ণ মৃণাল উর্দ্ধীকৃত করিয়া হাস্য করিতেছে।" এইরূপ বিকল্প জাল যেমন বালকগণ কর্ত্তৃক মনের ইচ্ছাপূরণের নিমিত্ত সত্যরূপে কল্পিত হয়, তদ্রূপ, মুগ্ধ লোকেরা বর্ণিত প্রকারের অবিদ্যাকে স্বীয় দুঃখের নিমিত্তই কল্পনা করিয়া থাকে ২৫।২৮। জীবগণ আমি দুঃখী, আমি কৃশ, আমি বদ্ধ এবং আমি হস্তপদাদিমান্ মনুষ্য, ইত্যাদিবিধ মনোভাবে ও তদনুরূপ ব্যবহারে লিপ্ত থাকায় বদ্ধ এবং আমি নির্দুঃখস্বভাব, আমি মুক্তস্বভাব, আমি কোনও কালে বদ্ধ নহি, আমি অদেহ, ইত্যাদিবিধ অসন্দিগ্ধভাবের ও ব্যবহারের দ্বারা মুক্ত হয় ২৯।৩০। আমি মাংস নহি, অস্থি নহি; দেহও নহি,—আমি দেহাদি হইতে ভিন্ন, এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয়বান্ অন্তঃকরণকে ক্ষীণা অবিদ্যা বলে ৩১। আকাশের কোন বর্ণ নাই, অথচ তাহাতে অজ্ঞ লোক কালিমা কল্পনা করে। ঐ কালিমাকে কেহ সুমেরু শৈলের বৈদূর্য্য শৃঙ্গের প্রতিভাস (ছায়া) এবং কেহ বা সূর্য্যকিরণের অপ্রাপ্তি স্থান বলিয়া বর্ণনা করেন। পৃথিবীস্থ জনগণের ঐ কল্পনা যদ্রূপ চিদাত্মার সম্বন্ধে অজ্ঞগণের অবিদ্যার কল্পনাও তদ্রূপ ৩২।৩৩।৩৪।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আকাশে যে নীলিমা দৃষ্ট হয়, তাহা সুমেরু শৈলের বৈদূর্য্য শৃঙ্গের প্রতিচ্ছায়া বলিয়া বিবেচনা হয় না। অথবা সূর্য্যরশ্মির অভাবঘটিত তিমিরের প্রতিভাস বলিয়াও মনে হয় না। সুতরাং তাহার তত্ত্ব কি? তাহা আপনি আমাকে বলুন।৩৫।* বশিষ্ঠ বলিলেন,

*দৃষ্টি প্রসারিত করিলে উর্দ্ধাকাশ প্রগাঢ় নীলবর্ণ বলিয়া বোধ হয়, অথচ আকাশের কোন রঙ নাই। সেইজন্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, আকাশের ঐ নীলিমা ঔপাধিক। অর্থাৎ উহা আকাশাতিরিক্ত অন্য কোন পদার্থের প্রতিভাস বা প্রতিচ্ছায়া। এই বিষয়ে

অন্য স্বভাব ব্যোমে লেশমাত্রও নীলগুণ নাই। আকাশে যে নীলিমা দৃষ্ট হয় তাহাতে রত্নান্তরের প্রভার সংশ্লেষ না থাকায় উহা সুমেরুর বৈদূর্য্য শৃঙ্গের প্রতিভাসও নহে।৩৬। ব্রহ্মাণ্ডকর্পরও তেজোময়। তেজঃপদার্থও প্রসরণ স্বভাব। সুতরাং ঐ নৈল্য অণ্ডপ্রান্তস্থ অন্ধকারও নহে।৩৭। † বস্তুতঃ আকাশ কেবল অসীম শূন্য এবং অবিদ্যার অনুরূপা সখী৩৮। তবে যে উহাতে নৈল্য দেখা যায়, তাহার কারণ এই—চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দর্শনশক্তি অসীম নহে, পরন্তু সসীম। সেইজন্য দৃষ্টি যত দূর যায় তত দূর নৈল্য দর্শন হয় না। যে স্থানে গিয়া দৃক্‌শক্তির প্রতিঘাত হয়, অথবা দৃষ্টির দৃশ্যদর্শন শক্তি ফুরাইয়া যায়, সেই স্থানেই নীলবর্ণ দৃষ্ট হয়। সুতরাং ঐ নৈল্য নিজেরই চাক্ষুষ জ্যোতির অভাবমূলক। অর্থাৎ নিজের চাক্ষুষ তিমির আকাশে আরোপ করিয়া অজ্ঞ লোক বলিয়া থাকে, আকাশ নীলবর্ণ। বস্তুতঃই চাক্ষুষ তেজের অব্যাপ্তি স্থান অন্ধকার সুতরাং সে অন্ধকার নিজেরই চক্ষুর দোষ। অজ্ঞলোক তাহা না জানিয়াই বলে আকাশ নীল৩৯। ফলিতার্থ—দৃষ্টিদোষপ্রযুক্তই আকাশে কালিমা লক্ষিত হইয়া

যোগিগণের অনুমান বা কল্পনা—সুমেরুর উর্দ্ধ শৃঙ্গ ইন্দ্রনীলমণিময়, তাহারই প্রভা প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া উর্দ্ধাকাশের গায় নৈল্য প্রদর্শন করায়। জ্যোতির্বিদ্‌গণ বলেন, অতি দূরত্ব কারণে সূর্য্যের রশ্মি ব্রহ্মাণ্ডকর্পরের সন্নিধিস্থ তিমির নাশ করিতে পারে না, সুতরাং সেই তিমিরের প্রতিবিম্ব উর্দ্ধাকাশে ভূমিস্থ জনগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়। দর্শনশাস্ত্র লেখকেরা বলেন, ঐ নীলিমা উর্দ্ধপাতী পার্থিব চ্ছায়ার দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই তিন কল্পনার কোনও কল্পনা রামের সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা না হওয়ায় রাম ঐ নৈল্যতত্ত্ব জানিতে চাহিলে বশিষ্ঠ তাহার প্রত্যুত্তরে বলিলেন, জীবগণের দৃষ্টিশক্তি কুণ্ঠিত হইলে অর্থাৎ সামর্থ্যবিহীন হইলে বস্তুদর্শনাভাবরূপ তমঃ প্রস্ফুরিত হয়। সেই তমঃ (আলোকাভাবরূপ অন্ধকার) আকাশের কালিমা বলিয়া অজ্ঞ লোকের জ্ঞানে আরূঢ় হয়। ফলকথা এই যে যে পক্ষই হউক সমুদায় পক্ষই ভ্রান্তিকল্পিত।

† ভাবার্থ এই যে, সুমেরুশৃঙ্গের প্রতিভাস হইলে তত্রস্থ রত্নান্তরের প্রতিভাসও লক্ষিত হইত। সূর্য্যরশ্মির অপ্রচার নিবন্ধন ব্রহ্মাণ্ড প্রান্তের অন্ধকার হইবারও সম্ভাবনা নাই। কেন না, শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, ব্রহ্মাণ্ডকর্পর তেজোময়। এই বিষয়ে মনুর উক্তি—"তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্" ইত্যাদি। পৃথিবীচ্ছায়া পক্ষও সম্ভব হয় না। কেন না, শূন্যস্বভাব গগনে ছায়ার অবস্থিতি সম্ভবে না। অতএব, নিজের দৃষ্টি যে পর্য্যন্ত আলোকিত করে তাহারই পরে যখন নৈল্য দর্শন হয় তখন অবশ্যই বুঝা যায়, গগমের নীলিমা নিজেরই চাক্ষুষ তিমির।

থাকে, বস্তুতঃ তাহা আকাশের কালিমা নহে। অতএব, আকাশে কালিমা দৃষ্ট হইলেও যেমন তদভিজ্ঞ লোকের কালিমা বুদ্ধি হয় না, সেইরূপ, অবিদ্যা তিমিরকেও তুমি আকাশ-নৈল্যের অনুরূপ করিয়া অবগত হও৪০। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, অবিদ্যা নিগ্রহের (বিনাশের) উপায় সঙ্কল্প বর্জ্জন, তাহাও দুষ্কর নহে; প্রত্যুত সুকর।৪১। হে সাধো! আকাশবর্ণ সদৃশ ভ্রমাত্মক জগৎকে বিস্মৃত হওয়াই শ্রেয়স্কর।৪২। যেমন "আমি নষ্ট হইলাম" এইরূপ সঙ্কল্পে নষ্ট ও "আমি প্রবুদ্ধ" এইরূপ সঙ্কল্পে প্রবুদ্ধ ও সুখী হওয়া যায়, তেমনি, মূঢ়সঙ্কল্পের দ্বারা মূঢ়তা ও বোধসঙ্কল্পের দ্বারা প্রবোধ (তত্ত্বজ্ঞান) জন্মিয়া থাকে৪৩।৪৪। অবিদ্যার ক্ষণমাত্র স্মরণও (আমি অজ্ঞ এইরূপ অনুধ্যানও) দোষাবহ এবং তাহার ক্ষণ-বিস্মরণও তাহার নাশক৪৫। এই নশ্বরী অবিদ্যা সকল ভাবের উৎপত্তিকারিণী ও সর্ব্বভূতবিমোহিনী বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং আত্মার অদর্শনে উহার বিস্তৃতি ও আত্মার দর্শনে উহার বিনাশ হইয়া থাকে ৪৬। মন যাহা অনুসন্ধান করে, ইন্দ্রিয়গণ মন্ত্রিগণের রাজাজ্ঞা সাধনের ন্যায় তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করে ৪৭। অতএব, যিনি মনকে কোন কিছুর অনুসন্ধান না করিতে দেন, তিনিই ইন্দ্রিয়বৃত্তিবর্জ্জিত হইয়া "অহং ব্রহ্ম" এইরূপ ভাবনার দ্বারা পরমা শান্তি লাভে সমর্থ হন ৪৮। এই দৃশ্যজাল যখন পূর্ব্বে কখন উৎপন্ন হয় নাই, তখন বুঝিতে হইবে, ইহা বর্ত্তমানেও বিদ্যমান নাই। অপিচ, যাহা যাহা প্রতিভাত হয়, সমস্তই সেই শান্ত ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে, ৪৯। এ পর্য্যন্ত যে মনের বর্ণন করিলাম, তাহাও আদ্যন্তবিবর্জ্জিত নিত্যব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে ৫০। অতএব, যৎপরোনাস্তি পৌরুষ অর্থাৎ উৎকট শাস্ত্রীয় বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া চিত্ত হইতে ভোগবাসনার ভাবনাকে (অনুধ্যানকে) সমূলে উন্মূলিত করা কর্ত্তব্য ৫১। জনগণের এই যে জরামরণাদির কারণীভূত পরম মোহ উদিত রহিয়াছে ইহাও বাসনার বিজৃম্ভণ। কেন না, বাসনাই সেই সেই মোহকারণের আকারে সমুদিত হইয়া শত শত আশা পাশ দ্বারা উল্লসিত

হইতেছে ৫২। বাসনাই "এই আমার পুত্র" "এই আমার ধন,' "এই আমি" এইরূপ এইরূপ বা ইত্যাদিবিধ ইন্দ্রজাল বিস্তার করিতেছে ৫৩। বায়ু যেমন জলে তরঙ্গ জন্মাইয়া তাহাতে দূরস্থ পথিকের সর্পভ্রান্তি জন্মায়, সেইরূপ, বাসনাই পরমাত্মায় অহম্ভাবরূপ অহির (সর্পের) কল্পনা করাইতেছে ৫৪। হে অমরপ্রভ রাম! আমার, আমি, ইহা, এ সমস্তই কল্পনা। কিন্তু যাহা ঐ সকলের আধার, তাহা আত্মতত্ত্ব ব্যতীত অন্য কিছু নহে ৫৫। আকাশ, অদ্রি, দিব্, উর্ব্বী ও নদীশ্রেণী প্রভৃতি সমস্তই অবিদ্যা। কেন না, অবিদ্যাই ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন নামে ও পদার্থে পরিবর্ত্তিত হইতেছে ৫৬। যেমন রজ্জুর অজ্ঞানে ভুজঙ্গভ্রান্তি, তাহার ন্যায় আত্মার অজ্ঞানে অবিদ্যার উদয়। যেমন রজ্জুর জ্ঞানে ভূজঙ্গের তিরোভাব, তেমনি, আত্মজ্ঞানে অবিদ্যার বিলয় ৫৭। হে রামচন্দ্র! যাহারা অজ্ঞ, তাহাদিগেরই অবিদ্যা এবং তাহাদিগেরই নিকট আকাশ, পর্ব্বত, সমুদ্র ও পৃথিবী প্রভৃতি বিদ্যমান। পরন্তু যাহারা জ্ঞানী, তাহাদিগের নিকট এ সকল ব্রহ্ম ৫৮। অজ্ঞেরাই ইহা রজ্জু, ইহা সর্প, এইরূপ ভেদ কল্পনা করে, কিন্তু যাহারা জ্ঞানী, তাহাদিগের নির্ণয়ে এক অকৃত্রিম চিন্ময় ব্রহ্ম ব্যতীত বস্ত্বন্তর নাই ৫৯। তাই বলিতেছি, তুমি অজ্ঞ হইওনা, প্রাজ্ঞ হও। সংসার-বাসনা ত্যাগ কর। অজ্ঞের যেমন অনাত্মদেহে আত্মভাব স্থাপন করিয়া শোকাদি অনুভব করে, তাহার ন্যায় তুমি বৃথা শোক করিও না ৬০। রাম! ভাবিয়া দেখ, যাহার জন্য তুমি সুখদুঃখে পরিভূত হইতেছ, সেই জড় ও মূক দেহ কি তোমার? কিসে তোমার? যেমন জতু ও কাষ্ঠ অথবা যেমন কুণ্ড (আধারপাত্র) ও বদর একযোগ হইয়া থাকিলেও বস্তুতঃ এক নহে; সেইরূপ, দেহ ও দেহী প্রশ্লিষ্ট থাকিলেও এক নহে ৬১।৬২। যেমন ভস্ত্রা (কর্ম্মকারের জাঁতা) দগ্ধ হইলে তদন্তর্গত বায়ু দগ্ধ হয় না, তেমনি, দেহ বিনষ্ট হইলেও এতদধিষ্ঠিত আত্মা বিনষ্ট হন না ৬৩।

হে রঘুনাথ! আমি দুঃখী, আমি সুখী, এই জ্ঞানকে মৃগতৃষ্ণার অনুরূপ ভ্রান্তি বিশেষ বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ কর, এবং যাহা সত্য, তুমি তাহারই

আশ্রয় লও ৬৪। আহো! যাহা সত্য ব্রহ্ম, নরগণ তাহা বিস্মৃত হইয়াছে, অধিকন্তু যাহা অসত্য অবিদ্যা, তাহারই স্মরণ করিতেছে ৬৫। রঘুনাথ! তুমি অবিদ্যাকে অবসর প্রদান করিও না। কারণ, চিত্ত অবিদ্যায় উপহত হইলে নানাপ্রকার পরাভব ঘটনা হয় ৬৬। ঐ অবিদ্যা সর্ব্বতোভাবে মিথ্যা ও অনর্থকারিণী। উহা বৃথা মনোবৃত্তির দ্বারা স্থূল বা বর্দ্ধিত হয়, হইয়া দুঃখ ও মোহ উৎপাদন করে ৬৭। এবং উহারই কল্পনায় জীবগণ সুধার্দ্র চন্দ্রবিম্বকেও রৌরব কল্পনা করতঃ নরকদাহ অনুভব করে ৬৮। তথা উহারই প্রভাবে মূঢ় জীবেরা কুমুদকুসুমমকরন্দবাহী কল্লোলযুক্ত সরোবরকে মৃগতৃষ্ণাযুক্ত মরুরূপে দর্শন করে, আবার মরুস্থলীকেও তরঙ্গিনী জ্ঞান করে, এবং স্বপ্নাদি সময়ে আকাশে নগরনির্ম্মাণাদি ভ্রমপরম্পরা দর্শন করে ৬৯।৭০। চিত্ত যদি সংসার-বাসনায় পরিপূর্ণ না হয়, তাহা হইলে কি জাগ্রৎ কি স্বপ্ন কোনও কালে কোনও প্রকার বিপদ ঘটনা হয় না ৭১। মিথ্যাজ্ঞান বর্দ্ধিত হইলে প্রমোদ-কাননেও রৌরব-নরকশাসন অনুভূত হয় ৭২। চিত্ত অবিদ্যায় বিদ্ধ হইলে মৃণালতন্তু মধ্যেও সংসারসমুদ্রের মহাড়ম্বর দৃষ্ট হয়, সিংহাসনোপবিষ্ট রাজাও চণ্ডালত্ব অনুভব করেন ৭৩।৭৪। রাম! আমি তোমাকে প্রোক্ত কারণে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, তুমি ভববন্ধনী বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপ্রাপ্ত প্রতিবিম্ব স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ ও স্বস্থ হইয়া অবস্থিতি কর ৭৫। তুমি কার্য্যে অবস্থান কর, তাহা নিষেধ্য নহে; পরন্তু তাহাতে তোমার যেন রঞ্জনা না হয়। স্ফটিক যেমন প্রতিবিম্ব সমূহ গ্রহণ করে, পরন্তু তাহাবে সমাসক্ত বা লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ, তুমিও রাগশূন্য হইয়া কার্য্যে অবস্থিতি কর ৭৬।

যদি তুমি বিদিতব্রহ্ম তত্ত্বদর্শিগণের নিকট অবস্থান করতঃ তাঁহাদিগের সহিত পুনঃ পুনঃ বা সর্ব্বদা "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয়বান্ হও, আর অবিদ্যা-ক্রিয়াবিহীন হইয়া সর্ব্বত্র সমদর্শী সুশীল ব্রহ্মবুদ্ধি ও ব্রহ্ম ব্যবহারপরায়ণ হও, তাহা হইলে তুমি জীবন্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সহিত সমভাব প্রাপ্ত হইবে ৭৭।

চতুর্দ্দশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চদশাধিক শততম সর্গ।

—e—

বাল্মীকি বলিলেন, হে ভরদ্বাজ! মহাত্মা বশিষ্ঠ এই কথা কহিলে কমলপত্রাক্ষ রাম পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল হইয়া উৎকৃষ্ট শোভা ধারণ করিলেন ১। পদ্ম যেমন নিশান্তে সূর্য্যালোক দর্শনে প্রমুদিত ও শোভা প্রাপ্ত হয়, তাহার ন্যায় তিনি অন্তঃকরণের বিকাশে সমাশ্বস্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ২। পরে বোধোদয় হেতু জাতবিস্ময় হইয়া ঈষৎ হাস্যে সভাস্থল শুভ্রীকৃত করতঃ সুধাধৌত বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন। অহো! যাহা বিদ্যমান নাই, সেই অবিদ্যা যে এই বিশ্ব বশীকৃত করিয়াছে, ইহা "পর্ব্বত মৃণালতন্তুতে বদ্ধ হইয়া তুলিতেছে" এই ব্যাপারের সহিত তুলিত হইতে পারে ৩।৪। অহো! জগত্রয় তৃণ অপেক্ষাও তুচ্ছ, অথচ ইহা অবিদ্যার প্রভাবে পর্ব্বতবৎ সুদৃঢ় এবং অসৎ হইয়াও সৎস্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছে ৫। হে ব্রহ্মন্! ভুবনাঙ্গনে এই যে সংসারনাম্নিকা মায়া তরঙ্গিনী প্রবাহিতা হইতেছে, ইহার তথ্য পুনর্ব্বার আমার বোধবৃদ্ধির নিমিত্ত বর্ণন করুন ৬। সম্প্রতি আমার হৃদয়ে অন্য এক সংশয় জাগরূক রহিয়াছে। সংশয় এই যে, লবণ রাজা মহাভাগ; তথাপি তিনি সেই মহা আপদ প্রাপ্ত হইলেন কেন? ৭। অপর এক সংশয় এই যে, জতু ও কাষ্ঠ, সংযুক্ত উভয়ের ন্যায় পরস্পর সংশ্লিষ্ট অথবা মল্লমেষের ন্যায় পরস্পর সংযুক্ত দেহ দেহীর মধ্যে কে শুভাশুভ ফলোভোগ করে? ৮! অন্য জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই ঐন্দ্রজালিক, মহাভাগ লবণ রাজাকে তাদৃশ কষ্টতম অবস্থায় পাতিত করিয়া পলায়ন করিল কেন? এবং সেই বা কে? ৯।

বশিষ্ঠ বলিলেন হে অনঘ! যেমন কাষ্ঠ, যেমন কুড্য, দেহও তেমনি, অর্থাৎ জড়। ইহাতে যে কিছু আছে, তাহা নহে। ইহা কেবল চিত্তের কল্পনায় স্বপ্নের অনুরূপে পরিদৃষ্ট হয় ১০। চঞ্চলস্বভাব ও সংসারবীজ

চিত্তই চিৎশক্তি ভূষণে ভূষিত হইয়া জীব হইয়াছে ১১। সেই জীবই দেহী এবং সে-ই নানাপ্রকার শরীরধারী হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে। এই দেহী অহঙ্কার, মন ও জীব, ইত্যাদি নামে অভিহিত হয় ১২। হে রাঘব! সেই অপ্রবুদ্ধাবস্থ জীবেরই সুখ দুঃখ পরম্পরা সঙ্ঘটিত হয়; পরন্তু সে প্রবুদ্ধ হইলে তখন আর শরীরসমুত্থিত সুখ দুঃখাদি কিছুই থাকে না। ১৩। অপ্রবুদ্ধ মনঃই নানাপ্রকার বৃত্তি উত্থাপন করতঃ বিচিত্রাকৃতি প্রাপ্ত হয়।১৪। অপ্রবুদ্ধ মনঃই নিদ্রিতাবস্থায় বিবিধ ভ্রম অর্থাৎ মিথ্যা দৃশ্য সমূহ দর্শন করে, পরন্তু প্রবুদ্ধ মনঃ কদাচ সেরূপ ভ্রম দর্শন করে না।১৫। অজ্ঞাননিদ্রায় সমাকুল জীব যাবৎ প্রবোধিত না হয়, তাবৎ এই দুর্ভেদ্য সংসারবিভ্রম নিবৃত্ত হয় না।১৬। যেমন দিবসের আলোক দর্শনে কমলের হৃদয়ান্ধকার বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ, প্রবুদ্ধমনের তমোভাগও জ্ঞানালোকে তিরোহিত হইয়া যায়১৭। পণ্ডিতগণ যাহাকে চিত্ততা, অবিদ্যা, জীব, বাসনা ও কর্ম্মাত্মা বলেন, তাহাকেই তুমি সুখদুঃখভক্ত বলিয়া জানিবে১৮। দেহ জড়, সেজন্য তাহা দুঃখার্হ নহে। যাহাকে দেহী বলা যায়, তাহাই অবিচারপ্রযুক্ত দুঃখানুভব করে। তদাশ্রিত অজ্ঞানই তাহার দুঃখের কারণ এবং তাহার গাঢ়তা অবিচারের মূল১৯। কোশকার কীটেরা যেমন স্বস্ববিরচিত কোশদ্বারা বদ্ধ হয়, তেমনি, জীবও স্বীয় অবিবেক দোষে বদ্ধ হইয়া শুভাশুভ ফলভোগ করে২০। মনঃ অবিবেকের বেগে প্রেরিত হইয়া বিবিধ বৃত্তি ধারণ পূর্ব্বক নানা আকারে চক্রবৎ পরিভ্রমণ করে২১। মনঃই এই শরীরে উদিত হয়, ক্রন্দন করে. হনন করে, গমন করে, বিচলিত হয় ও নিন্দা করে। শরীর ঐ সকলের কিছুই করে না।২২ হে রাম! যেমন গৃহস্বামী গৃহমধ্যে বিবিধ কার্য্য চেষ্টা করে, কিন্তু জড়রূপ গৃহ সেরূপ কিছু করে না, তেমনি, জীবই দেহমধ্যে বিবিধ কার্য্য করে, জড়দেহ তাহার কিছুই করে না২৩। সুখ দুঃখ যত প্রকারই থাকুক, মনঃই সে সকলের কর্ত্তা ও ভোক্তা। সুতরাং তুমি এই সকল মানবকে মানস (মনোনির্ম্মিত) বলিয়া জানিবে২৪। এই বিষয়ে আমি তোমাকে

এক উত্তম বৃত্তান্ত বলিব, প্রণিহিত হইয়া শ্রবণ কর, লবণরাজা যে প্রকারে মানস বিভ্রমে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই প্রকার অর্থাৎ তাহার কারণাদি ক্রমপরম্পরা কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। রাম! মনঃই শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ করে, এই সত্য যাহাতে উত্তমরূপ বুঝিতে পারিবে, সেই প্রকারেই তাহা বলিব, তুমি প্রণিহিত হও ও শ্রবণ কর২৫।২৬।

হে অনঘ! পুরা কালে হরিশ্চন্দ্রকুলোদ্ভূত মহীপাল লবণ একদা উপবিষ্ট একান্তমনা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে,২৭ আমার মহাত্মা পিতামহ পূর্ব্বে সুমহান্ রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহারই বংশে সমুৎপন্ন হইয়াছি ; অতএব আমিও মনের দ্বারা ঐ যজ্ঞ করিব২৮।*

মহীপতি লবণ মনে মনে ঐরূপ চিন্তা করিয়া, মনে মনে যথাযথ যজ্ঞীয় দ্রব্যাদি আরহণ কল্পনা করিতে লাগিলেন। পরে মনের দ্বারাই রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন২৯। অনন্তর মনের দ্বারা ঋত্বিক্‌গণকে আহ্বান ও মুনিগণকে পূজা করিলেন এবং পাবক প্রজ্জ্বালিত করিয়া যজ্ঞদেবতা দিগকে আহ্বান করিলেন৩০। ঐরূপে যাগকারী মহীপতির সেই উপবনমধ্যে মানস এক বৎসর (কল্পনাময় এক বৎসর) অতিবাহিত হইল৩১। পরে সেই উপবনমধ্যে তিনি মনে মনে প্রাণিদিগকে অন্নাদি প্রদান ও ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা প্রদান করতঃ সেই মনোযজ্ঞ সমাপন করতঃ দিবসান্তে ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া প্রবুদ্ধ হইলেন।৩২ লবণরাজা অভিহিত প্রকারে মনোদ্বারা রাজসূয় করিয়া তাহারই অবান্তরফলে চণ্ডালত্বভ্রান্তিরূপ অনিষ্ট ফল প্রাপ্ত

---

* শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বাহ্যিক দ্রব্যাদি আহরণে অশক্ত, হইলেও কোনরূপ বাধা বিঘ্ন বিদ্যমান থাকিলে মনে মনে অর্থাৎ কেবল মানস ব্যাপারে যাগ যজ্ঞ পূজা হোমাদি সমস্তই নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে এবং সে সকলের ফলাফলও বাহ্যিক যাগ যজ্ঞাদির ফলাপেক্ষা অধিক। মহারাজা ঐ শাস্ত্রীর ব্যবস্থা অনুসারে, মানস রাজসূয় করণে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায়—বাহ্যিক রাজসূয়ে প্রবৃত্ত হইলে রাজ্যবিপ্লবাদি উপস্থিত হইতে পারে, মন্ত্রিপুরোহিতাদি প্রতিদ্বন্দ্বী হইতেও পারেন, সুতরাং আমারা মনের দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করাই কর্ত্তব্য। এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া লবণরাজা মনোমধ্যে রাজসূয় যজ্ঞের কল্পনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

হইয়াছিলেন৩৩। অতএব, তুমি চিত্তকেই সুখদুঃখভোক্তা জীব বলিয়া অবধারণ করিবে, এবং যাহাতে তুমি মনকে পবিত্র করিতে পার তাহার চেষ্টা করিবে। একমাত্র সত্যই মনঃপবিত্রতার প্রকৃষ্ট উপায়, সুতরাং তুমি তাহাতেই মনকে যোজিত কর৩৪। বশিষ্ঠ বলিলেন, হে. রামচন্দ্র! হে সভ্যগণ! মনোরূপ পুরুষ পূর্ণে (ব্রহ্মে) সংস্থিত হইলে পূর্ণতা প্রাপ্ত ও নষ্টদেশে (ক্ষণভঙ্গুর দেহে) সংস্থিত হইলে বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব যাহার অহংভাব দেহে নিরদ্ধ—তাহারা কেবল অনর্থভাগী। কিন্তু যেমন রবিকিরণ প্রকটিত হইলে কমলের সঙ্কোচ; জড়তা ও তিমিরাদি তিরোহিত হয়, তেমনি, চিত্তও উত্তম বিবেকে প্রবুদ্ধ হইলে দুঃখপরম্পরা ক্ষণকাল মধ্যে বিগলিত হইয়া যায়৩৫।৩৬।

পঞ্চদশাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত।

ষোড়শাধিক শততম সর্গ।

—-—*—-—

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভূপতি লবণ যে মনঃকল্পিত রাজসূয় যজ্ঞের অবান্তর ফলে শাম্বরিকী মায়ার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চণ্ডালভাবাদি ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি ?১। বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! শাম্বরিক যখন লবণ রাজার সভায় আগমন করিয়াছিল, তৎকালে আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম এবং যোগবলে তৎসমুদায় আমি বিজ্ঞাত হইয়াছিলাম২। শাম্বরিক অন্তর্হিত ও তাহার মায়া অপগত হইলে লবণ রাজা ও সভ্যগণ আমাকে যত্নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ভগবন্! এই মায়িক ব্যাপার কি অদ্ভূত!" আমি সেই সভাস্থলে ঐরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করতঃ যোগবলে সমস্ত অবগত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট আমি সেই মায়িক কাণ্ডের বিষয় যাহা বলিয়াছিলাম, তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর৩।৪। রাজসূয় যজ্ঞে রাজ্যের উন্নতি হয় বটে, কিন্তু যাহারা রাজসূয় যজ্ঞ করে তাহারা দ্বাদশবর্ষব্যাপী নানাপ্রকার ব্যথাপ্রদ আপদ অর্থাৎ দুঃখপরম্পরা প্রাপ্ত হয়। * লবণ রাজার মানসিক রাজসূয় সমাপ্ত হইলে, মহেন্দ্র তাঁহাকে দুঃখ প্রদান করিবার নিমিত্ত গগনমণ্ডল হইতে শাম্বরিকরূপ-ধারী এক জন দেবদূত প্রেরণ করিয়াছিলেন৫।৬। সেই দেবদূত ঐ শাম্বরিক-রূপে রাজসভায় আগমন করতঃ রাজসূয়যজ্ঞকর্ত্তা নৃপতি লবণকে ভীষণ আপদ্ পরম্পরা প্রদান করিয়া সিদ্ধগণনিষেবিত উত্তম নভোমার্গে প্রতিগমন করিয়াছিল৭। হে রাঘব! ঐ সমস্ত আমি যোগবলে ও প্রত্যক্ষে অবলোকন করিয়াছি;। উহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না।

---

* দ্বাদশবর্ষব্যাপী, ইহা বাহ্যিক রাজসূয়ের কথা; পরন্তু মানস রাজসূয়ের কথা তাহার পাঁচগুণ অধিক। সেইজন্য ৬০ বৎসর চণ্ডালতা অনুভব। রাজসূয়ের যে স্বর্গফল তাহাও মানস পক্ষে পাঁচগুন অধিক।

রাম! মনঃই বিশিষ্ট ক্রিয়ার কর্ত্তা ও ফলভোক্তা। সেইজন্য আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, তুমি চিত্তরূপ (চিত্ত—মনঃ) রত্নকে নির্ঘষণ ও সংশোধন কর। আতপ যেমন হিমরাশি বিলীন করে, তেমনি, বিবেক দ্বারা তুমি মনঃকে বিলীন কর। তাহা হইলে তুমি মোক্ষরূপ পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইবে। বৎস! তুমি চিত্তকেই ভূতাড়ম্বরকারিণী অবিদ্যা বলিয়া জানিবে। সেই অবিদ্যা বিচিত্ররচনাকারিণী ও ইন্দ্রজালসদৃশী বাসনার দ্বারা এই দৃশ্যজাল উৎপাদন করিয়াছে। যেমন বৃক্ষ ও তরু শব্দের বাচ্যার্থে প্রভেদ নাই, তেমনি, অবিদ্যা, জীব, বুদ্ধি, ও চিত্তশব্দেরও বাচ্যার্থে প্রভেদ নাই। ইহা অবগত হইয়া তুমি চিত্তকে নিঃসঙ্কল্প কর। চিত্তবৈমল্যরূপ (সঙ্কল্পশূন্য চিত্তই বিমল) সূর্য্য উদিত হইলে বিকল্পনরূপ তিমির তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন এমন কিছুই থাকে না, যাহা না দেখা যায়, না আত্মীয় হয়, না পরিত্যক্ত হয়, এবং যাহা না মরে। অর্থাৎ সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন হয়, সমস্তই আত্মভূত বলিয়া অনুভূত হয়, এবং তুচ্ছতাবোধে দ্বৈত ভাব সর্ব্বথা পরিত্যক্ত হয় এবং আত্মাতিরিক্ত সমস্ত পদার্থই মরণশীল অর্থাৎ ক্ষণধ্বংশী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যাহা বস্তুতঃ আত্মার নহে, পরকীয়ও নহে, তাহা নিত্য বিদ্যমান ও সর্ব্বময় অর্থাৎ তাহাই চিদ্ব্রহ্ম৮। রাম! তখন জলস্থিত অপক্ক মৃদ্ভাণ্ড যেমন জলের সহিত একতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি, সংসারাবস্থার বিচিত্র ভাবরাশি (দৃশ্যসমূহ) ও তদ্বিষয়ক বোধ (বৃত্তিজ্ঞান) জ্ঞানপরিপাকজ বোধের সহিত একপিণ্ড (ব্রহ্মৈব রস) হইয়া যায় ৯। রামচন্দ্র বলিলেন, আপনি বলিলেন, মনঃ পরিক্ষীণ অর্থাৎ পৃথক্ সত্তাবিহীন হইলে সকল দুঃখের অন্ত হয়। তাই আমি জানিতে চাহি, তাদৃশ চঞ্চল মনঃ কি প্রকারে সত্তাবিহীন হইবে১০?

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুকুলেন্দো! যাহা পরিজ্ঞাত হইলে মনোবৃত্তি সমূহ পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়, তুমি সেই মনঃপ্রশমনের প্রধান উপায় শ্রবণ কর শ্রবণ করিলে মনঃকে বিষয়াকারা বৃত্তি হইতে উঠাইয়া পরব্রহ্মে ধারণ

(স্থাপন বা লীন) করিতে পারিবে১১। ইতিপূর্ব্বে আমি ব্রহ্মা হইতে ভূতগণের ত্রিবিধ উৎপত্তির কথা বলিয়াছি১২। তন্মধ্যে প্রথমোৎপন্ন মনঃ আপনার প্রভাবে (স্বীয় অজ্ঞাত সামর্থ্যে অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পীয় শুভাদৃষ্টের প্রভাবে) উৎপন্ন মাত্রেই "অহং দেহী চতুর্ম্মুখঃ' এইরূপ সঙ্কল্পময় হন। হইয়া ব্রহ্মাশ্রিত আপনাকে উক্তরূপেই সন্দর্শন করেন। এই বিচিত্র ভুবনাড়ম্বর সেই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মানামধেয় আদ্য মনের কল্পিত অর্থাৎ তাঁহারই কল্পনায় জনন, মরণ, সুখ, ও দুঃখ প্রভৃতি সংসার ধর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে এবং অন্যান্য যে কিছু বলিবে সে সমস্তই উক্ত মনের কল্পিত। এ সকল রচনা কল্পান্ত পর্য্যন্ত থাকে, পরে আবার লয় প্রাপ্ত হয়। এমন কি অনন্তকালব্যাপী বিষ্ণুর কল্পনাও বিলীন হইয়া যায় ১৩।১৪। পরে আবার সৃষ্টিকাল অভ্যুদিত হয়, এবং পুনঃ প্রজাত ও পুনঃ প্রলয় উপস্থিত হয় ১৫। এই যেমন ব্রহ্মাণ্ড, এমন কোটি কোটি অর্থাৎ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে। সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড প্রোক্ত প্রকারে উৎপন্ন ও অতীত হয়। সে সকল ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাও ঐরূপে আবির্ভূত ও তিরোভূত হন১৬। হে রঘুনাথ! পরমাত্মায় বিরাজিত অভিহিত প্রকারের ব্রহ্মাণ্ডে ব্যষ্টি মনঃ বা ব্যষ্টি জীব যেরূপে ঈশ্বর হইতে আগমন করে, জীবনযাত্রা বা সংসার নির্ব্বাহ করে, এবং সংসার হইতে বিমুক্ত হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর১৭।

প্রথমে পরব্রহ্ম হইতে মনঃশক্তি (সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা) আবির্ভূত হয়। পরে তাহা শব্দতন্মাত্রাত্মক আকাশশক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক স্পর্শতন্মাত্রাত্মক পবনানুপাতিনী হইয়া ঈষৎ প্রচলনরূপ ঘনসঙ্কল্পতা প্রাপ্ত হয় ১৮। তৎপরে তাহা হইতে রূপ, রস ও গন্ধাদিক্রমে পঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চক এবং তদ্দ্বারা জীবের উপাধি সকল সম্পন্নাকার ধারণ করে (জীবের উপাধি=অন্তঃ-করণ)। সেই উপাধি অর্থাৎ সেই অন্তঃকরণই স্থূলভূত অর্থাৎ স্থূলগগন পবনাদি সংকল্পদ্বারা সৃজন করে। যাহা ব্যষ্টিজীব, তাহারা তেজোরূপ নীহার ও বৃষ্টি জল প্রভৃতি অবলম্বন পূর্ব্বক ওষধি ও শস্প প্রভৃতিতে আবিষ্ট হইয়া ক্রমে সে সকলের পরিণাম অনুসারে প্রাণিগণের গর্ভগত হয়।

তদনন্তর পুরুষ (দেহবান্ জীব) উৎপন্ন হয়১৯।২০। পুরুষ জাত হইয়া যদি বাল্যকাল হইতে গুরুগণের অনুগত থাকিয়া বিদ্যা গ্রহণ করে, তাহা হইলে তৎক্রমে তাহাদের বিবেক বৈরাগ্যাদি সমুৎপন্ন হয়। তখন সেই স্বচ্ছচিত্তবৃত্তিসম্পন্ন পুরুষের সংসার হেয় অর্থাৎ পরিত্যাজ্য এবং মোক্ষ উপাদেয় অর্থাৎ পরম প্রার্থনীয়, এইরূপ বিচার সমুদিত হইতে থাকে। "আমি বিমলসত্ত্ব ব্রাহ্মণ" এইরূপ সঙ্কল্পাভিমানী পুরুষ বিবেক-সম্পন্ন হইলে তখন তাহার চিত্তবিকাশকারিণী যোগভূমিকা সকল ক্রমানু-সারে আবির্ভূত হইতে থাকে২১।২৪।

ষোড়শাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তদশাধিক শততম সর্গ।

—*—

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্! আপনি তত্ত্ববিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ। অতএব, আপনি যোগভূমি (যোগের পর পর ক্রম বা অবস্থা) সকল কি প্রকার তাহা আমার নিকট সংক্ষেপে কীর্ত্তন করুন ১। বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! অজ্ঞানভূমি ও জ্ঞানভূমি উভয়ই সপ্তপদা পরন্তু গুণবৈচিত্রপ্রযুক্ত ঐ দুই অসংখ্য পদে বিভক্ত হইয়া থাকে। স্বাভাবিক প্রবৃত্তিরূপ পুরুষকার, ও ভোগ রাগের দার্ঢ্যরূপ রসাবেশ, * এই দুই অজ্ঞানভূমি প্রতিষ্ঠার (স্থিতির) কারণ। আর শাস্ত্রোক্ত নিয়মে শ্রবণ মননাদিরূপ পুরুষকার এবং মুমুক্ষারূপ রসাবেশ, (মোক্ষই পরম সুখ, এইরূপ বিবেচনায় মোক্ষ রসের রসিক হওয়া) এই দুই জ্ঞানভূমি প্রতিষ্ঠার হেতু। আর সর্ব্বাধার ব্রহ্ম উক্ত উভয়ের আধার এবং তাঁহারই অস্তিতায় উক্ত উভয়ের অস্তিতা। পরন্তু তদীয়প্রকাশের উৎকর্ষাপকর্ষ হইতে উক্ত উভয়ভূমির হ্রাস বৃদ্ধি পরিদৃষ্ট হয়। এবং সেই সেই কারণে ঐ সকল ভূমি স্ব স্ব বিষয়ে বদ্ধমূল হয়, হইয়া যথাক্রমে সংসারস্থিতিলক্ষণ দুঃখ এবং মুক্তিরূপ নিরতিশয়ানন্দরূপ উত্তম ফল প্রসব করে২।৩। প্রথমে তোমার নিকট আমি সপ্তপ্রকার অজ্ঞানভূমির বিষয় কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। পরে তুমি সপ্তপ্রকার জ্ঞানভূমির বিষয় শ্রবণ করিও৪।

---

* স্বাভাবিক প্রবৃত্তি=ইন্দ্রিয়গণের যথেষ্টাচার। যাহা ইচ্ছা তাহাই হওয়া, যেমন ইচ্ছা তেমনি কার্য্য করা, বিধি নিষেধ না মানা, পরিণাম ও হিতাহিত বিবেচনা না করা, ইত্যাদি। ভোগরাগের অর্থাৎ ভোগাসক্তির ঔৎকট্য। অর্থাৎ স্ত্রীসংসর্গাদি সুখ অতি উৎকৃষ্ট, কিসে সেই সেই সুখ হইবেক, ইত্যাদি প্রকার মনোভাবের অধীন হওয়া অথবা সেই সেই সুখের প্রত্যাশায় সেই সেই কার্য্যে ব্যাপৃত হওয়া. ইত্যাদি।

স্বরূপাবস্থিতিই মুক্তি এবং অহন্তা তাহার ভ্রংশ (অর্থাৎ অহং এই বোধ হইলেই স্বরূপাবস্থানরূপ মুক্তি চ্যুত হইয়া যায়, সুতরাঃ বদ্ধ অবস্থা আইসে) কেননা, অহং-এর উদয় হইলেই স্বরূপস্থিতির বিস্মৃতি জন্মে। ইহাই তত্ত্বজ্ঞ অতত্ত্বজ্ঞের সংক্ষেপ লক্ষণ৫। যাহারা রাগদ্বেষাদিরহিত শুদ্ধ সন্মাত্র স্বরূপ হইতে বিচলিত না হয়, তাহাদের অজ্ঞত্বসম্ভব নাই৬। যাহারা স্বরূপ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া চেত্য অর্থে নিমগ্ন হয়, তাহারাই মোহরূপী অর্থাৎ বদ্ধজীব। চেত্য বিষয়ে মগ্ন হওয়া অপেক্ষা প্রবল মোহ আর নাই৭। মননবর্জ্জিত হইয়া অবস্থান করার নাম স্বরূপাবস্থিতি। জাড্য ও নিদ্রা এই দুই অবস্থা হইতে বিনির্ম্মুক্ত ও সর্ব্বপ্রকার কল্পনা হইতে নিরস্ত এবং শান্তস্বভাব হইয়া শিলান্তরের ন্যায় (যেমন প্রস্তরের অভ্যন্তর নিশ্চল নিস্পন্দ, তাহার ন্যায়) অবস্থিতি করাকে স্বরূপাবস্থান বলা যায়। অথবা অহম্ভাব উপশম প্রাপ্ত সুতরাং ভেদজ্ঞানের প্রস্পন্দ রহিত হইলে যে চিৎ মাত্রের অবশেষ থাকে, তাহাই স্বরূপাবস্থান শব্দের অভিধেয়৮।১০। সেই চিদ্রূপ অধিষ্ঠানে (আধারে বা আশ্রয়ে) যে অজ্ঞানের সংস্রব থাকে সম্প্রতি তুমি তাহার ভূমি বা অবস্থা (অজ্ঞান-ভূমিকা) সকল শ্রবণ কর। বীজজাগ্রৎ, জাগ্রৎ, মহাজাগ্রৎ, জাগ্রৎস্বপ্ন, স্বপ্ন, স্বপ্নজাগ্রৎ ও সুষুপ্তি, এই সাত প্রকার অবস্থা মোহশব্দে শব্দিত। ঐ সাত প্রকার মোহ পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া বহুপ্রকার হয়। ঐ সপ্তবিধ মোহের লক্ষণ বলি, শ্রবণ কর। প্রথমে বীজজাগ্রৎ। মায়াসম্বলিত ব্রহ্মচৈতন্য হইতে সৃষ্টির আদিতে এবং অস্মাদাদির জাগ্রতের মূলে যে চেতনার প্রথম স্ফুরণ অর্থাৎ চিদাভাসসম্বলিত মায়াশক্তির আদ্য বিকাশ, যাহার আখ্যা অর্থাৎ নাম নাই তাহাই প্রাণধারণাদিক্রিয়ার অবলম্বন বা উপাধি এবং তাহাই চিত্ত জীবাদি শব্দের প্রকৃত অর্থ। বক্ষ্যমাণ জাগ্রৎ অবস্থার বীজ বলিয়া তাহাকেই বীজজাগ্রৎ বলা যায়১১।১৪। এই বীজজাগ্রৎ জ্ঞপ্তির অর্থাৎ চিদ্বস্তুর নূতন বা প্রথম পরিচয়। অতঃপর জাগ্রৎ

অবস্থার কথা বলি, শ্রবণ কর। পরমাত্মা হইতে নবপ্রসূত বীজজাগ্রতের পরে যে স্বরূপ বিস্মরণ পূর্ব্বক সামান্যতঃ "এই আমি" "ইহা আমার" এইরূপ জ্ঞান প্রস্ফুরিত হয়—তাহাকে আমরা জাগ্রৎ বলি। এই জাগ্রৎ অবস্থা জন্মান্তরীয় সংস্কার বিশেষের উদ্রেকে ও অভ্যাসের পটুতায় পীবর অর্থাৎ স্থূল হইলে মহাজাগ্রৎ শব্দের বাচ্য হয়। * রূঢ়ভাবে হউক আর অরূঢ়ভাবে হউক, অর্থাৎ অদৃঢ়ভাবে হউক আর দৃঢ়ভাবে হউক, জাগ্রদ্দশায় যদি তন্ময়ীভাবে সত্যবৎ মনোরাজ্য উদিত হয় তবে তাহাকে জাগ্রৎস্বপ্ন বলা যায়। যেমন লবণ রাজার হইয়াছিল। দ্বিচন্দ্র ও শুক্তিরৌপ্য প্রভৃতি ভ্রান্তি-জ্ঞানও জাগ্রৎস্বপ্নবিশেষ ১৫।১৮। জীব পূর্ব্বাভ্যাসের প্রভাবে জাগ্রদ্ভাব প্রাপ্তির পর মধ্যে মধ্যে অনেকবিধ স্বপ্নভাব অনুভব করে। নিদ্রা মধ্যে যাহা প্রতীয়মান হয়, এবং নিদ্রাবসানে যাহার উপর "আমি ইহা অল্পকাল দর্শন করিয়াছি, আমার এই দৃষ্টি অসত্য"; ইত্যাকার অনুসন্ধান জন্মে তাহার নাম স্বপ্ন। এই স্বপ্ন মহাজাগ্রতের অন্তরর্গত এবং ইহা স্থূলদেহের কণ্ঠ ও হৃদয় এই দুই স্থানের অভ্যন্তরস্থ নাড়ী বিশেষের মধ্যে উপস্থিত হইয়া থাকে ১৯।২০ * স্থায়ী সন্দর্শন নহে বা স্থায়ী অনুভব হয় না, দৃষ্ট হয় অথচ অপ্রফুল্ল অর্থাৎ অস্পষ্ট, এরূপ অবস্থাও স্বপ্নবিশেষ। তাদৃশ স্বপ্ন যদি জাগ্রতের ন্যায় রূঢ় অর্থাৎ দৃঢ়াভিনিবেশ দ্বারা বা স্থায়িত্ব কল্পনার দ্বারা উপচিত (স্থূল বা বিস্পষ্ট) হইয়া মহাজাগ্রতের সমান হয় তাহা হইলে সে অবস্থাকে স্বপ্নজাগ্রৎ বলা যায়। এ অবস্থা রাজা হরিশ্চন্দ্রের হইয়াছিল। এই স্বপ্নজাগ্রৎ অবস্থাকে স্থূল দেহের

---

* সুষুপ্তি ব্যতীত অন্য ছয় অবস্থা কর্ম্মফলভোগের স্থান। সেইজন্য শাস্ত্রে ঐ ছয় অবস্থা কর্ম্মপ্রভব বলিয়া উক্ত হয়। পরন্তু সুষুপ্তি অবস্থা, ভোগদ্বারা উদ্ভূত কর্ম্মের ফল (পূর্ব্বোপার্জিত অদৃষ্টের শক্তি) ক্ষয় এবং ভবিষ্যদ্ভোগপ্রদ কর্ম্মের অনুদয়, উভয়ের অন্তরালস্বরূপ। সুতরাং ঐ অবস্থা, পূর্ব্বাবির্ভূত (যাহা ভুক্ত বা দৃষ্ট হইতেছে সেই সকল) স্থূল সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের (দ্রষ্টব্য বা ভোক্তব্য পদার্থের) লয়স্থান এবং ভবিষ্যৎ প্রপঞ্চের বীজ। যেহেতু উহা সর্ব্বপ্রপঞ্চের বীজ, সেই হেতু উহা ভবিষ্যদ্দুঃখকারণ কাম-কর্ম্মবাসনাদিতে আঢ্য অর্থাৎ পরিপূর্ণ।

* শাস্ত্রকারেরা বলেন, মনঃ যখন মেধ্যানাড়ীতে সংযুক্ত হয় তখন নিদ্রা ও স্বপ্নদর্শন হইতে থাকে। মেধ্যা নাড়ী নাকি হৃদয়ের উর্দ্ধে কণ্ঠের নিম্নে অবস্থিত।

স্থিতি ও নাশ উভয় কালে হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বোক্ত ইন্দুতনয়গণের ও অনেক যোগীর বিদেহ অবস্থার জ্ঞান তাহার উদাহরণ। পূর্ব্বোক্ত ইন্দুপুত্রগণের শরীর নষ্ট হইলেও মনোরাজ্য নষ্ট হয় নাই। অভিহিত ছয় অবস্থা ত্যাগ হইয়া জীব যে জড়াবস্থায় অবস্থিতি করে, সেই জড়াবস্থা তাহার সুষুপ্তি। এই সুষুপ্ত অবস্থা সেই সেই ভবিষ্যৎ সুখদুঃখাদি বোধের বীজস্বরূপ এবং এই অবস্থারই অভ্যন্তরে এই সমুদায় তৃণলোষ্ট্রশিলাদিপদার্থ বীজভাবে অবস্থিতি করে। অজ্ঞানভুমির এই সাত অবস্থা বর্ণন করিলাম, অতঃপর ইহাদের অপর প্রভেদ শ্রবণ কর ২১।২৩।

ঐ সাত অবস্থার প্রত্যেক অবস্থা নানাবিভবরূপিণী ও শতশতশাখা-সম্পন্না। পূর্ব্বোক্ত জাগ্রৎস্বপ্ন অভ্যাস দ্বারা জাগ্রদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া নানা আকারে বিজৃম্ভিত হয় এবং পূর্ব্বোক্ত জাগ্রৎস্বপ্নের উদরে মহাজাগ্রৎ অবস্থা অতি সূক্ষ্মভাবে অবস্থিতি করে ২৫।২৬। * নৌকাযায়িগণ যেমন নদীজলের ঘূর্ণনে নৌকাঘূর্ণন অনুভব করে, সেইরূপ, জীবগণ জাগ্রদ্দশায় অবস্থান করিয়া ও উক্ত প্রকারে মোহ হইতে মোহান্তর প্রাপ্ত হয় ২৭। কোন কোন অজ্ঞানাবস্থা স্বপ্নজাগ্রতাকারে দীর্ঘকাল বিদ্যমান থাকে এবং কোন কোন স্বপ্নজাগ্রৎ জাগ্রৎস্বপ্নের ন্যায় অতিবাহিত হয় ২৮। এবম্বিধা সপ্তপদী অজ্ঞানভূমি, যাহা আমি সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম, তাহা নানাবিকারে বিকৃত সুতরাং হেয়। বক্ষ্যমান বিচারযোগ অবলম্বনে যদি মালিন্যবর্জ্জিত প্রবোধ লব্ধ হয় অর্থাৎ নির্ম্মল পরমাত্মা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ হেয়রূপা অজ্ঞানভূমি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় ২৯।

সপ্তদশাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত।

---

* ইহার একটী উদাহরণ—যেমন অনেকে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন, অথচ তাঁহাদের ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়ায় প্রবৃত্তি হয় না। কাহাকে কাহাকে স্বকুলোচিত ক্রিয়ায় অভ্যস্ত ও দৃঢ়াভিনিবিষ্ট হইতে দেখা যায়। অতএব, ঐহিক ও প্রাক্তন অভ্যাসের প্রাবল্যে জাগ্রৎজ্ঞানের উপচয় অর্থাৎ অভিনিবেশের পটুতা দৃষ্ট হইলে তাহাকেও মহাজাগ্রৎ শব্দের বোধ্য বলিয়া স্থির করিবে।

অষ্টদশাধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে অনঘ! সপ্তপদা অজ্ঞানভূমি শ্রবণ করিলে, এক্ষণে সপ্তপদা জ্ঞানভূমি শ্রবণ কর। ইহা সম্যক্ অবগত হইলে অতঃপর আর তুমি মোহপঙ্কে নিমগ্ন হইবে না১। বাদিগণ অনেক প্রকার যোগভূমির কথা বলেন, পরন্তু আমার মতে বক্ষ্যমাণ ভূমিই শুভপ্রদ ২। হে রামচন্দ্র! অখণ্ডাত্মাকারা চিত্তবৃত্তি (জ্ঞান) সমারূঢ় ব্রহ্মই জ্ঞানপদের প্রকৃত অভিধেয়। উহা অজ্ঞানের নাশক বলিয়া জ্ঞান নাম প্রাপ্ত। * এবং অজ্ঞান নাশে তাহারই ঔপচারিক (সাংকেতিক) নাম জ্ঞেয় ও মুক্তি। ঐ জ্ঞান সপ্তভূমিক। মুক্তি বা জ্ঞেয় নামক স্বস্থাবস্থা, ভূমিকা সপ্তকের পর প্রতিষ্ঠিত হয় ৩। জ্ঞানভূমি সপ্তকের বিবরণ এই যে, উহার প্রথমা ভূমি শুভেচ্ছা, দ্বিতীয়া ভূমি বিচারণা, তৃতীয়া তনুমানসা, চতুর্থী সত্ত্বাপত্তি, পঞ্চমী অসংসক্তি, ষষ্ঠী পদার্থাভাবনী এবং সপ্তমী ভূমি তুর্য্যগা ৪।৬। এই তুর্য্যগা ভূমির অব্যবহিত পরেই মুক্তি। মুক্তি উপস্থিত বা প্রতিষ্ঠিত হইলে তখন আর শোক থাকে না। যে সাত প্রকার ভূমি অভিহিত হইল, সেই সাতপ্রকার ভূমির নির্ব্বাচন অর্থাৎ লক্ষণ বলি, শ্রবণ কর ৭। "কেন আমি মূঢ়ের ন্যায় বৃথা কাল কর্ত্তন করিতেছি? সৎশাস্ত্র ও সজ্জন সকাশে আমি জ্ঞাতব্য কি? ও কর্ত্তব্য কি? তাহা জানিব।" বৈরাগ্যপূর্ব্বক ঐরূপ ইচ্ছা হওয়ার নাম শুভেচ্ছা ৮। শাস্ত্রানুশীলন সজ্জনসংসর্গ ও বৈরাগ্য অভ্যাস পূর্ব্বক যে সদাচারপ্রবৃত্তি প্রবাহিতা হয়, (দিন দিন বাড়িতে থাকে), তাহা বিচারণা নাম্নী দ্বিতীয়া ভূমি ৯। † এই

* আত্মা পৃথক, ব্রহ্ম পৃথক্, ইত্যাকার বোধের নাম অজ্ঞান। যখন সাধনা বলে ঐ বোধের অন্তর্ধান হয়, তখন, এক ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ একটীমাত্র মনোবৃত্তি জন্মে। এই মনোবৃত্তির নাম তত্ত্বজ্ঞান।

† এ স্থলে সদাচার শব্দের অর্থ—গুরুসেবা, অযাচিতাহার বা ভিক্ষাহার- শৌচ, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রবণ ও মনন, এই সকল বিষয়ে ব্যাসক্ত থাকা।

বিচারণা ও শুভেচ্ছা উভয়ের দ্বারা যে বিষয়রসে অনাসক্তি বা অপ্রবৃত্তি জন্মে, সেই অনাসক্তির প্রভাবে যে বিষয়বাসনার অল্পতা বা ক্ষীণতা জন্মে, সেই বিষয়বাসনার ক্ষীণতা তনুমানসা নাম্নী তৃতীয়া ভূমি ১০। শুভেচ্ছা, বিচারণা ও তনুমানসা, এই ভূমিত্রয় অভ্যস্ত করিতে করিতে চিত্ত হইতে বাহ্যবিষয়ের সংস্কারও অল্পে অল্পে লুপ্ত হইয়া যায় এবং তদ্বলে যে কেবল আত্মনিষ্ঠতা জন্মে পণ্ডিতগণ সেই আত্মনিষ্ঠতাকে সত্ত্বাপত্তি বলেন ১১। শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা ও সত্ত্বাপত্তি, এই অবস্থা চতুষ্টয়ের অভ্যাস দ্বারা বিষয়াসংসর্গরূপ উৎকৃষ্ট ফল (অস্পর্শযোগ) সমুৎপন্ন হয়। বিষয়াসংসর্গরূপ ফল জন্মিলে তাহা হইতে যে আত্মচমৎকৃতি অর্থাৎ আত্মানন্দসাক্ষাৎকার হয়, পণ্ডিতগণের মতে তাহাই অসংসক্তিভূমিকা। উক্ত শুভেচ্ছাদি পাঁচ জ্ঞানভূমির দৃঢ় অভ্যাস এবং বাহ্য ও আভ্যন্তর পদার্থের অভাবন (বাহ্য ও অভ্যন্তর ভুলিয়া যাওয়া) বশতঃ আত্মা মাধ্যস্থ বৃত্তি অবলম্বন করেন অর্থাৎ সাক্ষীর ন্যায় অথবা উদাসীনের ন্যায় দ্রষ্টা মাত্র হইয়া অবস্থান করেন এবং পরেচ্ছামাত্র প্রেরিত হইয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। এই ষষ্ঠী অবস্থা বা ভূমিকা এতৎশাস্ত্রে পদার্থাভাবনী নামে কথিত হয় ১২।১৪। যথোক্ত ষড়বিধ জ্ঞানভূমির পরিপাকে ভেদজ্ঞানের অভাব হইলে যে একনিষ্ঠতা জন্মে, তাহাকে এতৎশাস্ত্রে (অধ্যাত্মশাস্ত্রে) তুর্য্যগা গতি বলে ১৫। এই তুর্য্যগা গতি বা অবস্থা জীবন্মুক্ত ব্যক্তিতেই দৃষ্ট হয়। ইহার পর বিদেহমুক্তি, বা তুর্য্যাতীত ব্রহ্মপদ ১৬। হে রামভদ্র! যে মহাভাগ ও মহাত্মা তুর্য্যগাগতি প্রাপ্ত হন, তিনিই প্রকৃত আত্মারামতা ও মহৎপদ প্রাপ্ত হন ১৭। জীবন্মুক্ত জনগণ কোন কার্য্য করুন্ বা না করুন্, সুখদুঃখরসে নিমগ্ন হন না ১৮। যেমন সুপ্ত ব্যক্তি প্রবুদ্ধের ন্যায় হইয়া কার্য্য করে, তদ্রূপ তাঁহারা (প্রবুদ্ধ হওয়ায়) দৈহিক কার্য্য নির্ব্বাহ করেন অর্থাৎ ফলাসক্তিরহিত হইয়া কুলক্রমাগত সদাচার মাত্র পরিপালন করেন ১৯। যেমন সুন্দরী রমণীরা সুপ্ত ব্যক্তিকে সুখ প্রদান করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ, আত্মারাম পুরুষকে কোন জগৎক্রিয়া সুখ

অথবা দুঃখ প্রদান করিতে পারক হয় না ২০। এই সপ্তপদী জ্ঞানভূমি ধীমান্ জীবন্মুক্তগণেরই গোচর; অন্যের নহে। এ অবস্থা পশু ও ম্লেচ্ছাদির ন্যায় দেহাত্মবুদ্ধি মানবগণের অলভ্য ২১। পশু ও ম্লেচ্ছাদি জীব যদি কদাচিৎ পূর্ব্বসাধন বলে ঐ সমস্ত জ্ঞানভূমি প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে তাহারাও মুক্তি লাভ করিতে পারে। * অর্থাৎ বিমল তত্ত্বজ্ঞানই সংসারবন্ধন ছেদনের একমাত্র উপায় এবং তৎকর্ত্তৃক এই ভববন্ধন ছিন্ন হইলে মুক্তি লাভ হয়। মুক্তি কি? মুক্তি ভ্রান্তির উপশম। বন্ধন যখন মরুমরীচিকায় জলবুদ্ধির অনুরূপ; তখন মুক্তি অবশ্যই ভ্রান্তির উপশম ব্যতীত অন্য কিছু নহে ২২।২৩। যাঁহারা মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু পাবন পদ প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারা আত্মলাভে ব্যগ্র হইয়া পূর্ব্বকল্পিত সপ্তপদী জ্ঞানভূমিতে বিচরণ করেন ২৪। এই জগতে কোন কোন জ্ঞানবীর অভিহিত সমস্ত ভূমিই জয় করিয়াছেন। কেহ এক ভূমি, কেহ দুই ভূমি, কেহ তিন ভূমি, কেহ ছয় ভূমি, কেহ ভূমিসপ্তর, কেহ চারি ভূমি, কেহ অন্ত্যা অর্থাৎ শেষ ভূমি, কেহ বা কোন এক ভূমির অংশ জয় করিয়াছেন। কেহ সার্দ্ধত্রিভূমিতে, কেহ সার্দ্ধচতুর্ভূমিতে এবং কেহ বা ষষ্ঠ ভূমিতে অবস্থিত আছেন ২৫।২৭। যাঁহারা ঐ সকল ভূমি জয় করিতে পারেন, তাহারাই উৎকৃষ্ট রাজা। তাঁহাদিগের নিকট দন্তিগণসমবেত মহাভটগণের পরাভব তৃণস্বরূপ। যাহারা ঐ সমস্ত জ্ঞানভূমি জয় করেন, সেই ইন্দ্রিয়শত্রুবিজয়িগণই বন্দনীয়। তাঁহারা সম্রাট্ বিরাটকেও তৃণতুল্য জ্ঞান করেন এবং তাঁহারাই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন ২৮।৩০।

অষ্টাদশাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত।

---

* হনুমান্ প্রভৃতি পশু জাতীয় জীব, ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতি ম্লেচ্ছ জাতীয় জীব এবং প্রহ্লাদ কর্ক্কটী প্রভৃতি অসুরকুলোদ্ভব জীব জ্ঞানভূমি লাভ করিয়া মুক্ত হইয়াছিলেন।

একোনবিংশত্যধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যেমন সুবর্ণ স্বকল্পিত অঙ্গুরীয়ক বুদ্ধির উদয়ে আপনার সুবর্ণতা ভুলিয়া গিয়া * "আমি সুবর্ণ নহি" বলিয়া খেদ করে, রোদন করে, সেইরূপ, পরমাত্মাও অহন্তার উদয়ে আপনার স্বপ্রকাশ ও পরিপূর্ণ স্বভাব বিস্মৃত হইয়া নানাবিধ শোক তাপাদি অনুভব করেন ১।

রামচন্দ্র বলিলেন, মুনে! সুবর্ণের অঙ্গুরীয় জ্ঞানের উদয়, এবং আত্মার অহন্তার উদয়, এই দুই কথার তাৎপর্য্য কি তাহা আমাকে বিশদ করিয়া বলুন ২?

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! যাহা সত্য সত্যই আছে, তাহারই আগম ও অপায় (কি প্রকারে হয় ও কি প্রকারে যায়) জিজ্ঞাস্য। পরন্তু অহং, ত্বং, উর্ম্মিকা, এ সকল কোনও কালে নাই ৩। অঙ্গুরীয় বিক্রেতা অঙ্গুরীয় ক্রয় কর" বলিয়া মূল্য লইয়া ক্রেতাকে যাহা দেয় তাহা কি? তাহা সুবর্ণ ব্যতীত বস্ত্বন্তর নহে। সেইজন্য সে অগ্রে সুবর্ণের মূল্য লয়, পশ্চাৎ বিকারনিষ্পাদক পরিশ্রমের ব্যয় বা মূল্য লয়। অতএব, সে স্থলে যেমন সুবর্ণই সত্য. বিকার মিথ্যা, তেমনি, ব্রহ্মই সমুদায় ব্যবহারের মধ্যে সত্য ও সে সকলের মূলে ব্যবস্থিত ৪। রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! যদি সুবর্ণই ক্রয় বিক্রয় ব্যবহারের গোচর (বিষয়) হয়, তাহা হইলে তাহারা অঙ্গুরীয় কথা বলে কেন? অর্থাৎ তবে অঙ্গুরীয় কি? তাহা আমাকে বলুন। অঙ্গুরীয়তত্ত্ব বিজ্ঞাত হইলে তদ্দারা ব্রহ্মতত্ত্ব বা ব্রহ্ম স্বরূপ বোধগম্য করিতে ক্ষমবান্ হইব ৫। বশিষ্ঠ

---

* সুবর্ণ অচেতন, তাহার বুদ্ধি উদয় ও খেদ অসম্ভব; সুতরাং ঐ উক্তি ঔপচারিক। মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি—মাচা ক্যাঁচ্ কোঁচ শব্দ করিতেছে, এই প্রয়োগ যদ্রূপ, সুবর্ণের খেদ, এ প্রয়োগও তদ্রূপ। মঞ্চস্থ পুরুষের কৃত শব্দ মঞ্চে উপচরিত। অঙ্গুরীয়ধারীর খেদ, অঙ্গুরীয়ে উপচরিত, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

বলিলেন, রাঘব! অঙ্গুরীয় কি? যদি বলিতে হয়, তবে তাহাই বলা যাইতে পারে যে, উহা বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় নিঃস্বরূপ। অর্থাৎ উহা স্থবর্ণের কল্পিত আকৃতি মাত্র ৬। স্থবর্ণের উর্ম্মিকা ভাব মোহের বা ভ্রান্তির বিকার মাত্র। তাহা অসত্য হইলেও মায়ার প্রভাবে সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। বিচার দৃষ্টিতে দেখিলে স্থবর্ণ বৈ উর্ম্মিকা (অঙ্গুরীয়) দৃষ্ট হয় না, স্থতরাং স্থবর্ণ ই উহার স্বরূপ ৭। মৃগতৃষ্ণিকাজল, দ্বিচন্দ্র, অহন্তা, এ সকলেরই রূপ বা আকৃতি ঐ প্রকার অর্থাৎ বিচার দৃষ্টির সকাশে তুচ্ছ বা মিথ্যা ৮। শুক্তিতে যে রজত দর্শন হয়, প্রণিধান সহকারে দেখিলে ও অন্বেষণ করিলে তাহাতে অণুমাত্রও রজত পাওয়া যায় না ৯। অতএব, যাহা অসৎ, অসম্যক্ দর্শনে তাহাই সত্যের ন্যায় প্রকটিত হয়। শুক্তিতে রজত; মরুস্থমরীচিকায় জল, ঐ নিয়মের অধীন ১০। বিচার দৃষ্টিতে দেখিলে যাহা নাই তাহা নাই বলিয়াই প্রকাশ পায়, পরন্তু ভালরূপ না দেখিতে পাইলে অথবা না দেখিলে মরুমরীচিকায় জলস্ফূর্ত্তির ন্যায় যাহা নাই তাহারই মিথ্যা স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে ১১। যাহা অসৎ অর্থাৎ নাই, তাহাও ভ্রান্তির প্রভাবে থাকার ন্যায় কার্য্যকারী হয়। তাহার দৃষ্টান্ত—শিশুদিগের বেতাল ভ্রম (ভূতের ভয়)। হেমে হেম ব্যতীত অঙ্গুরীয় বা অন্য কিছু নাই, স্থতরাং অঙ্গুরীয়াদির অস্তিতা বালুকামধ্যে তৈলের অস্তিতার অনুরূপ ১২।১৩। জগৎ-নামধেয় দৃশ্যের মধ্যে সত্য মিথ্যা উভয়ের অস্তিত্ব (উভয়ের সমাস্তিত্ব) কিছুই নাই। বালকদিগের যক্ষবিকারের ন্যায় (যক্ষবিকার=ভূতাবেশ) যখন যাহা যেরূপে প্রতিভাবন হয়, তখন তাহাই সেই সেই রূপেই অর্থক্রিয়াকারী হয় ১৪। থাকুক বা নাই থাকুক—জ্ঞানে দৃঢ় সমারোপিত হইলেই তাহা অর্থক্রিয়াকারী (অর্থক্রিয়া=ফল বা প্রয়োজন নির্ব্বাহ) হইবে। তাহার দৃষ্টান্ত—বিষও দৃঢ় ভাবনায় অমৃতের কার্য্য করে ১৫। এই যে অসৎ অহংভাব, ইহাও সেই অবিদ্যার কার্য্য। যেমন হেমে অঙ্গুরীয়ত্ব নাই, তেমনি, আত্মাতেও অহন্তাবাদি নাই। অসৎ ও অপ্রতিষ্ঠ অহন্তাবই মায়া, এবং অবিদ্যাই সংসার ১৬। অহন্তা অভাববস্তু, অর্থাৎ অসৎ, স্থতরাং

তাহা কোনও কালে স্বচ্ছ শান্ত শুদ্ধ পরমাত্মায় নাই ১৭। সনাতনতা, বিরিঞ্চিত্ব, ব্রহ্মাণ্ডতা, পিতাপুত্রতা, ত্রিকালতা, ভাব, অভাব, বস্তুতা, তুমি, আমি, ত্বদীয়ত্ব, মদীয়ত্ব, সত্ব, অসত্ব, ভাব, রাগ ইত্যাদি ইত্যাদি কোনও প্রকার ভেদ নাই। সমস্তই কল্পিত; কেবলমাত্র এক, অদ্বয়, বাক্য ও মনের অগোচর, শূন্য হইতেও শূন্য ও স্থূল হইতেও স্থূল, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম বোধ মাত্র আছেন ১৮।২৩।

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! যদিও আমি বুঝিয়াছি, এ সমস্তই ব্রহ্ম, তথাপি পুনর্ব্বার বলুন, এ সৃষ্টি কেন অনুভবগম্য হয়২৪! * বশিষ্ঠ বলিলেন, সৃষ্টি শান্ত ব্রহ্ম পরমাত্মায় ইদন্তা প্রকারে অর্থাৎ এই সৃষ্টি ইত্যাকারে বা অমুক অমুক প্রকারে অবস্থিত নাই। অর্থাৎ পৃথক্ রূপে নাই। সৃষ্টি ও সৃষ্টিসংজ্ঞা উভয়ই অসৎ অর্থাৎ স্বাজ্ঞানের বিমোহন (কল্পিত)। সুতরাং বুঝিতে হইবে, কল্পিত সৃষ্ট্যাদি আত্মস্বভাবেরই অন্তর্গত২৫। যেমন মহার্ণবে জলের অবস্থিতি, (জল মহার্ণবেরই স্বরূপে সন্নিবিষ্ট), সেইরূপ, পরমেশ্বরেও সৃষ্টির অবস্থিতি। প্রভেদ এই যে, জল দ্রবত্বহেতু স্পন্দিত হয়, পরম পদ স্পন্দিত হয় না। যাহা পরম পদ (ব্রহ্ম) তাহা স্পন্দরহিত২৬। সূর্য্যাদি জ্যোতিঃপদার্থ স্বাত্মসত্তাতে প্রকাশ পায়, পরন্তু তৎপদ (ব্রহ্ম) স্বয়ংপ্রকাশ। সুতরাং তাহা সূর্য্যাদির ন্যায় পরাধীনরূপে প্রকাশিত হয় না। প্রকাশ পাওয়া সূর্য্যাদির স্বভাব, তাহা ক্রিয়া বিশেষ, পরন্তু যাহা তৎপদ (ব্রহ্ম) তাহা নিষ্ক্রিয়। (প্রকাশ ও পাওয়া দুই কথাই ক্রিয়াবোধক। তৎপদ প্রকাশক্রিয়া বর্জ্জিত। তাঁহার প্রকাশ ক্রিয়াত্মক নহে পরন্তু চিরনিত্য। সুতরাং সূর্য্যাদির প্রকাশ পরম পদের প্রকাশ ব্যতীত নহে)২৭। যদ্রূপ সমুদ্রের মধ্যে কেবল জলেরই স্ফূর্ত্তি, তেমনি, পরমাত্মায় চৈতন্যেরই স্ফূর্ত্তি। চৈতন্যই নানা আকারে স্ফুরিত

---

* অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানে জগৎকারণ অজ্ঞান ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে অজ্ঞানকার্য্য জগতের অদর্শন হওয়াই সুসম্ভব. পরন্তু তাহা হয় না। প্রত্যুত তাহা (জগৎ) পূর্ব্বের ন্যায় দৃষ্ট হয়। এরূপ হয় কেন? তাহা আমাকে বলুন।

হইতেছে২৮। তুমি ঈষৎ জ্ঞানী, অর্থাৎ এখনও তোমার জ্ঞান পরিপক্ক হয় নাই, তাই তুমি বলিতেছ, ইহা সৃষ্টি এবং এ সৃষ্টি অনন্তকাল থাকিবেক। পরন্তু জ্ঞান পরিপক্ক হইলে বুঝিবে, শাশ্বত ব্রহ্মই ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, এই ত্রিকালে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন২৯। পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক ইহাই নিশ্চিত হইয়াছে যে, যেরূপ আকাশের আর আকাশ নাই, তদ্রূপ, পরমার্থের পরমার্থ নাই। সুতরাং প্রচলিত সৃষ্টি শব্দ কেবল পরমার্থেরই সংজ্ঞাপ্রভেদ৩০। অহম্ভাবসম্পন্ন চিত্তের দ্বারাই সৃষ্টি হয়, সুতরাং চিত্তের পরিক্ষয়ে সৃষ্টিরও অভাব হয়। চিত্তের উদয়ে এই অসতী সৃষ্টি সত্যবৎ প্রতীত হইতেছে এবং চিত্তের অনুদয়ে বা তিরোভাবে ও শাশ্বত ব্রহ্ম ভাবের উদয়ে বা আবির্ভাবে এই অসতী সৃষ্টিও ব্রহ্মসত্তায় অবশেষিত হইবে। অহম্ভাববিশিষ্ট সম্বেদন (অনুভাবন) কালে সৃষ্টির আড়ম্বর ভ্রান্ত প্রথায় বিরাজ করে, কিন্তু অসম্বেদন কালে সেই শান্ত পরমাত্মাই প্রথিত থাকেন। শান্ত পরমাত্মা জড় নহেন; প্রত্যুত চেতন। সৃষ্টি অজ্ঞগণের নিকট বহুপ্রকার হইলেও তত্ত্বজ্ঞগণের নিকট বহু বা অনেক নহে। যেমন সুবর্ণে বলয়ভ্রান্তি, তেমনি, আত্মাতে সৃষ্টিভ্রান্তি। সেইজন্য বলিতেছি, এই সৃষ্টিকে তুমি শিবাত্মক আত্মামাত্র বলিয়া জানিবে। যেমন শিল্পিনির্ম্মিত সেনা সকল যুদ্ধাদি কার্য্যোপযোগীর ন্যায় প্রতিভাত হয়, তাহার ন্যায় এই সৃষ্টিও ব্যবহারোপযোগী বলিয়া প্রতিভাত হয়৩১।৩৪। সুতরাং এই ভ্রমময় জগৎ পূর্ণ, অনারম্ভ, বিনাশরহিত, অনন্ত ও নিষ্পাপ। ইহা পূর্ণাকারে পূর্ণ হইয়াই রহিয়াছে৩৫। দৃশ্যমানা সৃষ্টি ব্রহ্ম বটে, ব্রহ্মেও বটে। যেমন আকাশে আকাশ, তেমনি, শান্ত শিব ব্রহ্মে শান্ত শিবই অবস্থিত রহিয়াছে৩৬। মুকুর প্রতিবিম্বিত দূরবিস্তৃত নগরের ন্যায় ব্রহ্মেই ইহার দূরাদূর ক্রম বিদ্যমান রহিয়াছে৩৭। বিশ্ব অসৎ হইয়াও সর্ব্বদা সংস্বরূপে প্রতিভাত হইতেছে। ইহা ব্রহ্মসংসর্গী প্রতিভাস বশতঃ সদা প্রসন্ন ও অবস্তুত্বহেতু অসৎ। ফলতঃ সঙ্কল্পনগরের ন্যায়, মৃগতৃষ্ণিকা জলের ন্যায় ও দ্বিচন্দ্রভ্রমের ন্যায় এই প্রতিভাত সৃষ্টিতে সত্যতা নাই। যাবৎ জর্জ্জরলতারূপিণী অবিদ্যা বিচাররূপ

হুতাশন কর্ত্তৃক সমূলে দগ্ধ না হয়, তাবৎ এই শাখাপ্রশাখাপ্রতানিত গহনবনরূপ নানাবিধ সুখদুঃখপরম্পরা প্রসব করিবেই করিবে৩৮।৪১।

একোনবিংশত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত।

———

বিংশত্যধিক শততম সর্গ।

—(০)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! আমি স্বুবর্ণাঙ্গুরীয়ের তুলনা দিয়া যাহার মিথ্যাত্ব বর্ণন করিলাম, সেই বিশ্বকারণ অবিদ্যার ক্ষয়োন্মুখত্ব (ক্ষয়োথন্মুত্ব=বিচারসম্পর্কে অদর্শন প্রাপ্ত হওয়া) ও মহত্ত্ব (অদ্ভূতত্ব) কিরূপ তাহারও বর্ণন করি, শ্রবণ কর ও বুঝিয়া দেখ ১। পূর্ব্ববর্ণিত লবণ রাজা ক্ষণমধ্যে সেই প্রকার ভ্রম সন্দর্শন করিয়া তাহার পর দিবসেই সেই ভ্রান্তিদৃষ্ট মহাটবী গমনে প্রবৃত্তিমান্ হইলেন ২। তিনি মনে করিলেন, কল্য আমি বিন্ধ্য পর্ব্বতে গিয়া যে মহারণ্যে বহুল দুঃখপরম্পরা অনুভব করিয়াছি, সেই মহারণ্য আমার চিত্তদর্পণে এখনও সংলগ্ন রহিয়াছেন, এবং আমি তাহা এখনও অবিচ্ছেদে স্মরণ করিতেছি। অতএব অদ্যই আমি সেই বিন্ধ্যাটবী গমন করিব এবং দেখিব, যাহা দেখিয়াছি—তাহা ঠিক্ কি না ৩।

মহীপতি লবণ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়াই সেই দিবসেই দিগ্বিজয়ব্যাজে (ব্যাজ=ছল) সচিবগণের সহিত পুনর্ব্বার দাক্ষিণাত্য যাত্রা করিলেন। অনন্তর বিন্ধ্য মহীধর প্রাপ্ত হইয়া, কৌতুক বশতঃ, সূর্য্য যেমন নভোমার্গে পরিভ্রমন করেন তাহার ন্যায় তিনি ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব, দক্ষিণ, ও পশ্চিম দিক্‌স্থিত সমুদ্রের তটভূমির ন্যায় বিন্ধ্যভূমিতে পরিভ্রমণ করিলেন ৪।৫। ঐরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে একস্থানে গিয়া দেখিলেন, পুরোভাগে এক উগ্র মহারণ্য রহিয়াছে। চিন্তা মূর্ত্তিমতী হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলে চিন্তকের মন যেরূপ হয় এবং পরলোক ভূমি দর্শন করিলে পরলোক দিদৃক্ষুর মন যেরূপ হয়, এই উগ্র মহারণ্য দর্শনে লবণ রাজার মন ঠিক্ সেইরূপ হইল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যেন এই অরণ্যেই তাঁহার দৃষ্টি গোচর হইয়াছে ৬। অনন্তর তিনি কৌতুক সহকারে তথায় গমন করিলেন, এবং তত্রস্থ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন

করতঃ পূর্ব্বানুভূত সমস্তই দর্শন করিলেন। তিনি যৎপরোনাস্তি বিস্ময়ে আবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসার দ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়া অধিকতর বিস্ময়ে আবিষ্ট হইলেন ৭। সে স্থানে যে সকল মনুষ্যকে দেখিতে পাইলেন, তাহাদিগের পূর্ব্বানুভূত ব্যাধ বা চণ্ডাল বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপারে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া কৌতুকের প্রেরণায় তিনি পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ৮। অনন্তর তিনি সেই ধূমধূসর মহাটবীতে, যেখানে তিনি বহুপুক্কশসম্পন্ন (পুক্কশ= চণ্ডাল) হইয়াছিলেন, সেই ক্ষুদ্র গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া তথায় প্রাগনুভূত সেই সমস্ত চণ্ডালাদি জনগণ ও তাহাদের স্ত্রীগণ, এবং সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর, তথা সেই সকল ক্রীড়াস্থান, তথা সেই দুর্ভিক্ষ দ্বারা দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত ও বাস পরিভ্রষ্ট সেই সেই সমস্ত স্বজনগণ ও অনুচরবর্গ, তথা সেই সকল বৃক্ষ ও বন্ধুবিবর্জ্জিত ও চণ্ডালগণ দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, কোন কোন ব্যক্তি দারুণ দুর্ভিক্ষের তাড়নায় পুত্রকলত্রাদিবিহীন হইয়াছে, কোন শিশু পিতৃমাতৃহীন হইয়াছে, কোন ব্যাধ অসহায় ও একল হইয়াছে, এমন কি, যাহা যাহা ভ্রমদৃষ্ট হইয়াছিল সে সমস্তই দেখিতে পাইলেন ৯।১১। এক স্থানে দেখিলেন, কতকগুলি শোকাতুরা বৃদ্ধা স্ত্রী অজস্র অশ্রু বর্ষণ করতঃ রোদন করিতেছে। সেই সমস্ত বৃদ্ধাগণের মধ্যে একটী বাস্পাকুলনয়না অবান্ধবা দীনা কৃশাঙ্গী শুষ্কস্তনী ছিন্ন-কন্থাবৃতা বৃদ্ধা স্ত্রী আর্ত্তনাদ সহকারে অন্য বৃদ্ধা দিগের নিকট বক্ষ্যমাণ প্রকারে অসংখ্য দুঃখপরম্পরা বর্ণন করিতেছে এবং অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন সহকারে রোদন করিতেছে ১২।১৩।

বলিতেছে "হা পুত্রি! তোমার সুকুমার শিশু পুত্রগুলি তোমাকে আলিঙ্গন দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। হায়! হায়! তোমরা চণ্ডাল-রাজের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম হইয়াও ভীষণ দুর্ভিক্ষে দিনত্রয় অনাহারে ক্ষীণ প্রাণ ও জীর্ণদেহ হইয়াছিলে? তাদৃশ অবস্থায় তিনি তোমাদিগকে কি প্রকারে এবং কোথাও পরিত্যাগ করিলেন? অথবা তোমাদের প্রাণ সকল কোথায় কি প্রকারে তোমাদিগের অনাহারজীর্ণদেহ বিসর্জন করিল ১৪। উঃ

কি দুঃখ! তোমার যে সেই অমরহাসী (দেবতার ন্যায় হাস্যকারী) ভর্ত্তা সমুন্নত পর্ব্বতে অত্যুচ্চ তালবৃক্ষ হইতে রক্তবর্ণ সুপক্ক তালফল দন্তে ধারণ করতঃ অবরোহণ করিতেন তাহার সে গুণ আমার স্মৃতিপথে এখনও জাগরূক রহিয়াছে। হায়! আর কি আমার সেই পুত্রাপেক্ষা প্রিয়তম কদম্ব, জম্বীর, লবঙ্গ, তাল,তমাল ও গুঞ্জবনবিহারী, ব্যাঘ্রগণের ভয়জনক মদীয় জামাতা তরক্ষু বিনাশের নিমিত্ত আমার সম্মুখে লম্ফ প্রদান করতঃ বিচরণ করিবে ১৫। আর কি আমি তাঁহার মাংস চর্ব্বণকালীন তমালনীলশ্মশ্রুশোভিত চিবুকের শোভা দেখিতে পাইব? হায়! মন্মথের বদনেও তাদৃশ সৌন্দর্য্য নাই ১৬।১৭। হায়! কি হইল! আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, সমীরণ যেমন তমাল-বল্লী উড়াইয়া লইয়া যায়, তাহার ন্যায় যম আমার সেই যমুনার ন্যায় শ্যামবর্ণা কন্যাকে তাহার ভর্ত্তার সহিত কোথায় লইয়া গিয়াছে ১৮। হা গুঞ্জাফল-হারভূষিতে! এবং পত্রবস্ত্রধারিণি! হা প্রিয়পুত্রি! হা তালফলসদৃশ পয়োধর সুন্দর বক্ষ-দেশে! হা কজ্জললজ্জিতবর্ণে! হা পক্কজম্বুদন্তে? সুপুত্রি! তোমরা কোথায় রহিলে? হা রাজপুত্র! তুমি ত্বদীয় ইন্দুসমাননা বিলাসিনী কান্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মদীয় কন্যাতেই রতিপ্রাপ্ত হইয়াছিলে, কিন্তু তোমার সে স্ত্রীও চির-স্থায়িনী হইল না, এ খেদ আমি কোথায় রাখিব ১৯।২০। অহো দুঃখ! অহো আশ্চর্য্য! এই সংসাররূপ তরঙ্গিণীর ক্ষণভঙ্গুর ক্রিয়াবিলাস কি খেদজনক! তাহা কি না করিতে পারে? সমস্তই পারে। কারণ, সেই রাজপুত্র নৃপেশ হইয়াও চণ্ডালকন্যাতে যোজিত হইয়াছিলেন ২১। ওঃ কি কষ্ট! মহামনোরথযুক্ত আশা যেমন অর্থের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হয়, বোধ হয় সেইরূপ, আজ আমার সারঙ্গত্রস্তনয়না সেই কন্যা এবং সেই ক্রুদ্ধশার্দ্দূলবিক্রম রাজা (যামাতা) উভয়ই যুগপৎ বিনষ্ট হইয়াছেন ২২। সখীগণ! আজ আমি অনাথা, মৃতাত্মজা, দুর্দ্দে-শবাসিনী, মহাদুর্গতি প্রাপ্ত, দরিদ্রা ও মহাবিপদে নিপতিতা। আমি হীনজাতি সম্ভূতা হইয়াও উচ্চ হইয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আমার সহিল না। হায়! এক্ষণে আমি মূর্ত্তিমতী ঘোর আপৎ ও ভয়স্বরূপ হইয়াছি। আমি অনাথা,

বিধাতা অনাথা দেখিয়া আমাকে নীচবৃত্তি ক্রোধের, ক্ষুধাপ্রপন্ন পোষ্যবর্গের ও অনিবার্য্য শোকের নারীরূপ আগার নির্ম্মাণ করিয়াছেন ২৩।২৪। হে সখীগণ! আমার ন্যায় দৈবোপতপ্ত বিবান্ধব মূঢ় ব্যক্তির এরূপ মনঃকষ্টে পৃথিবীতে জীবিত থাকা ও জীবিত থাকিয়া আপৎপরম্পরা ভোগকরা অপেক্ষা নির্জীব লোষ্ট্র পাষা-নাদির ন্যায় জীবনহীন হওয়া শ্রেয়স্কর ২৫। যে ব্যক্তি স্বজনবিহীন ও কুদেশবাসী, তাহার অনন্তদুঃখপরম্পরা, বর্ষাকালে সহস্রসহস্র শাখাপ্রশাখান্বিত তৃণলতাদির ন্যায় দিন দিন উল্লসিত হইয়া থাকে ২৬।

নরনাথ লবণ বিলাপকারিণী এই বৃদ্ধাকে অভিহিত প্রকারে রোদন করিতে দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইলেন (এই বৃদ্ধাই ইহার ভ্রমদৃষ্ট চণ্ডালী শাশুড়ী)। চণ্ডালিনীরা সম্ভাষ্যা (সাক্ষাৎ আলাপের যোগ্যা) নহে, সেজন্য, তিনি স্বীয় পরিচারিকাগণ দ্বারা তাহাকে আশ্বাসিত করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, বৃদ্ধে! তোমার কন্যা কে এবং পুত্রই বা কে?২৭। অনন্তর সেই বাষ্পবি-লোচনা চণ্ডালিনী বলিল, এই গ্রামে পুক্কশঘোষ নামে এক চণ্ডাল বাস করিতেন। তিনি আমার পতি। তাঁহার ইন্দুসমাননা এক কন্যা হইয়াছিল। সেই কন্যা এই কানন কোটরে পাদপসমাশ্রিত তুম্বীলতারন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনন্তর সেই কন্যা দৈবযোগে এই স্থানে সমাগত ইন্দুতুল্য এক রাজাকে ভাগ্য বশতঃ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করতঃ বহুদিন তাঁহার সহিত সুখভোগ করিয়া এক কন্যা ও কতিপয় পুত্র প্রসব করিয়াছিল ২৮।৩০।

বিংশত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত।

একবিংশত্যধিক শততম সর্গ।

চণ্ডালী বলিল, হে জনেশ্বর! তৎপরে এক সময়ে এই ক্ষুদ্র গ্রামে ভীষণ জনবিনাশন অনাবৃষ্টি-দুঃখ উপস্থিত হইল ১। সেই ভীষণ দুঃখে গ্রামবাসিগণ এই গ্রাম হইতে নির্গত হইয়া দূরে গমন করিয়াও অব্যাহতি পায় নাই, অনেকেই তদবস্থায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে ২। হে প্রভো! সেই কারণে আমরা স্বজনশূন্য হইয়াছি এবং বন্ধুবিয়োগ দুঃখে সাতিশয় কাতর হইয়া অবিরত বাস্পবারি বিসর্জ্জন করতঃ শোক করিতেছি ৩।

রাজা চণ্ডালীর ঐ সকল কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইলেন এবং মন্ত্রিগণের বদনে দৃষ্টি রাখিয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ৪। অপিচ, মনে মনে সেই অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় ভূয়ো ভূয়ো চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং তৃপ্ত না হওয়ায় পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ৫। পরে সেই রাজা নিতান্ত করুণাবিষ্ট হইয়া সমুচিত অর্থদান ও সম্মানবর্দ্ধনদ্বারা তাহাদিগের কথঞ্চিৎ শোকাপনোদন করিলেন এবং বহুক্ষণ তথায় অবস্থান পূর্ব্বক দৈবনিয়তির অদ্ভূত সামর্থ্যের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর পৌরগণকর্ত্তৃক বন্দিত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন ৬।৭। তদনন্তর নৃপতি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া প্রাতঃ-কালে সভায় সমাগমনপূর্ব্বক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনে! ঐ প্রকার স্বাপ্ন (ভ্রান্তিদৃষ্ট) বিষয় কি প্রকারে আমার প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হইল? ৮। তদনন্তর আমি রাজার ঐ প্রশ্নের যথাযথ সমাধান করিয়া বায়ু যেমন নভো-মণ্ডলস্থ মেঘকে ছিন্ন ভিন্ন করে, তাহার ন্যায় আমি তাঁহার সেই সংশয় ছেদন করিলাম ৯। হে রঘুনাথ! মহদ্‌ভ্রমদায়িনী অবিদ্যা ঐ প্রকারে সৎকে অসতে ও অসৎকে সতে আনয়ন করিয়া থাকে ১০।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! লবণ রাজার ঐ স্বপ্ন কিরূপে সত্য হইল তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন। আমার চিত্ত হইতে ঐ রহস্য বিগলিত হইতেছে না ১১। বশিষ্ঠ বলিলেন, মহাবাহো! অবিদ্যায় সমস্তই সম্ভবে; অসম্ভব কিছুই নাই। তাহার উদাহরণ—অনেক সময়ে স্বপ্নে ও অন্যান্য ভ্রমদর্শন কালে ঘটও পটের আকারে প্রতীত হয় ১২। এবং দূরও নিকট বলিয়া অনুভূত হয়। দর্পণের অভ্যন্তরে পাহাড় পর্ব্বত দৃষ্ট হয় তাহাও এক-প্রকার ভ্রম। ভ্রমের প্রভাবে অতি সুদীর্ঘকালও সুখনিদ্রা প্রভাতা রাত্রির ন্যায় লঘু বলিয়া অনুভূত হয় ১৩। যে কিছু অসম্ভব; সমস্তই স্বপ্নযোগে ও ভ্রান্তি-কালে সম্ভব হয়। উদাহরণ—যৎপরোনাস্তি অসম্ভব আপনার মরণ দর্শন, তাহাও স্বপ্নে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহা সম্পূর্ণরূপে অসত্য, তাহা ভ্রমকালে সত্যের ন্যায় উদিত হইয়া থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত—স্বপ্নে আকাশভ্রমণ ১৪। যে ব্যক্তি আপনি ঘুরে, সে মনে করে, পৃথিবী ঘুরিতেছে। মনঃ মদের দ্বারা বিক্ষুব্ধ হইলে অচল পদার্থও সচল বলিয়া প্রতীয়মান হয় ১৫। অধিক কি বলিব, বাসনাবলিত চিত্ত যখন যাহা ভাবনা করে, তাহাই সমুদিত বা অনুভূত হইয়া থাকে। পরন্তু সে সমস্তই অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান১৬। এই অহন্তা-বাদিময়ী অবিদ্যা (আমিত্ব বোধরূপ মিথ্যাজ্ঞান) আদ্যন্তমধ্যরহিত ও অনন্ত১৭। চিত্তের প্রতিভাসে পদার্থের পরিবর্ত্তন হয় এবং ক্ষণও কল্প এবং কল্পও ক্ষণ হয় ১৮। মতি বিপর্য্যস্ত হইলে মেষও আপনাকে সিংহ মনে করে, আবার সিংহও আপনাকে মেষ মনে করে ১৯। অহন্তাব প্রভৃতি অবিদ্যারই বিকার এবং সে সকল চিত্তবৈপরীত্যেরই ফল ২০। চিত্ত বাসনা অনুসারে কাকতালীয় ন্যায়ে সমুদিত হয় এবং ব্যবহারপরম্পরাও তদনুরূপ সত্যতায় অভ্যুদিত হয়২১। লবণ রাজা যে ক্ষণমধ্যে বিন্ধ্যপক্কণে (পক্কণ=চণ্ডালপুরী) চণ্ডালী বিবাহাদি অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা চিত্তেরই কোন এক প্রতিভাস। ঐ প্রতিভাসের মূল কারণ তাঁহারই পূর্ব্বমনোভাব, অর্থাৎ উহা লবণ রাজার মনে কোন এক সময়ে অধিরূঢ় হইয়াছিল। যে ক্রমে অনুভূত বিস্মরণ হওয়া যায়, সেই ক্রমেই

পূর্ব্বানুভূত ঘটনাদি স্মৃতিপথে উদিত হয় ২২।২৩। অতি প্রাকৃত (অনভিজ্ঞ বা নীচ) মনুষ্যেরাও স্বপ্নপ্রতিভাসের ব্যাপার অবগত আছে। ভোজনান্তে পুরুষ স্বপ্নে দেখে—অনাহারে জীবন যায় এবং অভুক্ত ব্যক্তিও স্বপ্ন দেখে—ভোজনে পরিতৃপ্ত আছি ২৪। অতএব, বিন্ধ্যপক্কণের ঐ ব্যাপারকে তুমি স্বপ্নানুরূপ রীতির অনুরূপ বলিয়া অবধারণ করিবে। যেমন স্বপ্নে পূর্ব্বকথা জন্মজন্মান্তরের কথা, প্রতিভাসিত হয়, সেইরূপ, লবণ রাজার চিত্তেও পূর্ব্বোক্ত চণ্ডালীবিবাহাদি বিস্তীর্ণ ব্যাপার প্রতিভাসিত হইয়াছিল ২৫। ঐ রহস্য এ ভাবেও বুঝিতে পার যে, বিন্ধ্যপক্কণবাসিদিগের চিত্তেও ঐরূপ সম্বিদ্ উদিত হইয়াছিল ২৬। অথবা এরূপে বুঝিবে যে, লবণ রাজার চিত্তের প্রতিভাস বিন্ধ্যবাসী চণ্ডাল দিগের চিত্তে এবং বিন্ধ্যবাসী চণ্ডালদিগের চিত্তপ্রতিভাস লরণ রাজার চিত্তে সমারূঢ় হইয়াছিল ২৭। একই সময়ে একই আকারের কল্পনা যে অনেকের চিত্তে উদিত হয় তাহার অনেক উদাহরণ আছে। যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাশীল কবির মানসী রচনা অবিকল একরূপ হইয়া থাকে। তথা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি অবিকল একরূপ স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়া থাকে ২৮। ঐ সকল ব্যবহারিক অবস্থার সত্যতা বা অস্তিতা চিত্তপ্রতিভাসের অধীন। ফলতঃ সত্যতা বা অস্তিতা সংবেদন ব্যতীত অন্য কিছু নহে ২৯। সম্বেদনসত্তা জলে বীচির ন্যায় ও বীজে তরুর ন্যায় সর্ব্বত্র অবস্থিত থাকিয়া ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান প্রপঞ্চের আকার ধারণ করে ও ভ্রান্তির দ্বারা পৃথকরূপে প্রতিভাত হয় ৩০। সম্বেদনের সত্তা ব্যতীত, পদার্থ-নামধারীর যে সত্তা, সে সত্তা আছে বলিলেও হয়, নাই বলিলেও হয়। সম্বিত্তির উদয় হইলে তাহা আছে, তাহার অনুদয় কালে তাহা নাই ৩১। যে অবিদ্যার বিভূতি বর্ণন করিয়াছি, সে অবিদ্যা কোন আধারে নাই। যেমন বালুকায় তৈল নাই, সেইরূপ, অবিদ্যাও কোন আধারে বাস্তবরূপে নাই ৩২। সুবর্ণের বলয়, এ কথা বলিলে যেমন বুঝিতে হইবে যে, বলয় সুবর্ণই, সুবর্ণাতিরিক্ত নহে, তেমনি, অবিদ্যা শব্দের অর্থে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তাহা আত্মাই,

আত্মাতিরিক্ত নহে। ভাবিয়া দেখ, অবিদ্যা পৃথক্ পদার্থ হইলে তাহার সহিত আত্মার সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক হয় কি না। যদি বল, সম্বন্ধ আছে, বস্তুতঃ তাহা নাই। কেননা, সদৃশ সম্বন্ধিদ্বয় ব্যতীত সম্বন্ধকল্পনা দৃষ্ট হয় না। সদৃশ বস্তুর সম্বন্ধই স্বীয় অনুভবে সমারূঢ় হয় ৩৩। যেমন জতু ও কাষ্ঠ, উভয়ই সমান সাকার বলিয়া পরস্পর সম্বন্ধ হইতে দেখা যায়। পরন্তু ঐ দু-এর সংযোগরূপ সম্বন্ধ প্রস্তাবিত বিষয়ে উদাহরণের অযোগ্য। কেন না উক্ত উভয়ও অবিদ্যার বিকার ৩৪। বিচারচক্ষে দেখিলে দেখা যায়, এ সমস্তই সৎ ও চিৎ। হেতু এই যে, প্রস্তরাদি পদার্থও চৈতন্যের সত্তায় সত্তান্বিত ৩৫। যখন সমস্ত জগৎ সন্মাত্র ও চিন্ময়, তখন অবশ্যই ইহার অবস্থিতি স্বানুভবমূলক ৩৬। এ সম্বন্ধে অন্য বিবেচ্য এই যে, বিসদৃশ স্বভাব পদার্থদ্বয়ের ঐক্য বা কোন বাস্তব সম্বন্ধ সর্ব্বথা অসম্ভব, অথচ বিনা সম্বন্ধে পরস্পরানুভব সিদ্ধ হয় না ৩৭। সে হেতুতেও স্থির হয়, সদৃশ বস্তুই সদৃশের সহিত মিলিয়া ক্ষণমধ্যে আপনার রূপ বিস্ফারিত করে ৩৮। চিৎপদার্থ চেত্যে মিলিয়া চেতনাকারে উদিত হয়, তাই বলিয়া যে তদুভয়ের ঐক্য হয়, এরূপ বলা যায় না। কেন না, চিৎ ও জড় পরস্পর ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত। জড়ের সহিত জড়ের মেলনে জড়েরই গাঢ়তা জন্মে, চেতনের স্ফুরণ বা অভিব্যক্তি হয় না ৩৯। এক চিত্তে (ত্রিপুটীরূপ চিত্তে) চিজ্জড়ের মেলন (ঐক্য) সর্ব্বথা অসম্ভব। জড়ের চিন্ময় হওয়া বা চিৎসম্বন্ধে এক হওয়া উভয়ই অসম্ভব ৪০। কেন না, ইহা কাষ্ঠ, তাহা প্রস্তর এ সকল ভেদ চৈতন্যের দ্বারাই নিস্পন্ন হয়, অন্য কিছুর দ্বারা নহে। সুতরাং বুঝা উচিত যে, চৈতন্যই সর্ব্বে সর্ব্বা। সর্ব্বত্রই দেখা যায়, পরিণামী পদার্থমাত্রই পদার্থান্তরের আকারে প্রকটিত হয় ৪১। জিহ্বা জলীয় ইন্দ্রিয়, সেই কারণে তদ্দ্বারা জল বিকার রসের গ্রহণ হয়। অসমানের ঐক্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। যদি জড় ও চেতন ঐক্য বা এক হইয়া যাইত, তাহা হইলে আর প্রস্তর আদি জড় থাকিত না। এই সকল অনুশীলনে বুঝিতে হইবেক যে, চিৎই প্রস্তরাদিরূপিণী এবং সে সকল চৈতন্যেরই বিলাস ৪২।৪৩। এ বিষয়ে

পরমার্থ পক্ষ এই যে, চৈতন্যই নিজের অনতিপ্রকাশে (অজ্ঞানে) একলোল (লপেট্) হইয়া দ্রষ্টৃ দৃশ্যাদি ভ্রম জন্মায় সুতরাং কাষ্ঠলোষ্ট্রাদি সমস্তই পরমার্থতঃ চিন্ময় ৪৪। চৈতন্যের সহিত চৈতন্যময় দৃশ্যের সম্বন্ধ কল্পিত এবং কল্পিত সম্বন্ধ অনুসারেই দৃশ্যতা ব্যবহার। কল্পনার প্রকার অনন্ত, সেজন্য দৃশ্যও অনন্ত ৪৫। হে তত্ত্ববিদ্‌শ্রেষ্ঠ রাম! তুমি বিশ্বকে সৎ বলিয়া জানিবে, পদার্থান্তর বলিয়া অবধারণ করিবে না। যদি তুমি মিথ্যাপরিত্যাগনিষ্ঠ হও, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে—এই বিশ্বব্যবহার কেবল শত শত ও লক্ষ লক্ষ ভ্রমের সমষ্টি, অন্য কিছু নহে। যেমন মনোরাজ্যস্থ নরেরা পরস্পর নিস্পন্দ, কেহ কাহার কিছু করে না, সেইরূপ, মিথ্যাজ্ঞান উপশান্ত হইলেও দেখা যায়, সমস্তই নিস্পন্দ বা নিঃস্বভাব এবং সমুদায়েরই সার—কেবল চিৎ ৪৬।৪৭। তত্ত্বজ্ঞদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, বোধকালে কি সৃষ্টি, কি তদন্তর্গত দেশকালাদি, কিছুই নাই। কিন্তু ভেদবোধ অবস্থায় সৃষ্টি, সৃষ্টির অন্তর্গত দেশকালাদি ও অহং মমাদি, সমস্তই আছে বলিয়া বিস্ফারিত হয় ৪৮। যদি ইহা সুবর্ণ, এরূপ বোধ না থাকে, তাহা হইলে বলয়বিভ্রমও থাকে না, কেন না, সুবর্ণে-ই বলয়াদির ভ্রান্তি জন্মে। অতএব, সুবর্ণের জ্ঞানই সুবর্ণকে স্থানান্তরে বা প্রকারান্তরে সত্তাস্ফূর্ত্তি প্রদান করে ৪৯। অমুক দ্রষ্ট্রা, ইহা দর্শন (জ্ঞান), তাহা দৃশ্য, এ সকল যদি পরিত্যক্ত হয়, মনোবৃত্তি হইতে তিরোহিত হয়, তাহা হইলে তখন আর অবিদ্যারও পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। যেমন বলয়াদি-মহাভেদ-যুক্ত সুবর্ণ দৃক্-দর্শন-দৃশ্য পরিত্যাগে সুবর্ণমাত্রে অবশেষিত হয়, সেইরূপ ৫০। এই সৃষ্টির মূল বা সার বোধ। তাহাই বিশ্বকে অসৎ ও অসৎ বিশ্বকে সৎ করিতে সমর্থ। তরঙ্গ যতই কেননা নানা ও ভীষণাকারধারী হউক, জল ছাড়া অন্য কিছু হয় না। শালভঞ্জিকা যত প্রকারই হউক, সে সমস্তই কাষ্ঠ। কুম্ভ কুণ্ড শরাব, সমস্তই মৃত্তিকা। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, এই জগৎত্রয় ব্রহ্ম ৫১।৫২। হে রাঘব! সেই পরমাত্মা নামধেয় পরমপদকে নিম্নোক্ত উপদেশ শ্রবণে বুদ্ধিস্থ করিবে। যথা—দৃশ্যের

সহিত দৃষ্টির (জ্ঞানবৃত্তির) সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বক্ষণে অর্থাৎ উক্ত উভয়ের অন্তরালে দ্রষ্টার যে দ্রষ্টৃ-দর্শন-দৃশ্য, এই ভেদত্রয় বর্জ্জিত স্বরূপ এবং যাহা ঐ ত্রিপুটীর (দৃক্, দর্শন ও দৃশ্যের) সাক্ষীজানীয়, তাহাকে তুমি পরম পদ বলিয়া জানিবে। অথবা চিত্ত একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতেছে, এক বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিষয়ের আকারে আকারিত হইতেছে, তাহার অন্তরালে চিত্তের যে জাড্যবর্জ্জিত রূপ, তাহাকে তুমি পরম পদ বলিয়া অবধারণ করিবে। যাহা জড়সম্পর্করহিত সংবিৎ (নির্ম্মল চেতনা), তুমি সর্ব্বদা বা নিত্যকাল তাহাই ৫৩।৫৪। জাগ্রৎ নহে, স্বপ্ন নহে, নিদ্রাও নহে, এরূপ অনির্ব্বাচ্য অবস্থায় তোমার যে সনাতন (নিত্য নিরাকার) রূপ, সর্ব্বদা তুমি তাহাই ৫৫। জড়াংশ ত্যাগ হইলে প্রস্তরের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ বর্জ্জিত হৃদয় (আধারীভূত চৈতন্য) অবশিষ্ট থাকে, তুমি সর্ব্বদা তাহাই ৫৬। চিত্তে কোনও বিষয়ের উদয় ও প্রলয় অনুভব করিও না, ক্ষোভ বিক্ষোভ রহিত হইয়া যথাসুখে অবস্থান করিও ৫৭। দেহাবচ্ছিন্ন পুরুষ প্রকৃত পক্ষে কোন কিছুর বাঞ্ছা করেন না, বিদ্বেষ করেন না, ইহা জানিয়া তুমি স্বস্থ হও। কদাচ তুমি দেহব্যাপারে লিপ্ত বা ব্যাসক্ত হইও না ৫৮। যেমন অনাগত ব্যবহার্য্য বিষয়ে চিত্তের কোন আসক্তি বা অনুসন্ধান থাকে না, বর্ত্তমানেও তুমি চিত্তকে সেইরূপ অননুসন্ধানপর অর্থাৎ উদাসীন কর। কদাচ চিত্তবৃত্তিতে অবস্থান করিও না। ঐরূপ করিলে তুমি সত্যাত্মলাভ করিতে পারিবে ৫৯। যেমন দূরদেশস্থ ও বিস্মৃত ব্যক্তি, থাকিলেও নাই, (জ্ঞানে না থাকায় নাই), এবং যেমন কাষ্ঠ, যেমন প্রস্তর, চিত্তকে তুমি তদ্রূপ করিবে—থাকিলেও নাথাকার ন্যায় করিয়া তুলিবে। ঐরূপ অচিত্ততা জ্ঞানীর অনুভবসিদ্ধ ৬০। যেমন প্রস্তরে জল নাই, জলে অনল নাই, তেমনি পরমাত্মায় চিত্ত নাই ৬১। প্রস্তরে জল ও জলে অনল অধ্যাস বশতঃ দৃষ্ট হয় বা অনুভূত হয়। যাহাকে দেখা যায় না, তৎকর্ত্তৃক যাহা কৃত হয়, তাহা কিছুই নহে। এইরূপ বিবেচনা করতঃ তুমি চিত্ত অতিক্রম করিয়া অবস্থিতি করিবে ৬২। যে অত্যন্ত অনাত্মচিত্তের

অনুগামী হয়, সে প্রত্যন্তদেশবাসী ম্লেচ্ছদিগের সমান। তুমি ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় চিত্তের অনুগামী হইও না। ?৬৩। সর্ব্বদা নিকটস্থ চিত্তচণ্ডালকে তুচ্ছজ্ঞান (হেয়জ্ঞান) করিবে এবং সেই নিরাশঙ্ক পরম বস্তু অবলম্বন করিবে ৬৪। আমার চিত্ত নাই, পূর্ব্বে ছিল না, পরেও থাকিবে না, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তুমি শিলাপুরুষের ন্যায় (শিলাপুরুষ=প্রস্তরের মূর্ত্তি) নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিবে৬৫। বিচার দৃষ্টি বিস্তৃত করিলে চিত্তকে পাওয়া যায় না এবং পরমার্থতঃও তুমি চিত্তবিহীন। তবে কেন তুমি তাহার বশীভূত হইয়া কদর্য্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে ? ৬৬। যে ব্যক্তি চিত্তযক্ষের বশ্য হয়, সে দুর্ব্বুদ্ধির নিকট চন্দ্র হইতেও বজ্রের উৎপত্তি হয় ৬৭। তুমি চিত্তকে দূরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুস্থির হও এবং যুক্তির দ্বারা ভবভাবনা হইতে মুক্ত হও, হইয়া পরম পদে অবস্থিতি কর ৬৮। যাহারা সত্যভ্রমে অসচ্চিত্তের অনুগামী হয়, সেই সকল ব্যক্তিদিগকে ধিক্! তাহারা আকাশ ধ্বংস করিতে ইচ্ছুক হইয়া বৃথা কাল হরণ করে৬৯। তুমি গলিতমনা হইয়া ভবপারে গমন করতঃ অমলাত্মা হও। আমি দীর্ঘকাল বিচার করিয়া দেখিয়াছি, তথাপি সেই অমল পদে চিত্তরূপ মলের অল্পমাত্রও অবস্থিতি অথবা অন্য কোন মালিন্যের অবস্থান দেখিতে পাই নাই ৭০।

একবিংশত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশত্যধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, জন্মমাত্রেই পুরুষগণের বুদ্ধি বিকসিত হয় না। ক্রমে সৎসংসর্গদ্বারা তাহাদিগের বুদ্ধি বিকসিত হয়। সে জন্য প্রথমে সৎসঙ্গের অনুসরণ কর্ত্তব্য। অধ্যাত্মশাস্ত্র ও সৎসংসর্গ, এই দুই ভিন্ন, অন্য উপায়ে মহাপ্রবাহশালিনী অবিদ্যা নদী সমুত্তীর্ণ হওয়া যায় না।১।২। শাস্ত্রের ও সৎসঙ্গের প্রভাবে বিবেকবুদ্ধি জন্মে, তৎপরে সে হেয় ও উপাদেয় বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। সেই সময়ে সে শুভেচ্ছানাম্নী বিবেকভূমিতে অর্থাৎ জ্ঞানভূমিকায় অবতীর্ণ হয়৩।৪। অনন্তর বিবেক ও বিচারদ্বারা সম্যক্ জ্ঞান লাভ করে, করিয়া বাসনাবিহীন হইতে থাকে। বাসনা পরিত্যাগ হইলেই মনঃ সংসারভাবনা হইতে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাঁহারা তনুমানস-নাম্নী বিবেকভূমিতে অবতরণ করে৫।৬। যে সময়ে যোগিগণের সম্যক্ জ্ঞান-ভূমিকার উদয় হয়, সেই সময়ে তাঁহাদিগের সত্তাপত্তিনাম্নী উৎকৃষ্ট জ্ঞান-ভূমিকা সমুদিত হয় এবং তাহারই দ্বারা তাহাদিগের বাসনাক্ষয় হইতে থাকে। বাসনাক্ষয়ের পর যখন তাঁহারা অসংসক্তিনাম্নী বিবেকভূমিতে উপস্থিত হন, তখন আর তাঁহারা কর্ম্মফলদ্বারা আবদ্ধ হন না।৭।৮। ক্ষীণবাসন-যোগী তখন অসত্যবিষয়ের ভাবনা পরিত্যাগ অভ্যস্ত করিতে থাকেন। (অসত্য বিষয় অর্থাৎ বাহ্যবস্তু) ক্রমে ব্রহ্মাহং-ভাবনা পরিপুষ্ট ও বাহ্যার্থ বিস্মরণ হইতে থাকে৯। যতদিন না তাঁহারা সম্পুর্ণরূপে বাহ্যার্থ বিস্মৃত না হন্ ততদিন বাহ্যার্থভাবনা পরিত্যাগ অভ্যস্ত করেন। যখন কিছু না করেন, অর্থাৎ সমাধিস্থ থাকেন, তখন বাহ্যার্থবিস্মৃতি হয় সত্য, পরন্তু যখন তাঁহারা ব্যুত্থিত থাকেন, স্নান ভোজনাদি করেন, তখনও তাঁহাদের মনো-বৃত্তিতে বাহ্যার্থের উদয় থাকে না। সেইজন্য তাঁহারা রুচিপূর্ব্বক কোন কিছু

করেন না ও চিন্তা করেন না, এবং সর্ব্বদা সর্ব্ববিস্মৃতের ন্যায় থাকেন১০। যেমন মূক, যেমন মোহপ্রাপ্ত, যেমন শিশু, যেমন উন্মত্ত. যেমন সুপ্ত-প্রবুদ্ধ ব্যক্তি ব্যবহার নির্ব্বাহ করে, অর্থাৎ তাহারা যেমন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কিছু করে না, পরেচ্ছাপ্রযুক্ত হইয়া অন্যমনস্কের ন্যায় কার্য্য করে, তদ্রূপ তাঁহারা স্নান-ভোজনাদি কার্য্য করিয়া থাকেন১১। ঐরূপে তনুভাবিত-মনস্ক অর্থাৎ ব্রহ্মৈকরসীকৃতচিত্ত যোগী পদার্থাভাবনী নাম্নী যোগভূমিতে আরোহণ করতঃ অন্তর্লীনচিত্তে কতিপয় বৎসর অতিবাহন করেন, করিয়া তুর্য্যাত্মা ও জীবন্মুক্ত হন১২।১৩। তখন তিনি প্রাপ্তিতে আনন্দিত ও অপ্রাপ্তিতে দুঃখিত হন না। যাহা পাইয়াছেন, বিগতাশঙ্ক হইয়া তাহারই অনুগামী থাকেন১৪। হে রাঘব! তুমিও জ্ঞাতব্য বিজ্ঞাত হইয়াছ। যাহা নিখিল বিশ্বের অন্তঃসার, তাহা জানিয়াছ। তোমার বাসনাও ক্ষীণ হইয়াছে১৫। শরীরস্থ থাক বা শরীরাতীত হও (ব্যুত্থিত বা সমাধিস্থ হও) কদাপি হর্ষশোকের বশ্য নহ। তুমি অনাময় পরমাত্মা১৬। রাম! তুমি স্বচ্ছ স্বপ্রকাশ নিত্যোদিত পরমাত্মা, তোমাতে আবার দুঃখ সুখ কি? জন্মমরণই বা কি?১৭। তুমি অবন্ধু। তোমার আবার বন্ধু-দুঃখে কাতরতা কি? অদ্বিতীয় আত্মার আবার বান্ধব কে?১৮। দেহ কেবল কতকগুলি ভৌতিক পরমাণুর সমষ্টি, তাহা দেশে দেশে ও কালে কালে অন্যথা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আত্মার উদয় ও অস্ত দুএর কিছুই হয় না১৯। তুমি যখন অবিনাশী, তখন তুমি কেন বিনশ্বর দেহের নিমিত্ত বৃথা শোক করিবে? অমরস্বভাব নির্ম্মল পরমাত্মার আবার বিনাশ কি?২০। ঘট ভগ্ন হয়, তদুপহিত আকাশ ভগ্ন বা বিনষ্ট হয় না। সেইরূপ এই শরীর বিনষ্ট হয়, আত্মা বিনষ্ট হন না২১। মৃগতৃষ্ণকাই বিনষ্ট হয়, আতপ বিনষ্ট হয় না। সেইরূপ দেহই নষ্ট হয় আত্মা নষ্ট হন না২২। কেনই বা তোমার অনর্থ বাঞ্ছা সমুদিত হইবে? যখন দ্বিতীয় নাই, তখন আবার কে কি বাঞ্ছা করিবে?২৩। রাম! দৃশ্য, স্পৃশ্য, শ্রব্য, আঘ্রেয়, কিছুই নাই, যাহার উল্লেখ করিবে তাহাই আত্মা২৪। যেমন

আকাশে শূন্যতার অবস্থিতি, তেমনি এ সমস্তই অখিলশক্তি পরমাত্মায় অবস্থিত২৫। হে রাঘব! এই লোকত্রয় চিত্ত হইতে উৎপন্ন ও জীবসকল সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক জন্মে মিথ্যা জন্মবান্২৬। যখন বাসনাক্ষয়নামক মনঃপ্রশমন সিদ্ধ হইবে, তখন কর্ম্মক্ষয়নামিকা মায়া থাকিবেক না, তিরোহিত হইবেক২৭। অতএব, হে রাঘব! তুমি যত্ন সহকারে এই সংসাররূপ পেষণ যন্ত্রে সমারূঢ়া ও যন্ত্রবাহিনী রজ্জুরূপা বাসনাকে অবিলম্বে ছেদন কর২৮। এই মহাবাসনা যাবৎ অপরিজ্ঞাত থাকিবে, তাবৎ উহা মহামোহ উৎপন্ন করিবেই করিবে। কিন্তু পরিজ্ঞাত হইলে তখন আবার ঐ বাসনাই অনন্তসুখদা ও ব্রহ্মপদদায়িনী হইবে২৯। বাসনা ব্রহ্ম হইতেই আইসে সত্য, পরন্তু উহা সংসারভোগ অন্তে ব্রহ্মকে স্মরণ করতঃ ব্রহ্মে বিলীন হয়৩০। হে রামচন্দ্র! যেমন তেজঃ (পরমাত্মাজ্যোতিঃ) হইতে প্রকাশের আবির্ভাব, তেমনি, রূপবিহীন অপ্রমেয় নিরাময় শিব হইতে এই সমুদায় ভূত আবির্ভূত হইয়াছে। যেমন পত্রে রেখা (শিরা প্রশিরা), জলে বীচিমালা, স্বর্ণে বলয়াদি, অনলে উষ্ণতা, তাহার ন্যায় এই ভুবনত্রয় সেই বাসনাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মে জাত হইয়াছে ও তদভেদে স্থিত আছে ৩১।৩৩। তিনিই সর্ব্বভূতের আত্মা এবং ব্রহ্মনামের নামী। তাঁহাকে জানিলেই সমস্ত জানা হয় ৩৪। শাস্ত্রীয় ব্যবহার নির্ব্বাহার্থ তাঁহার ব্রহ্ম, আত্মা, চিৎ ইত্যাদি নাম কল্পিত হইয়াছে ৩৫। দৈবাৎ প্রিয়াপ্রিয় বিষয়ের সংযোগে (ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ হওয়ায় তাঁহাতে হর্যামর্ষাদির আরোপ) হইলেও বিচার দৃষ্টির দ্বারা সে সকলের অভাব নির্দ্ধারিত হওয়ায় তিনি হর্যামর্ষাদিবর্জ্জিত অনুভূতি স্বরূপ ৩৬। আকাশাপেক্ষা সমধিক শুদ্ধ স্বচ্ছ চিদাত্মায় এই জগৎ পদার্থান্তরের ন্যায় ভিন্নাকারে প্রতিবিম্বিত হইতেছে সত্য; পরন্তু মিথ্যা। জগৎ তাঁহাতে নাই। জগৎ আপনারই অন্তরে ৩৭। এই যে জগদ্বুদ্ধি, ইহা তাঁহার অব্যতিরিক্ত। যেমন দর্পণপ্রতিবিম্বিত নদ নদী গুহাপর্ব্বতাদি দর্পণের অব্যতিরিক্ত, তেমনি, চিদাত্মায় প্রতিবিম্বিত জগৎ চিদাত্মার অব্যতিরিক্ত ৩৮।

রাম! তুমি অদেহ ও চিদাকৃতি, সুতরাং কেন তোমার লজ্জা ভয় বিষাদাদি হইতে মোহ হইবে? ৩৯। কি নিমিত্ত তুমি অদেহ হইয়াও মূর্খের ন্যায় দেহজাত অসৎ লজ্জাভয়াদির দ্বারা অভিভূত হইতেছ?৪০। দেহের খণ্ডনে (বিনাশে) অখণ্ডৈকরস চৈতন্যস্বভাব তোমার কি ক্ষতি হইবে? যাহারা অজ্ঞান, তাহাদিগেরই আত্মনাশভ্রান্তি জন্মে। পরন্তু যাহারা জ্ঞানী, তাহাদের ঐ ভ্রম থাকে না ৪১। চিত্তের গত্যাগতি অব্যাহত। তাদৃশ অব্যাহতগতি চিত্তই পুরুষ, শরীর পুরুষ নহে ৪২। রাম! শরীর থাকুক বা না থাকুক, এবং পুরুষ জ্ঞ বা অজ্ঞ হউক, দেহনাশের সহিত তাহার নাশ কদাপি ও কুত্রাপি হয় না ৪৩। তুমি যে এই বিচিত্র দুঃখপরম্পরা দর্শন করিতেছ, এ সমস্তই দেহের, চিদাত্মার নহে৪৪। চিদাত্মা মনঃপথের অতীত সুতরাং শূন্যের ন্যায় নির্লেপে অবস্থিত। সুখ দুঃখ কি প্রকারে তাঁহাকে গ্রহণ করিবে? ৪৫। যদ্রূপ ভ্রমর পঙ্কজ হইতে আকাশে গমন করে, তদ্রূপ, জীবেরাও দেহবিনাশে আপনার আস্পদ পরমাত্মায় গমন করিয়া থাকে ৪৬। হে রামচন্দ্র! যদি তুমি এমন মনে কর, আত্মতত্ত্বও অসত্য, তাহা হইলেও শোক করিতে পার না। কেন না, দেহ নষ্ট হইলে কি নষ্ট হইবে? ৪৭। রাম! সেই হেতু বলিতেছি, তুমি সত্যকেই ব্রহ্মভাবনা কর, আর মোহ অনুভব করিও না। নিরিচ্ছ নিষ্পাপ পরমাত্মার ইচ্ছা নাই, ইহা অবধারণ কর ৪৮। এই জগৎ সেই সাক্ষীভূত নিরীচ্ছ ও স্বচ্ছ পরমাত্মায় মুকুরে বন পর্ব্বতাদির ন্যায় প্রতিবিম্বিত হইতেছে ৪৯। মণিরত্নরশ্মির ন্যায় এই জগজ্জাল সেই সাক্ষীভূত চিদাত্মায় স্বয়ং প্রতিফলিত হইতেছে ৫০। দর্পণ ও প্রতিবিম্ব উভয়ের অনিচ্ছা থাকিলেও যেমন পরস্পর ভেদাভেদ সম্বন্ধ থাকে, তেমনি, আত্মা ও জগৎ উভয়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও উক্তরূপে ভেদাভেদ ব্যবস্থিত রহিয়াছে ৫১। জগৎ (জগৎস্থ প্রাণী) যেমন সূর্য্যসন্নিধান মাত্রে ক্রিয়াশীল হয়, সেইরূপ, চিৎসত্তামাত্রে এই জগৎক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় ৫২। রামচন্দ্র! এই অবস্থিত জগৎকে যদি মূর্ত্তজ্ঞান বহির্ভূত করিতে পার, তাহা হইলেও ইহা

আকাশের ন্যায় সুসম্পন্নস্বভাব হইবে ৫৩। যেমন দীপ থাকিলেই তাহা আলোকপ্রদ হয়, তেমনি, চিৎসত্ত্বের স্বভাবেই জগৎস্থিতি চিৎস্বভাবভুক্ত হয় ৫৪। হে রাঘব! প্রথমে পরমাত্মতত্ত্ব হইতে মনঃ (হিরণ্যগর্ভ) উদিত হয়। পরে সেই মনঃ কর্ত্তৃক স্ববিকল্পজালদ্বারা সেই পরমাত্মতত্ত্বে এই ব্রহ্মজাল বিস্তৃত হয়। তদনন্তর, যেমন আকাশে নীল প্রভা উল্লসিত হয়, তেমনি, সেই ব্যোমরূপী মনঃকর্ত্তৃক এই শূন্যাকার জগৎ উল্লসিত হইতে থাকে। কিন্তু সঙ্কল্পক্ষয়ে চিত্ত বিগলিত হইলে তখন আর সংসারমোহমিহিকা থাকে না, বিগলিত হইয়া যায়। তখন শারদীয় নভোমণ্ডলের ন্যায় একমাত্র আদ্যন্তমধ্য-রহিত চিন্মাত্র অজ পরমাত্মাই দীপ্তি পাইতে থাকেন। সারসঙ্কলন এই যে, পূর্ব্বে কর্ম্মাত্মক মনঃ অভ্যুদিত হয়, তদনন্তর সেই মনঃ সঙ্কল্পদ্বারা কমলজ ব্রহ্মার প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া বালক যেমন বেতালদেহ কল্পনা করে, তদ্রূপ, কল্পনাদ্বারা নানাবিধ জগৎ পরম্পরা বৃথা বিস্তার করে। অসৎ মনঃ, স্বয়ং চিত্তভাগ কর্ত্তৃক জগৎস্বরূপে প্রস্ফুরিত হইয়া পুরোভাগে লক্ষিত হয়। এইরূপে এই মনঃ স্বয়ংই সেই পরমাত্মমহার্ণবে বীচিমালার ন্যায় পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও বিলীন হয় ৫৫।৫৮।

দ্বাবিংশত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত।

উৎপত্তিপ্রকরণ সম্পূর্ণ।